মাসুদ রানা
শত্রু বিভীষণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
Scanned by roni060007
for
Banglapdf.net
দুইখণ্ড একত্রে
সেবা

মাসুদ রানা

শত্রু বিভীষণ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

যুক্তরাষ্ট্রের একদল চরমপন্থী রাজনীতিক সস্তায় খনিজ তেল পাবার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশ দখল করে নিতে চাইছে। একজনকে জিম্মি করা হলো। তার মুক্তির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করছে প্রথম শ্রেণীর অ্যান্টি-টেরোরিস্ট এক্সপার্ট, মাসুদ রানা। মাসুদ রানার বিরুদ্ধে অভিযোগঃ মার্কিন প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তান সাইরাস গারভিনকে খুন করেছে ও। ওকে যারা খুঁজছে তাদের হাত এত লম্বা যে তা এড়ানো সম্ভব নয়। কোথাও একজন বেঈমান আছে, সারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এখন রানার সেই বেঈমানকে খুঁজে বের করতে হবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শত্রু বিভীষণ

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scanned by roni060007 for Banglapdf.net

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

শত্রু বিভীষণ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে শরৎকালীন ক্লাস হয় আট হপ্তা। এই পর্বের মেয়াদ শেষে খেলাধুলো ও নানা রকম আনন্দ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে ছাত্র-ছাত্রীরা—কেউ অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, কেউ মঞ্চ নাটকে অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে, আবার কেউ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নাম লেখায়। এ-সব শুরু হয় নবম হপ্তায়, হপ্তাটাকে বলা হয় নট উইক।

অক্টোবরের দুই তারিখ, নট উইকের প্রথম দিনে, ভিনসেন্ট ক্লাবে জড়ো হয়েছে ভোরের কিছু পাখি। সবাই তারা অ্যাথলেট-আণ্ডারগ্রাজুয়েট, তাদের মধ্যে রোগা ও লম্বা চেহারার তরুণ সাইলাস মারভিনও রয়েছে। 'ইয়ার অ্যাব্রড প্রোগ্রাম'-এর আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইংল্যাণ্ডে এসেছে সে, প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃতীয় ও শেষ টার্মের জন্যে। পিছন থেকে স্নেহের সুরে কেউ তাকে ডাকল।

'হ্যালো, মারভিন! খুব ভোরে চলে এসেছ দেখছি!' এয়ার কমোডর আর্থার প্রিন্সটন উনি, জেসাস কলেজ ও অ্যাথলেটিক ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ।

হাসল মারভিন। 'জ্বী, স্যার।'

'গায়ের চর্বি কমাবার চেষ্টা করছি আমরা, তাই কি?' অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ফোর্স অফিসারও হাসলেন। সাইলাস মারভিনের অস্তিত্ববিহীন ভুঁড়িতে হালকা ঘুসি মারলেন একটা। 'গুড ম্যান। ডিসেম্বরে লণ্ডনে কেমব্রিজের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে তুমিই আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা।' সবাই জানে, খেলাধুলোর যে-কোন প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলো কেমব্রিজ।

'ভোরে দৌড়ানোর একটা প্ল্যান করছি, স্যার। লোহার মত শক্ত হতে চাই।'

পরদিন থেকেই শুরু করল সে। প্রথম দিন পাঁচ মাইল দৌড়েছে, প্রতিদিন এক মাইল করে বাড়িয়েছে, হপ্তা শেষে আজ ন'তারিখ, বুধবার, বারো মাইল ছুটতে হবে তাকে। রোজকার মত আজও উডস্টক রোডের বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে সে। ঘুরে এসেছে মারট্যারস' মেমোরিয়াল ও সেন্টমেরি ম্যাগডালেন চার্চ, বাম দিকে বাঁক নিয়ে ঢুকেছে ব্রড স্ট্রীটে, নিজ কলেজের গেটকে পাশ কাটিয়ে হলিওয়েল আর লয়াল পেরিয়ে উঠেছে হাই স্ট্রীটে। শেষবার বাঁ দিকে বাঁক ঘুরতেই পৌঁছে গেল ম্যাগডালেন কলেজকে ঘিরে থাকা রেইলিং-এর পাশে।

এখানে সাইকেল থেকে নামল সাইলাস মারভিন, রেইলিঙের সঙ্গে চেইন

দিয়ে আটকাল সাইকেলটা, তারপর দৌড় শুরু করল। ম্যাগডালেন ব্রিজ পেরিয়ে এল সে, পুবদিকে ছুটছে এখন। সকাল সাড়ে ছ'টা বাজে, যে-কোন মুহূর্তে তার সামনে সূর্য উঠবে। নাক বরাবর সোজা চার মাইল এগিয়ে গেছে রাস্তাটা, এটা পেরুতে পারলেই অক্সফোর্ডকে ঘিরে থাকা শেষ শহরতলি তার পিছনে পড়ে যাবে।

নিউ হেডিংটন ধরে ছুটল সে। ডুয়াল-ক্যারিজওয়ে রিং রোড পেরিয়ে এল, ইস্পাতের ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল শটওভার হিল-এ। ওর সঙ্গে কেউ দৌড়াচ্ছে না, প্রায় একাই বলা যায় তাকে। ওল্ড রোড-এর শেষ মাথায় পৌঁছে পাহাড়ের ঢালে পড়ল সে, দীর্ঘ এতগুলো মাইল ছুটে আসার পর এই প্রথম কষ্ট অনুভব করছে। ছোটার গতি তবু কমাল না, ঢাল বেয়ে উঠে এল শটওভার প্লেইন-এ। এখানে পাকা রাস্তা শেষ হয়েছে, মেঠোপথ ধরল সে। পথটা খানা-খন্দে ভরা, কাল রাতে বৃষ্টি হওয়ায় গর্তগুলো পানিতে ভরে আছে। পথ ছেড়ে পাশের ঘাসমোড়া জমিনে সরে এল মারভিন।

ওর পিছনে, পাহাড়কে ঘিরে থাকা গাছপালার আড়াল থেকে, মেঠো পথে বেরিয়ে এল একটা গাড়ি। খানা-খন্দের ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে অনুসরণ করল ড্রাইভার। এই পথ সম্পর্কে জানে আরোহীরা, মনে পড়লেই অসুস্থবোধ করে। পথটা পাঁচ শো গজ লম্বা, দু'পাশে দু'সারি খয়েরি রঙের বোল্ডার দিয়ে ঘেরা, চলে গেছে বড় একটা পুকুরের দিকে, তারপর আবার শুরু হয়েছে টারম্যাক রোড, ঢাল বেয়ে নেমে গেছে হুইটলি ভিলেজ-এর দিকে, লিটলওয়ার্থ-এর খুদে শহরতলি হয়ে।

পুকুরটা একশো গজ দূরে থাকতে মেঠো পথ সরু হয়ে গেছে, দৈত্যাকার একটা অ্যাশ ট্রি ঝুলে আছে মাথার ওপর। ভ্যানটা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, ঘাসমোড়া জমিনের একেবারে কিনারা ঘেঁষে। বহুল ব্যবহারে মলিন চেহারা হয়েছে সবুজ ফোর্ড ট্রানজিট-এর, গায়ে লেখা রয়েছে 'মারলো'স অরচারড প্রডিউস'। অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। অক্টোবরের শুরু থেকে গোটা এলাকায় মারলো ভ্যানগুলোকে দেখা যায়, অক্সফোর্ডশায়ার-এর মিষ্টি আপেল সরবরাহ করে দোকানে দোকানে। ভ্যানটার পিছন দিকে কেউ তাকালে—যদিও কার-এর আরোহীরা দেখতে পাচ্ছে না, কারণ ভ্যানটা তাদের দিকে মুখ করে রয়েছে—যে-কেউ আপেলের বাক্সগুলো দেখতে পাবে। দেখতে পেলেও, তার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যে ওগুলো আসলে বাক্স নয়, বাক্সের একজোড়া পেইন্টিং মাত্র, ভ্যানের ভেতর সুকৌশলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

দেখে মনে হলো ভ্যানটার একটা চাকা ফুটো হয়ে গেছে—সামনের অফসাইড টায়ারটা। নাট-স্প্যানার নিয়ে এক লোক উবু হয়ে বসে আছে, সম্ভবত খুলে আনার চেষ্টা করছে চাকাটা। কার-জ্যাক উঁচু করে রেখেছে ওটাকে। মাথাটা সামনের দিকে নিচু করে রেখেছে সে। ঘাসমোড়া জমিনের ওপর দিয়ে ছুটে এল মারভিন, ভ্যানটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

ভ্যানের সামনের প্রান্ত পেরিয়ে এল সে, এই সময় চোখের পলকে দুটো ঘটনা ঘটল। পিছনের দরজা বিস্ফোরিত হলো, লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল

দু'জন লোক। দু'জনেই কালো ট্র্যাকসুট আর মুখোশ পরে আছে। এক সঙ্গে হতচকিত মারভিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, তাকে নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। অপর লোকটা, হাতে স্প্যানার, ঝট করে সিধে হলো। তার মাথায় চওড়া হ্যাট, হ্যাটের নিচে সে-ও মুখোশ পরে আছে। তার হাতে ওটা স্প্যানার নয়, চেক স্করপিয়ন সাবমেশিন-গান। কোন বিরতি ছাড়াই গুলিবর্ষণ শুরু করল সে, ষাট ফুট দূরের সেলুন কার-এর উইণ্ডস্ক্রীন চুরমার করে দিল।

হুইলের পিছনে বসা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, গুলি লেগেছে কপালে। তির্যক পথ ধরে এগোল গাড়ি, মন্থর হয়ে এল গতি, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনের সীটে বসা লোকটা ক্ষিপ্র বেড়ালের মত দরজা খুলে লাফ দিল নিচে, দু'বার গড়ান দিয়ে সিধে হবার সময় 'ফায়ার' পজিশনে চলে এল। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন নাইন মিলিমিটার থেকে মাত্র দুটো গুলি করতে পারল সে। প্রথমটা টার্গেটের এক ফুট পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, দ্বিতীয়টা টার্গেটের কাছ থেকে সাত ফুট দূরে থাকল, কারণ গুলি করার সময় বিরতিহীন স্করপিয়ন থেকে ছুটে আসা বুলেটগুলো আঘাত করল তার বুকে।

গাড়ির পিছনে বসা লোকটার চেয়ে এক সেকেণ্ড পরে নিচে নামল প্যাসেঞ্জার-সীটে বসা আরোহী। তার দিকের দরজা পুরোটা খোলা রয়েছে, খোলা জানালা দিয়ে মেশিনগানধারী লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে চেষ্টা করল সে। দরজা ফুটো করে ভেতরে ঢুকল তিনটে বুলেট, আঘাত করল তার পেটে, চিৎ হয়ে উল্টে পড়ল সে। আরও পাঁচ সেকেণ্ড পর ভ্যানে চড়ে ড্রাইভারের পাশে বসল গানম্যান। বাকি দু'জন টেনে-হিঁচড়ে ভ্যানের পিছন দিকে তুলে ফেলল মারভিনকে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। জ্যাক থেকে নিচে নামল ভ্যান, পুকুরের প্রবেশমুখে দিক পরিবর্তন করল, তারপর ফিরে চলল হুইটলি-র দিকে।

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট লোকটা মারা যাচ্ছে, তবে তার সাহস আর মনোবলের কোন তুলনা হয় না। অসহ্য ব্যথায় দাঁতে দাঁত পিষে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে খোলা দরজার সামনে ফিরে এল সে। আঁচড়াআঁচড়ি করে গাড়ির ভেতর ঢুকল, নিজের রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীরের নিচের দিকটা। ড্যাশবোর্ডের নিচ থেকে মাইক্রোফোনটা নিয়ে সে তার শেষ বার্তা পাঠাল। কল-সাইন বা কোড নিয়ে মাথা ঘামাল না, সমস্ত শক্তি এক করে রেডিওতে শুধু বলল, 'হেলপ···উই নিড হেলপ হিয়ার। সাইলাস মারভিনকে এই মাত্র কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

সাহায্য পৌঁছুল, তবে তার আগেই মারা গেছে সে।

মৃত্যুপথযাত্রী আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের রেডিও মেসেজ প্রচারিত হবার পরপরই দ্রুতবেগে ঘটতে শুরু করল একের পর এক অসংখ্য ঘটনা, সেই সঙ্গে বাড়তে শুরু করল উত্তেজনা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তানকে কিডন্যাপ করা হয়েছে সকাল সাতটা পাঁচ মিনিটে। রেডিও কল প্রচার করা হয়েছে সাতটা সাতে। নির্দিষ্ট ওয়েভব্যাণ্ড ব্যবহার করলেও, সাধারণ ভাষায় কথা

বলেছে সে, ভাগ্যই বলতে হবে যে অবাঞ্ছিত বা অননুমোদিত কোন ব্যক্তি ওই সময় পুলিস ফ্রিকোয়েন্সি শুনছিল না। মেসেজটা তিন জায়গা থেকে শোনা গেল।

উডস্টক রোডের ভাড়া করা বাড়িটায় সিক্রেট সার্ভিস টিমের আরও দশজন সদস্য রয়েছে, অক্সফোর্ডে প্রেসিডেন্টের ছেলেকে পাহারা দেয়ার দায়িত্বে। আটজন এখনও বিছানা ছাড়েনি। বাকি দু'জনের একজন, নাইটওয়াচ অফিসার, রেডিওর সামনে বসে ছিল। মেসেজটা শুনতে পেল সে।

সিক্রেট সার্ভিস ডিরেক্টর উইলিয়াম ক্যানিং প্রথমেই আপত্তি তুলে বলেছিলেন প্রেসিডেন্টের ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠানো উচিত হবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিন তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। ছেলের খুব শখ অন্তত একটা বছর অক্সফোর্ডে কাটায়, তাকে হতাশ করার সঙ্গত কোন কারণ দেখতে পাননি তিনি। নিজের আপত্তি ভুলে গিয়ে উইলিয়াম ক্যানিং প্রস্তাব দিলেন সাইলাসকে পাহারা দেয়ার জন্যে পঞ্চাশ সদস্যের একটা টিম থাকবে অক্সফোর্ডে। এক্ষেত্রেও ছেলের আবদারই রক্ষা করলেন প্রেসিডেন্ট। সাইলাস তাঁকে বলল, 'পঞ্চাশজন লোক সব সময় যদি ঘিরে থাকে, আমাকে চিড়িয়াখানার একটা জন্তু বলে মনে হবে।' অবশেষে টিমের সদস্য সংখ্যা করা হলো বারো। লণ্ডন দূতাবাস উত্তর অক্সফোর্ডে একটা ভিলা ভাড়া করল, কয়েক মাস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা শেষে তিনজন পরীক্ষিত ব্রিটিশ স্টাফকে নিয়োগ-পত্র দেয়া হলো—একজন পুরুষ মালী, একজন বাবুর্চি ও একজন মেইড সারভেন্ট। লক্ষ রাখা হলো, নিরাপত্তার আয়োজন যাতে ছাত্রজীবনের স্বাভাবিক আনন্দ থেকে মারভিনকে বঞ্চিত না করে।

টিমের আটজন সব সময় ডিউটিতে থাকে, চারজন থাকে ছুটিতে। চার জোড়ায় ভাগ হয়ে ডিউটি দেয় তারা, বাড়িতে তিন শিফটে চব্বিশ ঘণ্টা, বাকি দু'জন মারভিন বাড়ি ছেড়ে বেরুলে তার সঙ্গে থাকে। প্রচলিত আইন হলো, ব্রিটেনের মাটিতে কোন বিদেশী অস্ত্র বহন করতে পারবে না। সিক্রেট সার্ভিস প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, অস্ত্র রাখতে না দিলে টিমটাকে প্রত্যাহার করে নেবে তারা। অবশেষে একটা আপোষ হলো। বাড়ির বাইরে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের একজন ব্রিটিশ সার্জেন্ট থাকবে গাড়িতে। সশস্ত্র আমেরিকানরা তার অধীনে বা নির্দেশে কাজ করবে। আমেরিকানদের সুবিধেই হলো, ব্রিটিশ সার্জেন্ট স্থানীয় হওয়ায় তাকে গাইড হিসেবে কাজে লাগাল তারা। সাইলাস মারভিনকে কিডন্যাপ করার সময় এই ব্রিটিশ সার্জেন্টই গাড়ির পিছনের সীট থেকে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন হাতে নেমে এসেছিল।

রেডিও মেসেজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে উডস্টকের বাড়িটায় চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল, এক মিনিটের মধ্যে দুই গাড়ি ভর্তি লোক রওনা হয়ে গেল শটওভার প্লেইন-এর উদ্দেশে। জায়গাটা তাদের সবারই চেনা। অপর একজনের সঙ্গে বাড়িতে রয়ে গেল নাইটওয়াচ অফিসার, দ্রুত দু'জায়গায় টেলিফোন করল সে। একটা ওয়াশিংটনে, উইলিয়াম ক্যানিংকে। সময়ের দিক থেকে লণ্ডনের চেয়ে পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে ওয়াশিংটন, গভীর রাতে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন তখন সিক্রেট সার্ভিস চীফ। দ্বিতীয়টা লণ্ডনে, মার্কিন দূতাবাসের

লিগাল কাউন্সিলরকে। সেন্ট জন'স উড-এর বাড়িতে দাড়ি কামাচ্ছিলেন তিনি।

মার্কিন দূতাবাসের লিগাল কাউন্সিলর সব সময় একজন এফবিআই অফিসার হন, আর লণ্ডনে পদটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু'দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এজেন্সিগুলোর যোগাযোগ প্রায় সার্বক্ষণিকই বলা যায়। দু'বছর আগে দায়িত্ব পেয়েছেন জন এয়ারম্যান, ব্রিটিশদের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে নিয়েছেন। নাইটওয়াচ অফিসারের ফোন পেয়ে মাথাটা ঘুরে গেল ভদ্রলোকের, দেরি না করে এফবিআই চীফ জন ওয়াইল্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি।

টেমস ভ্যালি পুলিস-এর একটা পেট্রল কার থেকেও রেডিও মেসেজটা শোনা গেল। টেমস ভ্যালি পুলিস অক্সফোর্ডশায়ার, বার্কশায়ার ও ব্যাকিংহামশায়ার কাভার করে। আমেরিকান টিমের সঙ্গে ব্রিটিশ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের একজন সার্জেন্ট থাকলেও, সাইলাস মারভিনের কাছাকাছি সব সময় একটা পেট্রল কার রেখে দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে টিভিপি, বলা আছে দূরত্ব কখনোই এক মাইলের বেশি হলে চলবে না। নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সীতে কান খাড়া রেখেছিল পেট্রল কারের আরোহীরা, ওই সময় হেডিংটনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল তারা। এক মাইল দূরত্ব পঞ্চাশ সেকেণ্ডে পেরিয়ে এল পেট্রল কার। পরে অনেকে বলবে, অকুস্থলে না থেমে সার্জেন্ট আর ড্রাইভারের উচিত ছিল কিডন্যাপারদের ভ্যানটার পিছু নেয়া। কিন্তু রাস্তার ওপর তিনজন রক্তাক্ত লোককে পড়ে থাকতে দেখে অস্ত্রধারীদের ধাওয়া না করে প্রথমে তাদেরকে সাহায্য করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

রেডিও মেসেজ আরও শোনা গেল টিভিপি হেডকোয়ার্টারে। সারা রাত ডিউটি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মহিলা কনেস্টবল ক্যাথি রেইন, সাড়ে সাতটায় ছুটি হলে সোজা বাড়ি ফিরে লম্বা ঘুম দেবে। হাই তুলছিল, হেডসেট থেকে কর্কশ আমেরিকান বাচনভঙ্গি ঢুকল তার কানে। এমন হতভম্ব হয়ে পড়ল, প্রথমে ভাবল কেউ বোধহয় কৌতুক করছে তার সঙ্গে। তারপর একটা চেক লিস্টে চোখ বুলিয়ে বাম দিকে বসানো কমপিউটরের চাবিগুলোয় চাপ দিল। এলইডি স্ক্রীনে ফুটে উঠল কয়েকটা নির্দেশ, আতংকিত মহিলা প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেল।

এক বছর আগে মারভিনের নিরাপত্তা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে টেমস ভ্যালি পুলিস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মার্কিন দূতাবাস ও সিক্রেট সার্ভিস–যে-সব প্রতিষ্ঠান মারভিনের নিরাপত্তা বিধানে জড়িত। জয়েন্ট প্রটেকশন অপারেশন-এর নাম দেয়া হয় অপারেশন গুড উইশ। আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত রুটিন কমপিউটরে তোলা হয়, যে-কোন জরুরী অবস্থায় কখন কি করতে হবে তার নির্দেশ সহ। প্রেসিডেন্টের ছেলে কোন বার-এ মারামারিতে জড়িয়ে পড়তে পারে, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে, হঠাৎ রাজনৈতিক বিক্ষোভ মিছিলের সামনে পড়ে যেতে পারে, অসুস্থ হতে পারে কিংবা অক্সফোর্ড ছেড়ে অন্য কোথাও বেড়াতে যেতে পারে–এ-ধরনের প্রতিটি সম্ভাব্য ঘটনার কথা মনে রেখে প্রোগ্রাম করা হয়েছে কমপিউটরে, বোতাম টিপলেই কি করতে হবে জানা সম্ভব। ক্যাথি রেইন

কিডন্যাপ' কোড চালু করল, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল কমপিউটর।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডিউটি অফিসার তার পাশে চলে এল, উদ্বেগে অস্থির। কাঁপা হাতে কয়েকটা ফোন করল সে। তার মধ্যে একটা করল ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট-এর (সিআইডি) চীফ সুপারিনটেনডেন্টকে। চীফ সুপারিনটেনডেন্ট ফোন করলেন তাঁর কলিগ সুপারিনটেনডেন্টকে, যিনি টিভিপি-র স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে প্রধান হিসেবে আছেন। টিভিপি হেডকোয়ার্টার কিডলিংটন থেকে সুপারিনটেনডেন্ট ফোন করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কনেস্টবল (অপারেশন্স)-কে। ফোন যখন এল, এক জোড়া সেদ্ধ ডিমের ওপর হামলা করতে যাচ্ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কনেস্টবল। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি, তারপর দ্রুত কয়েকটা প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন।

'ঠিক কোথায়?'

'শটওভার প্লেইনে, স্যার,' এসবি-র সুপারিনটেনডেন্ট বললেন। 'আলফা গ্রীন অকুস্থলে রয়েছে। হুইটলি থেকে একটা প্রাইভেট কার আসছিল, ওটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে ওরা। ফিরিয়ে দিয়েছে অপর দু'জন রানার ও কুকুরসহ এক মহিলাকে। দু'জন আমেরিকানই মারা গেছে, স্যার। সার্জেন্টও, স্যার।'

'জেসাস!' নিঃশ্বাস ছাড়লেন এসিসি, অপারেশনস্-এর হেড হিসেবে এটা তাঁর পেশাগত জীবনে একটা অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দেখা দেবে। কোন ভুল করা চলবে না। নির্দেশ দেয়ার সময় কথাগুলো মনে রাখলেন তিনি। 'এখুনি কমপক্ষে পঞ্চাশজন ইউনিফর্ম পরা লোক পাঠাও ওখানে। আড়াআড়িভাবে কাঠের পোল ফেলে ব্যারিকেড তৈরি করো, রিবন টাঙাও···আমি চাই জায়গাটা যেন সীল করা হয়–এখুনি! প্রতিটি মোড়ে রোড্ব্লক। কিডন্যাপাররা কি অক্সফোর্ড এণ্ড দিয়ে পালিয়েছে?'

'আলফা গ্রীন তাই বলছে,' হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হলো। 'হামলা আর রেডিও মেসেজের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান কতটুকু আমরা এখনও তা জানি না।'

'প্রতিটি কেস থেকে সব ক'জন ডিটেকটিভকে ডেকে নাও, পিছু লাগাও কিডন্যাপারদের,' এসিসি নির্দেশ দিলেন। 'সরাসরি শটওভারে আসছি আমি।'

এসিসি তাঁর ইমিডিয়েট বস্ চীফ কনেস্টবলকে ফোন করলেন। তিনি ফোন করলেন ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ে। এই মন্ত্রণালয়ই মেট্রোপলিটান ও কাউন্টি পুলিস ফোর্সকে নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে প্রতিটি অফিসার তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারকে পৌঁছে দিলেন খবরটা। অবশেষে হোম সেক্রেটারি ফোন করলেন দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে, জানালেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন তিনি।

পনেরো মিনিট পর প্রাইম মিনিস্টার রিসিভার ধরলেন।

হোম সেক্রেটারি তাঁকে বললেন, 'প্রাইম মিনিস্টার, আপনার সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করতে চাই আমি।'

প্রধানমন্ত্রীর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল। এমন অসময়ে? গলার আওয়াজটাও হোম সেক্রেটারির একটু বেমানান। তারমানে নিশ্চয়ই খুব জরুরী ব্যাপার। 'ঠিক

আছে, তা হলে চলে আসুন,' বললেন তিনি।

'তিন মিনিটের মধ্যে আসছি,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন হোম সেক্রেটারি, নিচতলায় তাঁর জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে। সিঁড়ি বেয়ে নামছেন, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন আটটা বেজে এগারো মিনিট।

কিডন্যাপাররা সংখ্যায় চারজন। সশস্ত্র লোকটা ভ্যানের প্যাসেঞ্জার সীটে বসে আছে, দুই পায়ের মাঝখানে খাড়া করে রেখেছে স্করপিয়ন, টেনে খুলে ফেলল মুখোশটা। তারপরও তার মাথায় পরচুলা আর নকল গোঁফ জোড়া থেকে গেল। ভারি ফ্রেমের একটা চশমা পরল সে, যদিও তাতে কাঁচ নেই। তার পাশে বসা ড্রাইভার লোকটা টিম লিডার, সে-ও পরচুলা আর নকল দাড়ি লাগিয়েছে। দু'জনের ছদ্মবেশই সাময়িক, স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে বেশ ক'মাইল এগোতে হবে তাদেরকে।

পিছনে এতক্ষণ সাংঘাতিক ধস্তাধস্তি করছিল সাইলাস মারভিন। তবে কোন সমস্যা হয়নি। ওখানে যে দু'জন আছে তাদের মধ্যে একজনকে প্রকাণ্ড ভাল্লুকই বলা যায়, স্রেফ জড়িয়ে ধরে রেখেছিল মারভিনকে। অপর লোকটা একহারা ও সতর্ক, মারভিনের নাকে সে-ই ঈথার প্যাডটা চেপে ধরে। পুকুরের কাছ থেকে খানিক দূর এসে পাকা রাস্তায় পড়ল ভ্যান, হুইটলির দিকে ছুটে চলল। পিছন থেকে এখন আর কোন শব্দ আসছে না। প্রেসিডেন্টের ছেলে জ্ঞান হারিয়েছে।

ঢাল বেয়ে নামছে ভ্যান, লিটলওয়ার্থ-এর ভেতর দিয়ে। চারদিকে ছাড়া ছাড়া দু'একটা কটেজ দেখা গেল। তারপর সোজা ঢুকে পড়ল হুইটলিতে। একটা ইলেকট্রিক মিল্ক-ফ্লোটকে পাশ কাটাল তারা, বাড়িতে বাড়িতে তাজা ও খাঁটি দুধ সরবরাহ করছে। একশো গজ দূরে ভ্যানের ড্রাইভার পলকের জন্যে একজন হকারকে দেখতে পেল, খবরের কাগজ নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যানটার দিকে একবার তাকাল। হুইটলি থেকে বেরিয়ে মেইন এ-ফরটি হাইওয়ে ধরল তারা, তারপর বিফোরথাউজেণ্ডটোয়েনটিসেভেন মাইনর রোড ধরে ফরেস্ট হিল আর স্টানটন সেন্ট জন গ্রাম দুটোর ভেতর দিয়ে এগোল।

গ্রামগুলোকে ছাড়িয়ে এসে নিউ ইন ফার্ম হয়ে আইলিপ-এর দিকে যাচ্ছে ভ্যানটা। তবে আইলিপ পর্যন্ত গেল না, নিউ ইন পেরিয়ে এক মাইলটাক এগিয়ে, ফক্স কোভার্ট-কে ছাড়িয়ে আসার পরপরই, বাম দিকে ঘুরে একটা ফার্ম-এর গেটে থামল। ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা লাফ দিয়ে নিচে নামল, পকেট থেকে চাবি বের করে গেটের প্যাডলক খুলল দ্রুত হাতে। চাষীর প্যাডলকের বদলে নিজেদের তালাটা দশ ঘণ্টা আগে এখানে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল তারা। মেঠো পথ ধরে ভেতরে ঢুকল ভ্যান। দশ গজ এগিয়ে কাঠের তৈরি পড়ো পড়ো গোলাবাড়ির সামনে পৌঁছে গেল সেটা। গোলাবাড়ির পিছনে সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুই হপ্তা আগে জায়গাটা ভাল করে দেখে গেছে কিডন্যাপাররা।

দিনের আলো দ্রুত বাড়ছে, ব্যস্তভাবে কাজ শুরু করল তারা। গোলার দরজা খুলল সশস্ত্র লোকটা, ভেতর থেকে বের করে আনল বড় আকারের

ভলভো সেলুনটা–গত মাঝরাত থেকে ওখানে লুকানো ছিল ওটা। সবুজ ভ্যান ভেতরে ঢুকল. নিচে নামার সময় স্করপিয়ন আর মুখোশ দুটো হাতে রাখল ড্রাইভার। কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে ভ্যানের সামনেটা উঁকি দিয়ে দেখল সে, তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। পিছনের দরজা দিয়ে বাকি দু'জনও নেমে পড়ল, অচেতন মারভিনকে নিয়ে। তাকে ভরা হলো ভলভোর বুটে. আগেই বাতাস ঢোকার জন্যে ফুটো তৈরি করা হয়েছে। এবার চারজনই তাদের কালো ট্র্যাকসুট খুলে পরে নিল দামী বিজনেসসুট, কলার, শার্ট আর টাই। চশমা, পরচুলা আর গোঁফ যেমন ছিল তেমনি থাকল। খোলা কাপড়গুলো মারভিনের সঙ্গে বুটের ভেতর ভরা হলো, শুধু স্করপিয়নটা থাকল ভলভোর পিছনের সীটে, একটা কম্বলের নিচে।

ভ্যানের ড্রাইভার অর্থাৎ টিম লিডার ভলভোর হুইলে বসে অপেক্ষা করছে। একহারা লোকটা ভ্যানে বিস্ফোরক বসাল, দৈত্যটা বন্ধ করল গোলাবাড়ির দরজা। তারপর দু'জনেই উঠে পড়ল ভলভোর পিছনের সীটে। গেটের দিকে চলতে শুরু করল গাড়ি।

গাড়ির পিছনে গেটটা বন্ধ করল সশস্ত্র লোকটা, নিজেদের প্যাডলক খুলে হাতে নিল, চাষীর মরচে ধরা তালা আর চেইন ঝুলিয়ে রাখল আগের জায়গায়। চেইনটা কাটা হয়েছে, তবে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হলো যে পরীক্ষা না করলে ব্যাপারটা কেউ ধরতে পারবে না। ভলভো অবশ্য মাটিতে চাকার দাগ রেখে যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে তাদের করার কিছু নেই। চাকাগুলো এদিকে বহুল প্রচলিত, তাছাড়া খানিক পর বদলেও ফেলা হবে। ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল সশস্ত্র লোকটা। উত্তর দিকে রওনা হলো ভলভো। এখন সময় সাতটা বেজে বাইশ মিনিট। এসিসি (অপারেশনস্) এইমাত্র 'জেসাস' বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আইলিপের ভেতর দিয়ে সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটল কিডন্যাপাররা। এফোরহানড্রেডটোয়েনটিওয়ান হাইওয়েতে উঠে বাইস্টার-এর দিকে ঘুরে গেল, উত্তর-পুবে অক্সফোর্ডশায়ারের সুদৃশ্য বাজারের ভেতর দিয়ে এগোল। বাইস্টার পেরিয়ে আসতেই পিছনে দেখা গেল পুলিসের বড় আকারের একটা রেঞ্জ রোভার। পিছনের একজন লোক সাবধান করে দিয়ে স্করপিয়নটা তোলার জন্যে ঝুঁকল। ধমক দিয়ে তাকে চুপচাপ বসে থাকতে বলল ড্রাইভার, আগের মতই গতিসীমার ভেতর গাড়ি চালাচ্ছে সে। একশো গজ পর রাস্তার পাশে একটা সাইন দেখা গেল, 'ব্যাকিংহামশায়ারে স্বাগতম'। সাইনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল রেঞ্জ রোভার, ওপর থেকে নামানো হলো স্টীল ব্যারিয়ার। গতি না কমিয়ে চলে গেল ভলভো, একটু পরই হারিয়ে গেল রাস্তার বাঁকে। ঘড়িতে তখন আটটা পাঁচ। লণ্ডনে এই সময় হোম সেক্রেটারি ফোনের রিসিভার তুলছেন, ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত শক্ত ধাতুতে গড়া, যে-কোন সংকটে অটল থাকতে পারেন তিনি। অথচ হোম সেক্রেটারি পরে তাঁর স্ত্রীকে বলেন, খবরটা শুনে প্রধানমন্ত্রীর চোখ ভিজে উঠেছিল।

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন প্রধানমন্ত্রী, বিড়বিড় করে বললেন, 'ও, ডিয়ার গড। পুওর ম্যান!'

হোম সেক্রেটারি লক্ষ করলেন, প্রথমেই বাপের কথা ভাবলেন প্রধানমন্ত্রী, ছেলের কথা নয়।

আবার যখন মুখ তুললেন প্রধানমন্ত্রী, ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলে নিয়েছেন বলে মনে হলো। ইন্টারকমের একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। 'টম, প্রেসিডেন্ট মারভিনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলব আমি। হোয়াইট হাউসকে বলো ব্যাপারটা জরুরী, দেরি করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি জানি ওয়াশিংটনে এখন ক'টা বাজে।'

হোম সেক্রেটারির দিকে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী। 'ড্রাগন কমিটিকে কাজ শুরু করতে বলুন, প্লীজ। প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট চাই আমি।' ডেস্কের কাগজ-পত্র এক পাশে সরিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন তিনি।

শটওভার প্লেইনে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। আলফা গ্রীন পেট্রল কার-এর আরোহীরা প্রথমে পরীক্ষা করল তিনটে দেহ, দেখল একজনও বেঁচে নেই। লাশগুলো এরপর আর তারা নাড়াচাড়া করল না, যা করার ফরেনসিক-এর লোকজনরা করবে। ইউনিফর্ম পরা পুলিস ইতিমধ্যে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে, রিং রোডের ব্রিজ থেকে শুরু করে অক্সফোর্ড সিটি পর্যন্ত। এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি মাটি তন্নতন্ন করে খুঁজছে ক্রাইম অফিসাররা। তারা জানতে পারল, ব্রিটিশ এসবি অফিসার দু'বার গুলি করেছিল। মেটাল ডিটেকটর মাত্র একটা বুলেট কাদা থেকে উদ্ধার করতে পারল, লাশের সামনে থেকে—গুলি করার সময় হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল সে। দ্বিতীয় বুলেটটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রাইম অফিসাররা ধারণা করল, সেটা সম্ভবত কিডন্যাপারদের কারও গায়ে লেগেছে। রিপোর্টে সে-কথাই লিখবে তারা (তা আসলে লাগেনি, তবে তারা সে-কথা জানে না)।

স্করপিয়নের বাতিল কেস পাওয়া গেল আটাশটা, যেখানে পাওয়া গেল সেখানেই ফটো তোলা হলো প্রতিটির। চিমটা দিয়ে ধরে তোলা হলো ওগুলো আলাদা আলাদা ব্যাগে। একজন আমেরিকান তখনও গাড়ির হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, আরেকজন দরজার বাইরে ঝুলে আছে অর্ধেকটা, তার রক্তাক্ত হাত পেটের তিনটে ফুটোর ওপর। হ্যাণ্ড-মাইকটাও মুক্ত অবস্থায় ঝুলছে। কোন জিনিস নাড়াচাড়া করার আগে প্রথমে বিভিন্ন কোণ থেকে ফটো তোলা হলো। লাশগুলো পাঠিয়ে দেয়া হলো র‍্যাডক্লিফ মর্গে, লণ্ডনের হোম অফিস থেকে প্যাথলজিস্ট এসে পরীক্ষা করবে ওগুলো।

কাদার ওপর দাগগুলো অফিসারদের দৃষ্টি কেড়ে নিল। সাইলাস মারভিনকে নিয়ে কিডন্যাপাররা পড়ে গিয়েছিল, ধস্তাধস্তির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে। কিডন্যাপারদের জুতোর ছাপও পাওয়া গেল। পরে জানা যাবে ওগুলো আলট্রাকমোন ট্রেনিং শূ, হদিস বের করা প্রায় অসম্ভব। চাকার দাগ দেখে বোঝা গেল কিডন্যাপাররা একটা ভ্যান ব্যবহার করেছে। আনকোরা নতুন একটা

কার-জ্যাক পাওয়া গেল, যে-কোন পার্টসের দোকান থেকে কেনা যায়। ক্যাপিয়ন নাইনমিলিমিটারে যেমন হাতের কোন ছাপ পাওয়া যাবে না, তেমনি এটাতেও পাওয়া যাবে না।

ত্রিশজন ডিটেকটিভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের প্রধান কাজ কিডন্যাপারদের চেহারার বর্ণনা সংগ্রহ করা। পুকুরটার দুশো গজ দূরে দুটো কটেজ রয়েছে। একটা কটেজের এক প্রৌঢ়া মহিলা জানালেন সকাল সাতটার দিকে তিনি চা বানাচ্ছিলেন, এই সময় পটকা ফাটার আওয়াজ শুনতে পান, তবে কিছু দেখেননি তিনি। অপর কটেজের লোকজন জানাল, তাদের ঘুম ভেঙেছে সাড়ে সাতটার পর। লিটলওয়ার্থের এক লোক জানাল, হুইটলির দিকে সবুজ একটা ভ্যানকে যেতে দেখেছে সে। ডিটেকটিভরা সেই হকারের খুঁজে পাবে, খোঁজ পাবে মিল্ক-ভ্যান ড্রাইভারেরও। ন'টার দিকে ছেলেটাকে পাওয়া যাবে স্কুলে, আর ড্রাইভারকে তার বাড়িতে।

সে-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। জানাল, সবুজ রঙের তোবড়ানো একটা ফোর্ড ট্রানজিট দেখেছে সে, গায়ে লোগো ছিল মারলো-র। মারলোর মার্কেটিং ম্যানেজার জানালেন, ওই এলাকায় তাঁদের কোন ভ্যান ছিল না। না, তাঁদের কোন ভ্যান নিখোঁজ হয়নি বা চুরি যায়নি। পুলিস বুঝল, এই ভ্যানটাই কিডন্যাপাররা ব্যবহার করেছে। চারদিকে খবর চলে গেল, দেখতে পেলেই আটক করো। কোন কারণ দেখানো হলো না, শুধু খুঁজে বের করতে বলা হলো। আইলিপ রোডে একটা গোলাবাড়িতে আগুন ধরেছে, এই ঘটনার সঙ্গে ভ্যানটার যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, এ-কথা কারও মনে হলো না—অন্তত এখনও নয়।

একদল ডিটেকটিভ উডস্টক রোডের বাড়িগুলোয় নক করতে শুরু করল। কোন কার বা ভ্যান পার্ক করা অবস্থায় কেউ দেখেছে কিনা? কোন পথিক রাস্তার ওপারের বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল? বিশজন জানাল, এক কিশোর বা তরুণকে ক'দিন থেকে রোজ সকালে দৌড়াতে দেখেছে তারা, একটা গাড়ি সব সময় তাকে অনুসরণ করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে জানা গেল, গাড়িটা আসলে সিক্রেট সার্ভিসের।

ন'টার দিকে এসিসি অপারেশনস্ হতাশ হয়ে পড়লেন। ভাগ্য প্রসন্ন নয়। দ্রুত কেউ ধরা পড়বে না। তাদের পরিচয় যা-ই হোক, পালিয়ে গেছে। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন চীফ কনেস্টবল, টিমগুলোর কাজ দেখতে এসেছেন।

তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে লণ্ডন সব দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে। প্রেস কিছু জানে?'

'এখনও জানে না, স্যার। তবে চেপে রাখা সম্ভব হবে না। সাংঘাতিক বড়।' তিনি জানেন না, আলফ্ গ্রীনের আরোহীরা কুকুর সহ যে মহিলাকে এলাকা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল সেই মহিলা সরে যাবার আগে তিনটের মধ্যে দুটো লাশ দেখে ফেলেছেন। আতংকিত মহিলা বাড়ি ফিরেই ঘটনাটা তাঁর স্বামীকে জানিয়ে দেন। তাঁর স্বামী আবার 'অক্সফোর্ড মেইল'-এর একজন

মেশিনম্যান। মেশিনম্যান হলেও, ঘটনাটার কথা ভিউটি এডিটরকে জানাবেন তিনি।

ওয়াশিংটনে রাত তিনটে বেজে চৌত্রিশ মিনিট। হোয়াইট হাউসে ফোনটা যখন এল, একজন সিনিয়র-র‍্যাঙ্কিং সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট সেন্ট্রাল হলে পায়চারি করছিলেন। সেন্ট্রাল হল থেকে তিনতলার প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টগুলো কাছেই। মিনিট দুয়েক কথা হলো ফোনে, রিসিভার নামিয়ে রেখে ওয়েস্ট সিটিং হলের দিকে এগোলেন তিনি। প্রেসিডেন্টকে ঘুম থেকে জাগানো হচ্ছে, এ-কথা বলে লণ্ডনকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিনের বেডরুমের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বড় করে শ্বাস টেনে বুকটা বাতাসে ভরে নিলেন, তারপর নক করলেন মৃদু। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হাতল ধরে ঘোরালেন, দরজায় তালা দেয়া নেই। জানেন জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, তবু তাঁর কর্তব্য তাঁকে পালন করতে হবে। ভেতরে ঢুকলেন তিনি। বড় একটা বিছানায় দুটো মূর্তি শুয়ে রয়েছে। তিনি জানেন, প্রেসিডেন্ট সব সময় জানালার ধারে ঘুমান। পা টিপেটিপে খাটটাকে ঘুরে জানালার পাশে চলে এলেন, মূর্তিটার পরনে মেরুন রঙের সুতী পা'জামা দেখে চিনতে পারলেন প্রেসিডেন্টকে। তাঁর কাঁধে হাত রেখে সামান্য ঝাঁকি দিলেন তিনি। 'মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার। স্যার, প্লীজ।'

সাইরাস মারভিনের ঘুম ভেঙে গেল। সবিনয় ভঙ্গিতে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোককে চিনতে পারলেন তিনি। ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকালেন একবার, আলোর বোতাম নাগালের মধ্যে থাকলেও আলো জ্বাললেন না। 'ক'টা বাজে, মি. হার্ডি?'

'তিনটে ছত্রিশ, স্যার। দুঃখিত, স্যার···মি. প্রেসিডেন্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লাইনে রয়েছেন। তিনি বলছেন, দেরি করা সম্ভব নয়। আমি দুঃখিত, স্যার···।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন সাইরাস মারভিন, তারপর পা দুটো বিছানা থেকে নামিয়ে কার্পেটের ওপর খাড়া হলেন। খুব সাবধানে, যাতে স্ত্রী মারিয়ার ঘুম না ভাঙে। তিন বছর আগে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে তাঁর। পরস্পরকে তাঁরা শ্রদ্ধা ও পছন্দ করেন। দু'জনেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করেন না। প্রধানমন্ত্রী যদি ফোন করে থাকেন, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে জরুরী। 'সেন্ট্রাল হলে ফিরে যান, মি. হার্ডি। দুশ্চিন্তা করবেন না, আপনি ঠিক কাজই করেছেন। আমি ফোন ধরব আমার স্টাডিতে।'

স্টাডিতে ঢুকে ফোনের সামনে এক সেকেণ্ড দাঁড়ালেন সাইরাস মারভিন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন। তারপর রিসিভার তুললেন।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনে এলেন প্রধানমন্ত্রী। 'ইতিমধ্যে কেউ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট?' জানতে চাইলেন তিনি।

প্রেসিডেন্টের মনে হলো, কেউ যেন তাঁর পেটে ঘুসি মারতে যাচ্ছে।

'না···কেউ না। কেন?'

'আমার ধারণা মি. জন ওয়াইল্ড ও মি. উইলিয়াম ক্যানিং ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই নেছেন,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'আমি প্রথম হওয়ায় দুঃখিত···।'

শান্ত সুরে খবরটা শোনালেন তিনি। ফোনের রিসিভার শক্ত করে ধরে থাকলেন প্রেসিডেন্ট, জানালার পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলেও দেখতে পাচ্ছেন না ওটা। তাঁর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, ঢোক গিলতে পারছেন না। ছক বাঁধা কথাগুলো তাঁর কানে ঢুকছে···সম্ভাব্য সব কিছু করা হচ্ছে···স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেরা টিমগুলোকে ডাকা হয়েছে···পালাবার কোন উপায় নেই তাদের···। হ্যাঁ, বললেন তিনি। বললেন, ধন্যবাদ। তারপর রেখে দিলেন রিসিভার। মনে হলো, কেউ যেন লোহার হাত দিয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা খামচে ধরে আছে। স্ত্রী মারিয়ার কথা ভাবলেন, এখনও ঘুমাচ্ছেন। স্ত্রীকে তাঁর খবরটা দিতে হবে। প্রচণ্ড আঘাত পাবেন তিনি। 'সাইলাস, বাপ আমার!' গুঙিয়ে উঠলেন দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটি।

সাইরাস মারভিন জানেন, একা তিনি ব্যাপারটা সামলাতে পারবেন না। তার একজন বন্ধুর সাহায্য দরকার, যে সব দিক সামলাবে, আর তিনি নজর রাখবেন স্ত্রীর ওপর। কয়েক মিনিট পর অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি। নিচু গলায় বললেন, 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসনকে লাইন দাও, প্লীজ। হ্যাঁ, এখুনি।'

তাঁর ন্যাভাল অবজারভেটরী-র বাড়িতে একইভাবে ঘুম ভাঙানো হলো ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসনের। কেন ডাকা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট তার কোন ব্যাখ্যা দিলেন না। 'সরাসরি ম্যানসন-এ চলে এসো, প্লীজ। তিন তলায়, স্টাডিতে। এখুনি, পিটার। প্লীজ, এখুনি।'

অপরপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেলেন পিটার হ্যারিসন। রেজরটাও নামিয়ে রাখলেন। এক হাতে মাথা চুলকালেন তিনি, অপর হাতে মোড়ক খুলে একটা চুইংগাম ফেললেন মুখে। এটা তাঁকে গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে। ইন্টারকমের বোতাম টিপে গাড়ি বের করতে বললেন, ধীরেসুস্থে কাপড় পরছেন। স্ত্রী কয়েক বছর হলো মারা গেছেন ক্যানসারে, বাড়িতে তিনি একা থাকেন। দশ মিনিট পর নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন। আজ তাঁকে হতাশ করল চুইংগাম, গভীরভাবে চিন্তা করতে পারছেন

ব্রিটেনে যে-কোন বড় ধরনের সংকট দেখা দিলে ওপর মহলের ব্যক্তিদের নিয়ে ব্রাগন কমিটি গঠন করা হয়। সংকটের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কারা সদস্য হবেন। তবে কমিটির মীটিং সব সময় অনুষ্ঠিত হয় ক্যাবিনেট অফিস ব্রিফিং রূমে।

হোম সেক্রেটারি সদস্যদের একটা তালিকা তৈরি করেছেন, জরুরী তলব পেয়ে সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছে গেলেন সবাই। ন'টা ছাপ্পান্ন মিনিটে কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আসন গ্রহণ করলেন তিনি। যাঁদেরকে সদস্য করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো রয়েছেন,

রয়েছেন সিকিউরিটি সার্ভিসের চীফ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিভিল সার্ভেন্ট, পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি আর স্যার মাইকেল অ্যাশটন। স্যার মাইকেল অ্যাশটন প্রতিনিধিত্ব করছেন গোটা পুলিস ডিপার্টমেন্টের। ব্রিটিশ নন এমন দু'জনকেও সদস্য করা হয়েছে ড্রাগনে। একজন জন এয়ারম্যান, মার্কিন দূতাবাসে এফবিআই অফিসার; অপরজন সিমন কার্ভার, লণ্ডনে দায়িত্ব প্রাপ্ত সিআইএ লিয়াজোঁ অফিসার।

সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট পড়ে মীটিং শুরু করলেন হোম সেক্রেটারি। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র তিন ঘণ্টা আগে, এই অল্প সময়ে নিরেট কোন তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। ধারণা করে নিতে হবে শটওভার প্লেইন থেকে কিডন্যাপ করার পর সাইলাস মারভিনকে গোপন কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আরও ধারণা করে নিতে হবে যে কাজটা কোন টেরোরিস্ট গ্রুপের হতে পারে। তা যদি হয়, আগে বা পরে মুক্তিপণ চাওয়ার জন্যে যোগাযোগ করবে তারা।

একে একে সবাই যে-যার নিজের ধারণা প্রকাশ করলেন। কি কি ব্যবস্থা এই মুহূর্তে নেয়া দরকার সে-সম্পর্কেও পরামর্শ দিলেন।

মীটিং চলছে, এই সময় স্যার মাইকেল অ্যাশটন একটা টেলিফোন পেলেন। রিসিভার তুলে শুনলেন তিনি, কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, তারপর আবার কিছুক্ষণ শুনলেন, অবশেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। 'অ্যান্টিটেরোরিস্ট ব্রাঞ্চের এক অফিসারকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম,' বললেন তিনি। 'তারই ফোন। আমরা বোধহয় ভ্যানটা পেয়েছি।'

হোয়াইটহিল ফার্মের মালিক আটটা দশে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করে জানান, তাঁর কাঠের তৈরি গোলাবাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তাঁর ফার্মহাউস থেকে পাঁচশো গজ দূরে ওটা, সাধারণত ওদিকে কেউ যায় না। অক্সফোর্ড ফায়ার ব্রিগেড সময়মতই সাড়া দেয়, তবে ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় গোলাবাড়িটা তারা রক্ষা করতে পারেনি। কাঠের গোটা কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ধরাশায়ী হয়েছে ছাদ ও দেয়াল। পোড়া কাঠের ভেতর বিধ্বস্ত একটা ভ্যান দেখতে পায় ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা। ফার্মের মালিক জানিয়েছেন, ভ্যানটা তাঁর নয়, কোনদিন দেখেনওনি। আগুন নেভাবার পর ভ্যানের ভেতরটা সার্চ করা হয়েছে, কোন লাশ বা অন্য কিছু পাওয়া যায়নি। তবে নিঃসন্দেহে জানা গেছে ওটা একটা ট্রানজিটই ছিল।

পুলিস চীফ স্যার মাইকেল অ্যাশটন বললেন, 'চাকাগুলো পুড়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে হাতের ছাপ। তবে এঞ্জিন ব্লক আর চেসিস নম্বর মুছবে না। আমার ভেহিকেল সেকশনের লোকেরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ওখানে। যদি কিছু থাকে, তারা ঠিকই খুঁজে পাবে।'

ড্রাগন কমিটির মীটিং কোন বিরতি ছাড়াই চলতে লাগল। শুধু চেয়ারম্যানের আসন দখল করলেন একজন জুনিয়ার অফিসার।

মেশিনম্যানের কাছ থেকে খবর শুনে অক্সফোর্ড মেইল-এর ডিউটি এডিটর একজন জার্নালিস্টকে শটওভার প্লেইনে পাঠিয়ে দিলেন। অকুস্থলে পৌঁছে

গোলাগুলি ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন জার্নালিস্ট। তিনটে জিনিস বিস্মিত করল তাঁকে। প্রথমে তাঁকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে আসা হলো একজন ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্টের সামনে। ডিসিএস জানতে চাইলেন, গোলাগুলি বা হত্যাকাণ্ডের খবর কোত্থেকে পেলেন তিনি। খবরের উৎস প্রকাশ করতে রাজি হলেন না রিপোর্টার। এরপর তিনি টেমস ভ্যালি পুলিস হেডকোয়ার্টারে চলে এলেন। এখানে এসে অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, দুনিয়ার পুলিস অফিসাররা সবাই কেন যেন রীতিমত আতংকিত হয়ে আছে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সবাই বোবা সেজে থাকল, ফলে প্রায় হতভম্ব হয়ে পড়লেন তিনি। মেশিনম্যানের স্ত্রী দুটো লাশ দেখেছেন, স্বাভাবিক নিয়ম হলো পুলিস যেচে পড়ে সমস্ত তথ্য প্রেসকে জানাবে। অথচ ঘটছে উল্টোটা।

অফিসে ফেরার পথে তিনি চিন্তা করছেন। র‍্যাডক্লিফ মর্গে তাঁর এক বান্ধবী আছে। 'বডি' সেকশনে নয় অবশ্য, তবে 'বডি' সেকশনের কারও সঙ্গে নিশ্চয়ই তার পরিচয় আছে।

লাঞ্চের সময় তাঁর কানে এল, মর্গে বিরাট কিছু ঘটছে। তিনটে লাশ দেখা গেছে ওখানে, তার মধ্যে দুটোই আমেরিকানদের। লণ্ডন থেকে একজন ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট এসেছেন। এসেছেন মার্কিন দূতাবাসের একজন প্রতিনিধিও। গোটা ব্যাপারটা হতবুদ্ধিকর বলে মনে হলো তাঁর।

কিডনলিংটন পুলিস মুখ খুলছে না। কেন? সাইলাস মারভিনের কথা ভাবল সে। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ছেলেটাকে এলাকার সবাই চেনে, ন'মাস ধরে অক্সফোর্ডে রয়েছে।

মারভিনের কলেজে চলে এলেন রিপোর্টার। একজন ছাত্রী তাঁকে জানাল, না, আজ সে ক্লাসে আসেনি। আরও জানাল, মারভিন সম্ভবত দৌড় প্রতিযোগিতার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। হ্যাঁ, শটওভার প্লেইনের ওদিকেই রোজ দৌড়াতে যায় সে।

রিপোর্টার ভদ্রলোকের মনে হলো, কেউ যেন তাঁর পেটে লাথি মেরেছে। কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিলেন তিনি। প্রায় আসল ঘটনাই আন্দাজ করলেন, তবে ধরে নিলেন যে গুলি খেয়েছে মারভিন। সেদিন শেষ বিকেলে লণ্ডনের একটা বিখ্যাত পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠালেন তিনি। হেডিং হলো, সাইলাস মারভিনকে গুলি করা হয়েছে, সম্ভবত মারা গেছে সে। খবরটা সান্ধ্য সংস্করণে ছাপা হলো। ফলে একটা বিবৃতি দিতে বাধ্য হলো ব্রিটিশ সরকার।

'একা আমি ব্যাপারটা সামলাতে পারব না, পিটার,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসনকে বলেছেন সাইরাস মারভিন। 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব, ওভাল অফিস দখলে রাখব, কিন্তু ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত···তাকে তুমি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করো, পিটার—আমার ছেলেকে আমার হাতে ফিরিয়ে দাও।'

প্রেসিডেন্টকে আলিঙ্গন করেছেন পিটার হ্যারিসন, ঈশ্বরের কসম খেয়ে

বলেছেন তিনি তাঁর সাধ্যমত সব করবেন। এরপর বেডরুমে ফিরে গেছেন সাইরাস মারভিন, হোয়াইট হাউসের একজন ডাক্তার যেখানে ক্রন্দনরতা ফার্স্ট লেডীকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন।

পিটার হ্যারিসন এই মুহূর্তে কেবিনেট রূমে বসে ফোন করছেন। সাইলাস মারভিনকে অপহরণ করা হয়েছে বিদেশে, কাজেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দরকার। তাঁর নির্দেশে জর্জ এণ্ডারসনের ঘুম ভাঙানো হলো। 'জর্জ, ইট'স অ্যান ইমার্জেন্সী। সাবধান, নিশ্চিত হবার জন্যে প্রেসিডেন্টকে ফোন কোরো না। তিনি কারও ফোন ধরবেন না, ব্যাপারটা আমাকে সামলানোর জন্যে বলেছেন।'

এরপর অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্সকে ফোন করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এফবিআই-এর পলিটিক্যাল চীফ তিনি। আগেই তাঁর ঘুম ভাঙিয়েছেন জন ওয়াইল্ড, ব্যুরো ডিরেক্টর। কাপড় পরছেন, এই সময় ভাইস-প্রেসিডেন্টের ফোন পেলেন। 'আমি রওনা হয়ে গেছি, পিটার,' বললেন তিনি। 'জন ওয়াইল্ডকেও সঙ্গে নিচ্ছি। এ-ব্যাপারটায় ব্যুরোর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দরকার হবে আমাদের। লণ্ডনে জন ওয়াইল্ড লোক রেখেছেন, প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট পাবেন।'

'হ্যাঁ, জন ওয়াইল্ডকে নিয়ে চলে এসো।'

সকাল ছ'টার মধ্যে গ্রুপের সবাই পৌঁছে গেলেন। ওঁদের মধ্যে সেক্রেটারি অভ ট্রেজারি রেক্স হারবারও রয়েছেন, পদাধিকার বলে সিক্রেট সার্ভিসেরও পলিটিক্যাল চীফ তিনি। আরও রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিডনি গ্রীন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেফ এটকিনসন ও সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর ডান কপারফিল্ড। যাঁরা অপেক্ষা করছেন, ডাকলেই পাওয়া যাবে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এফবিআই-এর জন ওয়াইল্ড, সিক্রেট সার্ভিসের উইলিয়াম ক্যানিং আর সিআইএ অপারেশনস্-এর ডেপুটি ডিরেক্টর।

ডান কপারফিল্ড জানেন তিনি ডিসিআই হলেও, এটা তাঁর আসলে রাজনৈতিক পদ। ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হলেন ভিক্টর এসকারভাইল, ডিডিও। আর সবার সঙ্গে বাইরে অপেক্ষা করছেন তিনি।

মীটিঙে যারা বসেছেন বা বাইরে যারা অপেক্ষা করছেন, সবাই নিজ নিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশেষজ্ঞ লোকজনদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, চাইলেই যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেতে পারেন। পরে এই বিশেষজ্ঞরাই একসঙ্গে মিলে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ গড়ে তুলবেন, মীটিঙে বসবেন নিচের সিচুয়েশন রূমে। আরও পরে মন্ত্রীসভার সদস্যরা ওখানে মিলিত হবেন তাঁদের সঙ্গে।

ভাইস-প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে যে মীটিংটা অনুষ্ঠিত হলো সেটাকে ঘরোয়াই বলা যায়। মীটিঙে একটা মাত্র সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ তৈরি করা হোক।

গ্রুপ তৈরির কাজ আগেই শুরু হয়েছে, খানিক পরই সিচুয়েশন রূমে প্রথম মীটিং শুরু হলো তাঁদের। সিক্রেট সার্ভিস চীফ উইলিয়াম ক্যানিং প্রথমে বক্তব্য রাখলেন। ঘটনাটার জন্যে ব্রিটিশদের দায়ী করলেন তিনি। ঠিক কিভাবে কি

ঘটেছে, তার একটা রিপোর্ট পেয়েছেন, পড়ে শোনালেন সবাইকে। 'আমার দু'জন লোক মারা গেছে,' বললেন তিনি। 'দুই বিধবা মহিলা আর তিনজন এতিমকে দেখতে হবে আমার। কেন? কারণ, অযোগ্য ব্রিটিশরা সিকিউরিটি অপারেশন কিভাবে চালাতে হয় জানে না! আমি চাই রেকর্ডে এটা থাকুক, সাইরাস মারভিনকে বিদেশে লেখাপড়া করাতে পাঠানোর ব্যাপারে আমার আপত্তি ছিল। আমি আরও বলেছিলাম যদি সে যায়ই, ওখানে আমাদের পঞ্চাশজন লোককে রাখতে হবে—বারোজন নয়।'

মীটিঙে ভাইস-প্রেসিডেন্ট সহ বাকি সবাইও যোগ দিয়েছেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

'সাধারণত কিডন্যাপ কেসে কি ঘটে?' ম্লান গলায় জানতে চাইলেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারি রেক্স হারবার। প্রেসিডেন্ট মারভিনের সিনিয়র উপদেষ্টাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ক্ষমতা কাড়াকাড়ি বা ভাগাভাগির মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করেন না। ওয়াশিংটনে ক্ষমতা নিয়ে নীরব যুদ্ধ প্রায় সার্বক্ষণিক একটা ব্যাপার, এখানে জিততে হলে নিষ্ঠুর ও বুদ্ধিমান দুটোই হওয়া চাই।

ছোটখাট, নরম প্রকৃতির মানুষ তিনি, ঘুঘুর মুখ আকৃতির চশমা জোড়া তাঁর চেহারায় অসহায় ভাবটুকু আরও যেন বাড়িয়ে তুলেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল সম্পত্তি ও টাকার মালিক। কোথায় কিভাবে পুঁজি খাটালে লাভ হবে ভাল বোঝেন, ফলে দেশের অন্যতম সেরা ধনী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। মারভিনরাও ব্যবসায়ী পরিবার, সেই সূত্রেই সাইরাস মারভিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

ব্যবসা-বাণিজ্যে রেক্স হারবার একটা প্রতিভা, এটা বুঝেই সাইরাস মারভিন তাঁকে ওয়াশিংটনে ডেকে নেন। ট্রেজারির সেক্রেটারি হবার পর বাজেট ঘাটতি বেশ অনেকটা কমিয়ে আনেন তিনি।

তাঁর প্রশ্ন শুনে জন ওয়াইল্ড এফবিআই-এর ম্যাক সুলেভানের দিকে তাকালেন। এ-ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ।

'সাধারণত কিডন্যাপাররা ধরা না পড়লে বা তাদের আস্তানা খুঁজে না পাওয়া গেলে, মুক্তিপণ চেয়ে তারাই যোগাযোগ করে। এরপর আপনি জিম্মিকে মুক্ত করার জন্যে আলোচনা শুরু করবেন। অবশ্য অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্যে তদন্তও চলবে। সেটা যদি ব্যর্থ হয়, নেগোসিয়েশন ছাড়া উপায় থাকবে না।'

'এক্ষেত্রে কে নেবে নেগোসিয়েশনের দায়িত্ব?' জানতে চাইলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। আমেরিকার রয়েছে দুনিয়ার সেরা সফিস্টিকেটেড অ্যালার্ম সিস্টেম। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এমন ইনফ্রা-রেড সেনসর আবিষ্কার করেছেন যে মাটির কয়েক মাইল ওপর থেকে বডি হিট ডিটেক্ট করতে পারে। এমন নয়েজ-সেনসর আছে, এক মাইল দূরে একটা ইঁদুর নিঃশ্বাস ফেললেও শুনতে পায়। আবিষ্কার করেছে মুভমেন্ট আর লাইট সেনসর, ইনার

স্পেস থেকে সনাক্ত করতে পারে একটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু ওয়াশিংটনে বসানো সিওয়াইএ [illegible] সিস্টেমের কোন তুলনা হয় না। সিস্টেমটা দু'ঘণ্টা আগে সচল হয়েছে।

'ওখানে আমাদের উপস্থিতি দরকার,' অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স বললেন। 'গোটা ব্যাপারটা আমরা ব্রিটিশদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট তাঁকে সমর্থন করে বললেন, 'ঠিক। তদন্তে আমরাও অংশগ্রহণ করব।'

'এ-ব্যাপারে যা করার করা হোক,' বললেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার। 'কিন্তু নেগোসিয়েশনের ব্যাপারটা কি হবে?' সিওয়াইএ সিস্টেম সম্পর্কে জানেন তিনি, ইচ্ছে করেই খোঁচা মারছেন। সিওয়াইএ মানে হলো–কভার ইওর অ্যাশ। নিজের গা বাঁচাও।

এবারও প্রফেশন্যালরা চুপ করে থাকলেন।

'ব্যাপারটা যদি নেগোসিয়েশনের পর্যায়ে পৌঁছায়,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সবার ইতস্তত ভাবটা চাপা দেয়ার চেষ্টায়, 'তাহলে দুনিয়ার সেরা নেগোশিয়েটরকে দরকার হবে আমাদের। সেরকম কারও কথা জানি আমরা?'

এফবিআই-এর ম্যাক সুলেভান বললেন, 'কিডন্যাপিং কেসে সাধারণত ব্যুরোর রিসার্চ অফিসাররা নেগোশিয়েটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন...।'

'আমি জানতে চেয়েছি দুনিয়ার সেরা নেগোশিয়েটর কে?' পুনরাবৃত্তি করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন।

'বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে সফল হোস্টেজ-রিকভারি নেগোশিয়েটর হলেন,' শান্ত গলায় বললেন ভিক্টর এসকারভাইল, 'মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক। তাঁকে আমি চিনি...একবার পরিচয় হয়েছিল।'

সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে ফিরল দশ জোড়া চোখ।

'তাঁর ইতিহাস?' নির্দেশ দিলেন পিটার হ্যারিসন।

'তিনি একজন বাংলাদেশী। এসপিওনাজ জগতের কিংবদন্তী বলা হয় তাঁকে। তাঁর সম্পর্কে বা তাঁর রেকর্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে,' টেবিলে তাঁর সামনে পড়ে থাকা মোটা একটা ফাইলে টোকা দিলেন ভিক্টর এসকারভাইল, 'এটা পড়তে হবে। মুখে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। আমার কাছে সংক্ষিপ্ত সারমর্মও আছে।'

সারমর্মের ফটোকপি সহ একটা করে ফোল্ডার বিলি করা হলো। পনেরো মিনিট কেউ কোন কথা বললেন না। সবাই পড়ায় মগ্ন। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, 'ইনি কি আমাদের কাজটা করবেন? তাঁর ওপর দায়িত্ব দিয়ে আমরা কি নিশ্চিন্ত হতে পারব?'

ভিক্টর এসকারভাইল কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আপনি জানতে চেয়েছেন দুনিয়ার সেরা লোক কে, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।' টেবিলের চারধারে বসা ভদ্রলোকেরা সবাই স্বস্তির সঙ্গে মাথা দোলালেন।

'তিনি এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন পিটার হ্যারিসন।

'এই মুহূর্তে তিনি স্পেনের দক্ষিণে ছুটি উপভোগ করছেন, স্যার।'

'তাঁকে আনুন, মি. এসকারভাইল,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিলেন। 'এখানে তাঁকে আনার ব্যবস্থা করুন—যে-কোন মূল্যে।'

...তালীয়, সারা বিশ্বে জ্বালানি তেলের মজুদ সম্পর্কে একই সময়ে ...উননব্বুই সালে কেজিবি ও সিআইএ আলাদাভাবে জরিপ ...রিপোর্ট হুবহু প্রায় একই রকম ছিল। সিআইএ রিপোর্টে বলা হয়:

'বর্তমানে একচল্লিশটা দেশ তেল উত্তোলন করছে। আরও ত্রিশ বছর উত্তোলন করতে পারবে এমন দেশের সংখ্যা মাত্র দশটা। সময়মত সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে এমন বিকল্প এনার্জির উৎস কোথাও নেই, কাজেই ধরে নিতে হবে তেলের অভাবে উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। ত্রিশ বছর পরও দশটা দেশ তেল সরবরাহ করতে পারবে, এটা আসলে কোন সুখবর নয়। কারণ তেলের দাম বাড়তে শুরু করবে দশ বছর পর থেকেই। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটা গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে, আজ ব্যারেল প্রতি তেল পাওয়া যাচ্ছে ষোলো ডলারে, ১৯৯৯ সালে তা কিনতে হবে পঞ্চাশ ডলারে। তেলের এ-ধরনের মূল্য বৃদ্ধি মার্কিন নাগরিকদের জন্যে স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন। দু'ডলারে এক গ্যালন গ্যাসোলিন কিনতে বললে কি প্রতিক্রিয়া হবে আমেরিকানদের? হাড় কাঁপানো শীতের দিনে ঘর গরম রাখার জন্যে যদি তেল কিনতে না পারে, কি অবস্থা হবে মার্কিন কৃষকদের? হ্যাঁ, আমেরিকার মাটির তলায় প্রচুর তেল আছে, কিন্তু তা খুঁজে বের করে তুলে আনতে খরচা পড়বে ব্যারেল প্রতি বিশ ডলার। অথচ সৌদি বা কুয়েতি তেল তুলতে খরচ পড়ছে দশ থেকে পনেরো সেন্ট, তারা আমেরিকার কাছে বিক্রি করছে ষোলো ডলারে।

'ইরাক, ইরান, আবুধাবী আর নিউট্রাল জোন-এর তেল আছে, ওগুলোর সংখ্যা আট। ওই আটটা দেশের মোট যে তেল তারচেয়ে অনেক বেশি তেল রয়েছে দুটো দেশের, সৌদি আরব আর কুয়েতের। ওপেক-এর চাবি হলো সৌদি আরব; এখন তারা বছরে এক দশমিক তিন বিলিয়ন ব্যারেল তেল তুলছে, এই হিসাবে তারা আরও একশো বছর বা তারও বেশি তুলতে পারবে। কারণ সৌদি তেলের মজুদ একশো সত্তর বিলিয়ন ব্যারেলের কম নয়। তার মানে সৌদি আরবই সারা বিশ্বে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ তেল এবং আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তারা।

'তেলের দাম যদি বাড়ে, ১৯৯৫ সাল নাগাদ তেল আমদানি বাবদ আমেরিকাকে প্রতিদিন খরচ করতে হবে চারশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। টাকাটা সরাসরি চলে যাবে সৌদি আরব বা প্রতিবেশী কুয়েতে। এক কি দু'বছরের মধ্যেই দেখা যাবে বেশিরভাগ আমেরিকান ইণ্ডাস্ট্রি বিক্রি হয়ে গেছে, ওগুলো কিনে নিয়েছে সৌদি শেখ আর কুয়েতি আমীররা। জীবনযাপনের মান, টেকনোলজি, সামরিক ক্ষমতা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়বে আমেরিকা। আমেরিকানদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে অসভ্য, অশিক্ষিত, দুর্নীতিপরায়ণ ও ...র্মী একদল ...

এই রিপোর্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা সম্পর্কে সিআইএ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অবহিত করে। রিপোর্টের সঙ্গে তারা সমস্যার একমাত্র সমাধান কি তা জানাতেও ভুল করেনি। সমাধান হলো, যে-কোন একটা অজুহাতে মধ্যপ্রাচ্যে বড় মাপের যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া, তারপর তেলসমৃদ্ধ কুয়েত আর সৌদি আরব দখল করে নেয়া। কিন্তু সিআইএ-র এই সমাধান বা প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন।

একই ব্যাপার ঘটে সোভিয়েত রাশিয়াতেও। কেজিবি চীফ আইভান শুলেৎকিন স্বয়ং ফার্স্ট সেক্রেটারিকে সমস্যা সম্পর্কে জানান এবং সমাধানের পথ বাতলে দেন। কিন্তু ফার্স্ট সেক্রেটারি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

দুই দেশের প্রেসিডেন্ট তখন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি নিয়ে হটলাইনে ঘন ঘন আলাপ করছেন। নব্বুই সালের প্রথম দিকে সেই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির খসড়া তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। সারাটা বছর কেটে গেল চুক্তির শর্ত ইত্যাদি ঠিকঠাক করতে। তারপর চুক্তির বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষকে একটা ধারণা দেয়া হলো। বলা হলো, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পৃথিবীর বুকে স্থায়ী শান্তির পথ উন্মোচিত হবে। এই চুক্তি প্রথমে সই করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া, তারপর একে একে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রকে এই চুক্তির আওতায় আসার জন্যে অনুরোধ করা হবে। মতপার্থক্য ভুলে সবাই যদি নিরস্ত্রীকরণে রাজি হয়, প্রতিটি দেশের সামরিক খাতে ব্যয় হবে রাজস্ব আয়ের অতি সামান্য একটা অংশ, ফলে দুনিয়া জুড়ে দেখা দেবে উন্নয়নের অবিশ্বাস্য জোয়ার। আক্রমণ ও যুদ্ধ আক্ষরিক অর্থেই তখন অতীত দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু সব ভাল কাজের বিরুদ্ধে যেমন ষড়যন্ত্র হয়, এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হলো না।

তেল সম্পর্কে সিআইএ-র গোপন রিপোর্টটা ফাঁস হয়ে গেল। মন্ত্রীসভার অনেক সদস্য সিআইএ-র প্রস্তাব সমর্থন করেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত একজন গোপনে তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর মাধ্যমেই রিপোর্টটা পেয়ে গেলেন মাইকেল ডগার্ড ডিপার, মার্কিন তেল সাম্রাজ্যের অন্যতম অধিপতি।

সমমনা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করলেন মাইকেল ডগার্ড ডিপার। কমিটিতে থাকলেন ডানিয়েল হপকিন্স, শিপিং টাইকুন। বিভিন্ন দেশের মার্সেনারিদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর, প্রয়োজনে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার ভাড়াটে সৈনিক যোগাড় করতে পারবেন। থাকলেন মরিস ডেলাভাইন, টিম জেফারসন আর রবার্ট হেরিক, তিনজনই সমরাস্ত্র কারখানার মালিক। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের খাতির আছে, সময় হলে তাঁদের পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন আদায় করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। ভাড়াটে সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করাও তাঁদের জন্যে কোন সমস্যা না। অস্ত্র সরবরাহের সূত্রে মধ্যপ্রাচ্যের শিয়া মৌলবাদীদের সঙ্গে তাঁদের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাঁরা সৌদি রাজপরিবারের অসন্তুষ্ট ও ক্ষমতালোভী কয়েকজন সদস্যের বন্ধুও বটেন। আরও আছেন জোনাথন পাইল, কংগ্রেস

সদস্য। ক্ষমতাসীন মার্কিন সরকার তথা প্রেসিডেন্টের কট্টর সমালোচক তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি অসন্তুষ্ট কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। কমিটিতে আরও রয়েছেন আলী নূর রব্বানী, জঙ্গী মৌলবাদী। আয়াতুল্লাহ খোমেনির অন্ধ ভক্ত তিনি, সৌদি রাজপরিবারকে পরম শত্রু জ্ঞান করেন। কমিটির নামকরণ করা হলো ক্যাপিটাল গ্যাং। চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হলো মার্কিন সরকারের একজন মন্ত্রীকে, তবে তাঁর নাম ও পরিচয় সবার কাছেই গোপন থাকল, শুধু মাইকেল ডগার্ড ডিপার বাদে।

মধ্যপ্রাচ্যে ছোটখাট যুদ্ধ সব সময় লেগে আছে, সেটাকে আরও ব্যাপক করার সিদ্ধান্ত নিল ক্যাপিটাল গ্যাং। এই সময় দেখা গেল, একই উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেছে কেজিবি-ও। কমিটির চেয়ারম্যানের পরামর্শে ক্যাপিটাল গ্যাং কেজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করল। জানা গেল, তেল সমস্যার সমাধান করার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার চরমপন্থীরাও একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। কেজিবি চীফ আইভান শুলেৎকিনের একদল প্রতিনিধি ক্যাপিটাল গ্যাঙের সঙ্গে আলোচনায় বসল। প্রায় দু'মাস আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, দুই দেশের চরমপন্থীরা নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির ঘোর বিরোধী, কাজেই যে-কোন মূল্যে এই চুক্তিকে ঠেকাতে হবে। আর তেল সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, মধ্যপ্রাচ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে সোভিয়েত রাশিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কেজিবির তিনজন সদস্য আর ক্যাপিটাল গ্যাঙের তিনজন সদস্যকে নিয়ে তৈরি হলো সারভাইভাল কমিটি, কমিটির ওপর দায়িত্ব থাকল তিন মাসের মধ্যে একটা পরিকল্পনা তৈরি করবে।

তিন মাস পর সারভাইভাল কমিটি জানাল, দুই দেশের প্রেসিডেন্টকে না সরানো গেলে দুটো সমস্যার একটারও সমাধান সম্ভব না। আবার নিজেদের মধ্যে বৈঠক করল দু'দেশের চরমপন্থীরা। সিদ্ধান্ত হলো, কেজিবি সোভিয়েত প্রেসিডেন্টকে সরাবার ষড়যন্ত্র করবে, আর ক্যাপিটাল গ্যাঙ সরাবার চেষ্টা করবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে।

সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মাইকেল ডগার্ড ডিপার খুঁজে বের করল পিটার গুচকে। পিটার গুচ হলো সিআইএ থেকে বহু বছর আগে বিতাড়িত একজন এজেন্ট। টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না সে। লোকটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি দক্ষ। ক্যাপিটাল গ্যাঙের অদৃশ্য চেয়ারম্যানের নির্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে সরানোর প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয়ে গেছে। ওয়াশিংটনে আজ মীটিঙে বসেছে ক্যাপিটাল গ্যাং।

দুই

Scanned by roni060007 for Banglapdf.net

মাসুদ রানাকে নিয়ে আসার জন্যে সিআইএ চীফ (অপারেশনস্) ভিক্টর

এসকারভাইল স্বয়ং স্পেনে গেছেন। চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে চলেছে, এখনও তাঁর ফেরার কোন লক্ষণ নেই। আর কেউ না জানলেও, ভিক্টর এসকারভাইল খুব ভাল করে জানেন যে রানাকে কাজটা নিতে রাজি করানো সহজ হবে না। এসপিওনাজ জগতের সবচেয়ে দামী মানুষ রানা, ওর ছুটিও আসলে ছুতো বা কাভার। আর হাতে এই মুহূর্তে সত্যি যদি কোন কাজ না-ও থাকে, প্রস্তাবটা পছন্দ না হলে স্রেফ বিদায় করে দেবে তাঁকে, কোন চাপ বা হুমকি দিয়ে লাভ হবে না। এ-সব জানেন বলে যাবার আগেই প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি, ওয়াশিংটন থেকে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ফোন করে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিসিআই চীফের ছাত্র ছিলেন এক সময়, স্যার-স্যার করার অভ্যাসটা দীর্ঘ অনেক বছর পর আবার কাজে লাগালেন। সঙ্কট সম্পর্কে রাহাত খানকে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিলেন তিনি, ধার হিসেবে চাইলেন রানাকে। রাহাত খান সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন, তবে বলেছেন, 'রানা এখন কি নিয়ে ব্যস্ত আমার ঠিক জানা নেই। ও যদি সময় করতে পারে, অবশ্যই সাহায্য করবে।' রাহাত খানের এই কথাটাকে পুঁজি করে স্পেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন ভিক্টর এসকারভাইল।

এদিকে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বৈঠক বিরতিহীনভাবে চলছে। সদস্যদের সবার সামনে এখন একটা করে খোলা ফোল্ডার দেখা গেল, মাসুদ রানার ডোশিয়ে।

'ভদ্রলোক একজন বিদ্রোহী,' নিজের ফোল্ডারটা বন্ধ করে সেক্রেটারি অভ স্টেট মন্তব্য করলেন। 'নিজেকে কি মনে করেন কে জানে, আশপাশে কাউকে সহ্য করতে পারেন না। কোন কাজ দিলে প্রথমেই শর্ত দেন, তিনি একা সব কিছু দেখবেন। আমার ধারণা, মাসুদ রানাকে কাজটা দিলে আমরা মস্ত একটা ভুল করব।'

'হোস্টেজ-নেগোসিয়েশনে তাঁর কিন্তু তুলনাবিহীন রেকর্ডও রয়েছে,' অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স বললেন। 'এখানে বলা হয়েছে,' নিজের ফোল্ডারে টোকা দিলেন তিনি, 'বিশেষ করে কিডন্যাপারদের সঙ্গে কথা বলার সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশল আর দক্ষতার পরিচয় দেন ভদ্রলোক। গত দু'বছরে চোদ্দজন জিম্মিকে কিডন্যাপারদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন তিনি—আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী আর ইটালিতে। প্রতিটি কেসে হয় তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন, নয়ত বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।'

'আমরা শুধু চাই,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন, 'সাইলাস মারভিনকে তিনি যেন অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। জেনারেলদের চড় মারলেন, না আমলাদের ল্যাঙ মারলেন, এ-সব আমি দেখতে যাব না।'

কমিউনিকেশন সেন্টারের একজন এইড উঁকি দিয়ে সিচুয়েশন রুমে তাকাল। ঘড়িতে এখন ঠিক চারটে বাজে, তাঁদের সবার ঘুম ভাঙাবার পর চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এইড বলল, 'ডিডিও এবং তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক এইমাত্র এণ্ড্রু এয়ারপোর্টে নেমেছেন।'

'দেরি না করে এখানে তাঁদের নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিলেন ভা

প্রেসিডেন্ট। 'আর ডিসিআই, এফবিআই ডিরেক্টর ও মি. ম্যাক সুলেভানকে এখানে আসতে বলো, ওঁদের সঙ্গে।'

সবাই যেখানে চেহারায় গাম্ভীর্য ও উদ্বেগের ছাপ নিয়ে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছেন, সেখানে হঠাৎ হাসিখুশি উজ্জ্বল একটা মুখ উদয় হলে বেমানান লাগারই কথা। দীর্ঘ প্লেন জার্নির পরও এতটুকু ক্লান্ত দেখাচ্ছে না রানাকে, বেশ বড় আকারের ব্রিফকেসটা অনায়াস ভঙ্গিতে বাঁ হাতে ধরে আছে। কালো সিল্কের ওপর লাল ডোরাকাটা টাই, অ্যাশ কালারের সুট, সাদা শার্ট পরে আছে ও, পায়ে সুটের সঙ্গে রঙ মেলানো শূ আর মোজা।

সিচুয়েশন রুমে প্রথমে ঢুকলেন ভিক্টর এসকারভাইল, রানাকে ঢোকার সুযোগ দিয়ে সরে দাঁড়ালেন একপাশে, তারপর বন্ধ করলেন দরজা। ওয়াশিংটনের ক্ষমতাধর রাজনীতিকরা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলেন রানার দিকে। দীর্ঘদেহী বিসিআই এজেন্ট কোন কথা না বলে টেবিলের মাথার দিকে খালি চেয়ারটার দিকে হেঁটে এল, অনুরোধের অপেক্ষায় না থেকে বসল সেটায়, বলল, 'আমি রানা।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন গলা পরিষ্কার করলেন। 'মি. মাসুদ রানা, এখানে আমরা আপনাকে ডেকেছি নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সাইলাস মারভিনকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেয়ার জন্যে···।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এত দূর থেকে ফুটবল নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আনা হয়নি ওকে, জানে ও। 'লণ্ডনের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল ও। 'সর্বশেষ রিপোর্ট পেয়েছেন?'

এত তাড়াতাড়ি কাজের কথা শুরু হয়ে যাওয়ায় কমিটির সদস্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেফ অ্যাটকিনসন রানার সামনে টেবিলের ওপর একটা টেলিটাইপ প্রিন্টআউট ঠেলে দিলেন। সেটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে পড়তে শুরু করল রানা।

'কফি, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন রেক্স হারবার। সেক্রেটারি অভ ট্রেজারি অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী জীবনে কখনও নিজের হাতে কাউকে কফি পরিবেশন করেননি, আজ তিনি চেয়ার ছেড়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন, ওখানে একটা পারকুলেটর রয়েছে।

'ব্ল্যাক,' বলল রানা, প্রিন্টআউটে চোখ। 'এখনও ওরা যোগাযোগ করেনি?'

ওরা মানে কারা, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই।

'না,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন। 'একদম চুপ মেরে আছে। অবশ্য ভুয়া কল এসেছে কয়েক শো। কিছু ব্রিটেনে। শুধু ওয়াশিংটনে। সতেরো শো ফোন কল রেকর্ড করেছি আমরা। বিরাট সাড়া পড়ে গেছে উন্মাদদের মধ্যে, গোটা ব্যাপারটাকে মহা-উৎসব হিসেবে দেখছে তারা।'

পড়ে যাচ্ছে রানা। প্লেনে বসে ভিক্টর এসকারভাইল গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ওকে। রানা শুধু সর্বশেষ খবরের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুবই কম, উপলব্ধি করল ও।

'মি. রানা, ধারণা করতে পারেন, কাজটা কার বা কাদের হতে পারে?'

জিজ্ঞেস করলেন জর্জ এণ্ডারসন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মুখ তুলল রানা। সবাইকে 'জেন্টলমেন' বলে সম্বোধন করল, তারপর বলল, 'কিডন্যাপার হয় চার রকম। মাত্র চার রকম। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে ভাল বলা যায় অ্যামেচারদের। ওদের প্ল্যানে খুঁত থাকে। কাউকে যদি কিডন্যাপ করতে সফল হয় ওরা, পিছনে সূত্র রেখে যায়। ওদেরকে সাধারণত খুঁজে পাওয়া সহজ। অবশ্য ওদের নার্ভ তেমন শক্ত নয়, এটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সাধারণত দেখা যায় হোস্টেজ-রিকভারি টিম ভেতরে ঢোকে, কাবু করে ওদেরকে, অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে আনে জিম্মিকে।'

কেউ কোন কথা বললেন না। সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে রানা।

'সবচেয়ে খারাপ হলো ম্যানিয়াকরা। যুক্তি মানে না, কথা পর্যন্ত শুনতে চায় না। কোন জিনিস বা টাকার প্রতি লোভ নেই, খুন করে স্রেফ মজা পাবার জন্যে। সুখবর হলো, এই লোকগুলোকে আমার ম্যানিয়াক বলে মনে হচ্ছে না। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়েছে ওরা, ট্রেনিঙে কোন খুঁত নেই।'

'বাকি দু'ধরনের কিডন্যাপার সম্পর্কেও বলুন,' অনুরোধ জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স।

'বাকি দু'রকমের মধ্যে বেশি খারাপ হলো ফ্যানাটিকরা—পলিটিক্যাল হোক বা রিলিজিয়াস। বেশিরভাগ সময় তাদের দাবি মেটানো অসম্ভব একটা ব্যাপার। তারা খ্যাতি আর প্রচারণার কাঙাল। ফ্যানাটিক মানে শুধু নিজের দিকটা দেখতে পায়, বাকি সব ব্যাপারে তারা অন্ধ। তাদের একটা আদর্শ আছে। সেই আদর্শের জন্যে কিছু তারা খুন হয়, বাকি সবাই খুন করে। আমরা ভাবতে পারি তাদের আদর্শ আসলে স্রেফ পাগলামি, তারা তা ভাবে না। তারা কিন্তু বোকা না। আত্মরক্ষার জন্যে নয়, তারা খুন করে নিজেদের আদর্শের জন্যে।'

'বাকি কিডন্যাপার?' জানতে চাইলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিডনি গ্রীন।

'প্রফেশন্যাল ক্রিমিন্যাল,' কোন রকম ইতস্তত না করে বলল রানা। 'তারা টাকা চায়। কাউকে জিম্মি করার জন্যে অনেক টাকা বিনিয়োগ করে তারা। জিম্মিকে আটকে রেখে বিনিয়োগের টাকা লাভ সহ ঘরে তুলতে চায়। এটা তাদের ব্যবসা।'

'আর এই লোকগুলো?' প্রশ্ন করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

'তাদের পরিচয় যা-ই হোক, বিরাট একটা অসুবিধের মধ্যে আছে—এর পরিণাম ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার গেরিলা, সিসিলির মাফিয়া, কালাব্রিয়া-র কামোরা, সারডিনিয়ার পাহাড়ী বা দক্ষিণ বৈরুতের হিযবুল্লাহ—সবাই ওরা নিজেদের ঘরোয়া পরিবেশে কাজ করে। জিম্মিকে খুন করার প্রয়োজন হয় না ওদের, কারণ কোন ব্যস্ততা থাকে না। দরকার হলে বছরের পর বছর জিম্মিকে নিয়ে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। কিন্তু এই লোকগুলো দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে লুকিয়ে আছে ব্রিটেনে—খুবই প্রতিকূল একটা পরিবেশ, ওদের জন্যে। তারমানে এরইমধ্যে চাপের মুখে পড়ে গেছে তারা। তাড়াতাড়ি একটা আপোষ রফায় এসে কেটে পড়তে চাইবে, আমি এটাকে ভাল লক্ষণ বলব। তবে দ্রুত ধরা পড়ার ভয়টা ওদেরকে কাবু করে

ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে পালাবার চেষ্টা করবে, পিছনে ফেলে রেখে যাবে লাশ।'

'আপনি তাদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করবেন?' জানতে চাইলেন রেহারবার, অর্থমন্ত্রী।

'যদি সম্ভব হয়। তারা যদি যোগাযোগ করে, একজনকে তো নেগোসিয়েশনের দায়িত্ব নিতেই হবে।'

'এ-ধরনের লোকদের টাকা দিতে ঘৃণা হয় আমার,' বললেন এফবিআই ক্রিমিন্যাল ডিভিশনের ম্যাক সুলেভান, এফবিআইতে তিনি এসেছেন নিউ ইয়র্ক পুলিস ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘদিন কাজ করার পর।

'প্রফেশন্যাল ক্রিমিন্যালরা কি ফ্যানাটিকদের চেয়ে বেশি নরম হয়?' জানতে চাইলেন জেফ অ্যাটকিনসন। 'মানে দয়া বেশি দেখায়?'

'কোন কিডন্যাপারই দয়া দেখায় না,' বলল রানা। 'কাউকে জিম্মি করা সবচেয়ে নোংরা অপরাধ। ধরে নিন সাংঘাতিক লোভী হবে ওরা।'

টেবিলে বসা সহকর্মীদের দিকে পালা করে তাকালেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। একে একে সবাই ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। 'মি. রানা, আমাদের এই ছেলেটাকে মুক্ত করার জন্যে আপনি কি নেগোসিয়েটরের দায়িত্ব পালন করবেন?'

'হ্যাঁ, করব, যদি কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করে,' বলল রানা। 'তবে, শর্ত আছে।'

'অবশ্যই। বলুন।'

'কাজটা আমি মার্কিন সরকারের হয়ে করব না। সমস্ত ব্যাপারে সরকারের সাহায্য নেব, তবে কাজ করব ছেলের মা-বাবার প্রতিনিধি হিসেবে। শুধু তাঁদের জন্যে।'

'আমরা রাজি।'

'আমি কাজ করব লণ্ডনে, এখানে নয়। আমার পরিচয় বা কাজ সম্পর্কে বিনা প্রয়োজনে কিছু প্রচার করা যাবে না। আমি নিজে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করব, সেখানে যে-ক'টা দরকার ফোন লাইন থাকবে। নেগোসিয়েশনের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নিতে হবে, এ-ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপনাদের কথা হওয়া দরকার। সমস্ত বিষয়ে আমার প্রাধান্য থাকতে হবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে অযথা যুদ্ধ করতে রাজি নই আমি।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকালেন।

জর্জ এণ্ডারসন বললেন, 'ওদের সঙ্গে কথা বলছি আমি। আমার ধারণা আমাদের শর্ত তারা মেনে নেবে।'

'আমি কাজ করব নিজের পদ্ধতিতে,' বলল রানা। 'কিডন্যাপারদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা হবে তা আমি ঠিক করব। টাকা লেনদেন করার দরকার হতে পারে। যখন যে অঙ্কের টাকা দরকার, চাইলেই যেন পাই। আমার কাজ ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনা। ব্যস, এইটুকু। সে মুক্ত হবার পর অপরাধীদের ধরার জন্যে যা খুশি করবেন আপনারা। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমি যা বলব তাই

হবে।'

দাঁতে দাঁত চেপে ম্যাক সুলেভান বললেন, 'ধরব তো বটেই!'

অর্থমন্ত্রী বললেন, 'টাকা কোন সমস্যা নয়। যত টাকাই দাবি করুক ওরা, আপনি রাজি হতে পারেন।'

চুপ করে থাকল রানা, তবে উপলব্ধি করল এ-কথা কিডন্যাপারদের বললে মাথায় চড়ে বসবে। তারপর আবার মুখ খুলল, 'আমি কোন ভিড় দেখতে চাই না। কেউ আমাকে কোন পরামর্শ দেবে না। আমাকে যদি দায়িত্ব দেন, আর কাউকে দিতে পারবেন না। শেষ শর্ত–রওনা হবার আগে প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিনের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। একা, কেউ সেখানে থাকতে পারবেন না।'

'আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন যে উনি ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট,' গম্ভীর সুরে স্মরণ করিয়ে দিলেন সিআইএ-র ডান কপারফিল্ড।

'তিনি জিম্মির বাবাও,' বলল রানা। 'তাঁর ছেলের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে হবে আমাকে, যা শুধু তার বাবা আমাকে বলতে পারবেন।'

'মি. প্রেসিডেন্ট শোক আর দুশ্চিন্তায় একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছেন,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'তাঁর সঙ্গে দেখা না করলেই কি নয়?'

'আমার অভিজ্ঞতা বলে কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে শান্তি পান বাবারা, বিশেষ করে সম্পূর্ণ অচেনা কারও সঙ্গে,' বলল রানা। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পিটার হ্যারিসন। 'ঠিক আছে, দেখব কি করা যায়। জর্জ, লণ্ডনের সঙ্গে কথা বলবে তুমি? ওদের বলো, মি. রানা আসছেন। আমরা কি চাই জানাও।' মাথার চুলে আঙুল চালালেন তিনি। 'মি. প্রেসিডেন্টকে ফোনে পাওয়া যায় কিনা দেখছি আমি। ভাল কথা, লণ্ডনে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার উপায় কি?'

'কনকর্ড লণ্ডনে পৌঁছুতে সময় নেবে তিন ঘণ্টা,' ভিক্টর এসকারভাইল জবাব দিলেন।

'সীট রিজার্ভ করো,' নির্দেশ দিলেন তিনি, তারপর চেয়ার ছাড়লেন। তাঁর সঙ্গে বাকি সবাইও।

আমেরিকান রিপোর্টাররা ঝাঁকে ঝাঁকে পৌঁছুতে শুরু করেছে লণ্ডনে, ব্রিটেনগামী প্রতিটি প্লেনের এমনকি টয়লেটেও জায়গা করে নিচ্ছে তারা। লণ্ডনে পৌঁছে বলা যায় উন্মাদ হয়ে গেল সবাই। প্রতি মিনিটে নতুন নতুন খবর তৈরি হবার কথা, অথচ কর্তপক্ষ মুখ খুলতে রাজি নয়। হোয়াইট হল আর হোয়াইট হাউস একমত হয়েছে, ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে প্রথম যে বিবৃতিটা দেয়া হয়েছে তার বাইরে আর কিছু জানানো হবে না প্রেসকে। অথচ বিবৃতিটি আসল ঘটনা প্রকাশ করেনি।

রিপোর্টাররা উডস্টক রোডের বাড়িটাকে এমনভাবে ছেঁকে ধরল, যেন

গাড়িটার দেয়াল আর দরজাগুলো নিখোঁজ সাইলাস মারভিনের হদিস দেবে তাদেরকে।

হোম অফিস প্যাথলজিস্ট তাদের কাজ শেষ করার পর অক্সফোর্ড সিটিতে দায়িত্ব পালনরত সরকারী ডাক্তার দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের লাশ আত্মীয়স্বজনদের হস্তান্তর করলেন। এখানে আত্মীয়স্বজন বলতে বোঝানো হলো মার্কিন দূতাবাসের অফিসারদের। কফিনে ভরে লাশগুলো পাঠিয়ে দেয়া হলো যুক্তরাষ্ট্রে, লাশগুলোর সঙ্গে টিমের বাকি দশজন এজেন্টও গেল, ইংল্যাণ্ডে ওদের আর কোন কাজ নেই।

ব্রিটিশ সার্জেন্টের লাশ অবশ্য তার আত্মীয়স্বজনরাই গ্রহণ করলেন। পুরোদস্তুর সম্মান দেখিয়ে তাকে সমাধিস্থ করার আয়োজন চলল টেমস ভ্যালি পুলিস হেডকোয়ার্টারে।

সমস্ত ফরেনসিক এভিডেন্স লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হলো। স্করপিয়নের বাতিল অ্যামুনিশন পৌঁছুল রয়্যাল আর্মারড্ রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট এস্টাব্লিসমেন্ট-এ। বাকি এভিডেন্স মেট্রোপলিটান পুলিস ল্যাবে পাঠানো হলো। রক্ত লাগা ঘাসের ডগা থেকে শুরু করে কাদার টুকরো, চাকার দাগ, কার-জ্যাক, পায়ের ছাপ, তিনটে লাশ থেকে উদ্ধার করা বুলেট, অনুসরণরত গাড়ির ভাঙা কাচ ইত্যাদি সবই যত্ন করে পাঠানো হয়েছে।

একটা খোলা ট্রাকে তুলে গাড়িটা পাঠানো হলো সিরিয়াস ক্রাইম স্কোয়াড-এর ভেহিকেল সেকশনে। তবে সবার আগ্রহ পোড়া গোলাবাড়ি থেকে উদ্ধার করা ট্রানজিটটার ওপর। বিরাট একটা বাক্সে ভরে লণ্ডনে আনা হলো ভ্যানটাকে। তারপর ধীরে ধীরে খুলে আলাদা করা হলো। নাম্বার প্লেটটা নকল, তবে অপরাধীরা পরিশ্রম করেছে—চলতি বছর তৈরি হয়েছে এমন একটা ভ্যানের নাম্বার প্লেট ব্যবহার করেছে তারা।

পরীক্ষা করে জানা গেল, দক্ষ কোন মেকানিককে দিয়ে সার্ভিসিং করানো হয়েছে ভ্যানটা। চেসিস আর এঞ্জিন নম্বর চেঁছে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে সফল হয়নি পুরোপুরি। স্পেকট্রোস্কোপিক পরীক্ষার সাহায্যে মেটাল-এর গভীরে রয়ে যাওয়া ছাপ দেখে নাম্বারগুলো জানা গেল। সোয়ানসী-তে সেন্ট্রাল ভেহিকেল কমপিউটর রয়েছে, সেখান থেকে আসল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর সর্বশেষ মালিকের নাম জানাও সম্ভব হলো। কমপিউটর বলল, লোকটা নটিংহ্যামে থাকে। ঠিকানায় গিয়ে দেখা গেল লোকটা বাড়ি বদলে অন্য কোথাও চলে গেছে। না, কোথায় গেছে বলে যায়নি। পুলিস বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হলো, খুঁজে বের করো তাকে।

এদিকে, এখনও কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করছে না।

কিডন্যাপাররা লুকিয়ে পড়েছে। কাল সকালে বাকিংহামশায়ার পেরিয়ে আসার পর মিলনট কীনেস-এর পুবে এমওয়ান মোটরওয়েতে ওঠে ভলভো, দক্ষিণ দিকে ঘুরে রওনা হয় লণ্ডনের দিকে, মিশে যায় হাজার হাজার যানবাহনের ভিড়ে। লণ্ডনের উত্তরে পৌঁছে এমটোয়েনটিফাইভে উঠে এল ভলভো, রাস্তাটা

শহরের মাঝখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরত্ব বজায় রেখে রাজধানীকে ঘিরে রেখেছে। এই রাস্তা থেকে অসংখ্য রাস্তা বেরিয়েছে, ম্যাপের দিকে তাকালে সাইকেলের স্পোক বলে মনে হবে। এই রকম একটা স্পোক ধরে ছুটল ভলভো. তারপর বেলা দশটার দিকে পরিত্যক্ত একটা বাড়ির গ্যারেজে ঢুকে পড়ল। বাড়িটা ছোট একটা শহর থেকে মাইলখানেক দূরে, সরাসরি একটা রেখা টানলে শহরটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে চল্লিশ মাইলের বেশি দূরে হবে না। বাড়ির সামনে এভিনিউ, আকাশ ছোঁয়া গাছের সারি দু'পাশে। খুবই ভাল নির্বাচন বলতে হবে–বাড়িটা এত নিঃসঙ্গ নয় যে কারও মনে সন্দেহ জাগতে পারে, আবার এত কাছাকাছি প্রতিবেশীরা নেই যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখবে কেউ। বাড়িটা যখন দু'মাইল দূরে, টিম লিডার বাকি তিনজনকে জানালার নিচে মাথা নামিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিল। পিছনে একজন অপরজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে থাকল, একটা কম্বলের নিচে। যদি কেউ ভলভোর দিকে তাকায়, শুধু বিজনেস সুট পরা ও দাড়ি বিশিষ্ট ড্রাইভারকে দেখতে পাবে।

রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গ্যারেজের দরজা খোলা হলো। বন্ধও করা হলো একইভাবে। গ্যারেজ থেকে বাড়ির ভেতর ঢোকার পথ আছে।

গাড়ি থেকে নেমে আবার কালো ট্র্যাকসুট আর কালো মুখোশ পরল ওরা। এরপর বুট খুলল। আচ্ছন্ন বোধ করছে সাইলাস মারভিন, তাকিয়ে আছে অথচ দৃষ্টি ফুটছে না। টর্চের আলোয় চোখ কুঁচকে রাখল সে, প্রায় অন্ধ। আলোটা চোখে সয়ে আসার আগেই কালো সার্জ-এর একটা মুখোশ পরানো হলো তাকে। কিডন্যাপারদের কাউকেই তার দেখার সুযোগ হলো না।

গ্যারেজের একটা দরজা খুলে বাড়ির ভেতর আনা হলো তাকে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে বেসমেন্টে নামানো হলো। জায়গাটা আগে থেকেই ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছে–কংক্রিটের মেঝে একদম পরিষ্কার, অভঙ্গুর কাঁচ দিয়ে মোড়া বালবটা সিলিঙের কাছে, ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে তৈরি খাটটা মেঝের সঙ্গে গাঁথা, টয়লেট-বাকেটে রয়েছে প্লাস্টিকের ঢাকনি। দরজার গায়ে একটা ফুটো আছে–শাটার ও এক জোড়া স্টীল বোল্ট, সবই বাইরের দিকে।

লোকগুলো দয়ামায়াহীন, মারভিনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বিছানার ওপর। দৈত্যটা তাকে শক্ত করে ধরে থাকল, বাকি লোকগুলো তার এক পায়ে একটা স্টীল হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল–এমন আঁটসাঁট হলো না যে ঘষা খেয়ে ঘা হতে পারে। অপর হ্যাণ্ডকাফটায় তালা মেরে দেয়া হলো। ওটার ভেতর দিয়ে দশ ফুট লম্বা একটা ইস্পাতের চেইন বেরিয়েছে, সেটার দ্বিতীয় প্রান্ত খাটের একটা পায়ার সঙ্গে তালা দেয়া অবস্থায় আটকানো থাকল। কাজ সেরে বেসমেন্ট থেকে উঠে এল তারা। মারভিনের সঙ্গে কেউ কোন কথা বলেনি। কখনও বলবেও না।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর হুডটা মাথা থেকে খোলার সাহস পেল মারভিন। ওর কাছে কেউ আছে কিনা জানে না সে, যদিও একটা দরজা বন্ধ হবার ও বোল্ট লাগানোর আওয়াজ শুনেছে। তার হাত দুটো মুক্ত, তবু হুডটা ধীরে ধীরে খুলল সে। কোন আঘাত এল না, কেউ চিৎকার করল না। অবশেষে

মাথা থেকে হুডটা নেমে এল। আলোয় চোখ মিট মিট করল সে। খানিক পর চারদিকে তাকাল।

তার স্মৃতি খুব ঝাপসা। মনে আছে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটছিল সে। একটা সবুজ ভ্যান, এক লোক চাকা বদল করছে, দু'জন কালো পোশাক পরা লোক লাফ দিল তাকে লক্ষ্য করে, গুলির বিকট শব্দ হলো, অনুভব করল ওর গায়ে ভারি বোঝা চেপে আছে, মুখের ভেতর ঘাস।

ভ্যানটার খোলা দরজার কথাও মনে আছে তার, সে চিৎকার দিতে চেষ্টা করছিল। প্রকাণ্ড লোকটা জড়িয়ে রেখেছিল তাকে। মিষ্টি কি যেন চেপে ধরা হলো তার নাকে-মুখে, তারপর আর কিছু মনে নেই। এখন আবার জ্ঞান ফিরে এসেছে তার।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কার সঙ্গে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল সে। উপলব্ধি করার পর ভয় জাগল মনে। অসহায় ও একা লাগল নিজেকে। মন শক্ত করার চেষ্টা করল সে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল বিপদের সময় সাহস হারালে চলবে না, তবু তার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। 'ওহ্, ড্যাড,' ফিসফিস করল সে। 'ড্যাড, আমি দুঃখিত। আমাকে সাহায্য করো, প্লীজ।'

ড্রাগন কমিটির মীটিং বসেছে, ব্রিটিশ পুলিস বিভাগের মাইকেল অ্যাশটন একটা তথ্য দিলেন। সোয়ানসী-র ড্রাইভার অ্যাণ্ড ভেহিকেল লাইসেন্সিং সেন্টার একটা সূত্র দিয়েছে। এক লোক, ট্রানজিট ভ্যানের নিখোঁজ সাবেক মালিকের নামে নাম, আরও একটা শেরপা ভ্যান কিনে রেজিস্ট্রি করেছে, এক মাস আগে। এবার একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে। সিরিয়াস ক্রাইম ব্রাঞ্চের একজন কমাণ্ডার পুলিস হেলিকপ্টার নিয়ে লেস্টার-এর উদ্দেশে রওনাও হয়েছে। এখন যদি লোকটা ট্রানজিট ভ্যানের মালিক না-ও হয়, নিশ্চয়ই কারও কাছে বিক্রি করেছে ওটা। চুরি হয়ে থাকলে পুলিসকে জানানো হত।

মীটিং থেকে বেরিয়ে হোম সেক্রেটারি মাইকেল অ্যাশটনকে একপাশে ডেকে নিলেন। 'ব্যাপারটা যদি নেগোসিয়েশনের পর্যায়ে যায়, আমেরিকানরা চাইছে তারাই সামলাবে,' বললেন তিনি। 'এখানে তারা নিজেদের এক লোককে পাঠাচ্ছে।'

মাথা নাড়লেন মাইকেল অ্যাশটন। 'মি. হোম সেক্রেটারি, আমি বলব গোটা ব্যাপারটা মেট্রোপলিটন পুলিসের হাতে অবশ্যই থাকতে হবে। আমি চাই আমাদের ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের দু'জন লোক নেগোশিয়েটরের দায়িত্ব পালন করবে। এটা আমেরিকানদের এলাকা নয়।'

'দুঃখিত,' হোম সেক্রেটারি বললেন, 'আপনার এই প্ল্যান বাতিল করা হলো। ডাউনিং স্ট্রীটের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওদের অনুরোধ আমরা রক্ষা করব।'

'জানতে পারি, কাকে তারা পাঠাচ্ছে?'

'শুনলাম তার নাম মাদুস রানা।'

'মাসুদ রানা? কোন মাসুদ রানা?'

'মনে হচ্ছে আপনি তাঁকে চেনেন?'

'অবশ্যই চিনি! রানা এজেন্সির প্রধান তিনি। রানা এজেন্সি ও ব্রিটিশ পুলিস বিভাগ প্রায়ই পরস্পরকে সাহায্য করে।'

'আচ্ছা, তাহলে তো ভালই হলো। ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে, উনি খুব দক্ষ। আপনি কি বলেন?'

'সম্পূর্ণ একমত আমি,' স্বস্তির ছাপ পড়ল মাইকেল অ্যাশটনের চেহারায়। 'আমি আমার আপত্তি প্রত্যাহার করে নিলাম।'

'ভেরি গুড। ভদ্রলোককে সব রকম সাহায্য করতে হবে···।'

'অবশ্যই,' রাজি হলেন মাইকেল অ্যাশটন। তাঁর স্বস্তিবোধ করার প্রধান কারণ হলো, যদি খারাপ কিছু ঘটে, সব দোষ মাসুদ রানার ঘাড়ে চাপবে···।

কেবিনেট রুম থেকে বেরিয়ে আসার এক ঘণ্টা পর হোয়াইট হাউসে পৌঁছুল রানা। ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিজেই ম্যানসন-এর তিনতলার স্টাডিতে নিয়ে এলেন ওকে, পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন—সম্ভবত সিচুয়েশন রুমে।

গাঢ় রঙের সুট পরে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিন, তবে ক্লান্ত ও ম্লান দেখাচ্ছে তাঁকে। তাঁর বয়স ষাট, যদিও দেখে মনে হচ্ছে আশি। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিকামী প্রেসিডেন্ট হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন ভদ্রলোক, যুদ্ধের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার জন্যে রাশিয়ার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন। চুক্তিটির নামকরণ করা হয়েছে—হারমোনি ট্রিটি। চুক্তির শর্তাবলী প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তারপরও দীর্ঘ আলোচনা দরকার। হারমোনি ট্রিটির বৈশিষ্ট্য হলো, শুধু পারমাণবিক মারণাস্ত্র নয়, প্রচলিত অন্যান্য অস্ত্রও বেশিরভাগ ধ্বংস করে ফেলা হবে, সেই সঙ্গে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে দু'দেশের সৈন্য সংখ্যা। শর্তের মধ্যে থাকবে, সামরিক খাতে নির্দিষ্ট একটা বাজেটের বাইরে কোন দেশই এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। শুধু যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া নয়, এক এক করে দুনিয়ার অন্যান্য সামরিক শক্তিগুলোকেও এই চুক্তির আওতায় আনা হবে, তা না হলে নিরস্ত্রীকরণের কোন অর্থই থাকবে না। আলোচনা খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে. স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠান আরও ছ'মাসের আগে আশা করা যায় না। সমরাস্ত্র কারখানার মালিক, শিপিং টাইকুন, আন্তর্জাতিক ঠিকাদার সমিতি থেকে শুরু করে বিরোধী ও সরকারী দলের বহু প্রভাবশালী সদস্য চুক্তিটির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখতে শুরু করেছে। কেউ কেউ এমনকি প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিনকে দেশদ্রোহী, কমিউনিস্ট ইত্যাদি বলে নিন্দাও করছে। প্রেসিডেন্ট অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তে অটল। হারমোনি ট্রিটি কংগ্রেসকে দিয়ে যেভাবে হোক পাশ করাবেন তিনি।

ইঙ্গিতে রানাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট। কথা বলতে যাবেন, তাড়াতাড়ি রানাই প্রথম মুখ খুলল। 'মিসেস মারভিন কেমন আছেন?'

'ফার্স্ট লেডি' নয়, স্রেফ মিসেস মারভিন। বিস্মিত ও বিমূঢ় বোধ করলেন

প্রেসিডেন্ট। 'ওহ্, তিনি ঘুমাচ্ছেন। আঘাতটা একেবারে কাবু করে ফেলেছে তাকে। ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে।' দু'সেকেণ্ড বিরতি নিলেন তিনি। 'এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগেও আপনার হয়েছে, মি. রানা?'

'অনেক বার, মি. মারভিন।'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'বুঝতেই পারছেন, ঘটনাটা আমাকে স্রেফ একজন সাধারণ মানুষে পরিণত করেছে। সাধারণ, উদ্বিগ্ন একজন বাবা।'

'জ্বী। বুঝতে পারি। আপনি আমাকে সাইলাস সম্পর্কে বলুন, প্লীজ।'

'সাইলাস? তার সম্পর্কে কি বলব?'

'কেমন ছেলে সে। এই ব্যাপারটায় কি রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার। আপনাদের এত বেশি বয়েসে কেন হলো সে?'

হোয়াইট হাউসে এমন কেউ নেই যার এই প্রশ্ন করার সাহস হতে পারে। ডেস্কের ওপর দিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে তাকালেন সাইরাস মারভিন। নিজে তিনি যথেষ্ট লম্বা, সামনে বসা তরুণ বাংলাদেশী তাঁর চেয়ে সম্ভবত আধ ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে। ধূসর রঙের সুটটা নিখুঁত ফিট করেছে, ডোরাকাটা টাই, সাদা শার্ট। পরিচ্ছন্ন, কামানো মুখ। চেহারায় ব্যক্তিত্ব, চোখ দুটোয় কোমল মায়া। চোয়ালের আকৃতিই বলে দেয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ। 'এত বয়েসে? কেন, ঠিক বলতে পারব না। বিয়ে করি বত্রিশ বছরে, মারিয়ার তখন বাইশ। লিংকন ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে যোগ দিয়েছি মাত্র। দু'জনেই ভেবেছিলাম দুই তিন বছর পর সন্তান হবে আমাদের। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল না। কাজেই অপেক্ষা করে থাকতে হলো। ডাক্তাররা বললেন, সন্তান না হবার কোন কারণ নেই। তারপর, বিয়ের দশ বছর পর, সাইলাস হলো। কিন্তু তারপর আর কেউ এল না। সে-ই আমাদের একমাত্র···।'

'আপনি তাকে খুব ভালবাসেন, তাই না?'

রানার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। প্রশ্নটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। জীবনে কখনও কথাটা ভাবেননি তিনি, একমাত্র সন্তানকে কতটা ভালবাসেন। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এলেন, থামলেন রানার কাছাকাছি, ভাল করে ওকে দেখার জন্যে। 'মি. রানা, সে আমার কাছে চাঁদ ও সূর্য–আমাদের দু'জনের কাছেই। তাকে আপনি আমাদের হাতে ফিরিয়ে আনুন।'

'আপনি তার ছেলেবেলা সম্পর্কে বলুন আমাকে, যখন সে একদম ছোট ছিল।'

রানার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাইরাস মারভিন, লাফ দিয়ে উঠলেন। 'আমার কাছে একটা ফটো আছে!' তাঁর চেহারায় উত্তেজনা ও উৎসাহ। 'হেঁটে একটা কেবিনেটের সামনে চলে গেলেন, ফিরে এলেন বাঁধানো একটা ছবি নিয়ে। ছবিটায় পাঁচ কি ছ'বছরের এক বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে, সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে দাঁড়িয়ে আছে সৈকতে, হাতে একটা ছোট কোদাল আর বালতি। তার পিছনে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে গর্বিত একজন বাবা, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ। 'হারমোনিতে তোলা হয়েছিল ছবিটা। আমি তখন সবে নিউ

হেভেন থেকে কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হয়েছি।'

'আপনি আমাকে হারমোনি সম্পর্কে বলুন,' নরম সুরে বলল রানা।

পরবর্তী এক ঘণ্টা একাই কথা বলে গেলেন প্রেসিডেন্ট। বোঝা গেল, বলে আনন্দ পাচ্ছেন তিনি। বিদায় নেয়ার জন্যে রানা যখন উঠল, একটা প্যাডে কিছু লিখে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন কাগজটা। বললেন, 'এটা আমার প্রাইভেট ফোন নম্বর। খুব কম লোকের জানা আছে নম্বরটা। রাত হোক বা দিন, এই নম্বরে পাওয়া যাবে আমাকে···।' হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। 'গুড লাক, মি. রানা। ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকুন।' নিজেকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন। মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল রানা। কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় জানা আছে ওর।

তিন

রানা তখনও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে যায়নি, এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জে. ম্যাক সুলেভান এডগার হোভার বিল্ডিঙে চলে এলেন, ওখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (সিআইডি) টিমোথি গার্ড। ভেতরে ঢুকে ম্যাক সুলেভান দেখলেন, টিমোথি গার্ড রানার ডোশিয়ে পড়ছেন। 'কি মনে হচ্ছে আপনার?' জানতে চাইলেন তিনি।

'রেকর্ড তো খুবই ভাল,' মন্তব্য করলেন টিমোথি গার্ড।

'ওরা তাঁকে ওখানে এফবিআই-এর মাথার ওপর বসিয়ে দিয়েছেন,' বললেন ম্যাক সুলেভান। 'জন ওয়াইল্ড আপত্তি তোলেননি।' জন ওয়াইল্ড এফবিআই-এর চীফ। 'তিনি হয়তো ভেবেছেন শেষ পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটবে, কাজেই দায়িত্ব না নেয়াই ভাল!' মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'ঘটনাটা আমেরিকায় না ঘটলেও, এফবিআই নাক গলাবার অধিকার রাখে। তাছাড়া, আমি চাই না ওই বিদেশী ভদ্রলোক একা যা খুশি তাই করুন। কে কি বলল আমার তাতে কিছু আসে যায় না, ভদ্রলোকের ওপর নজর রাখব আমরা।'

'ঠিক,' একমত হলেন টিমোথি গার্ড।

'লণ্ডনে আমাদের ব্যুরোর লোক হলো জন এয়ারম্যান। আপনি তাঁকে চেনেন?'

'তাঁর সম্পর্কে জানি। শুনেছি ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁর নাকি খুব খাতির।'

'জন এয়ারম্যান ওখানে আছেন, থাকুন। চীফ আমাকে ব্যুরোর দৃষ্টিকোণ থেকে ওদিকটা দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। আবার বলছি, আমি চাই না এই মাসুদ রানা ভদ্রলোক আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যান। ভাল একটা টিম নিয়ে আজ দুপুরের ফ্লাইটে ওখানে চলে যান আপনি। কংকর্ড-এর চেয়ে কয়েক ঘণ্টা পর পৌঁছুবে আপনাদের প্লেন, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। আস্তানা গাড়ুন দূতাবাসে। জন এয়ারম্যানকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে দায়িত্ব দেয়া

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন টিমোথি গার্ড, অত্যন্ত খুশি হয়েছেন তিনি।

'আরেকটা কথা, মি. গার্ড। মাসুদ রানার খুব কাছাকাছি একজন এজেন্টকে দেখতে চাই আমি। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা, সারাক্ষণ। ভদ্রলোক যদি গোলমাল করেন, সময় থাকতে জানতে হবে আমাদের।'

'সেরকম এজেন্ট একজনই আছে,' বললেন টিমোথি গার্ড। 'খুব ভাল অপারেটর, দেখতেও দারুণ, বুদ্ধিও রাখে। মাসুদ রানার জন্যে ভাল একটা টোপ হিসেবে কাজ দেবে বলে আশা করি। এজেন্ট জুলিয়া গুডহোপ-এর কথা বলছি। আমি নিজে ওকে ব্রিফ করব–এখুনি।'

সিআইএ হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে ফিরে এসে ঘাবড়ে গেলেন ডেপুটি ডিরেক্টর ভিক্টর এসকারভাইল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার অনুপস্থিতিতে এত কাজ জমে গেছে যে আবার কবে ঘুমোবার সুযোগ পাবেন বুঝতে পারছেন না। পরিচিত টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো সম্পর্কে এক গাদা ফাইল পড়ে রয়েছে টেবিলে, চারদিক থেকে সর্বশেষ রিপোর্ট এসে স্তূপ হয়ে আছে। কাজেই জুনিয়র ফিল্ড এজেন্ট ডন রীডকে ব্রিফ করার সময় পেলেন না তিনি, দায়িত্বটা পালন করলেন ইউরোপিয়ান সেকশন-এর চীফ।

সেকশন চীফ বললেন, 'আমাদের দূতাবাসে সিমন কার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে তুমি। কার্ভার অবশ্য ইনার সার্কেল-এর বাইরে থেকে আমাদের কাছে রিপোর্ট করবেন। মাসুদ রানার একবারে কাছাকাছি একজনকে রাখতে চাইছি আমরা। কিডন্যাপারদের পরিচয় জানার দরকার আছে, ব্রিটিশদের চেয়ে আগে জানতে পারলে অখুশি হব না। বিশেষ করে ব্যুরোর চেয়ে আগে জানতে চাই। কিডন্যাপাররা যদি বিদেশী হয়, বিশেষ সুবিধে পাব আমরা। বিদেশী অপরাধী সম্পর্কে ব্যুরোর চেয়ে আমাদের ফাইল অনেক ভাল, বোধহয় ব্রিটিশদের চেয়েও ভাল। মি. রানা যদি কোন গন্ধ বা আভাস পান, কিংবা তিনি যদি কোথাও কোন ভুল করেন বা ডিগবাজি খাবার উপক্রম করেন, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে তুমি আমাদের।'

বিস্ময়ে ও আনন্দে হতভম্ব হয়ে পড়ল অপারেটর জন রীড। দশ বছরের চাকরি জীবনে দু'বার বিদেশে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেলেও, লণ্ডনে কখনও যাওয়া হয়নি তার। দায়িত্বটা বিশাল, সুযোগটাও কম বড় নয়। 'আপনি স্যার আ-আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন,' ঢোক গিলে বলল সে।

শর্ত দিল, ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যাবার সময় ওর সঙ্গে মিডিয়ার কোন লোকজন থাকতে পারবে না। সাধারণ একটা গাড়ি করে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করল ও, ওর এসকর্ট সাদা পোশাক পরা সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট, সে-ই গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের সীটে বসেছে রানা, নিজেকে প্রায় নামিয়ে এনেছে মেঝের কাছে। হোয়াইট হাউসের পুব প্রান্তে, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন প্যালেস আর ওয়েস্ট উইং-এর দূর প্রান্তে ভিড় করে

রয়েছে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা। সবাই তারা গাড়িটাকে দেখতে গুরুত্ব দিল না।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে কংকর্ডে না ওঠা পর্যন্ত ওর সঙ্গে থাকল এসকর্ট. তার আগে ডিউটি-ফ্রি শপ থেকে বেশ কিছু জিনিস কিনল রানা–রেজার, টুথব্রাশ, শার্ট, টাই, আণ্ডারঅয়্যার, মোজা, জুতো, রেইনকোট, ব্যাগ আর এক ডজন ব্যাটারি ও স্পুল সহ একটা টেপ-রেকর্ডার। টাকা দেয়ার সময় তর্জনী তুলে এসকর্টকে দেখিয়ে দিল ও। 'আমার বন্ধু বিল মেটাবেন।'

ব্রিটিশ স্টুয়ার্ডেস সামনের দিকের একটা সীট দেখাল রানাকে, ওর প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ বা মনোযোগ দেখাল না। প্যাসেজের কিনারার সীটটায় বসে পড়ল রানা। খানিক পর সরু পথটার আরেক ধারের সীটে কেউ একজন বসল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। স্বর্ণকেশী একটা মেয়ে। চব্বিশ কি পঁচিশ বছর বয়েস হবে। খুবই সুন্দরী। চোখ ফেরাতে দু'সেকেণ্ড দেরি হয়ে যাবার সেটাই কারণ। হালকা ক্রীম কালারের একটা সুট পরে আছে। মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি হাসি, স্বভাবতই খুঁত খুঁতে একটা ভাব এসে গেল রানার মনে।

খানিক পর রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল কংকর্ড। সরু নাক উঁচু হলো, পিছনের চাকা রানওয়ের স্পর্শ ত্যাগ করল, নিচের জমিন কাত হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী, দ্রুত পিছিয়ে পড়ল ওয়াশিংটন।

আবার তাকাবার দরকার হলো না, প্রথম বারই দেখেছে রানা, এতক্ষণ পর শুধু যা দেখেছে তার তাৎপর্য ধরা পড়ল ওর মনে। মেয়েটার কোটের ভাঁজ করা অংশে দুটো ফুটো আছে। সম্ভবত সেফটি-পিন দিয়ে তৈরি। বিশেষ ধরনের সেফটি-পিনই হবে, যে-ধরনের সেফটি-পিন দিয়ে একটা আইডেনটিটি কার্ড আটকে রাখা যায়। ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকাল রানা, মেয়েটার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে?'

আঁৎকে মত উঠল মেয়েটা। 'মাফ করবেন, আপনি আমাকে কিছু বললেন?'

'ব্যুরো। ব্যুরোর কোন্ ডিপার্টমেন্ট?'

ধবধবে ফর্সা ও কলঙ্কহীন মুখ লালচে হয়ে উঠল, ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবল মেয়েটা। আগে হোক বা পরে, ধরা তো পড়তেই হবে। 'আমি দুঃখিত, মি. রানা। আমার নাম জুলিয়া। এজেন্ট জুলিয়া গুডহোপ। আমাকে বলা হয়েছে···।'

'ঠিক আছে, মিস জুলিয়া, তোমাকে কি বলা হয়েছে আমি জানি।'

আলোকিত 'নো স্মোকিং' লেখাটা নিভে গেল, পিছন দিকে জ্বলে উঠল নেশাখোরদের লাইটার। সরু পথে উদয় হলো স্টুয়ার্ডেস, সবাইকে শ্যাম্পেন ভরা গ্লাস দিচ্ছে। রানার বাম দিকে, জানালার ধারে বসা লোকটা শেষ গ্লাসটা নিল। স্টুয়ার্ডেস চলে যাচ্ছে, তাকে থামাল রানা। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তার হাত থেকে চকচকে ব্লু ট্রে-টা নিল ও, রুমাল দিয়ে মুছে আরও চকচকে করল, তারপর উঁচু করে ধরল ওটা। ট্রের গায়ে পিছনের সারি সারি সীট পরিষ্কার ফুটে উঠল। মাত্র সাত সেকেণ্ড দেখল রানা। তারপর হতভম্ব স্টুয়ার্ডেসকে ট্রেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'সীট বেল্টের আলো নিভে গেল,' জুলিয়া গুডহোপকে বলল রানা, 'ল্যাংলির ছোকরাটাকে বলবে আমি তাকে ডাকছি। বিশ নম্বর সারিতে, জানালার ধারে বসে আছে সে।'

পাঁচ মিনিট পর সুদর্শন এক যুবককে নিয়ে ফিরে এল জুলিয়া। বিব্রত দেখাচ্ছে, সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনার সময় বারবার হাত দিয়ে কপালের চুল সরাল যুবক, প্রতিবেশীসুলভ হাসি লেগে রয়েছে মুখে। 'সত্যি আমি দুঃখিত, মি. রানা। সত্যি বলছি, নাক গলাবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। ব্যাপারটা হলো, ওরা আমাকে বলেছে···।'

'হ্যাঁ, জানি। ওই সীটটায় বসে পড়ো।' সামনের সারির খালি একটা সীট দেখিয়ে দিল রানা। 'সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে না পেরে তোমার মতই এক বিব্রত লোক উঠে গেছে, পিছনে কোথাও গিয়ে বসেছে।'

'ও।' তরুণ সিআইএ এজেন্টের হাসি ম্লান হয়ে গেল, রানার নির্দেশ মেনে বসে পড়ল খালি সীটটায়।

ঘাড় ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। নিউ ইংল্যাণ্ড উপকূল ধরে ছুটছে কংকর্ড, প্রস্তুতি নিচ্ছে সুপারসনিকে যাবার। আমেরিকা থেকে এখনও বেরোয়নি রানা, এরই মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ওরা। ইস্টার্ন স্ট্যাণ্ডার্ড সময় এখন দশটা পনেরো, লণ্ডনে তিনটে পনেরো। হিথরোতে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগবে ওদের।

প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে একা কাটাল সাইলাস। বিশেষজ্ঞরা বুঝবেন, এভাবে একা রাখাটা আসলে তাকে নরম করার পদ্ধতি মাত্র, নিজের একাকীত্ব ও অসহায়ত্ব মেনে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া হচ্ছে তাকে। খিদে আর ক্লান্তিতে কাবু করারও সুযোগ বটে। সতেজ একজন জিম্মি, তর্ক বা অভিযোগ করতে প্রস্তুত, কিডন্যাপারদের জন্যে সমস্যা তৈরি করে। জিম্মি অসহায় বোধ করলে সামান্য করুণা দেখালেই কৃতজ্ঞ হয়, সহজ হয়ে ওঠে তাকে সামলানো।

দ্বিতীয় দিন সকাল দশটায়, প্রায় যে-সময় ওয়াশিংটনে কেবিনেট রূমে ঢুকছে রানা, তন্দ্রার একটা ভাব আসায় ঢুলছে সাইলাস, এই সময় বেসমেন্টের দরজার গায়ে ফুটো থেকে ক্লিক করে একটা শব্দ ভেসে আসায় চমকে উঠল সে। ফুটোর দিকে তাকিয়ে দেখল, এক চোখ দিয়ে কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে। বিছানাটা দরজার ঠিক উল্টো দিকে, চেইনটা দশ ফুট লম্বা হলেও ওই চোখের দৃষ্টিপথ থেকে আড়ালে সরে যাবার কোন সুযোগ নেই তার।

বেশ কয়েক সেকেণ্ড পর বোল্ট দুটো সরাবার আওয়াজ পেল সে। দরজার কবাট মাত্র তিন ইঞ্চি ফাঁক হলো, ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল দস্তানা পরা একটা হাত। হাতটায় একটা সাদা কার্ড রয়েছে, মার্কার পেন দিয়ে বড় বড় হরফে কয়েকটা কথা লেখা রয়েছে–'তিনবার নক করলে হুডটা তুমি মাথায় পরবে। বুঝতে পারছ? সাড়া দাও।'

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সাইলাস। কি করবে বুঝতে পারছে না। কার্ড ধরা হাতটা অস্থিরভাবে ঝাঁকি খেল বার কয়েক।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'বুঝতে পারছি। তিনবার নক হলে হুড পরব।'

কার্ডটা অদৃশ্য হলো, সেটার জায়গায় এল নতুন একটা। তাতে লেখা– 'দু'বার নক হলে হুডটা খুলে ফেলতে পারো। কোন চালাকি করলে মারা পড়বে।'

'বুঝলাম,' দরজার দিকে মুখ করে বলল সাইলাস। দ্বিতীয় কার্ড অদৃশ্য হলো। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর সজোরে তিন বার নক হলো। বিছানা থেকে তুলে হুডটা পরে নিল মারভিন, মাথা সহ মুখ আর কাঁধ ঢাকা পড়ে গেল। হাত দুটো হাঁটুর ওপর রেখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছে সে, একটু একটু কাঁপছেও। মুখোশটা অত্যন্ত পুরু, কোন শব্দ পেল না। শুধু অনুভব করল পা টিপে টিপে কেউ ঘরের ভেতর ঢুকেছে।

ঘরে সত্যি একজন ঢুকেছে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাকে ঢাকা, কালো মুখোশের বাইরে শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। লিডারের নির্দেশ, সাইলাস মুখোশ পরে থাকলেও তার সামনে শুধু এভাবে হাজির হতে হবে। বিছানার কাছাকাছি কিছু একটা রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। তারপর টেনে দেয়া হলো বোল্ট দুটো। এর খানিক পর নক হলো দু'বার।

হুডটা ধীরে ধীরে মাথা থেকে খুলল মারভিন। মেঝের ওপর প্লাস্টিকের একটা ট্রে। তাতে প্লেট, ছুরি, ফর্ক আর জগ রয়েছে, সবই প্লাস্টিকের তৈরি। প্লেটে সসেজ, সেদ্ধ মটরশুটি, খানিকটা মাখন, একটা সেদ্ধ ডিম আর কয়েক টুকরো রুটি। জগে পানি।

খিদেয় অসুস্থবোধ করছে মারভিন। দরজার দিকে মুখ তুলে বিড় বিড় করে বলল, 'ধন্যবাদ।' কিছু না ভেবে, অভ্যাসবশত শব্দটা বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে। বলার পর নিজেকে তিরস্কার করল সে। বেজন্মা কুকুরগুলোকে ধন্যবাদ জানাবার কোন দরকার নেই তার। খেতে শুরু করে কিছুই ফেলে রাখল না। জগে মুখ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে পানি খেল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। এক ঘণ্টা পর আবার নক হলো দরজায়। এবার ট্রেটা কামরা থেকে নিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর কামরার কোণে রাখা বালতিটা ব্যবহার করল মারভিন, এবার নিয়ে চারবার। তারপর বিছানায় ফিরে এসে চিৎ হয়ে শুলো সে, বাড়ির কথা চিন্তা করতে লাগল। ভাবল, ওর জন্যে কি করছে তারা?

সাইলাস যখন শুয়ে আছে, সিরিয়াস ক্রাইম ব্রাঞ্চের কমাণ্ডার লেস্টার থেকে লণ্ডনে ফিরে এসে রিপোর্ট করল স্কটল্যাণ্ডের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ম্যাক অ্যাশটনকে। হেলিকপ্টার নিয়ে সরাসরি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নামল সে। মেট্রোপলিটান পুলিসের হেডকোয়ার্টার এখানেই, কেবিনেট অফিস থেকে মাত্র চারশো গজ দূরে।

লেস্টার-এ পৌঁছে কমাণ্ডার দেখে, ট্রানজিট ভ্যানের সাবেক মালিককে পুলিস স্টেশনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। খুব ভয় পেয়েছেন ভদ্রলোক। পরে জানা গেল, মানুষ হিসেবে তিনি খুব নিরীহ। পুলিসকে তিনি জানালেন, তাঁর

ট্র্যানজিট ভ্যান বিক্রিও হয়নি, চুরিও যায়নি–মাস দুই আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাতিল হয়ে গেছে। ঠিক সে-সময় তিনি বাড়ি বদল করায় সোয়ানসী লাইসেন্সিং সেন্টারকে খবরটা দিতে পারেননি।

তাঁর বক্তব্য সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখেছে কমাণ্ডার। যা বলেছেন সব সত্যি। ম্যাক অ্যাশটনকে সে বলল, 'কেউ একজন বাতিল লোহা-লক্কড়ের ডিপো থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরামত করে ওটা, তারপর রাস্তায় নামায়। ওটার রঙ ছিল নীল, তারা সেটার ওপর সবুজ রঙ চড়ায়।'

ম্যাক অ্যাশটন বললেন, 'ল্যাব বয়রাও তাই বলছে। খোঁজ নিয়ে দেখো, রঙটা করল কে।'

'আমি বেলহ্যামে যাচ্ছি,' কমাণ্ডার বললেন। 'দুর্ঘটনায় বাতিল গাড়ি সংগ্রহ করে ওখানকার একটা ফার্ম, তাদের ডিপো থেকেই অদৃশ্য হয়েছে ভ্যানটা। বলা যায় না, ফার্মের মালিক হয়তো পানির দরে কারও কাছে বিক্রি করেছিল ওটা।'

কমাণ্ডারকে বিদায় দিয়ে কাজে মন দিলেন ম্যাক অ্যাশটন।

নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগে, সন্ধে ছ'টায় লণ্ডনে পৌঁছুল কংকর্ড। ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে অ্যারাইভাল লাউঞ্জের দিকে এগোল রানা, পিছনে জুলিয়া গুডহোপ আর জন রীড। টানেলের খানিক ভেতরে ধূসর রঙের সুট পরা দু'জন লোক শান্তভাবে দাঁড়িয়ে, রানাকে দেখে এক পা সামনে বাড়ল তাদের একজন। 'মি. মাসুদ রানা?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

লোকটা তার আইডি দেখাল না। না দেখাতে চাওয়ার একটা প্রবণতা আছে আমেরিকানদের, জানে রানা। তবে তার হাবভাব আর কাঠামোই বলে দিচ্ছে, কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছে তাকে। 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি, স্যার। আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ। আপনার ব্যাগটা আমার সঙ্গী বহন করবে।'

প্রতিবাদের অপেক্ষায় না থেকে টানেল ধরে হাঁটতে শুরু করল লোকটা, মেইন করিডরের কাছে পৌঁছে জনস্রোত থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়ল একটা সরু প্যাসেজে, তারপর শুধু নম্বর লেখা একটা কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল। তার সঙ্গী, বিশালদেহী, রানার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। অফিসে ঢোকার পর শান্ত লোকটা রানার পাসপোর্ট দেখল, ওর 'সঙ্গীদের' পাসপোর্টও পরীক্ষা করল। পকেট থেকে স্ট্যাম্প বের করে সীল মারল পাসপোর্টগুলোয়, তারপর রানাকে বলল, 'ওয়েলকাম টু লণ্ডন, মি. মাসুদ রানা, স্যার।'

আরেক দরজা দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা, কয়েকটা ধাপ টপকে নেমে এসে থামল একটা গাড়ির পাশে। তবে রানা যদি ভেবে থাকে সরাসরি লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে, ভুল করবে। গাড়িতে তুলে ওদেরকে ভিআইপি স্যুইটে আনা হলো। গাড়ি থেকে নেমে চোখ মিট মিট করে নিজের চারদিকে তাকাল রানা। ওর উপস্থিতি প্রচার করা যাবে না, শর্ত দিয়েছিল ও। কিন্তু দেখা গেল ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে মার্কিন দূতাবাস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিআইএ আর এফবিআই-এর প্রতিনিধিরা অপেক্ষা

করছেন। ভদ্রতা বিনিময় করতে বিশ মিনিট বেরিয়ে গেল।

ওদেরকে নিয়ে একটা মোটর শোভাযাত্রা রওনা হলো লণ্ডনের উদ্দেশে। ট্রেনের মত লম্বা একটা মার্কিন লিমোজিন-এর সামনে বসানো হয়েছে রানাকে. লিমোজিন-এর সামনে একটা কার, তাতে সশস্ত্র বডিগার্ড। লিমোজিনের সামনে দু'জন মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছে, যানবাহনের ভিড় সাফ করে শোভাযাত্রার জন্যে পথ তৈরি করছে তারা। পিছনের একটা গাড়িতে রয়েছেন মার্কিন দূতাবাসের আইনবিদ সিমন কার্ভার, তরুণ জন রীডকে ব্রিফ করছেন। পিছনের অপর একটা গাড়িতে মার্কিন দূতাবাসের অপর একজন আইনবিদ জন এয়ারম্যান ব্রিফ করছেন জুলিয়া গুডহোপকে। ব্রিটিশরা রয়েছে রোভার, জাগুয়ার আর গ্রানাডায়।

এমফোর মোটরওয়ে ধরে লণ্ডনের দিকে ছুটল শোভাযাত্রা, নর্থ সার্কুলার হয়ে ঢুকে পড়ল রিজেন্ট'স পার্কে।

পরিচিত ও প্রিয় শহর লণ্ডন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। ওর পিছনে বসা মন্ত্রণাদাতা ও উপদেষ্টারা মুহূর্তের জন্যেও থামছে না, যদিও রানা এখন পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। অবশেষে ওর মৌনতা তাদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদায় আঘাত করল, সবাই চুপ করে গেল। প্রায় প্রাসাদের মত একটা বাড়ি দেখা গেল সামনে, উজ্জ্বল আলোয় ভাসছে। এতক্ষণে মুখ খুলল রানা, বলা যায় ধমকে উঠল। ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকল ও, তার কানে গর্জে উঠল, 'গাড়ি থামান!'

ড্রাইভার একজন আমেরিকান মেরিন, অপ্রত্যাশিত নির্দেশ পেয়ে প্রায় আঁতকে উঠে ব্রেক কষল। পিছনের গাড়ির ড্রাইভার জাদু জানে না, গাড়ির সামনের ও পিছনে ল্যাম্প থেকে কাচ ভাঙার আওয়াজ ভেসে এল। লাইনের আরও পিছনে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ড্রাইভার সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে রডোডেনড্রন ঝোপের ওপর তুলে দিল গাড়ি। কনভয়টা ঝাঁকি খেতে খেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নিচে নেমে প্রাসাদটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। পোর্টিকো-র মাথায়, সিঁড়ির শেষ ধাপে, এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

'আমরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা। ভাল করেই জানে কোথায়। রাজনীতিক ও কূটনীতিকরা পড়িমরি করে নেমে এলেন পিছনের সীট থেকে। রানার ব্যাপারে শুভানুধ্যায়ীরা আগেই সাবধান করে দিয়েছেন তাঁদের। তাঁরা কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেননি। অন্যান্য গাড়ি থেকে প্রভাবশালী ভদ্রলোকেরা নেমে পড়েছেন, প্রায় একটা মিছিলের আকৃতি নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছেন সবাই।

'উইনফিল্ড হাউস, মি. রানা। উনি ওখানে অ্যামব্যাসাডর মি. প্যাট্রিক হামফ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে, আপনার জন্যে একটা স্যুইট আলাদা করে রাখা হয়েছে... আয়োজনে কোন খুঁত নেই।'

'আয়োজনের গুষ্ঠি কিলাই,' বাংলায় বলল রানা। বুটটা খুলল, তুলে নিল নিজের ব্যাগ, তারপর গাড়িপথ ধরে উল্টো দিক হাঁটা ধরল।

'কোথায় যাচ্ছেন, মি. রানা?' কূটনীতিক ভদ্রলোক হাহাকার করে উঠলেন।

'স্পেনে ফিরে যাচ্ছি,' জবাব দিল রানা।

ওর সামনে রয়েছেন মার্কিন দূতাবাসের আই নবিদ সিমন কার্ভার। কংকর্ড যখন আকাশে, সাঙ্কেতিক ভাষায় টেলিফোনে ভিক্ট র এসকারভাইলের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর।

'মাসুদ রানা এক আজব চিড়িয়া,' সি আইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশনস্) জানিয়েছেন তাঁকে। 'তবে ওর মন যুগিয়ে চলতে পারলে সবদিক থেকে ভাল হবে সেটা।'

'আমাদের একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে,' রানাকে বললেন তিনি, শান্ত ও নিচু গলায়। 'গোপন একটা আস্তানা, একদম নিরিবি লি। অনেকদিন আগে পুব ইউরোপের ডিফেক্টরদের ডিব্রিফ করা হত ওখা নে। মাঝে মধ্যে ল্যাংলির লোকজন ওখানে গা ঢাকা দিতে আসে। মি. এসকা রভাইল লণ্ডনে এলে ওখানে ওঠেন।'

'ঠিকানা,' বলল রানা।

এক মুহূর্ত দেরি না করে ঠিকান টা রানাকে জা নিয়ে দিলেন সিমন কার্ভার। কেনসিংটনের একটা গলি। আগের মতই হাঁটছে রানা, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল। আউটার সার্কুলার-এ পৌঁ ছে দেখল একটা ট্যাক্সি যাচ্ছে, হাত তুলে থামাল ওটাকে। তারপর কয়েক সে কেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ি-পথের যানজট পরিষ্কার করতে মিনিট পনেরো লেগে গেল। এক সময় জুলিয়া গুডহোপ আর জন রী কে নিজের গাড়িতে তুলে নিতে সমর্থ হলেন সিমন কার্ভার, দু'জনকে নিয়ে রওন া হলেন কেনসিংটনের উদ্দেশে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গাটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক-এর ওপর চোখ বুলাল রানা। জানা কথা, যেভাবেই হোক ওর চারপাশে আড়িপাতা যন্ত্র লাগাবে ওরা। কোম্পানী অর্থাৎ সিআইএ-র ফ্ল্যাট হওয়ায় অন্তত একটা সুবিধে পাওয়া যাবে, যা লাগাবার আগে থেকেই লাগা না আছে, মিথ্যে রিডেকোরেটিং-এর অজুহাত তুলে ঝামেলা সৃষ্টি করবে না কেউ । যে ফ্ল্যাটটা ওর দরকার সেটা চারতলায়। কলিংবেল বাজাতে দরজা খুলে দি ল মোটাসোটা এক লোক, কোম্পানীর অধস্তন কেউ হবে, সম্ভবত কেয়ারটেকার

'আপনি কে?' জানতে চাইল সে।

'আমি ঢুকলাম,' বলল রান , পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। 'তুমি বেরোও।' ফ্ল্যাটের ভেতরটা ঘুরে ফিরে দেখল ও। সিটিংরুম, মাস্টার বেডরুম ছাড়াও একজোড়া ছোট কামরা রয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত কেয়ারটেকার ফোনে কাকে যেন কি জিজ্ঞেস করছে। শেষ পর্যন্ত সিমন কার্ভারের গাড়ির সঙ্গে তার লাইনটা লাগিয়ে দেয়া হলো। এরপর নড় ম হলো সে। মুখ হাঁড়ি করে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিল। রানার তিন মিনিট পর দুই তরুণ-তরুণীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন সিমন কার্ভার। ইতিমধ্যে বড় বেডরুমটা দখল করে নিয়েছে রানা। সিমন কার্ভারকে অনুসরণ করে জন এয়ারম্যানও ফ্ল্যাটে ঢুকেছেন। ওদের চারজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'ওরা দু'জন কি আমার সঙ্গে থাকবে?' জিজ্ঞেস করল ও, হাসতে ভুলে গুডহোপ আর জন রীডকে দেখাল।

'প্লীজ, মি. রানা, ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন,' বললেন সিমন কার্ভার। 'আমরা প্রেসিডেন্টের ছেলেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। কি ঘটছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন সবাই। তাঁদেরকে জানি না বলা সম্ভব নয়! কাউকে কিছু না জানিয়ে এখানে আপনি একা নাচবেন, তা স্রেফ হতে পারে না।'

ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করল রানা। 'বেশ,' বলল ও। 'পিছু নিতে গিয়ে ধরা পড়া ছাড়া আর কি পারো তোমরা?'

'আমরা আপনার সব কাজ করে দেব, মি. রানা, স্যার,' আবেদন জানাতে গিয়ে প্রায় কাতর হয়ে পড়ল জন রীড। 'এটা-সেটা এনে দেব আপনাকে—সব রকম সাহায্য করব।'

মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, মুখে কিশোরসুলভ হাসি, একহারা গড়ন, এ-সব তার বয়েস লুকিয়ে রেখেছে। বত্রিশ বছর বয়েস, অথচ দেখে মনে হবে মাত্র পা দিয়েছে কলেজে।

জুলিয়া গুডহোপ এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমি খুব ভাল রান্না করতে পারি। আমি যদি ধুই, আপনার কাপড়ে কোন ময়লা থাকবে না। আপনি তো একা, তাই না, সারাক্ষণ ব্যস্তও থাকবেন, কাজ করার জন্যে একটা মেয়ে তো লাগবেই। আমি আপনাকে সঙ্গও দিতে পারব···বলতে চাইছি, আমি গান গাইতে পারি, কবিতা আবৃত্তি করতে পারি, তাস খেলতে পারি···।'

এই প্রথম রানাকে হাসতে দেখল ওরা। জুলিয়া গুডহোপ পরিবেশ ভুলে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

'ঠিক আছে,' সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানকে বলল রানা। 'আমি জানি, প্রতিটি কামরা আর ফোনে ছারপোকা ঢোকাবেন আপনারা। তোমরা দু'জন বাকি বেডরুম দুটো দখল করো।'

জুলিয়া আর রীড হলরুম হয়ে বেরিয়ে যেতে সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানের দিকে ফিরল রানা। 'তবে এই পর্যন্তই। আর কোন অতিথি আমি গ্রহণ করব না। ব্রিটিশ পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। দায়িত্বে কে আছেন?'

'ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মাইকেল অ্যাশটন। ব্রিটিশ পুলিস বিভাগে তিনিই দু'নম্বর ব্যক্তি। চেনেন?'

'একটা বেল বাজছে, তবে অস্পষ্ট,' বলল রানা। ঠিক ওই সময় বেল বাজার শব্দও শোনা গেল, টেলিফোনের।

রিসিভার তুললেন সিমন কার্ভার, শুনলেন, তারপর মাউথপীসে হাত চাপা দিলেন। 'ফোন করেছেন মি. মাইকেল অ্যাশটন। উইনফিল্ড হাউস থেকে ওখানে তিনি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। এইমাত্র খবর পেয়েছেন। বলছেন এখানে আসতে চান। আপনার অনুমতি আছে, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। রিসিভারে মাইকেল অ্যাশটনকে চলে আসতে বললেন

সমন কার্ডার। বিশ মিনিট পর পুলিস বিভাগের অচিহ্নিত একটা গাড়ি নিয়ে পৌঁছুলেন ভদ্রলোক।

'মি. মাসুদ রানা? মাইকেল অ্যাশটন। আমাদের একবার দেখা হয়েছিল, অনেক দিন আগে।' ফ্ল্যাটে তিনি সতর্ক ও আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঢুকেছেন। কোম্পানীর সেফ হাউস হিসেবে এটার অস্তিত্বের কথা তাঁর জানা ছিল না, তবে এখন জানেন। তিনি এ-ও জানেন যে এই কেসটার পর ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেবে সিআইএ, ভাড়া করবে নতুন কোন ফ্ল্যাট বা বাড়ি।

চেহারাটা দেখার পর মাইকেল অ্যাশটনকে চিনতে পারল রানা। 'অনেক বছর আগে, হ্যাঁ। আয়ারল্যাণ্ডে। আপনি তখন অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ব্রাঞ্চে ছিলেন।'

'আপনার স্মরণশক্তি খুব ভাল, মি. রানা। আমাদের বোধহয় আলোচনা শুরু করা উচিত।'

ভদ্রলোককে নিয়ে সিটিংরুমে চলে এল রানা। তিনি বসার পর তাঁর সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল ও, ইঙ্গিতে কামরার চারদিকটা দেখিয়ে বোঝাতে চাইল এখানে অবশ্যই আড়িপাতা যন্ত্র আছে। সিমন কার্ভার মানুষ হিসেবে হয়তো মন্দ নন, তবে এসপিওনাজ জগতে নিজের স্বার্থ সবাই একটু বেশি বোঝে। ব্রিটিশ পুলিস কর্মকর্তা গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন। ভদ্রলোক জানেন, লণ্ডনের বুকে হলেও এই মুহূর্তে আমেরিকানদের এলাকায় রয়েছেন তিনি। তবে তিনি এখন যা বলবেন, সবই নিজের মুখে ড্রাগন কমিটিকে রিপোর্ট করতে হবে।

'পরিস্থিতিটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন, প্লীজ, মি. রানা। এই অপরাধ তদন্ত করার জন্যে মেট্রোপলিটান পুলিসকে পুরোপুরি দায়িত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আপনি যে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তারাও ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন···।'

রানা বলতে যাচ্ছিল, আমি কোন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি না, তবে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে।

'দায়িত্ব পাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা বড় কোন সাফল্য অর্জন করতে পারিনি,' বলে চলেছেন মাইকেল অ্যাশটন। 'তবে তদন্ত মাত্র শুরু হয়েছে, আমরা আশাবাদী যে···।'

রানা হাতঘড়ির দিকে তাকাল দেখে মাঝপথে থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

আড়িপাতা যন্ত্র আছে, এরকম কামরায় বা ফোনে আগেও অনেকবার কথা বলেছে রানা। গলার আওয়াজ ও ভাষা স্বাভাবিক রাখতে খুব অসুবিধে হয়। ও বুঝতে পারছে, আড়িপাতা যন্ত্রের উদ্দেশ্যেই কথা বলছেন মাইকেল অ্যাশটন।

'আমার বক্তব্য আমি সংক্ষেপ করছি,' বললেন ভদ্রলোক। 'নেগোসিয়েশন প্রসেসেও দায়িত্ব ও প্রাধান্য চেয়েছিলাম আমরা, তবে ওয়াশিংটনের অনুরোধে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ব্যাপারটা আমাকে মেনে নিতে হয়েছে। আমার ওপর নির্দেশ আছে পুলিস বিভাগের ও আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনাকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করতে হবে। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে

দেয়া নির্দেশ আমি পালন করব।'

'সত্যি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মি. অ্যাশটন,' বলল রানা। বুঝতে পারছে কথাগুলো শুনতে কৃত্রিম লাগছে, তবে জানে যে কোথাও না কোথাও একটা স্পূল ঘুরছে।

'তাহলে বলুন, মি. রানা, কি চাই আপনার?'

'ইতিমধ্যে কি ঘটেছে জানান আমাকে,' বলল রানা। 'শেষ রিপোর্ট শুনেছি...,' হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও, লণ্ডন সময় এখন রাত আটটা, '...প্রায় সাত ঘণ্টা আগে। কিডন্যাপাররা কি যোগাযোগ করেছে?'

'আমরা যতটুকু জানি, না,' মাইকেল অ্যাশটন বললেন। 'অবশ্য প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ফোন কল আসছে। সবই ভুয়া। বিশ-পঁচিশটা বিশ্বাসযোগ্য। এদেরকে আমরা একটা পরীক্ষায় ফেলেছি, সাইলাস মারভিনকে সত্যি আটক রেখেছে কিনা জানার জন্যে।'

'কিভাবে?'

'একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ন'মাস ধরে অক্সফোর্ডে আছে মারভিন, এই ন'মাসের একটা ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্নটা। মারভিন ছাড়া অন্য কারও পক্ষে জবাব দেয়া প্রায় অসম্ভব। বিশ-পঁচিশজনের কেউই পরে আর ফোন করেনি।'

'প্রথম যোগাযোগ আটচল্লিশ ঘণ্টা পর করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই,' বলল রানা।

'ঠিক বলেছেন,' বললেন মাইকেল অ্যাশটন। 'ওরা ডাকযোগে প্রথম যোগাযোগ করতে পারে। একটা চিঠি বা টেপ-রেকর্ডিং পাঠাল—সেক্ষেত্রে খাম বা প্যাকেটটা আসার পথে রয়েছে। কিংবা ফোনও করতে পারে। প্যাকেট বা চিঠি হলে এখানে আনা হবে সেটা, যদিও আমি চাইব কাগজ, এনভেলাপ, মোড়ক আর চিঠি প্রথমে আমাদের ফরেনসিক এক্সপার্টরা পরীক্ষা করবে—আঙুলের ছাপ, থুথু বা অন্য কিছু আছে কিনা দেখার জন্যে। ফেয়ার, আশা করি? এখানে আপনি কোন ল্যাব পাচ্ছেন না।'

'পারফেক্টলি ফেয়ার,' বলল রানা।

'কিন্তু প্রথম যোগাযোগটা যদি ফোনের মাধ্যমে হয়, কিভাবে সেটা পেতে চান আপনি, মি. রানা?'

রানা কি চায় জানিয়ে দিল। দশটার রেডিও টিভির খবরে একটা ঘোষণা প্রচার করতে হবে, শুধু সাইলাস মারভিনকে যারা কিডন্যাপ করেছে তাদের জন্যে। ঘোষণায় বলা হবে, তারা যেন শুধু মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঘোষণার সঙ্গে কয়েকটা ফোন নম্বর দেয়া হবে, দূতাবাসের শুধু এই নম্বরগুলো ডায়াল করবে কিডন্যাপাররা। দূতাবাসের বেসমেন্টে একদল সুইচবোর্ড অপারেটর থাকবে, তাদের কাজ হবে ভুয়া ফোন কল চিহ্নিত করা, বাকি যেগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে সেগুলোকে রানার এই ফ্ল্যাটের লাইনে জুড়ে দেয়া।

সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানের দিকে তাকালেন মাইকেল অ্যাশটন, দু'জনেই তাঁরা মাথা ঝাঁকালেন।

'আপনাদের টেলিকম-এর লোকেরা দূতাবাসে আসা প্রতিটি কল ট্রেস করতে পারবে,' আবার শুরু করল রানা। 'ভুয়া লোকদের মধ্যে যারা বোকা তারা পাবলিক বুদ ব্যবহার করবে না, লাইনে থাকবেও অনেকক্ষণ, তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। তবে আসল কিডন্যাপাররা ওরকম বোকামি করবে না।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন মাইকেল অ্যাশটন। 'ধরে নিতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান তারা।'

'দূতাবাসে আসা বিশ্বাসযোগ্য কলগুলো খুব তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটের লাইনে জুড়ে দিতে হবে,' বলল রানা। 'এখানে তিনটে ফোন রয়েছে, তাই না? শুধু একটা লাইনে জুড়তে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন সিমন কার্ভার। একটা ফোন তাঁর অফিসের সঙ্গে সরাসরি লাইনে আছে, তাঁর অফিসও ওই দূতাবাসেই।

'সেটাই ব্যবহার করুন,' বলল রানা। 'আসল কিডন্যাপারদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বুঝতে পারলে ওদেরকে আমি নতুন একটা নম্বর দিতে চাই, এমন একটা লাইন যেটা শুধু আমি ধরব, একা শুধু সরাসরি আমার কাছে পৌঁছুবে।'

'আপনাকে আমি নব্বুই মিনিটের মধ্যে একটা ফ্ল্যাশ লাইন পাইয়ে দিতে পারি,' মাইকেল অ্যাশটন বললেন। 'এমন একটা নম্বর, আগে কখনও ব্যবহার করা হয়নি। ওটা আমরা ট্যাপ করব, তা ঠিক, তবে লাইনে আপনি কোন শব্দই পাবেন না। সবশেষে একটা অনুরোধ, মি. রানা। এখানে আপনার সঙ্গে আমি দু'জন ডিটেকটিভ চীফ ইন্সপেক্টরকে রাখতে চাই। খুবই দক্ষ আর অভিজ্ঞ তারা। একা কারও পক্ষে প্রতি দিন চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থাকা সম্ভব নয়।'

'দুঃখিত, না,' বলল রানা।

'তারা আপনাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন,' যুক্তি দেখালেন মাইকেল অ্যাশটন। 'কিডন্যাপাররা যদি ব্রিটিশ হয়, আঞ্চলিক বাচনভঙ্গির প্রশ্ন আছে, বিশেষ এলাকায় প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের প্রশ্ন আছে, গলার আওয়াজে উত্তেজনা বা বেপরোয়া ভাব থাকতে পারে, এ-ধরনের আরও অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার থাকতে পারে যা শুধু একজন ব্রিটিশের পক্ষে ধরা সম্ভব। মুখে তারা কোন শব্দই উচ্চারণ করবে না, শুধু শুনবে।'

'শুনুক, তবে এক্সচেঞ্জে বসে,' বলল রানা। 'আপনারা তো প্রতিটি কল এমনিতেও রেকর্ড করবেন। স্পীচ এক্সপার্টদের কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো পারবেন। কোথায় আমার ভুল-ভাল হয়েছে দেখিয়ে দিয়ে মন্তব্য করুন, তারপর ফলাফল নিয়ে নক করুন এই ফ্ল্যাটের দরজায়। কাজ আমি একাই করব।'

মাইকেল অ্যাশটনের চেহারা সামান্য একটু কঠিন হলো। বিদায় নেয়ার জন্যে উঠলেন তিনি। তাঁর ওপর নির্দেশ আছে, জোর খাটাতে পারবেন না। রানাও দাঁড়াল, বলল, 'চলুন, আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।' কথাটার কি অর্থ বুঝতে পারল সবাই–সিঁড়িতে কোন আড়িপাতা যন্ত্র নেই। দরজার কাছে পৌঁছে সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়ল রানা,

ওদেরকে পিছু নিতে নিষেধ করেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন তাঁরা।

সিঁড়িতে পৌঁছে মাইকেল অ্যাশটনের কানে ফিসফিস করল রানা। 'জানি আয়োজনটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না। আমি নিজেও খুশি নই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করুন। আমার সাধ্যের মধ্যে হলে, ছেলেটাকে ঠিকই আমি উদ্ধার করব। ফোনে সব কথাই আপনারা শুনতে পাবেন। ওদের কাছেও কিছু গোপন থাকবে না। কাজেই···।'

'ঠিক আছে, মি. রানা, আমার কাছ থেকে সব রকম সহযোগিতা পাবেন আপনি।'

'শেষ একটা কথা···,' ইতিমধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে ওরা। 'ওদের পিছু নেবেন না। ওরা যদি ফোন করে, লাইনে বেশিক্ষণ থাকে, কোন স্কোয়াড কার যেন ফোন-বুদের দিকে না ছোটে···।'

'তা আমরা জানি, মি. রানা। তবে যেখান থেকে ফোন করা হবে সেখানে আমরা সাদা পোশাক পরা লোক পাঠাব। অত্যন্ত সাবধানে যাবে তারা, প্রায় অদৃশ্য থাকবে। এভাবে যদি ওদের গাড়ির নম্বর বা কারও চেহারার বর্ণনা পেয়ে যাই, এক লাফে দু'দিন এগিয়ে যাব আমরা, তাই না?'

'ওদের চোখে যেন ধরা না পড়ে,' সাবধান করল রানা। 'ফোন-বুদে লোকটা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকবে। কেউ আমরা চাই না যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। সেরকম কিছু ঘটার অর্থ দাঁড়াবে—হাল ছেড়ে দিয়ে পালাবে ওরা, পিছনে ফেলে যাবে ছেলেটার লাশ।'

মাথা ঝাঁকালেন মাইকেল অ্যাশটন, হ্যাণ্ডশেক করলেন রানার সঙ্গে, তারপর উঠে পড়লেন পুলিস কারে।

ত্রিশ মিনিট পর পৌঁছুল এঞ্জিনিয়াররা। কারও পরনে টেলিকম ইউনিফর্ম নেই, তবে সবাই টেলিকম আইডেনটিফিকেশন-কার্ড দেখাল। অমায়িক হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা, জানে সবাই ওরা মারভিন লংফেলো অর্থাৎ ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক। পৌঁছেই কাজ শুরু করে দিল তারা।

এঞ্জিনিয়ারদের একজন, সিটিংরুম টেলিফোনটার তলা খোলার পর, সামান্য একটু ভুরু কোঁচকাল। দেখেও না দেখার ভান করল রানা। ফোনের ভেতর আড়ি পাতা যন্ত্র ফিট করতে গিয়ে লোকটা দেখতে পাচ্ছে, একটা আগে থেকেই আছে ভেতরে। নির্দেশ নির্দেশই, আমেরিকান ছারপোকার পাশেই নিজেদেরটা ফিট করল সে। রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে ফ্ল্যাশ লাইন পেয়ে গেল রানা। এটা একটা আলট্রা-প্রাইভেট লাইন, আসল কিডন্যাপারকে দেবে রানা, যদি তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় ওর। দ্বিতীয় লাইনটা দূতাবাসের এক্সচেঞ্জের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জোড়া লাগানো আছে, এটা ব্যবহার করা হবে 'সম্ভাব্য' যে-সব কল আসবে সেগুলো ধরার জন্যে। বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে হলে ব্যবহার করা হবে তৃতীয়টা।

গ্রসভেনর স্কয়্যারের দূতাবাসে আরও জোরেশোরে কাজ চলছে। বেসমেন্টে আগে থেকেই দশটা ফোন লাইন ছিল, সবগুলোর সামনে অপারেটর বসানো

হলো। অপারেটররা সবাই তরুণী, কেউ ব্রিটিশ, কেউ আমেরিকান। প্রত্যেকে যেন একটা ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। অপেক্ষা করছে।

কাজ চলছে কেনসিংটন টেলিফোন এক্সচেঞ্জেও। রীতিমত একটা অফিস তৈরি করে ফেলেছে পুলিস। ইনকামিং কলগুলো রানার ফ্ল্যাশ লাইনে জুড়ে দিতে হবে, কাজটা মনিটর করবে তারা। কেনসিংটন যেহেতু ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ, ট্রেস করা সম্ভব হবে দ্রুত, আট থেকে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে। এক্সচেঞ্জ থেকে বেরুবার পর ফ্ল্যাশ-লাইন কলগুলো আরও দু'জায়গা থেকে ট্যাপ করা হবে-একটা কর্ক স্ট্রীট, মেফেয়ারে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কমিউনিকেশন সেন্টারে; অপরটা মার্কিন দূতাবাসের বেসমেন্টে। কলটা যদি আসল কিডন্যাপারের হয়, বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সুইচবোর্ড থেকে ওটাকে জোড়া লাগানো হবে একটা লিসেনিং-পোস্ট-এর সঙ্গে।

সিমন কার্ভারের আমেরিকান এঞ্জিনিয়াররা এল ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ারদের দলটা বেরিয়ে যাবার ত্রিশ সেকেণ্ড পর। তারা এসেই ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ছারপোকাগুলো সরিয়ে ফেলল, তারপর পরীক্ষা করে দেখল নিজেদেরগুলো ঠিকমত কাজ করছে কিনা। এখন এ-ঘরে রানা যা-ই বলুক না কেন, শুধু আমেরিকানরা ওর সব কথা শুনতে পাবে।

চার

খবরের শুরুতেই টিভিতে ঘোষণাটা প্রচার করা হলো। তারপর সাইলাস মার ভিন কিডন্যাপিং-এর ওপর সর্বশেষ রিপোর্ট পড়ার সময়, একটা বৃত্তের ভেতর ফোন নম্বরগুলো থাকল সারাক্ষণ।

লণ্ডন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে শান্ত একটা বাড়ির সিটিংরুমে বসে উত্তেজিত ও চুপচাপ চারজন লোক ঘোষণাটা শুনল। ঘোষণা শেষ হতে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিডার লোকটা দ্রুত তরজমা করে শোনাল। ওদের মধ্যে দু'জন ইংরেজি জানে না। দু'জনের মধ্যে একজন বেলজিয়ান, অপরজন কর্সিকান। তৃতীয় লোকটা ইংরেজি জানে, তবে বাচন ভঙ্গিতে দক্ষিণ আফ্রিকার টান আছে। সে ওখানকারই লোক।

লিডার লোকটা বাকি তিনজনকে বাড়ি থেকে বেরুতে নিষেধ করে দিয়েছে। প্রয়োজনে একাই সে বেরোয়। সব সময় গ্যারেজের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করে। ভলভো সেলুনে নতুন টায়ার আর নাম্বার প্লেট লাগানো হয়েছে, ওটা না নিয়ে কোথাও যায় না সে। এবারের নাম্বার প্লেটটা নির্ভেজাল। বাড়ির ভেতর থাক বা বাইরে, পরচুলা আর নকল দাড়ি-গোঁফ খোলে না, টিনটেড চশমাও পরে থাকে। নির্দেশ দেয়া আছে, তার অনুপস্থিতির সময় জানালা-দরজার সামনে যাবে না কেউ, খুলবে তো নাই-ই।

খবর শেষ হতে টিভি বন্ধ করে দিল লিডার। 'কাল,' বলল সে।

*

দূতাবাসের বেসমেন্টে সে-রাতে দুশোর বেশি ফোন এল। প্রতিটি কল সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা হলো। কলারদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করছে অপারেটররা, তবে মাত্র সাতটা কল জোড়া লাগানো হলো রানার ফ্ল্যাশ লাইনে। শান্ত, হাসিখুশি ভাব নিয়ে প্রতিটি কল ধরল রানা, কলারকে 'ভাই' বা 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করল, ব্যাখ্যা দিয়ে বলল যে বাধ্য হয়ে ওর লোকজনকে জেনে নিতে চেষ্টা করতে হচ্ছে কলার-এর কাছে সত্যি সাইলাস মারভিন আছে কিনা। প্রত্যেককে সহজ একটা প্রশ্ন করল রানা, আবার একবার ফোন করে উত্তরটা বলতে হবে। কিন্তু পরে আর কেউই ফোন করল না। রাত তিনটে থেকে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত আর কোন ফোন এল না, এই সময়টা রানা অবশ্য ঘুমিয়েছে।

সারারাতই ওর সঙ্গে জেগে থাকল জুলিয়া আর রীড। জুলিয়া একবার মন্তব্য করল, 'ওদের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে দেখে মনে হলো যেন কৌতুক করছেন।'

'ব্যাপারটা তো এখনও শুরুই হয়নি,' শান্ত গলায় বলল রানা। তবে উদ্বেগ আর উত্তেজনা শুরু হয়েছে। জুলিয়া আর রীড এরই মধ্যে তা অনুভব করতে পারছে।

মাঝরাতের ঠিক পর এফবিআই-এর বাছাই করা আটজন এজেন্টকে নিয়ে হিথরো এয়ারপোর্টে নামলেন ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (সিআইডি) টিমোথি গার্ড। ওয়াশিংটন থেকে বিকেলের জাম্বোজেট ধরে এসেছে তারা। আগেই খবর দেয়া হয়েছে জন এয়ারম্যানকে, এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলেন তিনি। তাঁর মুখ থেকে সর্বশেষ খবর শুনে টিমোথি গার্ড বললেন, 'মাসুদ রানা যে আজব এক চিড়িয়া সে তো আমরা তার ডোশিয়ে পড়েই বুঝতে পেরেছি।' উইন ফিল্ড হাউসের গাড়ি-পথে পৌঁছে গেছে ওদের মার্সিডিজ। 'লোকটার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। ফাঁকি দেয়ার সব রকম কৌশল জানা আছে তার। বেসমেন্টে বিছানা পাঠিয়ে দিন, সবাই আমরা ওখানেই ঘুমাব। কিডন্যাপারের সঙ্গে কি কথা হয় তার, সব আমি শুনতে চাই।'

মনে মনে শঙ্কিত হলেন জন এয়ারম্যান। টিমোথি গার্ড সম্পর্কে জানেন তিনি, এমন কড়া আর খুঁতখুঁতে মানুষ যে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে না হলেই ভাল। পরিস্থিতি যতটা খারাপ হতে পারে বলে ধারণা করেছিলেন, এখন দেখছেন তারচেয়েও খারাপের দিকে গড়াবে। ঠিক একটা ত্রিশ মিনিটে দূতাবাসে ঢুকলেন ওঁরা। একশো ছয় নম্বর ফোন কল এইমাত্র আসতে শুরু করেছে।

সে রাতে আরও অনেকের ঘুম হলো না। তাদের মধ্যে দু'জন হলো সিরিয়াস ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক কমাণ্ডার ও ফিলিপ সাইক নামে এক ব্যবসায়ী। ফিলিপ সাইকের ব্যবসা হলো পরিত্যক্ত গাড়ি সংগ্রহ করা। যে-সব গাড়ি সে সংগ্রহ করে বেশিরভাগই মেরামতের অযোগ্য, খুলে বাতিল লোহা-লক্কড় হিসেবে বিক্রি করে দেয়। সুযোগ পেলে দু'একটা অবৈধ কাজও করে সে। সংগ্রহ করার পর যদি

...র গাড়িটা মেরামত করা সম্ভব. মেরামত করার পর পুলিসকে না জানিয়ে সেটা বিক্রি করে দেয়. ক্রেতার হাতে ধরিয়ে দেয় ভুয়া কাগজ-পত্র। মেরামত করার সময় গাড়ির নম্বর চেঁছে তুলে ফেলে সে. নতুন নম্বর বসায়। সাধারণ ক্রেতা এ-সব বুঝতে পারে না।

ট্রানজিট ভ্যানটার ব্যাপারে ঠিক তাই ঘটেছে। পুলিস তাকে ধরে এনে রাতভর জেরা করল। অবশেষে ফিলিপ সাইক স্বীকার করল, গাড়িটা নগদ পাঁচশো পাউণ্ডে এক লোকের কাছে বিক্রি করেছে সে।

'লোকটার নাম? চেহারার বর্ণনা? ঠিকানা?' জানতে চাইল কমাণ্ডার।

এক লোক, ছ'হপ্তা আগে. তার উঠনে ঘুর ঘুর করছিল। প্রশ্ন করায় লোকটা বলে সস্তায় একটা ভ্যান কিনতে চায় সে। ভাগ্যই বলতে হবে, ফিলিপ সাইক সবেমাত্র ট্রানজিট ভ্যানটাকে মেরামত করেছে, রঙ পাল্টে সবুজ করেছে। নগদ টাকা দিয়ে ভ্যান নিয়ে চলে গেল লোকটা। তাকে আর কখনও দেখেনি সে।

'চেহারার বর্ণনা?'

লোকটা ছিল মাঝারি আকৃতির। চল্লিশের মত বয়েস হবে। কর্কশ চেহারা, অভদ্র আচরণ। অমার্জিত গলার আওয়াজ, জন্মসূত্রে লণ্ডনবাসী হবার সম্ভাবনা কম। মাথায় চুল ছিল, সম্ভবত পরচুলা। আগস্টে কি সাংঘাতিক গরম পড়ে, অথচ তারপরও লোকটার মাথায় হ্যাট ছিল। গোঁফ জোড়া চুলের চেয়ে বেশি কালো, সেটাও সম্ভবত নকল। চোখে টিনটেড গ্লাসের চশমা, ফ্রেমটা শিং-এর তৈরি।

তার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পুলিস বিভাগের আর্টিস্ট একটা ছবি আঁকল। ছবিটা নিয়ে সকালে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে এল কমাণ্ডার, মাইকেল অ্যাশটনকে দেখাল। সকাল ন'টায় ড্রাগন কমিটির মীটিঙে চলে এলেন মাইকেল অ্যাশটন। মুশকিল হলো, ছবিটা যে-কারও হতে পারে। অর্থাৎ সূত্রটা এখানেই শেষ, কোন কাজে লাগল না।

'আমরা জানি ভ্যানটা ফিলিপ সাইকের চেয়ে ভাল কোন মেকানিককে দিয়ে পরে আবার মেরামত করা হয়,' কমিটিকে জানালেন মাইকেল অ্যাশটন। 'একজন পেইন্টার ওটার গায়ে মারলো ফ্রুট কোম্পানীর লোগো আঁকে। ফিলিপ সাইকের উঠন থেকে নিয়ে যাবার পর ওটাকে নিশ্চয়ই কোন গ্যারেজে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখানে অবশ্যই ওয়েল্ডিং ফ্যাসিলিটিও ছিল। দ্বিতীয়বার গাড়িটার ওপর কে কাজ করল, কে লোগো আঁকল, এ-সব জানতে হলে টিভি রেডিও আর খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। কিন্তু কিডন্যাপাররা সেটা দেখবে। পুলিস জাল গুটিয়ে আনছে ভেবে পালাতে পারে তারা। যদি পালায়, পিছনে সাইলাস মারভিনের লাশ ফেলে যাবে এ-কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

সবাই একমত হয়ে বললেন, ক্রেতার চেহারার বর্ণনা প্রতিটি পুলিস স্টেশনে পাঠানো হবে শুধু, প্রেস বা পাবলিককে কিছু জানাবার দরকার নেই।

সেই রাতেই হোয়াইট হাউস কমিটি সাইকিয়াট্রিস্ট ড. রেমন ফুলহার্ডির বক্তব্য

শোনার জন্যে আসন গ্রহণ করল। প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডিকে দেখে এইমাত্র ফিরেছেন তিনি।

'আমি বলব, প্রেসিডেন্টের চেয়ে ফার্স্ট লেডিই বেশি মুষড়ে পড়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তার এখনও তাঁকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। সন্দেহ নেই মি. প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত শক্ত নার্ভের মানুষ, তবে তিনিও যে ভেঙে পড়ছেন তার লক্ষণ স্পষ্ট।'

'কি ধরনের লক্ষণ, ড. ফুলহার্ডি?' সরাসরি জানতে চাইলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন।

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাধা পেতে অভ্যস্ত নন, দু'বার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। 'আপনাদের বুঝতে হবে যে এ-ধরনের কেসে মা চোখের পানি ফেলে শোকের ধাক্কা সামলে নেন, তবে কেউ কেউ হিস্টিরিয়াতেও আক্রান্ত হন। সাধারণত বেশি ভোগেন বাবারা–ছেলেদের জন্যে স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা ছাড়াও একটা অপরাধবোধ কাজ করে তাঁর ভেতর, ঘটনাটার জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী করেন, ভাবেন যা করা হচ্ছে তারচেয়ে আরও অনেক বেশি করা উচিত তাঁর।'

'এরকম চিন্তা করা একেবারেই অযৌক্তিক,' মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন।

'এখানে আমরা যুক্তি নিয়ে আলোচনা করছি না,' ড. রেমন ফুলহার্ডি বললেন। 'আলোচনা করছি মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ নিয়ে। বিপর্যয়টা আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে এই জন্যে যে সাইলাস মারভিন ছিল মি. প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তান। ছেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত, ছেলেকে তিনি অসম্ভব ভালবাসতেন। সে-কারণেই ভেঙে পড়তে যাচ্ছেন। অসহায় বোধ করছেন। আরও কারণ আছে। এখন পর্যন্ত কিডন্যাপাররা কোন যোগাযোগ করেনি। বাপের মনে কত আশঙ্কা জাগছে ভেবে দেখুন। তিনি এমনকি এ-ও জানেন না যে তাঁর ছেলে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। যে-সব লক্ষণ আমি দেখেছি, এগুলো প্রাথমিক। এভাবে যদি নিষ্ফল সময় বয়ে যায়, মানসিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে···।'

'কিডন্যাপাররা হপ্তার পর হপ্তা যোগাযোগ না-ও করতে পারে,' বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ এণ্ডারসন। 'এই ভদ্রলোক আমাদের চীফ এক্সিকিউটিভ। অবস্থা খারাপ···ঠিক কি ধরনের পরিবর্তন আশা করব আমরা?'

'কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করার পর, যদি জানা যায় সাইলাস মারভিন বেঁচে আছে, মানসিক বিপর্যয় অনেকটাই কাটিয়ে উঠবেন তিনি,' ড. ফুলহার্ডি বললেন। 'তবে স্বস্তিবোধটুকু বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। সময়ের সাথে সাথে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বেন তিনি। তাঁর আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ পাবে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন। আবার নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নিলে দেখা যাবে সেটা ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে। অনিদ্রায় ভুগবেন, তবে সেজন্যে ওষুধ আছে। সবশেষে, দুর্ভাগ্যের শিকার বাবা তাঁর পেশাগত জীবনে ব্যর্থতার পরিচয় দেবেন···।'

'তারমানে দেশ চালাতে,' বিড়বিড় করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

'কোন কাজে গভীর মনোযোগ দিতে পারবেন না, সরকারী কাজে স্মৃতি বিভ্রাট ঘটবে। সংক্ষেপে, ভদ্রমহোদয়গণ, মি. প্রেসিডেন্টের অর্ধেক মন পড়ে থাকবে ছেলের দিকে, বাকি অর্ধেক ব্যস্ত থাকবে স্ত্রীকে নিয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি এরকমও দেখা যায় যে ছেলে মুক্ত হয়ে হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মা-বাবার সুস্থ হতে সময় লাগছে মাসের পর মাস। এক বছর বা তার বেশি সময় লাগার রেকর্ডও আছে।'

'অন্য ভাষায়,' অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স বললেন, 'প্রেসিডেন্টকে আমরা অর্ধেক বা তারও কম পাব।'

'ওহ্ গড!' মৃদু তিরস্কার করলেন অর্থ মন্ত্রী রেক্স হারবার। 'কি যে বলেন না! এ দেশের প্রেসিডেন্টকে আমরা অপারেটিং টেবিলেও দেখেছি, হাসপাতালের কেবিনে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে আছেন। কই, দেশ কি রসাতলে গেছে? মার্কিন প্রেসিডেন্টরা যে-কোন আঘাত সামলে উঠতে পারেন, আবার ফিরে এসে নেতৃত্ব দিতে পারেন জাতিকে। বর্তমান সঙ্কটে আমাদের উচিত সতর্ক থাকা, যতটা পারা যায় আমাদের বন্ধুকে কম বিরক্ত করা। যে মানসিক বিপর্যয়ের কথা বলা হচ্ছে সেটা ঠিকই তিনি কাটিয়ে উঠবেন।'

তাঁর আশাবাদ বাকি সবার মধ্যে খুব কমই প্রভাব ফেলল।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি-র অ্যাডভাইজার জেফ অ্যাটকিনসন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। 'বাস্টার্ডরা এখনও যোগাযোগ করছে না কেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে চলেছে!'

অর্থ মন্ত্রী বললেন, 'তারা তাদের সময়মত যোগাযোগ করবে। সান্ত্বনা এই যে আমরা অন্তত একজন নেগোশিয়েটর নির্বাচন করতে পেরেছি।'

'লণ্ডনে আমাদের উপস্থিতিও অত্যন্ত শক্তিশালী,' বললেন অ্যাটর্নি জেনারেল। 'এফবিআই থেকে মি. টিমোথি গার্ড তাঁর টিম নিয়ে দু'ঘণ্টা আগে পৌঁচেছেন ওখানে।'

'কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস ছাই করছেটা কি?' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। 'ওরা কেন বাস্টার্ডগুলোকে খুঁজে বের করতে পারছে না?'

'মাত্র তো আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরোতে যাচ্ছে,' পররাষ্ট্র মন্ত্রী নরম সুরে বললেন। 'ব্রিটেন আমেরিকার মত এত বড় নয়, তবে পঞ্চান্ন মিলিয়ন লোকের ভিড়ে লুকিয়ে থাকাটা সহজ।'

'বাস্তবকে মেনে নিতে হবে,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'সমস্যা হলো, এর বেশি কিছু করার নেই আমাদের।'

সত্যি তাই, সমস্যা হলো, কারও কিছু করার নেই।

যার কথা ওঁরা আলোচনা করছেন, সেই অসহায় ছেলেটা লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠে তার বন্দী জীবনের দ্বিতীয় রাত কাটাচ্ছে। যদিও সে জানে না, সারারাত তার বেসমেন্ট সেলের বাইরে কিডন্যাপারদের একজন পাহারায় থাকল। শহরতলির এই বাড়িটা পাথর আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি, তবু সে যদি চিৎকার-চেঁচামেচি

করে, তার মুখ চাপা দেয়ার ব্যবস্থা করা আছে কিডন্যাপারদের। তবে সে ধরনের কোন ভুল সাইলাস মারভিন করল না। আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে, ভয় দূর করার জন্যেও, দিনের বেলা হালকা কিছু ব্যায়াম করে সে, জানে দরজার ফুটো দিয়ে একটা চোখ দেখছে তাকে। তার হাতে কোন ঘড়ি নেই, ধরে আনার সময় ছিলও না, ফলে সময়ের কোন হিসেব পাচ্ছে না সে। মাথার ওপর আলোটা সারাক্ষণ জ্বলে, কখন রাত কখন দিন বোঝার কোন উপায় নেই।

তবে এই মুহূর্তে সে আন্দাজ করল, বোধহয় মাঝরাত হবে। আসলে দু'ঘণ্টা এগিয়ে আছে তার আন্দাজ। বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল সে, আলোর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মাথার ওপর টেনে নিল কম্বলটা। খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমে যখন বুজে এল তার চোখ, চল্লিশ মাইল দূরের গ্রসভেনর স্কয়ারে তার দেশের দূতাবাসে তখন শেষ এক ডজন ভুয়া ফোন কল আসতে শুরু করেছে।

টিমোথি গার্ড আর তাঁর দলের আটজন ক্লান্তিতে ঘুমাতে পারছে না। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়েছে তাদেরকে, একটা জড়তা ভর করেছে–তাদের দেহঘড়ি এখনও ওয়াশিংটনের সময় দিচ্ছে, লণ্ডনের চেয়ে পিছিয়ে আছে পাঁচ ঘণ্টা।

সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানকে অনুরোধ করলেন টিমোথি গার্ড, দূতাবাসের বেসমেন্ট এক্সচেঞ্জ আর লিসেনিং-পোস্ট দেখানো হোক তাঁকে। কমপ্লেক্সের এক পাশে একটা অফিস, অফিসের দেয়ালে মার্কিন এঞ্জিনিয়াররা ওয়াল-স্পীকার ঝুলিয়েছে, কেনসিংটন ফ্ল্যাটে বসানো বিভিন্ন ছারপোকা যে-সব শব্দ রেকর্ড করবে সেগুলো শোনার জন্যে।

'মি. রানার সিটিংরুমে দুটো ছারপোকা আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাখ্যা করলেন সিমন কার্ভার। কোম্পানীর টেকনিক ব্যুরোর কাউকে কেন জানাতে হবে, এটা তিনি বুঝতে অক্ষম। কিন্তু ওপরমহলের নির্দেশ, তাঁর কিছু করারও নেই। তবে তাঁদের দৃষ্টিতে কেনসিংটন ফ্ল্যাট 'পুড়ে' গেছে, ভবিষ্যতে আর কোন কাজে আসবে না, এটাই সান্ত্বনা। 'আরও দুটো আছে মাস্টার বেডরুমে। মি. রানা ওখানে ঘুমান–তবে এখন ঘুমাচ্ছেন না, আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারবেন। বাকিগুলো আছে ছোট দুটো বেডরুম আর কিচেনে।'

'আমাদের লোকজন কে কে আছে ওখানে?' জানতে চাইলেন টিমোথি গার্ড।

'মাত্র দু'জন,' বললেন সিমন কার্ভার। 'কোম্পানীর জন রীড আর ব্যুরোর জুলিয়া গুডহোপ। ওদের প্রাইভেসী অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে, বলা যায় ওদেরকে সম্মান দেখিয়ে, ছোট বেডরুম দুটোর ছারপোকা ডিঅ্যাক্টিভেট করে রাখা হয়েছে। তবে যদি মি. রানা গোপন পরামর্শ করার জন্যে ওই দুই কামরার কোন একটায় যান, এখানের এই দুটো বোতামে চাপ দিয়ে ওগুলো রি-অ্যাক্টিভেট করা যাবে।' মাস্টার কনসোলের দিকে হাত তুলে বোতাম দুটো দেখিয়ে দিলেন তিনি।

মাথা ঝাকালেন টিমোথি গার্ড। 'কিন্তু যদি এমন হয়, মি. রানা ওদের কারও সঙ্গে কথা বলছেন, অথচ ছারপোকার নাগালের বাইরে থেকে গেল শব্দগুলো, তখন কি হবে? নিশ্চয়ই জন রীড বা জুলিয়া গুডহোপ আমাদের কাছে রিপোর্ট করবে?'

সিমন কার্ভার ও জন এয়ারম্যান একযোগে মাথা ঝাঁকালেন। জন এয়ারম্যান বললেন, 'সেজন্যেই তো ওখানে আছে ওরা।'

'তারপর, ওখানে আমাদের ফোন আছে তিনটে,' বললেন সিমন কার্ভার। 'একটা নতুন ফ্ল্যাশ লাইন। কিডন্যাপাররা কথা বলছে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পরই শুধু ওটা ব্যবহার করবেন মি. রানা। অন্য কোন কাজে ওটা ব্যবহার করা হবে না। ওই লাইনের সমস্ত কথাবার্তা কেনসিংটন এক্সচেঞ্জে বসে শুনবে ব্রিটিশরা, আমাদের এই স্পীকারেও পাচার করবে। দ্বিতীয় লাইনটা সরাসরি এখান থেকে গেছে, এই মুহূর্তে সেটা মি. রানা ব্যবহার করছেন–একজন কলার-এর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, সম্ভবত ভুয়া কল, আবার জেনুইনও হতে পারে। দ্বিতীয় লাইনটাও কেনসিংটন এক্সচেঞ্জ হয়ে এখানে এসেছে। তৃতীয়টা সাধারণ ফোন–ইনকামিং অ্যাণ্ড আউটগোয়িং লাইন। এটাও দূতাবাস ও এক্সচেঞ্জ থেকে শোনা যাবে, তবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা কম।'

'আপনি বলতে চাইছেন সবগুলো লাইনেই কান পেতে আছে ব্রিটিশরা?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইলেন টিমোথি গার্ড।

'শুধু ফোন লাইনে,' বললেন জন এয়ারম্যান। 'লাইন পাবার জন্যে ওদের সহযোগিতা নিতে হয়েছে আমাদের, এক্সচেঞ্জের মালিক ওরা। তাছাড়া, বাচনভঙ্গি, গলার আওয়াজ, আঞ্চলিকতার টান ইত্যাদি বিষয়ে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে ওরা। কল-ট্রেসিংও ওদের দায়িত্ব, কেন–সিংটন এক্সচেঞ্জ থেকে করা হবে। মি. রানার ফ্ল্যাট থেকে এই বেসমেন্ট পর্যন্ত ছারপোকাবিহীন কোন লাইন আমাদের নেই।'

খুক করে কাশলেন সিমন কার্ভার। 'না, আছে,' বললেন তিনি। 'সেটাকে আমরা ফোন লাইন না বলে রেডিও লাইন বলব। তবে লাইনটা শুধু কামরায় রোপণ করা ছারপোকার ক্ষেত্রে কাজ করবে।'

আগ্রহী হয়ে উঠলেন এফবিআই কর্মকর্তা টিমোথি গার্ড। 'ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ।'

'ওই পাড়ায় আমাদের ফ্ল্যাট আসলে দুটো। প্রথম ফ্ল্যাটের প্রতিটি ছারপোকা থেকে ইন্টারনাল ওয়্যার এসে দ্বিতীয় ফ্ল্যাটের বেসমেন্টে ঢুকেছে। ওখানে আমার এক লোক আছে। প্রথম ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া সংলাপগুলো শব্দজটে পরিণত করা হবে, আলট্রা-শর্ট-ওয়েভ রেডিও যোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে এখানে। শব্দজট রিসিভ করব আমরা, জট খুলব।'

'মাত্র এক মাইল দূরত্ব, অথচ আপনারা রেডিও ব্যবহার করছেন?' জানতে চাইলেন টিমোথি গার্ড।

'স[illegible]দের সঙ্গে আমার এজেন্সির সম্পর্ক খুব ভাল,' বললেন সিমন কার্ভার [illegible]র কোন সিক্রেট সার্ভিসই বিদেশের মাটিতে ক্লাসিফায়েড

ইনফরমেশন ল্যাণ্ড-লাইনের মাধ্যমে পাঠাবে না, শহরের নিচটা যেহেতু তাদের নিয়ন্ত্রণে নয়।'

টিমোথি গার্ড ব্যাপারটা উপভোগ করলেন। 'তাহলে ফোনের কথা ব্রিটিশরা শুনতে পেলেও, ঘরের কথা শুনতে পাবে না।'

আসলে তা সত্যি নয়। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস কেনসিংটন ফ্ল্যাটের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার পর প্রথমে তারা দু'জন মেট্রোপলিটান চীফ ইন্সপেক্টরকে রাখতে চায় ওখানে। কিন্তু তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে রানা। তারপর তারা ফ্ল্যাটটায় ছারপোকা বসাল, কিন্তু একটু পরই সেগুলো সরিয়ে ফেলল আমেরিকানরা। এরপর তারা চিন্তা করে দেখল, আশপাশে নিশ্চয়ই আরেকটা ফ্ল্যাট আছে আমেরিকানদের। প্রথম ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করা হয় পুব ইউরোপের দেশত্যাগী কমিউনিস্টদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও জেরা করার জন্যে, সেই জেরা ও সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই রিলে করা হয় সিআইএ কন্ট্রোল-এ। অ্যাপার্টমেন্ট-বুক রেকর্ড-এর সাহায্যে খুদে একটা বেসমেন্ট সেল-এর সন্ধান পাওয়া গেল, সময় লাগল মাত্র এক ঘণ্টা। মাঝরাতের মধ্যেই একদল প্লাম্বার সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম হয়ে বেরিয়ে আসা কানেকটর ওয়্যার পেয়ে গেল। লাইনটা তারা ইন্টারসেপট্ করল একতলার ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটের ভাড়াটেদের সবিনয়ে সরকারী খরচে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার অনুরোধ করা হলো, অনুরোধ করা হলো হার ম্যাজেস্টিকে সহযোগিতা করার জন্যে। সূর্য ওঠার আগেই সবার সব কথা শুনতে পেল সবাই।

সিমন কার্ভারের এক লোক ইএলআইএনটি (ইলেকট্রনিক ইন্টেলিজেন্স)-র কনসোল-এ বসে আছে, কান থেকে নামিয়ে আনল হেডসেটটা। 'মি. রানা এইমাত্র কলারের সঙ্গে আলাপ শেষ করলেন,' বলল সে। 'এবার তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলবেন। আপনি শুনতে চান, স্যার?'

'অবশ্যই,' বললেন টিমোথি গার্ড।

কেনসিংটন সিটিংরুমের আলাপ হেডসেট থেকে ওয়াল-মাইকে স্থানান্তর করল এঞ্জিনিয়ার (অপারেটর)। মাইক থেকে রানার গলা ভেসে এল।

'...মন্দ হয় না। ধন্যবাদ, জুলিয়া। দুধ আর চিনি।'

'আপনার কি ধারণা, লোকটা আবার ফোন করবে, মি. রানা?' (জন রীড)

'নাহ্। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে, তবে সত্যি কথা বলছে বলে মনে হলো না।' (রানা)

দূতাবাস বেসমেন্টের লোকজন ঘুরে দরজার দিকে এগোলেন। কাছাকাছি অফিস কামরায় অস্থায়ী বিছানা ফেলা হয়েছে। টিমোথি গার্ড কাজটায় সারাক্ষণ লেগে থাকতে চাইছেন। নিজের আটজন লোকের দু'জনকে রাতে ডিউটি দিতে বললেন তিনি। ঘড়িতে এখন সময় আড়াইটা।

ফোনে ও সিটিংরুমে যে আলাপ হলো, কর্ক স্ট্রীট অর্থাৎ ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কমিউনিকেশন সেন্টার থেকেও তা শোনা গেল। তবে কেনসিংটন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পুলিস শুধু ফোনের আলাপ শুনতে পেল। আট সেকেণ্ডের মধ্যে কলটা ট্রেস করে ফেলল তারা, পাডিংটনের কাছাকাছি থেকে করা

হয়েছে। প্যাডিংটন গ্রীন পুলিস স্টেশন থেকে সাদা পোশাক পরা একজন অফিসারকে পাঠানো হলো সেখানে, ফোন বুদটা থেকে পুলিস স্টেশন মাত্র দুশো গজ দূরে। বুড়ো এক লোককে গ্রেফতার করলেন অফিসার। পরে জানা যাবে, লোকটা মানসিকভাবে অসুস্থ।

তৃতীয় দিন সকাল ন'টায় গ্রসভেনর স্কয়্যারের এক মেয়ে আরেকটা কল পেল। গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো ইংরেজ, তবে খুব কর্কশ আর সংক্ষিপ্ত।

'আমি নেগোশিয়েটরের সঙ্গে কথা বলব, লাইন দাও।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটা। নেগোশিয়েটর শব্দটা আগে কেউ ব্যবহার করেনি। গলায় মধু ঢালার চেষ্টা করে সে বলল, 'লাইন দিচ্ছি, স্যার।'

বেল বাজতে শুরু করা মাত্র রানার হাতে উঠে এল রিসিভার।

দ্রুত ফিসফিস করল মেয়েটা, 'কেউ একজন নেগোশিয়েটরের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। আর কিছু বলেনি।'

আধ সেকেণ্ড পর জুড়ে দেয়া হলো লাইন। স্পীকারের ভেতর দিয়ে রানার গভীর, আশ্বাসে ভরপুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এই যে ভাই, আমার সঙ্গে তুমি কথা বলতে চাও?'

'আপনি যদি সাইলাস মারভিনকে ফিরে পেতে চান, চড়া মূল্য দিতে হবে। খুবই চড়া। এবার মন দিয়ে শুনুন···।'

'না, বন্ধু, তুমি শোনো আমার কথা। আজ এরইমধ্যে এক ডজন ভুয়া কল পেয়েছি আমি। তুমিও নিশ্চয়ই জানো যে দুনিয়ায় পাগলের সংখ্যা কম নয়, তাই না? কাজেই আমার একটা উপকার করো, খুবই সহজ একটা প্রশ্ন···।'

কেনসিংটনে ট্রেসাররা আট সেকেণ্ডের মধ্যে চিহ্নিত করে ফেলল নম্বরটা। হিটচিন, হার্টফোর্টশায়ার···একটা পাবলিক বুদ···রেলওয়ে স্টেশনে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তথ্যটা মাইকেল অ্যাশটন পেলেন দশ সেকেণ্ড পর। হিটচিন পুলিস স্টেশন সচল হতে দেরি করে ফেলল। একটা গাড়ি নিয়ে তাদের এক লোক রওনা হলো ত্রিশ সেকেণ্ড পর। স্টেশন থেকে রাস্তার দুটো বাঁক দূরে থাকতে গাড়ি থেকে নামল সে। এক মিনিট পর শেষ বাঁকটা ঘুরে বুদের দিকে এগোল হন হন করে, ইতিমধ্যে কল শুরু হবার পর একশো এক চল্লিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে। লাইনে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড ছিল কলার, দুটো রাস্তা পার হয়ে ভেতর একটা রাস্তায় চলে গেছে এরই মধ্যে, হারিয়ে গেছে সকাল বেলার ভিড়ে।

রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রীড। 'স্যার, মি. রানা, এ আপনি কি করলেন! আ-আপনি···আপনি যোগাযোগ কেটে দিলেন?'

'দিতে বাধ্য হলাম,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আমি কথা শেষ করতে চাইলে সময়ে কুলাত না।'

'আপনি যদি তাকে লাইনে ধরে রাখতেন,' জুলিয়া বলল, 'পুলিস তাকে হয়তো ধরে ফেলতে পারত।'

'লোকটা যদি আসল হয়, তাকে আমি অভয় দিতে চাই, ভয় পাওয়াতে চাই না—অন্তত এখুনি নয়,' বলল রানা, তারপর একদম বোবা হয়ে গেল। ওর

হাবভাব সম্পূর্ণ শান্ত ও শিথিল। ওর সঙ্গী দু'জন উত্তেজনায় টান টান হয়ে তাকিয়ে আছে ফোনটার দিকে, যেন এখুনি আবার ওটা বেজে উঠবে। কিন্তু রানা জানে, অন্তত আরও ঘণ্টা দুয়েকের আগে আরেকটা ফোন-বুদের ধারে ঘেঁষবে না লোকটা। এসপিওনাজ জগতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে ও, অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু যখন করার নেই, শান্তভাবে বিশ্রাম নাও।

গ্রসভেনর স্কয়্যারে টিমোথি গার্ডের ঘুম ভাঙাল তাঁর টিমের এক লোক। তাড়াহুড়ো করে লিসেনিং-পোস্টে চলে এলেন তিনি, রানার শেষ কথাটা শোনার সুযোগ হলো তাঁর।

'...বইটার নাম কি? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে পরে আবার ফোন করো আমাকে। আমি অপেক্ষায় থাকব, বন্ধু। আপাতত শুভ বিদায়।'

সিমন কার্ভার ও জন এয়ারম্যান যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে, তিনজনই আবার প্লে ব্যাক শুনলেন। তারপর ওয়াল-মাইকের বোতামে চাপ দিয়ে জুলিয়ার যুক্তি শোনা হলো।

'ঠিক বলছে সে,' গম গম করে উঠল টিমোথি গার্ডের গলা।

এরপর রানার উত্তরটাও শুনলেন।

'লোকটা বেশি চালাকি করছে,' গম্ভীর সুরে মন্তব্য করলেন টিমোথি গার্ড 'আর দু'মিনিট সময় পেলে ওরা বেজন্মাটাকে আটকাতে পারত।'

'একজনকে তো আটকেছে,' জন এয়ারম্যান বললেন। 'কিন্তু ছেলেটা যাদের কাছে ছিল তাদের কাছেই আছে।'

'কাজেই ওদের একজনকে ধরার চেষ্টা করুন, হাত-পা ভেঙে আস্তানার হদিশ বের করুন,' বললেন টিমোথি গার্ড, এক হাতের মাংসল তালুতে অপর হাত দিয়ে ঘুসি মারলেন একটা।

'ওরা নিশ্চয়ই একটা সময়-সীমা ধরে কাজ করছে। এই পদ্ধতিটা আমরাও ব্যবহার করি। ধরুন আমাদের এক লোক কোন কাজে বাইরে বেরুল। নির্দিষ্ট একটা সময় দেয়া থাকে, সেই সময়ের ভেতর আস্তানায় ফিরে না এলে আমরা বুঝে নিই সে ধরা পড়েছে। দেরি না করে আস্তানা ছেড়ে কেটে পড়ি আমরা। ওরা কি করবে? ওরা ছেলেটাকে মেরে রেখে চলে যাবে।'

'ব্যাপারটা কি জানেন, স্যার, এই লোকগুলোর হারাবার কিছু নেই,' জন এয়ারম্যান বললেন। 'এই মুহূর্তে ওরা যদি নিজেরা স্বেচ্ছায় সাইলাস মারভিনকে আমাদের হাতে তুলে দেয়, তবু সারাজীবন জেলে পচবে। দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ও একজন ব্রিটিশ পুলিসকে খুন করেছে ওরা···।'

'আপনাদের ওই মাসুদ রানা লোকটাই না ডোবায় আমাদের!' রাগে গর গর করতে করতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন টিমোথি গার্ড।

দশটা পনেরো মিনিটে পরপর তিনবার নক হলো মারভিনের দরজায়। হুডটা পরল সে। আবার সেটা খোলার পর দেখল দরজার পাশের দেয়ালে খাড়া করে একটা কার্ড রাখা হয়েছে।

'তুমি তখন খুব ছোট ছিলে, হারমোনি হিল-এ
বেড়াতে গেলে তোমার দাদিমা এমিলি
তাঁর একটা প্রিয় বই থেকে গল্প পড়ে
শোনাতেন তোমাকে। বইটার নাম কি ছিল?'

কার্ডটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সাইলাস। একটা ঢেউ-এর মত সারা শরীরে আছড়ে পড়ল স্বস্তি। কেউ যোগাযোগ করেছে। কেউ একজন ওয়াশিংটনে তার বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। বাইরে এখন এমন একজন আছে যে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারল না, চোখ বেয়ে দরদর করে পানি বেরিয়ে এল। দরজার ফুটোয় চোখ রেখে ওদের কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে। দু'একবার ফোঁপাল সে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল—তার কাছে রুমাল নেই। দাদিমার কথা ভাবল সে। সব চুল পেকে গিয়েছিল তাঁর। সামনের চারটে দাঁত ছিল না। হারমোনি হিল-এ বেড়াতে গেলে তিনি তাকে সৈকতে হাঁটতে নিয়ে যেতেন। তারপর রোদে বসে ছোট ছোট জীব-জন্তুর গল্প পড়ে শোনাতেন। সে-সব জীব-জন্তুরা মানুষদের মত কথা বলে, তাদের আচার-ব্যবহার পুরোপুরি ভদ্রলোকদের মত। আরেকবার ফোঁপাল সে, তারপর দরজার দিকে মুখ তুলে গলা চড়িয়ে জবাব দিল। দরজার ফুটো বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য খুলে গেল কবাট। কালো দস্তানা পরা একটা হাত ঢুকল কামরার ভেতর, কার্ডটা তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্কশ কণ্ঠের অধিকারী লোকটা আবার ফোন করল দুপুর দেড়টায়। কলটা এগারো সেকেণ্ডের মাথায় ট্রেস করা সম্ভব হলো—মিলটন কীনেস, বাকিংহামশায়ারের কাছাকাছি একটা শপিং এলাকায়। মিলটন কীনেস পুলিস ফোর্সের এক লোক যে-সময় বুদটার কাছে পৌঁছুল, তার নব্বই সেকেণ্ড আগে চলে গেছে লোকটা। লাইনে সময় নষ্ট করেনি সে।

'বইটার নাম,' রানার উদ্দেশ্যে দ্রুত বলেছে, 'দা উইণ্ড ইন দা উইলোজ।'

'ঠিক আছে, বন্ধু, তুমিই সেই লোক যার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। শোনো, একটা নম্বর দিচ্ছি। যোগাযোগ কেটে দিয়ে অন্য কোন বুদ থেকে কথা বলো আমার সঙ্গে। নতুন এই লাইনটা শুধু আমার কাছে পৌঁছেছে, একা শুধু আমার কাছে। থ্রীসেভেন-ওহ্; জিরো-জিরো-ফোর-জিরো। দয়া করে যোগাযোগ রেখো। আপাতত শুভ বিদায়।'

আবার রানাই প্রথম রিসিভার নামিয়ে রাখল। এবার মুখ তুলে দেয়ালের উদ্দেশ্যে কথা বলল ও। 'সিমন কার্ভার, ওয়াশিংটনকে আপনি জানিয়ে দিতে পারেন যে কিডন্যাপারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আমার। সাইলাস মারভিন বেঁচে আছে। ওরা আলোচনা করতে রাজি। দূতাবাসের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এখন আপনারা খুলে ফেলতে পারেন।'

কথাগুলো ঠিকই শুনতে পেলেন তাঁরা। প্রত্যেকেই শুনলেন। সিমন কার্ভার তাঁর নিজের ফ্ল্যাশ লাইনে ল্যাংলিতে যোগাযোগ করলেন, কথা বললেন ভিক্টর এসকারভাইলের সঙ্গে। সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর জানালেন ভাইস-

প্রেসিডেন্টকে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টকে।

রানার আস্তানায় জন রীড আবার অভিযোগ করল, 'স্যার, মি. রানা, এবারও আপনি সেই একই কাজ করলেন। রেখে দিলেন রিসিভার।'

'ওর কথায় যুক্তি আছে,' রীডকে সমর্থন করল জুলিয়া। 'এ-ধরনের লোকেরা হিংস্র আর উন্মাদ টাইপের হয়, আপনার আচরণ বুঝতে না পেরে অন্য কোন অর্থ করবে না তো? ধরুন যদি সাইলাস মারভিনকে মারধর করে?'

'অসম্ভব বলব না।' সম্পূর্ণ শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রানাকে। 'তবে আমার ধারণা, ওদের সঙ্গে ঠিক এই ব্যবহারই করতে হবে। লোকটাকে আমার পলিটিক্যাল টেরোরিস্ট বলে মনে হয়নি। প্রার্থনা করছি, সে যেন স্রেফ প্রফেশন্যাল খুনী হয়।'

দু'জনেই ওরা বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

'পেশাদার খুনীর মধ্যে ভালটা কি দেখলেন আপনি?' অবশেষে জানতে চাইল জুলিয়া।

'তেমন বেশি কিছু না,' ক্ষীণ হেসে বলল রানা। 'তবে একজন পেশাদার খুনী শুধু টাকার জন্যে কাজ করে। এবং এখন পর্যন্ত কোন টাকা পায়নি সে।'

পাঁচ

রীড আর জুলিয়া মুহূর্তের জন্যেও ফ্ল্যাশ-লাইন টেলিফোনটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। দু'জনেই মনে মনে প্রার্থনা করছে, লোকটা যেন আবার ফোন করে, যোগাযোগ যেন কেটে না দেয়।

একা শুধু রানার বিশ্রাম নেয়ার ক্ষমতা আছে বলে মনে হলো। সিটিংরুমের সোফার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ও, কার্পেটের ওপর পড়ে রয়েছে জুতো জোড়া, একটা বই পড়ছে। বইটার নাম অ্যানাবেসিস, লেখক জেনোফন। নিজের কামরা থেকে চুপিচুপি রিপোর্ট করেছে জুলিয়া। বইটা স্পেন থেকে এনেছে রানা।

'এই নামের কোন লেখককে আমি চিনি না,' দূতাবাসের বেসমেন্ট থেকে মন্তব্য করলেন টিমোথি গার্ড।

'বইটা সামরিক রণকৌশল সম্পর্কে লেখা,' বলল জুলিয়া। 'লিখেছেন একজন গ্রীক জেনারেল।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করলেন টিমোথি গার্ড। গ্রীস ন্যাটোর সদস্য জানেন তিনি, তবে গ্রীস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের দৌড় ওই পর্যন্তই।

ব্রিটিশ পুলিসরা খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। হিটচিন আর মিলটন কীনেস, দু'জায়গার ফোন বুদ থেকেই আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করল তারা। প্রচুর ছাপ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ওগুলোর কোনটাই কিডন্যাপারের নয়। ফোন করার সময় গায়ের রঙের সাথে মেলানো সার্জিক্যাল রাবার গ্লাভস পরে ছিল সে।

এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, নির্দিষ্ট সময়ে বুদ দুটো কেউ ব্যবহার করতে দেখেছে কিনা। শুধু শুধু সময়ের অপচয়। এক সারিতে কয়েকটা করে বুদ রয়েছে, ব্যবহারও হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। কার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই খেয়াল রাখে কোন বুদ কখন কে ব্যবহার করছে। তদন্তের রিপোর্ট দিল পুলিস, কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে, কিডন্যাপার যখন ফোন করে তখন সবগুলো বুদেই লোক ছিল–দু'জায়গাতেই।

মাইকেল অ্যাশটন বললেন, 'তারমানে ভিড়ের সময়টা বেছে নিয়েছে সে। সকাল আর লাঞ্চ আওয়ার।'

কিডন্যাপারের টেপ করা কণ্ঠস্বর সাইকোলজির একজন প্রফেসরের কাছে পাঠানো হলো, বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণে আঞ্চলিক টান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তিনি। টেপ শুনে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'ফোনের মাউথপীসে কয়েক ভাঁজ করা কাগজ কিংবা কাপড় জড়িয়ে নিয়েছিল সে। নমুনার পরিমাণ আরও বেশি হলে আমি হয়তো একটা কিছু আন্দাজ করতে পারতাম।'

লোকটা আবার ফোন করলে তাঁকে আরও নমুনা দেয়া সম্ভব হবে, জানানো হলো।

শহর আর শহরতলিতে সাদা পোশাক পরা পুলিস ছড়িয়ে পড়েছে। পাড়ার লোকদের প্রশ্ন করছে তারা, তাদের এলাকায় সন্দেহজনক কোন নতুন ভাড়াটে এসেছে কিনা। সন্দেহজনক ভাড়াটেদের একটা তালিকা তৈরি হয়ে গেল, তাদের সংখ্যা দাঁড়াল তিনশো। মাইকেল অ্যাশটন নির্দেশ দিলেন, প্রতিটি চেক করে দেখতে হবে। কাজটা শেষ হতে যদিও পুরো হপ্তা পেরিয়ে যাবে।

ব্রিটিশ পুলিস কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না, ওদিকে মার্কিন দূতাবাসে ওরা কাজ না থাকায় হাঁপিয়ে উঠেছে। লম্বা কামরার ভেতর বন্দী বাঘের মত পায়চারি করছেন টিমোথি গার্ড। তাঁর টিমের চারজন লোক ঘুমাচ্ছে, বাকি চারজন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে একটা বালবের দিকে। কেনসিংটন ফ্ল্যাটের বিশেষ একটা ফোন নম্বর দেয়া হয়েছে কিডন্যাপারকে, সে ফোন করলেই জ্বলে উঠবে বালবটা।

বালবটা জ্বলল ছ'টা বাজতে দু'মিনিট বাকি থাকতে।

সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে চারবার রিঙ হতে দিল রানা। তারপর রিসিভার তুলল, নিজে আগে কথা বলল। 'এই যে, ভাই, তুমি আবার ফোন করায় সত্যি আমি খুশি।'

'আগেও যেমন বলেছি, আপনি যদি সাইলাস মারভিনকে জীবিত ফেরত চান, চড়া মূল্য দিতে হবে।' সেই একই কণ্ঠস্বর, কর্কশ আর গম্ভীর, খানিকটা ভোঁতাও।

'ঠিক আছে, এসো, আলাপ শুরু করি,' নরম সুরে বলল রানা। 'শোনো বন্ধু, আমার নাম রানা। শুধু রানা। তুমি আমাকে কোন নাম বলতে পারো?'

'জাহান্নামে যাও।'

'দেখো কাণ্ড, শুধু শুধু রাগ করে! আসল নাম দেবে কেন? আমরা কেউ বোকা নই, তুমি বা আমি। আলাপ করতে হলে একটা নাম থাকা দরকার না?

জোনস, স্মিথ একটা কিছু বলো না··· ।'

'ডাক,' বলল লোকটা।

'ডি-ইউ-সি-কে? এই তো, একটা নাম পেলাম। শোনো, ডাক, লাইনটায় বিশ সেকেণ্ডের বেশি থাকতে চাও না তুমি, ঠিক? আমি জাদুকর নই, টিকটিকিরা শুনছে আর ট্রেস করছে। দু'ঘণ্টা পর আবার ফোন করো তুমি, কেমন? তখন আলাপ করব। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ডাক।

কেনসিংটন এক্সচেঞ্জের জাদুকররা কলটা সাত সেকেণ্ডের মধ্যে ট্রেস করে ফেলল। এ-ও আরেকটা পাবলিক ফোন-বুদ, এসেক্স-এর গ্রেট ডানমো শহরে। বাকি দুটো শহরের মত এটাও লণ্ডনের উত্তরে। ছোট একটা পুলিস স্টেশন নিয়ে ছোট একটা শহর। রিসিভার নামিয়ে রাখার আশি সেকেণ্ড পর সাদা পোশাক পরা একজন পুলিস অফিসার বুদগুলোর কাছে পৌঁছুল। চারদিকে তখন দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর পাবগুলো একের পর এক খুলে যাচ্ছে, বুদ তিনটের সামনে রাস্তায় প্রচুর ভিড়। তাদের কাউকে সন্দেহজনক চরিত্র বলে মনে হলো না–কারও মাথায় পরচুলা বা নকল গোঁফ নেই, কেউ টিনটেড গ্লাস পরেনি।

দূতাবাসের বেসমেন্টে বিস্ফোরিত হলেন টিমোথি গার্ড। 'আপনাদের এই মাসুদ রানা আসলে কোন পক্ষের হয়ে কাজ করছেন বলুন তো?' সিমন কার্ভারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'বেজন্মা কুকুরটার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন উনি, সে যেন বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব।'

তাঁর টিমের উপস্থিত চারজন সদস্যই মাথা ঝাঁকিয়ে অভিযোগটা সমর্থন করল।

সিমন কার্ভার গম্ভীর হয়ে থাকলেন, কথা বললেন না।

কেনসিংটন ফ্ল্যাটে রীড আর জুলিয়াও প্রায় একই রকম প্রশ্ন তুলল। উত্তরে সোফায় নড়েচড়ে শুলো রানা, আবার মন দিল পড়ায়। রানা জানে, ওর আসলে কাজ লাইনের অপরপ্রান্তের লোকটার মনে নিজের জায়গা করে নেয়া, শয়তানটার বিশ্বাস অর্জন করা।

এরইমধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে রানা, ডাক বোকা নয়। যে-কোন বিচারে এ-পর্যন্ত খুব কমই ভুল করেছে সে, তা না হলে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত। কাজেই তাকে জানানো দরকার, তার কল মনিটর ও ট্রেস করা হচ্ছে। ডাক জানে না, এমন কিছু তাকে বলেনি রানা। ও চাইছে ডাক বুঝুক তার চিন্তা-ভাবনা, আচরণ ও উদ্দেশ্য একটা পর্যায় পর্যন্ত সমর্থন করে ও। কর্তৃপক্ষ অশুভ শক্তি, তার এই বিশ্বাসের প্রতিও ওর সহানুভূতি আছে।

সন্ধ্যায় বা রাতে ডাক আর ফোন করল না, করল পরদিন সকালে।

এটা ডাকের চতুর্থ কল, পৌনে ন'টায় এল। ট্রেস করা হলো রয়স্টোন-এ, একজন পুলিস অফিসার দু'মিনিটের মাথায় ওখানে পৌঁছুলেও নব্বুই সেকেণ্ড দেরি করে ফেলেছে সে। এবারও ফোন-বুদে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল

'রানা, এসো ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত করি,' রানার আচরণে কাজ হয়েছে, খানিকটা হলেও ডাকের বিশ্বাস অর্জন করেছে ও। এমন সুরে কথা বলছে সে, রানা যেন তার বন্ধু। 'পাঁচ মিলিয়ন ডলার চাই আমি। চাই খুব তাড়াতাড়ি। ছোট নোট, ব্যবহার করা নোট।'

'সেরেছে, ডাক! পাঁচ মিলিয়ন ডলার যে অনেক টাকা, রে ভাই! কত ওজন হবে বুঝতে পারছ?'

অপরপ্রান্তে চুপ করে আছে ডাক। অপ্রত্যাশিতভাবে টাকার ওজন কত হবে প্রশ্ন করায় কৌতুক বোধ করছে সে। 'আমি যা বলছি শোনো, রানা। তর্ক কোরো না। যদি দেখি কোন কৌশল করা হয়েছে, কেটে একজোড়া আঙুল পাঠালেই সিধে হয়ে যাবে তোমরা।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটল রীড, যাবার পথে তার ধাক্কায় একটা কফি টেবিল উল্টে পড়ল।

'তোমার সঙ্গে কে আছে?' খেঁকিয়ে উঠল ডাক।

'এক টিকটিকি,' বলল রানা। 'এ-সব ব্যাপারে কি ঘটে তুমি জানো। এই গর্দভরা কোন অবস্থাতেই আমাকে একা কাজ করতে দেবে না। দেবে যে না, তা তুমিও জানো।'

'আমি যা বলেছি তা কিন্তু করে দেখাব।'

'আরে ভাই, এ-সব করার কোন দরকার আছে নাকি! তুমি আমি, আমরা দু'জনেই প্রফেশনাল, ঠিক? কাজেই এসো, প্রফেশনালদের মত আচরণ করি। তুমি তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করবে, আমি আমার–আমরা দু'জনেই সফল হব। আর নয়, সময় হয়ে গেছে, রিসিভার নামিয়ে রাখো।'

'তুমি শুধু আমার টাকার ব্যবস্থা করো, রানা।'

'এ-ব্যাপারটা নিয়ে ওর বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে আমাকে। তুমি চব্বিশ ঘণ্টা পর আবার ফোন করো। ও, ভাল কথা, কেমন আছে ছেলেটা?'

'ভাল আছে। এখনও।' যোগাযোগ কেটে দিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে গেল ডাক। লাইনে একত্রিশ সেকেণ্ড ছিল সে।

রিসিভার নামাল রানা, বাথরুম থেকে ফিরে এল রীড। তাকে ও বলল, 'আবার যদি এরকম কিছু করো, তোমাদের দু'জনকেই আমি এখান থেকে বের করে দেব–এফবিআই বা সিআইএ কোন কাজে আমাকে বাধ্য করতে পারবে না।'

ক্ষমা প্রার্থনার সময় এমন চেহারা হলো, যেন কেঁদে ফেলবে রীড।

দূতাবাসের বেসমেন্টে সিমন কার্ভারের দিকে ফিরলেন টিমোথি গার্ড। 'আপনাদের লোক আবার সব ভেস্তে দিয়েছে,' বললেন তিনি, তারপর জানতে চাইলেন, 'লাইনে ওটা কিসের শব্দ হলো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বেসমেন্ট থেকে ফ্ল্যাটের সরাসরি লাইনটা তুলে নিলেন। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল জুলিয়া। আঙুল কেটে ফেলার হুমকি আর কফি টেবিলের সঙ্গে রীডের ধাক্কা খাওয়ার ঘটনাটা ব্যাখ্যা করল সে। তারপর রেখে দিল রিসিভার।

রানা জানতে চাইল, 'কে কথা বলল?'

'মি. গার্ড,' বলল জুলিয়া, চেহারায় শ্রদ্ধার ভাব। 'মি. টিমোথি গার্ড।'

'কে সে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'পদটা বলতে হবে না? টিমোথি গার্ড নামে জিম্বাবুইয়ে একজন মেথর আছে।'

আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল জুলিয়া। 'উনি ব্যুরোর ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, সিআইডি ডিভিশন,' বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল তার উচ্চারণে, জানে টিমোথি গার্ড শুনতে পাচ্ছেন।

মাথা নেড়ে বিরক্তি ও হতাশা সূচক একটা ভঙ্গি করল রানা। ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জুলিয়া।

দুপুরের পর ওদের ফ্ল্যাটে একটা মীটিং বসল। সবাই জানে কাল সকালের আগে ফোন করবে না ডাক, তার দাবি নিয়ে চিন্তা করার জন্যে সময় পেয়েছে আমেরিকানরা। সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানের সঙ্গে টিমোথি গার্ডও এলেন মীটিঙে। ব্রিটিশদের দু'একজনও এলেন। সিরিয়াস ক্রাইম ডিভিশন-এর একজন কমাণ্ডার আর টিমোথি গার্ড ছাড়া বাকি সবার সঙ্গে রানার পরিচয় আছে।

'ডাককে আপনি বলতে পারেন ওয়াশিংটন রাজি আছে,' রানাকে বললেন টিমোথি গার্ড। 'বিশ মিনিট আগে মেসেজটা পেয়েছি আমি। ওদের কাছে মাথা নত করতে ঘৃণাবোধ করি, তবে রাজি হবার সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, পাঁচ মিলিয়ন ডলারেই।'

'কিন্তু আমি রাজি নই,' বলল রানা।

টিমোথি গার্ড এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'আচ্ছা, আপনি রাজি নন! আপনি, মাসুদ রানা, রাজি নন! ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা রাজি, কিন্তু উনি, মাসুদ রানা, রাজি নন! জানতে পারি, কেন?'

'কারণ একজন কিডন্যাপারের প্রথম দাবিটা মেনে নেয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'যেই আপনি রাজি হবেন, সে ভাববে তার আরও বেশি টাকা চাওয়া উচিত ছিল। যে-লোক এভাবে চিন্তা করে, তার ধারণা হয় তাকে কৌশলে ঠকানো হয়েছে। লোকটা যদি সাইকোপ্যাথ হয়, এতে করে রেগে যায় সে। এবার বলুন, সে তার রাগ কার ওপর ঝাড়বে? জিম্মি ছাড়া তার নাগালের মধ্যে আপনি আছেন না আমি?'

'আপনার ধারণা ডাক একজন সাইকোপ্যাথ?' জানতে চাইলেন জন এয়ারম্যান।

'হতে পারে, না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'হয়তো তার সহকারীদের একজন। এমনকি ডাক যদি ওদের লিডার হয়–সে লিডার না-ও হতে পারে–একজন সাইকো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।'

'তাহলে আপনার পরামর্শ কি?' জানতে চাইলেন সিমন কার্ভার। ঘোঁৎ করে একটা বিদঘুটে আওয়াজ করলেন টিমোথি গার্ড।

'এত তাড়াতাড়ি কি করে বলি। সাইলাসের অক্ষত অবস্থায় বেঁচে থাকা

নির্ভর করছে দুটো জিনিসের ওপর। কিডন্যাপারদের বিশ্বাস করাতে হবে মা-বাবার যতটুকু সামর্থ্য তার কম নয়, বরং বেশি টাকাই আদায় করেছে তারা। আর, তাদেরকে এ-ও উপলব্ধি করাতে হবে যে ওই টাকার মুখ তারা শুধু তখনই দেখতে পাবে যখন সাইলাস মারভিনকে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় হাজির করতে পারবে তারা। এ-সব উপলব্ধি করতে সময় নেবে। এ-সবের বাইরে, ভাগ্য ভাল হলে কোন একটা সূত্র পেয়ে যাবে পুলিস, খুঁজে বের করে ফেলবে ওদের।'

'মি. রানার সঙ্গে আমি একমত,' বললেন ব্রিটিশ পুলিসের কর্মকর্তা মাইকেল অ্যাশটন। 'যেভাবেই দেখা হোক বিষয়টাকে, এ-সব ঘটতে সময় লাগতে পারে দু'হপ্তার মত। শুনতে কর্কশ লাগলে মাফ করবেন, তাড়াহুড়ো করতে গেলে ভুল করে বসব আমরা, ফল হিসেবে পাব ছেলেটার লাশ। তারচেয়ে ধীরেসুস্থে এগোনোই ভাল।'

'আমি তাহলে ওয়াশিংটনকে কি বলব?' জানতে চাইলেন টিমোথি গার্ড।

'আপনি ওদেরকে বলুন,' শান্ত সুরে বলল রানা, 'সাইলাসকে উদ্ধার করার জন্যে নেগোশিয়েট করতে বলেছেন ওরা আমাকে, আমি ঠিক তাই করছি। তাঁরা যদি মনে করেন কেসটা থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়া দরকার, আমার কোন আপত্তি নেই—তবে, অনুরোধটা আসতে হবে সাইরাস মারভিনের কাছ থেকে।'

সিমন কার্ভার খুক করে কাশলেন। জন এয়ারম্যান তাকিয়ে থাকলেন দরজার দিকে। মীটিং শেষ হয়ে গেছে।

আবার যখন ফোন করল ডাক, তার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে কথা বলল রানা। 'না, ভাই, দুঃখিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। সম্ভব নয়, কোন উপায় নেই। ভদ্রলোক বেশিরভাগ সময় ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছেন। মানে, নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি···।'

'কথা কম বলো, রানা! আমি টাকা পাব কিনা জানতে চাই!' খেঁকিয়ে উঠল ডাক।

'খোদার কসম বলছি, চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি আমি। শোনো, পাঁচ মিলিয়ন অসম্ভব একটা ব্যাপার। অত টাকা কোথায় পাবেন তিনি! হ্যাঁ, বিভিন্ন ব্যবসায় তাঁর টাকা খাটছে, কিন্তু সে-সব বিক্রি করে এক জায়গায় জড়ো করতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে। আমাকে যদি দায়িত্ব দাও, আমি তোমাকে নয় লাখ ডলার পর্যন্ত পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি, তাতে সময়ও লাগবে না···।'

'প্যাঁচাল বন্ধ করো!' প্রায় গর্জে উঠল ডাক। 'শালা ইয়াঙ্কিরা অন্য কোথাও থেকে টাকাটা যোগাড় করতে পারে। সময় লাগে লাগবে, অপেক্ষা করতে অসুবিধে নেই আমার।'

'হ্যাঁ, জানি,' গলায় ব্যাকুল ভাব এনে বলল রানা। 'তুমি যে নিরাপদ জায়গায় আছ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের তদন্ত এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না, এ থেকেই বুঝতে পারছি। এখন পর্যন্ত আর কি। তুমি শুধু যদি টাকার অঙ্ক একটু কমাতে···ছেলেটা ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ।' রানা বুঝতে পারছে, চিন্তা করছে ডাক।

'আমাকে এই প্রশ্নটা করতে হবে, ডাক। একদল বাস্টার্ড আমার ওপর সাংঘাতিক চাপ সৃষ্টি করছে। কাদের কথা বলছি বুঝতেই পারছ। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করো, ছোটবেলায় তার পোষা কুকুরটার কি নাম ছিল। ওর তখন দশ বছর বয়েস। উত্তরটা আমাকে পেতে হবে, ডাক। ছেলেটা ভাল আছে, এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে ওদের কাছে। এতে তোমার কোন খরচা নেই। কিন্তু আমার অনেক উপকার হবে।'

'চার মিলিয়ন,' কর্কশ গলায় বলল ডাক। 'এই আমার শেষ কথা।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফোনটা করা হয়েছে কেমব্রিজ-এর দক্ষিণ, বেডফোর্ডশায়ার থেকে। মেইন পোস্ট অফিসের সামনেই এক সারি বুদ, ওগুলো থেকে কেউ বেরিয়েছে কিনা লক্ষ করেনি কেউ।

'আসলে কি করছেন আপনি?' কৌতূহল প্রকাশ করল জুলিয়া। মনে মনে সামান্য আহতবোধ করছে মেয়েটা। কথাটা কাউকে বলা যাবে না, রানার ওপর তার একটু রাগই হচ্ছে। নিজের রূপ-যৌবন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন সে, যথেষ্ট গর্বিত, অথচ এখন পর্যন্ত রানা তার দিকে ভাল করে একবার তাকায়নি পর্যন্ত। উল্লেখ করা না হলেও, সে জানে তার দৈহিক সৌন্দর্যের কারণেই এরকম একটা কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়েছে তাকে। উদ্দেশ্য, নেগোশিয়েটরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা, তার ঘনিষ্ঠ সহাকারিণী হয়ে ওঠা, যাতে সে অন্তত তার কাছে কিছু গোপন না করে।

মুচকি হেসে রানা বলল, 'চাপ বাড়াচ্ছি।' আর কোন ব্যাখ্যা দিল না, মন দিল পড়ায়।

কয়েক দিন আগেই এই কেসের একটা ভাল দিক দেখতে পেয়েছে রানা, সাধারণত নেগোশিয়েটররা এ-ধরনের সুবিধে পায় না। সারডিনিয়া পাহাড়ে, সেন্ট্রাল আমেরিকায় বা অন্যান্য জায়গায় কিডন্যাপাররা জিম্মিকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে অথবা দুর্গম পাহাড়ে আত্মগোপন করে, কোন পুলিসের পক্ষে তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয় না। একমাত্র হেলিকপ্টারকে ভয় পায় তারা।

কিন্তু জনবহুল লণ্ডন শহরে আইনকে ভয় পেতে হচ্ছে ডাক আর তার সহকারীদের। লণ্ডন তাদের জন্যে বৈরী এলাকা। আপোষে যত দেরি করবে তারা, ধরা পড়ার আশঙ্কা তত বাড়বে। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কেটে পড়ার প্রস্তাব দিলে খুশি হবার কথা তাদের। কৌশলটা হলো, ওদেরকে ভাবতে দিতে হবে, ওরাই জিতেছে, কাজেই পালাবার সময় ছেলেটাকে মেরে রেখে যাবার কোন দরকার নেই।

ডাকের সহকারীদের ওপর নির্ভর করছে রানা। অ্যামবুশ সাইডে সংখ্যায় ওরা চারজন ছিল বলে জানিয়েছে পুলিস। এই মুহূর্তে গোপন আস্তানায় সাইলাস মারভিনের মত তারাও এক রকম বন্দী জীবনযাপন করছে। অধৈর্য হয়ে উঠবে তারা, ধরা পড়ার ভয়ে অসুস্থবোধ করবে, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে চাপ দেবে লিডারকে। এদিক থেকে রানাও তাকে ঠিক সে-ধরনের চাপই দিচ্ছে। দু'দিকের চাপে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে কেটে পড়ার ঝোঁক চাপবে তার মনে। তবে-বাকি কিডন্যাপারদের মধ্যে অস্থিরতার মাত্রা আরও একটু না

বাড়লে ঘটনাটা ঘটবে না।

কৌশলে ডাকের মনে দুটো জিনিস গেঁথে দিয়েছে রানা। একটা হলো, মানুষ হিসেবে ভাল ও দ্রুত একটা চুক্তিতে আসতে সাহায্য করছে তাকে, যদিও কর্তৃপক্ষ বাধা দিচ্ছে ওকে। দ্বিতীয়টা হলো, ডাক সম্পূর্ণ নিরাপদ–এখন পর্যন্ত। যদিও বলতে চেয়েছে উল্টোটা। পুলিস তার খোঁজ বের করে ফেলবে, এই দুঃস্বপ্ন তার ঘুমের যত বেশি ব্যাঘাত ঘটায় ততই ভাল।

পরদিন আবার ফোন করল ডাক। কেমব্রিজের দক্ষিণ, এম ইলেভেন মোটরওয়ের একটা সার্ভিস স্টেশন থেকে ডায়াল করেছে সে। পাশাপাশি তিনটে বুদ ওখানে। কলটা ট্রেস করতে মাত্র আট সেকেণ্ড লাগল, কিন্তু ওখানে সাদা পোশাক পরা একজন অফিসারকে পাঠাতে সময় লেগে গেল দুই মিনিট। রাস্তায় যানজট লেগে আছে, ফুটপাতে জনারণ্য।

'কুকুরটার নাম,' রানাকে বলল ডাক, 'মিস্টার বোল্ড।'

'ধন্যবাদ, ভাই ডাক,' বলল রানা। 'এখন তুমি শুধু ছেলেটাকে দেখেশুনে রাখো, এদিকে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সব আয়োজন শেষ করে ফেলছি। শোনো, খবর আছে। মি. সাইরাস মারভিনের লোকজন শেষ পর্যন্ত কুড়িয়ে-কাড়িয়ে বারো লাখ ডলার যোগাড় করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন আমাকে। একেবারে নগদ, চাওয়ামাত্র পাওয়া যাবে। রাজি হয়ে যাও, ডাক···।'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' গর্জে উঠল অপরপ্রান্তের লোকটা। তবে খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছে সে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। টাকার দাবি কমিয়ে তিন মিলিয়ন ডলারে নামাল সে। তারপর রিসিভার রেখে দিল।

'আপত্তি মেনে নিলেন না কেন, মি. রানা?' জানতে চাইল জুলিয়া। সে তার চেয়ারের কিনারায় বসে আছে। ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, বাথরুমে যাবে। ও সবসময় ডাক ফোন করার পরপরই গোসল করে, কাপড় পরে, বাথরুম ব্যবহার করে ও খেতে বসে। জানে এরপর বেশ কিছুক্ষণ ফোন বাজবে না।

'এ শুধু টাকার প্রশ্ন নয়,' কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল রানা। 'এখনও তৈরি নয় ডাক। দাবির টাকা আরও বাড়াবে সে, ভাববে তাকে ঠকানো হচ্ছে। কাজেই আমি তাকে আরও একটু চাপের মধ্যে রাখতে চাই।'

কামরা থেকে রানা বেরিয়ে গেল, তারপরও দরজার দিকে মুখ করে চিৎকার করে জানতে চাইল জুলিয়া, 'কিন্তু ছেলেটার ওপর যে চাপ বাড়ছে, তার কি হবে?'

করিডর থেকে আবার ফিরে এল রানা। 'হ্যাঁ, ছেলেটা খুব টেনশনে আছে,' নরম সুরে বলল ও। 'টেনশনে আছে তার মা ও বাবাও। না, আমি ভুলিনি। কিন্তু এ-ধরনের কেসে কিডন্যাপারকে বিশ্বাস করাতে হবে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। তা না হলে রেগে গিয়ে জিম্মির ক্ষতি করবে তারা। আমার অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। দ্রুত গ্রেফতারের মাধ্যমে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কেসটা মিটে না যায়, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় কিডন্যাপার আর নেগোশিয়েটরের মধ্যে স্নায়ুর যুদ্ধ। যদি কিছু না পায় সে, রাগে অন্ধ হয়ে যাবে।

যদি কম সময়ে অনেক বেশি পেয়ে যায়, ধরে নেবে বোকামি করে ঠকেছে সে- তার সঙ্গীরাও তাকে তাই বলবে। এ-ক্ষেত্রেও রেগে যাবে সে। আর এই রাগ জিম্মির জন্যে ক্ষতিকর।'

রানার এই কথাগুলো কয়েক মিনিট পর মাইকেল অ্যাশটন শুনতে পেলেন। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে এ-ধরনের দুটো কেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতাও এই একই কথা বলে। একটা কেসে জিম্মিকে অক্ষত অবস্থায় জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়, অপর কেসটায় জিম্মিকে খুন করে রেখে যায় অসন্তুষ্ট ও রাগী একজন সাইকোপ্যাথ।

আমেরিকান দূতাবাসের বেসমেন্টে কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল।

'আমরা একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি!' চিৎকার করে বললেন টিমোথি গার্ড। 'ফর গডস সেক, আপনাদের মাসুদ রানা একটা চুক্তি করার সুযোগ পেয়েও হারিয়েছেন। আর দেরি না করে ছেলেটাকে এবার ফিরিয়ে আনা দরকার তাঁর। তারপর আমি নিজে দেখব, বেজন্মা কিডন্যাপাররা কিভাবে পালায়!'

'ওরা যদি পালায়, ব্যাপারটা মেট্রোপলিটান পুলিসের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয়,' পরামর্শ দেয়ার সুরে জন এয়ারম্যান বললেন। 'ওরাই তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে।'

'হ্যাঁ, তারপর ব্রিটিশ কোর্ট ওদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবে। এখানে যাবজ্জীবন মানে কি জানেন আপনি? সব মিলিয়ে মাত্র সেভেন বছর, তারপরও নানা অজুহাতে কমিয়ে আনা হয়। শুনুন, কথাটা মনে রাখবেন, আমার প্রেসিডেন্টের ছেলেকে কিডন্যাপ করার পর পালিয়ে যেতে পারবে, এমন মানুষ এখনও জন্মায়নি দুনিয়ায়। এমন একদিন আসতে খুব একটা দেরি নেই যেদিন এ-ধরনের কেসগুলোকে ব্যুরোর কেস বলে চিহ্নিত করা হবে, সে-সব কেস আমি সামলাব। ধরব আর গুলি করে মারব শালাদের···।'

সে-রাতে মাইকেল অ্যাশটন নিজেই কেনসিংটন ফ্ল্যাটে চলে এলেন। যদিও তাঁর খবর আসলে কোন খবরই নয়। পাঁচশো লোক দাবি করেছে, কিডন্যাপারদের দেখেছে তারা। তাদের মধ্যে চারশো লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে পুলিস। সবাই তারা হয় ভুল করেছে, নয়ত মিথ্যে কথা বলছে। তাদের বর্ণনা অনুসারে তিনশো জায়গায় সার্চ পার্টি পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে গোপনে সার্চ করা হয়েছে আরও তিনশো বাড়ি ও ফ্ল্যাট। ফলাফল, বলাই বাহুল্য।

স্করপিয়নের খরচ করা বুলেটের খোল বা বুলেট কোন সূত্র দিতে পারেনি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে রয়েছে ভয়েস ব্যাংক, কিন্তু সেখানে যে-সব অপরাধীদের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ডাকের গলা নেই।

মারভিন কিডন্যাপ হয়েছে আজ আটদিন। উত্তেজনা ও অস্থিরতাজনিত ক্লান্তি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কেনসিংটন ফ্ল্যাটে। রীড আর জুলিয়াই বেশি ভুগছে, রানা যদি ভোগেও ওর চেহারায় খুব একটা প্রকাশ পাচ্ছে না। সোফাটাই ওর বিছানা, ফোন কল আর আলোচনার সময়টা বাদে শুয়ে থাকতেই দেখা যায় ওকে। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে ডাক নামে অচেনা এক

অপরাধীর মনের ভেতর, ভাবছে পরবর্তী ফোন কল এলে কিভাবে সেটা সামলাবে। আপোষ আলোচনা কিভাবে শেষ করবে ও? টাকা ও জিম্মি বিনিময় করার আয়োজনটা কি হবে?

রীডের মধ্যে বিনয় ও সমীহের ভাবটা আগের মতই আছে, তবে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। রানার প্রতি এ-কয়দিনে একটা ভক্তি এসে গেছে তার মধ্যে, ওর প্রতিটি নির্দেশের জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকে, না চাইতেই কফি বানিয়ে আনে।

ন'দিনের দিন কেনাকাটার জন্যে বাইরে যাবার অনুমতি চাইল জুলিয়া। রানা বলল, 'আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তোমার বস্ কি বলে, দেখো।'

ফোন করা হলো টিমোথি গার্ডকে। অনুমতি দিলেন তিনি, তবে খুব রাগের সঙ্গে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল জুলিয়া, অনেক দিন পর নিজেকে তার স্বাধীন বলে মনে হলো। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নাইটসব্রিজে চলে এল সে। মেয়েদের যা স্বভাব, হার্ভে নিকলস আর হ্যারোডস-এ ঢুকে বাজারে নতুন কি কাপড় ও অলঙ্কার এসেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেখল। অবশেষে একটা ব্যাগ কিনল সে, কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি।

ফ্ল্যাটে ফিরে এল জুলিয়া। তার ব্যাগটা দু'জনেই ওরা খুব পছন্দ করল। ওদের জন্যে একটা করে উপহারও এনেছে জুলিয়া। রীডের জন্যে একটা সোনালি কলম আর রানার জন্যে একটা কাশ্মীরী সোয়েটার। তরুণ সিআইএ অপারেটর কৃতজ্ঞতায় একেবারে নুয়ে পড়ল। রানাও কম খুশি হয়নি, বোঝা গেল প্যাকেট খুলেই সোয়েটারটা গায়ে দিতে দেখে। সবাই দারুণ মানিয়েছে বলায় ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। ফ্ল্যাটে এই প্রথম ওরা তিনজন হাসি আর আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করল সময়টা।

ওই একই দিন ওয়াশিংটনে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির মীটিঙে ড. রেমন ফুলহার্ডি তাঁর আশঙ্কার কথা প্রকাশ করলেন। 'মি. প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি খুব উদ্বিগ্ন,' বললেন তিনি। মীটিঙে উপস্থিত রয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার, অ্যাটর্নি জেনারেল, তিনজন মন্ত্রী এবং এফবিআই ও সিআইএ-র ডিরেক্টররা। 'প্রেসিডেন্টদের জীবনে সঙ্কট আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এটা ব্যক্তিগত সঙ্কট—তাছাড়া, অনেক বেশি গভীরও। মানুষের মন, শরীরের কথা না হয় বাদই দিলাম, এই মাত্রার দুশ্চিন্তা দীর্ঘদিন একটানা সহ্য করার মত উপাদান দিয়ে তৈরি নয়।'

'তাঁর শারীরিক অবস্থা কি রকম?' জানতে চাইলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

'ক্লান্তির প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, ঘুমোবার জন্যে ওষুধ দরকার হচ্ছে—অনেক সময় ওষুধেও কাজ হচ্ছে না। চেহারাই বলে দেয়, তাঁর বয়স প্রতিদিন বাড়ছে।'

'আর মানসিক অবস্থা?' প্রশ্ন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

'আপনারা নিজেরাই তো দেখেছেন, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম কিভাবে সামলাবার চেষ্টা করেছেন তিনি,' সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন ড. রেমন ফুলহার্ডি। 'কোন

কাজেই তিনি তাঁর মনোযোগ ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁর স্মৃতিও তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।'

'এই যদি অবস্থা হয়, হারমোনি ট্রিটির কি হবে?' প্রশ্নটা তুললেন অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স।

হারমোনি ট্রিটি। প্রথমে রাশিয়া, তারপর অন্যান্য সুপারপাওয়ারগুলোর সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি। পর্যায়ক্রমে এই চুক্তির আওতায় দুনিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রকে আনা হবে। সাইরাস মারভিনের আজীবন স্বপ্ন, যুদ্ধবিহীন শান্তির আবাস হিসেবে দেখতে চান দুনিয়াটাকে। প্রশ্ন হলো, এ কি সম্ভব? তিনি চান, বাকি সবাই কি চান? এক জরিপে দেখা গেছে, সাধারণ আমেরিকানরা হারমোনি চুক্তি সমর্থন করে, কিন্তু শিল্পপতি আর রাজনীতিকরা বেশিরভাগই এর বিরুদ্ধে। এমনকি মন্ত্রীসভার বেশিরভাগ সদস্যও তাঁর সঙ্গে একমত নন। এ-প্রসঙ্গে ভাইস-প্রেসিডেন্টের কথা বলা যায়, প্রকাশ্যে কিছু না বললেও সবাই জানে যে হারমোনি চুক্তির ঘোর বিরোধী তিনি। একই কথা অ্যাটর্নি জেনারেল থেকে শুরু করে মন্ত্রী সভার শতকরা নব্বুই ভাগ সদস্যের ব্যাপারে খাটে। এমনকি এফবিআই আর সিআইএ-ও এ-ধরনের নিরস্ত্রীকরণের বিরোধী। আর শিল্পপতিদের তো কথাই নেই, কারণ চুক্তিটা বাস্তবায়িত হলে তাদের সমরাস্ত্র কারখানা, শিপিং কোম্পানী ইত্যাদি প্রায় অচল হয়ে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার অন্যতম উৎস হলো শিল্পপতিরা, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে গেলে শুধু বিরোধিতা নয়, শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয় এমনকি খোদ প্রেসিডেন্টকেও। কেউ জানে না, ঠিক তাই ঘটতেও শুরু করেছে–সাইলাসের অপহরণ সেই ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশবিশেষ। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্থাৎ মন্ত্রীসভার সদস্যরাও জড়িত।

'সঙ্কট না কাটা পর্যন্ত আলোচনা বন্ধ থাকবে,' সুরটা প্রায় রায়ের মত, বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন। 'কংগ্রেসকে আমরা জানিয়ে দেব, প্রস্তাবটা উত্থাপন করার তারিখ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'বেচারা, আহা বেচারা!' বিড়বিড় করে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার।

নিজের রূপ-যৌবন নিয়ে জুলিয়া গুডহোপ শুধু যে গর্বিত তা নয়, এগুলো তার খুব কাজের অস্ত্র বলেও জানে সে। বলা যায় পরীক্ষিত সত্য, এর আগে দুটো কেসে সফল টোপ ও ফাঁদ হিসেবে নিজেকে ব্যবহার করেছে। দুটো ক্ষেত্রেই গায়ে পড়া ভাব দেখাতেই কাজ হয়েছিল, নিজেকে কারও হাতে তুলে দিতে হয়নি। ট্রেনিঙের সময় তাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, কাজ উদ্ধারের স্বার্থে তাকে এমনকি সতীত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। যদিও সে-ধরনের প্রস্তুতি নেয়ার কথা চিন্তাও করতে পারে না জুলিয়া, মনে মনে জানে সেরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে কৌশলে নিজেকে ঠিকই রক্ষা করতে পারবে সে। কিন্তু রানার সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে থাকার সময় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এর জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না বেচারা। নিজেকে রানার টোপ বানাবার জন্যে

গায়ে পড়া কোন ভাব দেখায়নি সে, কারণ মনে হয়েছে তা করতে গেলে রানার কাছে সম্মান বলে কিছু থাকবে না তার, নিজের কাছেও ছোট হয়ে যাবে। রানাকে প্রথমবার দেখেই তার মনের ভেতর বিরাট একটা পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছে। যাকে ভাল লাগে না তার সঙ্গে গায়ে পড়া ভাব দেখানোটা হঠাৎ করে এখন অশ্লীল ও আত্মমর্যাদাহানিকর বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। রানার প্রতি সে যে দুর্বল, এটা গোপন করে রাখতে সদা সচেষ্ট সে, যেন মনের এই ভাব চেপে রাখতে পারার মধ্যে মহৎ কিছু একটা আছে।

জুলিয়ার রেকর্ড সম্পর্কে টিমোথি গার্ড সবই জানেন। রানার ওপর নজর রাখার জন্যে মেয়েটাকে দায়িত্ব দেয়ার পিছনে সেটাই কারণ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, অন্যান্য লোক যেমন জুলিয়ার প্রভাব এড়াতে পারেনি, রানাও পারবে না। নারীর প্রতি কোন লোক দুর্বল হয়ে পড়লে তার আর গোপন বলে কিছু থাকে না, এক্ষেত্রেও তাই ঘটবে বলে আশা করেছিলেন তিনি। তাঁর আশা ছিল, রানার মাথায় কি চিন্তা-ভাবনা চলছে সবই একটু একটু করে জেনে নেবে জুলিয়া, যা মাইক্রোফোনের সাহায্যে জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু সেরকম তো কিছু ঘটছেই না, ঘটছে বরং আরেক ঘটনা। সাইলাস মারভিন কিডন্যাপ হবার এগারো দিনের দিন, বাথরুম আর সিটিংরুমের মাঝখানে সরু প্যাসেজটায় ঘটনার সূচনা। একজন বেরিয়েছে সিটিংরুম থেকে, অপরজন বাথরুম থেকে। অসম্ভব সরু প্যাসেজ, কোন রকমে পাশ কাটানো যায়। ভাল লাগার ভাবটা চেপে রেখেছে জুলিয়া, বোধহয় এভাবে চেপে রাখার কারণেই হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিল সেটা। রানাকে পাশ কাটাতে না দিয়ে, ঝোঁকের মাথায়, ওর পথ আগলে দাঁড়াল সে, তারপর দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো খেয়ে ফেলল। ঘটনা ঘটে যাবার পর জুলিয়ার মনে হলো, এটা সে গত এক হপ্তা ধরে ঘটাতে চাইছে–তবে নিজের কাছে স্বীকারও যায়নি, সুযোগও পায়নি। নিজেকে তার ভাগ্যবতী বলে মনে হলো, কারণ প্রত্যাখ্যান বা হতাশ করা হয়নি তাকে। দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী চুম্বন রানাকে বিস্মিত করলেও, ওর পাল্টা সাড়া পেয়ে জুলিয়াও কম বিস্মিত হয়নি বা কম আনন্দ পায়নি।

চুম্বন যদি কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হয়, আলিঙ্গনটা স্থায়ী হলো কয়েক মিনিট। ওদিকে রীড, অসচেতন, সিটিংরুমের পিছনে কিচেনে দাঁড়িয়ে মাছ ভাজছে। রানার পেশীবহুল শক্ত হাত জুলিয়ার চুলে ঢুকে গেল। জুলিয়া অনুভব করল সমস্ত উত্তেজনা ও ক্লান্তি ঝরে যাচ্ছে তার শরীর থেকে, হালকা তুলোর মত হয়ে যাচ্ছে সে, বাতাসে ভাসছে যেন। 'আর কত দিন, [illegible]' ফিসফিস করল সে।

'বেশিদিন না,' বিড়বিড় করল রানা। 'সব [illegible] ঘটলে আর মাত্র ক'দিন। খুব বেশি হলে এক হপ্তা।'

এক সঙ্গে সিটিংরূমে ঢুকল ওরা, ওদেরকে খেতে ডাকল রীড। দু'জনের দিকে তাকাল সে, তবে কিছুই তার চোখে পড়ল না।

যথেষ্ট অভিজ্ঞতার দরুন রানা আন্দাজ করে নিল বেডরুমে একটা নয়, সম্ভবত

দুটো ছারপোকা আছে। প্রথমটা খুঁজে বের করতে এক ঘণ্টা লাগল ওর, আরও এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয়টাও পেয়ে গেল। তামার বড় টেবিল-ল্যাম্পের গোড়ায় এক মিলিমিটার আকৃতির একটা গর্ত রয়েছে। তারগুলো পাশ দিয়ে ঢুকেছে, কাজেই তলায় কোন গর্ত থাকার কারণ নেই। কয়েক মিনিট চুইংগাম চিবাল ও, ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন দিয়েছিলেন ওকে—আটলান্টিক পেরুবার সময় একঘেয়েমি দূর করতে কাজে লাগবে ভেবে। চুইংগাম চিবাতে চিবাতে মোম মাখানো ছোট্ট এক টুকরো কাগজ গর্তটার ভেতর ঢুকিয়ে দিল ও।

দূতাবাসের বেসমেন্টে কনসোল সামনে নিয়ে বসা অপারেটর কয়েক মিনিট পর এফবিআই প্রতিনিধিকে ডাকল। একটু পরই টিমোথি গার্ড ও সিমন কার্ভার পৌঁছে গেলেন লিসেনিং-পোস্টে।

'বেডরুমের একটা ছারপোকা এইমাত্র কাজ বন্ধ করে দিয়েছে,' কনসোল এঞ্জিনিয়ার বলল। 'টেবিল-ল্যাম্পের গোড়ারটা।'

'যান্ত্রিক ত্রুটি?' সিমন কার্ভার জিজ্ঞেস করলেন। যত গুণগানই করা হোক, নিয়মিত বিরতি নিয়ে অচল হয়ে পড়ার একটা অভ্যাস আছে টেকনোলজির।

'হতে পারে,' এঞ্জিনিয়ার বলল। 'নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। মনে হচ্ছে জ্যান্তই আছে, তবে সাউণ্ড-লেভেল রিসেপশন একদম জিরো···।'

'রানা খুঁজে পেয়েছে, এমন হতে পারে?' জানতে চাইলেন টিমোথি গার্ড। 'গর্তের ভেতর গুঁজে দিয়েছে কিছু? ভদ্রলোককে চতুর ঘুঘু বলে জানি আমি।'

'সম্ভব,' বলল এঞ্জিনিয়ার। 'আপনি চান ওখানে গিয়ে দেখি আমরা?'

'না,' বললেন সিমন কার্ভার। 'বেডরুম তো উনি প্রায় ব্যবহারই করেন না, বেশিরভাগ সময় সিটিংরুমের সোফায় শুয়ে থাকেন। বেডরুমেও তাই করেন, চুপচাপ শুয়ে থাকেন, একা। তাছাড়া, আরও তো একটা আছে—ওয়াল-সকেটে।'

সেই রাতে, ডাক প্রথম বার ফোন করার পর বারোদিন পেরিয়ে যাচ্ছে, রানার কামরায় এল মেয়েটা। রীড যেখানে ঘুমায় সেখান থেকে অনেকটা দূরে রানার বেডরুম। খোলার সময় ক্লিক করে একটা শব্দ করল দরজা।

'কিসের শব্দ ওটা?' এঞ্জিনিয়ারের পাশে বসে এফবিআই প্রতিনিধি রাত জেগে নজর রাখছে, হঠাৎ প্রায় চমকে উঠে জানতে চাইল।

এঞ্জিনিয়ার কাঁধ ঝাঁকাল। 'মি. রানার বেডরুম। দরজায় শব্দ হলো, কিংবা জানালায়। সম্ভবত বাথরুমে ঢুকলেন, কিংবা তাজা বাতাস খেতে বেরুলেন। কোন গলা পাওয়া যাচ্ছে না, দেখছেন?'

বিছানায় শুয়ে আছে রানা, প্রায় অন্ধকারে চুপচাপ। কেনসিংটন রোডের আলো কামরার ভেতর একটা আভা এনে দিয়েছে। একেবারে স্থির হয়ে পড়ে আছে রানা, চোখের দৃষ্টি সিলিঙে। সম্পূর্ণ নগ্ন, শুধু একটা চাদর রয়েছে গায়ে। দরজায় শব্দ শুনে শুধু মাথাটা ঘোরাল। আর কোন শব্দ করেনি, কথাও বলছে না, দোরগোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়া। সে-ও ছারপোকা সম্পর্কে জানে। আরও জানে যে তার কামরায় আড়িপাতা যন্ত্র নেই, কিন্তু ওটা আবার রীডের পাশের কামরা।

কোন বিরতি না নিয়ে এক ঝটকায় বিছানা থেকে মেঝেতে খাড়া হলো রানা, চাদরটা পেঁচিয়ে নিল কোমরে, ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে কথা না বলার সঙ্কেত দিল। নিঃশব্দ পায়ে বিছানার কাছ থেকে সরে এলো ও, বেডসাইড টেবিল থেকে টেপ-রেকর্ডারটা তুলে নিয়ে বোতাম টিপে চালু করল, তারপর বিছানা থেকে ছ'ফুট দূরে ইলেকট্রিক সকেটের কাছাকাছি নামিয়ে রাখল।

সাবধানে, যাতে কোন শব্দ না হয়, বড় ক্লাব চেয়ারটা এক কোণ থেকে তুলে আনল রানা, উল্টো করে নামিয়ে রাখল টেপ-রেকর্ডারের ওপর, দেয়াল ঘেঁষে। এরপর চেয়ারের হাতল যেখানে যেখানে ওয়ালপেপার স্পর্শ করেনি সে-সব ফাঁকগুলো বালিশ দিয়ে ভরে ফেলল। চেয়ারটা এখন দু'দিক খোলা ফাঁপা একটা বাক্সে পরিণত হয়েছে, বাকি দু'দিকে দেয়াল আর মেঝে, বাক্সের ভেতর টেপ-রেকর্ডার।

'এবার আমরা কথা বলতে পারি,' বিড়বিড় করল রানা।

'কথা বলা আমার ইচ্ছে না,' ফিসফিস করে জানাল জুলিয়া, হাত দুটো তুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

দু'হাত দিয়ে তাকে বুকে তুলল রানা, হেঁটে এসে বিছানার ওপর নামাল। ছেড়ে দিয়ে সিধে হতে যাবে, ওর গলাটা দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরল জুলিয়া। 'তুমি আমাকে জাদু করেছ,' আবার ফিসফিস করল সে, রানাকে টেনে বিছানার ওপর তুলে শুইয়ে দিল।

সিল্কের নাইট-ড্রেস খুলে রানার পাশে শুয়ে পড়ল জুলিয়া। আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, তার মুখে হাতচাপা দিল রানা। দশ মিনিট ধরে পরস্পরকে আবিষ্কার করার খেলায় মেতে উঠল দু'জন।

দূতাবাসের বেসমেন্টে বসে দু'মাইল দূর থেকে ওয়াল-সকেট থেকে আসা শব্দগুলো অলস মনোযোগের সঙ্গে শুনছে দু'জন এফবিআই এজেন্ট কনসোল এঞ্জিনিয়ার।

'উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন,' বলল এঞ্জিনিয়ার। তিনজনই ওরা ঘুমন্ত একজন মানুষের দীর্ঘ ও নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, বালিশের ওপর টেপ-রেকর্ডার রেখে আগের রাতে রেকর্ড করেছে রানা। গল্প করতে করতে লিসেনিং-পোস্টে একবার ঢুকলেন টিমোথি গার্ড আর জন এয়ারম্যান। আজ রাতে আর কিছু আশা করার নেই, সন্ধ্যা ছ'টার দিকে ফোন করেছিল ডাক-বেডফোর্ড রেলওয়ে স্টেশন থেকে, তার দর্শন পাওয়া সম্ভব হয়নি।

'ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে না,' বললেন জন এয়ারম্যান। 'এরকম প্রচণ্ড টেনশনে থাকার পরও একজন মানুষ এভাবে ঘুমায় কিভাবে! আমি তো গত দু'হপ্তা ধরে চেয়ারে বসে দু'একবার শুধু ঝিমিয়ে নিচ্ছি। জানি না আবার কবে ঘুম পাবে। ভদ্রলোকের নার্ভ সম্ভবত পিয়ানোর তার দিয়ে তৈরি।'

'হ্যাঁ, মানে···উনি যা করছেন আমিও তা করতে পারলে খুশি হতাম,' একটা হাই তুলে মন্তব্য করল এঞ্জিনিয়ার।

কথা না বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন টিমোথি গার্ড, সরাসরি তাঁর অফিস ও বেডরুমে ঢুকলেন। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে তাঁর। আজ চোদ্দ দিন

লণ্ডনে রয়েছেন তিনি, যত দিন যাচ্ছে ততই ভালভাবে উপলব্ধি করছেন ব্রিটিশ পুলিসের দ্বারা এই রহস্যের কিনারা করা সম্ভব নয়। রানার ওপরও খেপে আছেন তিনি–তাঁর ধারণা, একটা ইঁদুরকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছে ওরা। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ব্রিটিশ পুলিস আর রানা যত ইচ্ছে সময় নষ্ট করুক, তিনি তাঁর টিমকে নিয়ে কাল সকাল থেকে কাজে নামবেন। মান্ধাতা আমলের গোয়েন্দাসুলভ তৎপরতাও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেতে সাহায্য করে। বিশাল ও দক্ষ পুলিস বাহিনীও অনেক সময় অনেক সূত্র দেখতে পায় না।

পরস্পরকে জড়িয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা শুয়ে থাকল ওরা, কথা বলল ফিসফিস করে। কথা জুলিয়াই বলল বেশি, নিজের জীবন ও পেশা সম্পর্কে। সে তার 'কড়া' বস্ সম্পর্কে রানাকে সাবধানও করে দিল, বলল তিনিই তাকে রানার ওপর নজর রাখার জন্যে এখানে পাঠিয়েছেন, নিজেও আটজনের একটা টিম নিয়ে গোটা ব্যাপারটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটা। গত পনেরো দিনে আজই প্রথম গাঢ় হলো তার ঘুম। গায়ে হাত দিয়ে তাকে জাগাল রানা। 'টেপটার মেয়াদ মাত্র তিন ঘণ্টা,' ফিসফিস করল ও। 'পনেরো মিনিট পর শেষ হয়ে যাবে।'

আবার রানাকে চুমো খেলো জুলিয়া, নাইটগাউন পরল, তারপর পা টিপে টিপে ফিরে গেল নিজের কামরায়। দেয়ালের কাছ থেকে আর্মচেয়ারটা সরিয়ে আগের জায়গায় রাখল রানা, ওয়াল মাইক্রোফোনের কথা মনে রেখে দু'একবার কাশল, বন্ধ করল টেপ-রেকর্ডার, তারপর ঘুমোবার জন্যে বিছানায় উঠল আবার। গ্রসভেনর স্কয়ারে রেকর্ড হলো ঘুমন্ত একজন মানুষের পাশ ফেরার, নাক টানার ও কাশির শব্দ। এঞ্জিনিয়ার আর এফবিআই এজেন্ট দু'জন ঘাড় ফিরিয়ে কনসোলের দিকে তাকাল একবার, তারপর আবার মন দিল তাস খেলায়।

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় ফোন করল ডাক। আগের দিনের চেয়ে অশান্ত ও বদমেজাজী বলে মনে হলো তাকে, বোঝা গেল তার নার্ভে টান পড়েছে, চাপের মুখে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে, চেষ্টা করছে পাল্টা চাপ দেয়ার।

'শোনো মিয়া, বেশি প্যাঁচ কষবে না! তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথা অনেক শুনেছি, আর নয়। আমার শেষ দাবি দুই মিলিয়ন ডলার। এর কম আমি মানব না, এই আমার শেষ কথা। পাল্টা কোন প্রস্তাব দিয়ে দেখো, এক জোড়া আঙুল পাঠাব আমি–এখান থেকে ফিরেই কাটব। তারপর দেখব, ওয়াশিংটন কি রকম পছন্দ করে তোমাকে···।'

'ডাক, শান্ত হও,' ব্যাকুল আবেদন জানাল রানা। 'মেনে নিলাম। তুমি জিতলে। শোনো–কাল রাতে ওদেরকে আমি নিজেই বলেছি দুই মিলিয়ন দিতে হবে, তা না হলে আমি থাকব না। শোনো, ভেবেছ একা তুমি শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? জানো, আমি এমনকি ঘুমাতেও যাই না, তুমি যদি ফোন করে না পাও আমাকে···।'

তারচেয়েও বেশি ভুগছে কেউ, এটা বুঝতে পেরে খানিকটা শান্ত হলো

ডাক। 'আরেকটা কথা,' কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠল সে। 'টাকা নয়। নগদ টাকা নয়। হীরে। বলছি কিভাবে···।'

আরও দশ সেকেণ্ড কথা বলার পর যোগাযোগ কেটে দিল সে। রানা কোন নোট নেয়নি। প্রয়োজন নেই, সবই টেপ হয়ে গেছে। কলটা ট্রেস করা হলো পশ্চিম এসেক্সের একটা শপিং এলাকায়, লণ্ডন আর কেমব্রিজের মাঝখানে এমট্যুয়েলভ মোটরওয়েতেই পড়ে জায়গাটা। বুদগুলোর কাছে পৌঁছুতে সাদা পোশাক পরা একজন অফিসারের সময় লাগল তিন মিনিট। সবগুলো বুদই খালি দেখল সে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে কলার।

ছয়

লাঞ্চের সময় রানার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মাইকেল অ্যাশটন। 'দুই মিলিয়ন ডলারে চুক্তি করেছেন আপনি,' বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কংগ্রাচুলেশন্স,' বললেন ব্রিটিশ পুলিস কর্মকর্তা। 'এ-ধরনের কেসে তেরো দিন খুব কম সময় বলব আমি। ভাল কথা, আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক আজ সকালের কলটা শুনেছেন। তাঁর বক্তব্য, লোকটা সিরিয়াস, ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।'

'আরও ক'টা দিন ধৈর্য ধরতে হবে তাকে,' বলল রানা। 'আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। আপনি শুনেছেন নগদ টাকার বদলে হীরে চাইছে সে। ওগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে সময় লাগবে। ওদের আস্তানা সম্পর্কে কোন সূত্র পেলেন?'

মাথা নাড়লেন মাইকেল অ্যাশটন। 'দুঃখিত, না। ভাড়া দেয়া হয়েছে এমন প্রায় সবগুলো বাড়ি ও ফ্ল্যাট চেক করেছি আমরা। হয় তারা ফ্ল্যাট ও বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও আছে, নয়ত আস্তানাটা তাদের কেনা সম্পত্তি। কিংবা কারও কাছ থেকে ধার করেছে।'

'যে-সব বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনা-বেচা হয়েছে সেগুলো চেক করে দেখা যায় না?' জানতে চাইল রানা।

'না। দক্ষিণ-পুব ইংল্যাণ্ডে এত বেশি কেনাবেচা হয়, চেক করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ওদিকটায় হাজার হাজার বাড়ি ও ফ্ল্যাটের মালিক হচ্ছে বিদেশী, কেনাবেচা হয় ল চেম্বার, ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে। যেমন, এই ফ্ল্যাটটা।' টিমোথি গার্ড আর সিমন কার্ভারকে একটা খোঁচা দিলেন মাইকেল অ্যাশটন, জানেন তাঁরাও শুনছেন তাঁর কথা।

তারপর মাইকেল অ্যাশটন প্রসঙ্গ পাল্টে আবার বললেন, 'ভাল কথা, হ্যাটন গার্ডেন ডিস্ট্রিক্টে আমাদের এক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ডায়মণ্ড ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছে সে। আপনার

লোকের পরিচয় যা-ই হোক, হীরে সম্পর্কে খুব ভাল জানে সে। যা চেয়েছে তা সহজেই কেনা যায়, বেচাও যায় অনায়াসে। আবার হালকাও। এক কিলোগ্রাম বা সামান্য কিছু বেশি। বিনিময়ের আয়োজন সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন আপনি, মি. রানা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জবাব দিল রানা। 'ব্যাপারটা আমি নিজেই সামলাতে চাই। তবে গোপন কোন ছারপোকা থাকতে পারবে না—ওরা সম্ভবত রাখার কথা ভাববে। রঁদেভোয়, মানে যেখানে এসে হীরে নেবে তারা, মারভিনকে সেখানে আনবে বলে মনে হয় না। এদিক থেকে কোন কৌশল করা হলে এখনও মারা যেতে পারে সে।'

'চিন্তা করবেন না, মি. রানা। জানা কথা তাদেরকে ধরার একটা চেষ্টা অবশ্যই আমরা করব, তবে আপনার যুক্তি আমাদের মনে থাকবে। অন্তত আমাদের তরফ থেকে কোন কৌশল করা হবে না, কাউকে বীরত্ব দেখাবারও কোন সুযোগ দেয়া হবে না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। মাইকেল অ্যাশটনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল ও, ভদ্রলোক ড্রাগন কমিটিকে রিপোর্ট করার জন্যে ফিরে গেলেন।

দূতাবাসের নিচে নিজের অফিসে সকালটা কাটালেন টিমোথি গার্ড। দোকান-পাট খোলার পর দু'জন লোককে কয়েকটা জিনিস কিনতে পাঠালেন তিনি—উত্তর লণ্ডনের খুব বড় একটা স্কেল ম্যাপ, একই মাপের একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক শিট, ম্যাপ পিন ও বিভিন্ন রঙের চায়নাগ্রাফ পেন্সিল। ডিটেকটিভদের দলটাকে ডাকলেন তিনি, ম্যাপের ওপর প্লাস্টিক শিটটা বিছালেন।

'এসো, ইঁদুরটা যে ফোন-বুদগুলো ব্যবহার করছে সেগুলোর দিকে তাকানো যাক। হ্যারি, তোমার কাছে তালিকা আছে, একটা একটা করে পড়ো।'

হ্যারি মর্টন পড়তে শুরু করল, 'প্রথম কল, হিচিন, হার্টফোর্ডশায়ার।'

'ঠিক আছে, হিচিন আমরা পাচ্ছি···এখানে।' হিচিনে একটা পিন গাঁথা হলো।

তেরো দিনে আটবার ফোন করেছে ডাক—নয়বারের কলটা আসবে এবার। যে-সব এলাকা থেকে কলগুলো এসেছে সে-সব এলাকায় পিন গাঁথা হলো এক এক করে। বেলা দশটার ঠিক আগে লিসেনিং-পোস্টের একজন এফবিআই এজেন্ট উঁকি দিয়ে কামরার ভেতর তাকিয়ে বলল, 'লোকটা আবার ফোন করেছে। হুমকি দিয়ে বলছে সাইলাস মারভিনের দুটো আঙুল কেটে ফেলবে।'

'কী সাংঘাতিক!' আঁতকে উঠলেন টিমোথি গার্ড। 'মি. গর্দভ একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়বে দেখছি। আমি জানতাম তার দ্বারা কিছু হবার নয়। কোত্থেকে এসেছে কলটা?'

'জায়গাটার নাম স্যাফরন ওয়ালডেন,' এফবিআই এজেন্ট বলল।

নির্দিষ্ট জায়গায় নয়টা পিন গাঁথার পর পেন্সিল দিয়ে সীমান্ত-রেখা আঁকলেন টিমোথি গার্ড। পাঁচটা কাউন্টির অংশবিশেষ নিয়ে এবড়োখেবড়ো একটা আকৃতি তৈরি হলো। তারপর একটা রুলার নিয়ে প্রতিটি পিনের উল্টোদিকের দূরতম

প্রান্তের পিন পর্যন্ত একটা করে রেখা টানলেন। প্যাটার্নটা মাকড়সার একটা জাল হয়ে উঠল. জালের মাঝখানে অনেকগুলো রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। দক্ষিণ-পুব দিকে শেষ প্রান্ত হলো ডানমো, এসেক্স; উত্তরে সেন্ট নিয়োটস, কেমব্রিজশায়ার; আর পশ্চিমে মিলটন কীনেস, বাকিংহামশায়ার।

'পরস্পরকে ছেদ করা লাইনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এখানে–,' আঙুল দিয়ে দেখালেন টিমোথি গার্ড। '–বিগলসওয়েড-এর ঠিক পুবে, বেডফোর্ডশায়ার কাউন্টিতে। ওই এলাকা থেকে কোন কল আসেনি। কেন?'

'আস্তানার খুব কাছাকাছি বলে?' টিমের এক সদস্য প্রশ্ন করল।

'হতে পারে, বাছা, হতে পারে। শোনো, আমি চাই এই কাউন্টি শহর দুটোয় যাও তোমরা, বিগলসওয়েড আর স্যাণ্ডিতে। জালের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় ওগুলো। ওদিকে যারা বাড়ি বিক্রি বা ভাড়া দেয়ার ব্যবসা করে তাদের অফিসে ঢুঁ মারো, ভাব দেখাবে তোমরা যেন সম্ভাব্য ক্রেতা, নিরিবিলি একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট খুঁজছ নির্জনে বসে বই লিখবে বা গবেষণার কাজ করবে। তারা কি বলে শোনো–হয়তো বলবে কিছুদিনের মধ্যে খালি হবে একটা জায়গা, কিংবা বলবে আরও ক'দিন আগে হলে ভাল একটা জায়গা দিতে পারত। বুঝতে পারছ তো?'

সবাই তারা মাথা ঝাঁকাল।

'মি. জন এয়ারম্যানকে জানাব, আমরা রওনা হচ্ছি?' হ্যারি মর্টন জানতে চাইল। 'মানে, বলতে চাইছি, এমন হতে পারে যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ইতিমধ্যে ওদিকে খোঁজ নিয়েছে।'

'জন এয়ারম্যানের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' আশ্বাস দিয়ে বললেন টিমোথি গার্ড। 'হ্যাঁ, ব্রিটিশ পুলিস ওদিকে খোঁজ নিয়ে থাকতে পারে, তবে তাদের চোখে হয়তো কিছু একটা ধরা পড়েনি। চেক করে দেখতে দোষ কি।'

সেদিন রাতে কিডন্যাপারদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়ে গেল।

'ঈশ্বরের দোহাই, আস্তে কথা বলো তোমরা!' বেশ কয়েকবার হিসহিস করে উঠল ডাক।

সে জানে, তার লোকেরা ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। মানুষের সাহায্য নিলে এ-ধরনের ঝুঁকি সব সময় থাকবে। অক্সফোর্ডের কাছাকাছি চরম উত্তেজনাকর ঘটনাটা ঘটাবার পর থেকে একটা বাড়িতে বন্দী জীবনযাপন করছে তারা। মোটরওয়ে সার্ভিস স্টেশন থেকে তাদের জন্যে বিয়ার কিনে আনে সে, ওই বিয়ারই তাদের একমাত্র বিনোদন। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা লোকজনের দৃষ্টি থেকে আড়ালে সরিয়ে রেখেছে নিজেদের। মাঝে মধ্যে কলিংবেল বাজে, কিন্তু কেউ তারা সাড়া দেয় না, এক সময় হতাশ হয়ে ফিরে যায় আগন্তুক। নার্ভের ওপর চাপ আরও বাড়ে। এরা কেউ এমন প্রকৃতির লোক নয় যে চিন্তা করে বা বই পড়ে সময় কাটাবে। কর্সিকান লোকটা রেডিওতে ফ্রেঞ্চ ভাষার পপ প্রোগ্রাম শোনে সারাদিন, শুধু খবরের সময়টা বাদে। দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা ঘণ্টার

পর ঘণ্টা শিস দেয়, তা-ও মাত্র একটা গানেরই সুর তার ঠোঁটে। বেলজিয়ান লোকটা সারাক্ষণ টিভির সামনে বসে থাকে, যদিও ব্রিটিশ টিভির এক বর্ণও সে বোঝে না। তার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান কার্টুন।

দুই মিলিয়ন ডলারে রাজি হয়ে রানার সঙ্গে আলোচনা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডাক, ঝগড়াটা এই নিয়েই। প্রথমে আপত্তি জানাল কর্সিকান লোকটা, আর যেহেতু দু'জনেই তারা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলে, তার কথায় সায় দেয়ার ঝোঁক দেখা গেল বেলজিয়ান লোকটার মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটাকে একঘেয়েমিতে পেয়েছে, সে বাড়ি ফিরতে চায়, কাজেই সমর্থন করল ডাককে। কর্সিকানের প্রধান যুক্তি হলো, ইচ্ছে করলে এখানে তারা সারাজীবন লুকিয়ে থাকতে পারে। ডাক জানে কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু এ-ও জানে যে যদি বলা হয় ওদের আচরণে পাগলামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, এই উত্তেজনা আর চাপের মধ্যে খুব বেশি হলে আর মাত্র ছ'দিন টিকবে ওরা। তার বেশি এখানে থাকতে হলে বদ্ধ উন্মাদের মত আচরণ করবে সবাই। কাজেই ওদেরকে শান্ত করার জন্যে নরম নরম কথা বলতে হলো তাকে। প্রথমে সবার প্রশংসা করল, তারপর জানাল আর মাত্র ক'টা দিন পরই সবাই তারা বিরাট ধনী হতে যাচ্ছে। কার ভাগে কত পড়বে জানার পর শান্ত হলো তারা। কোন অঘটন ছাড়াই ব্যাপারটা মিটে যাওয়ায় স্বস্তিবোধ করল ডাক। ওদের মত তার সমস্যা একঘেয়েমি ও নিষ্ক্রিয়তা নয়, প্রতিটি মুহূর্ত উদ্বেগ আর উত্তেজনার মধ্যে অস্থির হয়ে আছে সে। ভলভো নিয়ে ব্যস্ত মোটরওয়েতে বেরুলেই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। হঠাৎ চেকিং শুরু করতে পারে পুলিস, অন্য কোন গাড়ির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে ভলভো। সঙ্গে সঙ্গে ছেঁকে ধরবে তাকে ইউনিফর্ম পরা লোকজন। জিজ্ঞেস করবে কেন সে নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়েছে। যানবাহনের ভিড়ে চলার মধ্যে থাকলে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়বে না, কিন্তু ছ'ইঞ্চি দূর থেকে কেউ যদি কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার সুযোগ পায়, ঠিকই ধরে ফেলবে।

যতবার ফোন-বুদের ভেতর ঢোকে সে, কল্পনার চোখে দেখতে পায় কিছু একটা বিপদ ঘটেছে–সাদা পোশাক পরা একজন পুলিস অফিসার আগে থেকেই কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে আগে ট্রেস করে ফেলেছে কলটা। সঙ্গে একটা অস্ত্র রয়েছে ডাকের, জানে পালাবার দরকার হলে ওটা ব্যবহার করবে সে। সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে ভলভোটাকে হারাতে হবে। ওটাকে কয়েক শো গজ দূরে রেখে ফোন বুদে ঢোকে সে, কাজেই পালাতে হবে দৌড়ে। আর দৌড়ে পালাবার সময় গর্দভ পথিকদের মধ্যে থেকে কেউ বাধা দিতে পারে তাকে।

'যাও, ছেলেটাকে নাস্তা খেতে দাও,' দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটাকে বলল সে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলে আজ পনেরো দিন বন্দী রয়েছে সাইলাস মারভিন। এখন সে জানে নির্জন কারাবাস বলতে কি বোঝায়। কয়েদীরা কিভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নির্জন কারাবাসে কাটিয়ে দেয় ভেবে পায় না সে।

মানুষের তো পাগল হয়ে যাবার কথা। তার দেশে অবশ্য নির্জন কারাবাসে লেখার জন্যে কাগজ-কলম, বই, মাঝে মধ্যে টেলিভিশন ইত্যাদি দেয়া হয়, নিজেকে ব্যস্ত রাখা সম্ভব। কিন্তু সে-সব কিছুই তাকে দেয়া হয়নি। তবে সে খুব শক্ত ছেলে, ভেঙে পড়বে না বলে পণ করেছে।

রোজ নিয়মিত ব্যায়াম করে সে। দিনে কয়েকবার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ায়, ওঠ-বস করে। এখনও সে তার ট্রেইনারস, সকস, শর্টস আর রানিং-স্লিপ পরে আছে। সচেতন, গা থেকে নিশ্চয়ই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। টয়লেট-বাকেটটা খুব সাবধানে ব্যবহার করে সে, লক্ষ রাখে মেঝে যাতে নোংরা না হয়। একদিন পর পর সরিয়ে নেয়া হয় ওটা, সেজন্যে ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ সে।

খাবারগুলো একঘেয়ে, হয় ভাজা নয়ত ঠাণ্ডা, তবে পরিমাণে যথেষ্ট। রেজার নেই, কাজেই দাড়ি আর গোঁফ গজিয়েছে মুখে। চুলও খুব লম্বা হয়ে গেছে, আঙুল দিয়ে আঁচড়ে সিধে রাখার চেষ্টা করে সে। চাওয়ার পর এক বালতি ঠাণ্ডা পানি আর এক টুকরো স্পঞ্জ দেয়া হয়েছে তাকে। নিজেকে পরিষ্কার করার সুযোগ পেলে একটা মানুষ কতটা কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারে তার কোন ধারণা ছিল না। প্রতিবার স্পঞ্জ দিয়ে গা মোছার পর সম্পূর্ণ বদলে নতুন মানুষ হয়ে ওঠে সে। তবে পালাবার কোন চেষ্টা এখন পর্যন্ত একবারও করেনি। চেইনটা ভাঙা সম্ভব নয়, দরজাটা নিরেট, বাইরে থেকে বোল্ট দিয়ে আটকানো।

নিজের মনটাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে কবিতা আবৃত্তি করে সে। কল্পনা করে অদৃশ্য একজন স্টেনোগ্রাফারকে, যাকে নিজের জীবনী বলছে সে। বাড়ির কথা চিন্তা করে, নিউ হেভেন আর হারমোনি এণ্ডের কথা ভাবে। মা-বাবাকে কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পায় সে। বুঝতে পারে, তার জন্যে সাংঘাতিক উদ্বেগের মধ্যে আছে তারা। তারপর ভাবে, শুধু যদি ওদেরকে জানাতে পারতাম যে আমি ভাল আছি···।

তিনবার নক হলো দরজায়। হাত বাড়িয়ে কালো হুডটা তুলে নিয়ে মাথায় পরল সাইলাস। বিকেলের নাস্তা নিয়ে এসেছে, নাকি ব্রেকফাস্ট? সময় সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই।

সেই একই সন্ধ্যায়, তবে মারভিন ঘুমিয়ে পড়ার পর, জুলিয়া গুডহোপ যখন রানার আলিঙ্গনে শুয়ে আছে, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি মীটিঙে বসল হোয়াইট হাউসে। মন্ত্রীসভার সদস্য ও ডিপার্টমেন্ট হেডরা ছাড়াও এফবিআই-এর ম্যাক সুলেভান ও সিআইএ-র ভিক্টর এসকারভাইল উপস্থিত থাকলেন।

রানাকে ফোনে বলা ডাকের কথাগুলো টেপ থেকে শুনলেন তাঁরা—কিডন্যাপার কর্কশ স্বরে হুমকি দিল, তাকে শান্ত করার জন্যে নরম সুরে আশ্বাস দিল রানা। গত পনেরো দিন প্রায় রোজই ওদের দু'জনকে এভাবে কথা বলতে শোনা গেছে।

এক সময় থামল টেপ। ফ্যাকাসে চেহারা, আতঙ্ক ও রাগে প্রায় কাঁপছেন, অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার বললেন, 'ওটা মানুষ নয়, একটা হিংস্র জানোয়ার! আঙুল কেটে ফেলবে, বলে কি!'

'জানোয়ার যে সে তো আমরা জানিই,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'তবু ভাল: মুক্তিপণ সম্পর্কে একমত হওয়া গেছে। দু'মিলিয়ন ডলার। নগদ নয়, হীরে। কারও কোন আপত্তি?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ এণ্ডারসন। 'এই দেশ প্রেসিডেন্টের ছেলের জন্যে টাকাটা নির্দ্বিধায় দেবে। আমার শুধু অবাক লাগছে এই সামান্য কাজে দু'হপ্তা লেগে গেল!'

'আসলে কাজটা হয়েছে খুবই অল্প সময়ের ভেতর, অন্তত আমাকে তাই বলা হয়েছে,' অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স বললেন। এফবিআই-এর জন ওয়াইল্ড তাঁকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকালেন।

'আমরা কি আর কিছু শুনতে চাই, মি. রানার ফ্ল্যাটের শব্দগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিস।

কারও শোনার ইচ্ছে নেই।

'ব্রিটিশ পুলিস কর্মকর্তা মাইকেল অ্যাশটন আমাদের মি. রানাকে যা বললেন, সে-ব্যাপারে আপনার বিশেষজ্ঞদের কোন মন্তব্য আছে?'

এফবিআই চীফ জন ওয়াইল্ড আড়চোখে একবার এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ম্যাক সুলেভানের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'ব্রিটিশ সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক যা বলেছেন, আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টরাও তাই বলছেন। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ডাক, ঝামেলা মিটিয়ে কেটে পড়তে চায় সে। আমাদের বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, ডাকের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্যে মি. মাসুদ রানা ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারকে অশুভ শক্তি হিসেবে বর্ণনা করায় লাভই হয়েছে। ডাককে মি. রানা সাহায্য করার চেষ্টা করছেন, এটা প্রমাণ করতে না পারলে মুক্তিপণ নির্ধারিত হতে আরও অনেক বেশি সময় লাগত। ডাক এখন শুধু মি. রানাকে বিশ্বাস করে, আর কাউকে নয়। তবে, বিনিময় বা হস্তান্তরের সময় এটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। অন্তত সাইকিয়াট্রিস্টরা তাই বলছেন।'

'ছি, কী জঘন্য পরিস্থিতি—একটা কুত্তার বাচ্চার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে!' জর্জ এণ্ডারসনের চেহারা কুঁচকে উঠল ঘৃণায়।

ভিক্টর এসকারভাইল, তাকিয়ে ছিলেন সিলিঙের দিকে, চোখ নামিয়ে আনলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর। তিনি বলতে পারতেন, আপনাদের মত রাজনীতিবিদদের চেয়ারে নিরাপদ বসে থাকা নিশ্চিত করার জন্যে ডাক, এমনকি ডাকের চেয়েও জঘন্য লোকদের সামলাতে হয় আমাকে। তবে হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকলেন তিনি, কিছু বললেন না।

'ঠিক আছে তাহলে,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'কারও যখন কোন আপত্তি নেই, আমরা কাজ শুরু করতে পারি। দায়িত্বটা আবার আমেরিকানদের হাতে চলে এসেছে, কাজেই আর দেরি নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, মি. রানা দারুণ একটা কাজ করেছেন। তিনি যদি ছেলেটাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাঁর প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এবার হীরে প্রসঙ্গ—কোত্থেকে যোগাড় করা হবে?'

'নিউ ইয়র্ক,' বললেন ভিক্টর এসকারভাইল। 'দেশের সবচেয়ে বড় ডায়মণ্ড সেন্টার।'

'গ্রীন, তুমি নিউ ইয়র্কের মানুষ। ডায়মণ্ড ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এমন কারও সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার?' সাবেক ব্যাংকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীনকে জিজ্ঞেস করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

'অবশ্যই,' জবাব দিলেন সিডনি গ্রীন। 'আমি যখন রকম্যান-কুইন-এ ছিলাম, আমাদের ক্লায়েন্টদের মধ্যে অনেকেই ডায়মণ্ড ব্যবসায়ী ছিলেন। অত্যন্ত সাবধানী লোক তাঁরা, না হলে চলে না। আপনি চান, ব্যাপারটা আমি সামলাই? টাকার ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে?'

'প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, মুক্তিপণের টাকা তিনি নিজের কাছ থেকে দেবেন, অন্য কোন উৎস থেকে দিতে রাজি হবেন না,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'তবে এ-সব আনুষঙ্গিক ব্যাপার নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন দেখি না আমি। হারবার, ট্রাস্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলতে সময় লাগবে, তুমি কি ট্রেজারি থেকে দু'মিলিয়ন ডলার ধার দিতে পারো?'

'কোন সমস্যাই নয়,' বললেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার। 'চাওয়া মাত্র পাবেন।'

মীটিং ভেঙে গেল। ভাইস-প্রেসিডেন্ট এখন সাইরাস মারভিনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। 'যত তাড়াতাড়ি পারো, গ্রীন,' বললেন তিনি। 'দু'তিন দিনের বেশি যেন না লাগে, ঠিক আছে?'

তবে লাগবে আসলে সাতদিন।

তিন দিন পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কমিটিকে রিপোর্ট করলেন, 'ডায়মণ্ড সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। তবে আমার কনট্যাক্টরা অত্যন্ত দক্ষ—আমি তিনজনকে কাজে লাগিয়েছি। তারা বলছে, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। কিডন্যাপার আনকাট ডায়মণ্ড চেয়েছে, আকারে সেগুলো হতে হবে এক ক্যারেট-এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে আধ ক্যারেট পর্যন্ত, কোয়ালিটি হবে মিডিয়াম। এ-ধরনের ডায়মণ্ড, আমাকে জানানো হয়েছে, প্রতি ক্যারেট আড়াই শো থেকে তিনশো ডলার দাম। পরিমাণ যেহেতু বেশি, আড়াই শো ডলারেই পাব আমরা। তারমানে আট হাজার ক্যারেট দরকার আমাদের।'

'কিন্তু সমস্যাটা কোথায়?' জানতে চাইলেন পিটার হ্যারিসন।

'সময়,' বললেন সিডনি গ্রীন। 'প্রতিটি পাথর যদি এক ক্যারেটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়, চল্লিশ হাজার পাথর দরকার আমাদের। যদি আধ ক্যারেট হয়, দরকার ষোলো হাজার। যদি বিভিন্ন আকারের কিনতে চাই, ধরা যাক পঁচিশ হাজার পাথর। এই অল্প সময়ের ভেতর এত পাথর এক জায়গায় জড়ো করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমার তিনজন লোকই মহা ব্যস্ততার সঙ্গে কিনছে, যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে।'

'আরও ক'দিন লাগতে পারে একটা ধারণা দিন,' বললেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেফ অ্যাটকিনসন। 'সব যোগাড় করে ক'দিনের

মধ্যে সাপ্লাই দিতে পারবেন?'

'আরও একদিন, কিংবা দু'দিন,' বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

'লক্ষ রাখো, তার বেশি যেন না লাগে, গ্রীন,' বললেন পিটার হ্যারিসন, তাঁর চেহারা থমথম করছে। 'কিডন্যাপারের সঙ্গে আমরা একটা আপোষ রফায় পৌঁছেছি, এর পর ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে দেরি করাটা অন্যায় হবে। তার বাপকে আমরা আর অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারি না।'

'ব্যাগে ভরে ওজন করার পর ওগুলো খাঁটি কিনা পরীক্ষা করা হবে,' বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। 'পরীক্ষা হলেই আপনার হাতে তুলে দেব আমি।'

পরদিন সকালে টিমোথি গার্ডকে তাঁর টিমের এক সদস্য ফোন করল।

'আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ায় বোধহয় জায়গামত লেগে গেছে, বস্।'

'ফোনে কোন কথা নয়। সরাসরি এখানে চলে এসো।'

দুপুরের মধ্যে লণ্ডনে ফিরে এল তাঁর এজেন্ট। সে যা বলল, শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন টিমোথি গার্ড।

বিগলসওয়েড আর স্যাণ্ডি শহরের পুবে এওয়ান হাইওয়ে, লণ্ডন থেকে উত্তর দিকে বেডফোর্ডশায়ার আর কেমব্রিজশায়ারের দিকে চলে গেছে। এলাকাটার বেশিরভাগ রাস্তা বি-ক্লাস, বড় কোন শহর নেই, বেশিরভাগ জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছে চাষাবাদের জন্যে। এলাকার দুই গ্রামের মাঝখানে, মেঠো পথের এক ধারে পুরানো একটা ফার্ম হাউস আছে। অনেকদিন আগে আগুন লেগেছিল, ফার্ম হাউসের একটা অংশ পুড়ে গেছে, তবে অপর অংশটা এখনও বাসযোগ্য। সরু একটা মেঠো পথ দিয়েই শুধু পৌঁছানো যায় সেখানে, বাকি তিন পাশে উঁচু পাহাড়ের ঢাল। এজেন্ট লোকটা জানতে পেরেছে দু'মাস আগে একদল ভবঘুরে টাইপের লোক ফার্ম হাউসটা ভাড়া নেয়। তারা নাকি প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী, সহজ-সরল জীবনযাপন করে, মাটি ও বেত দিয়ে এটা-সেটা বানিয়ে বিক্রি করে। 'রহস্যটা হলো,' বলল এজেন্ট, 'ভাড়া নেয়ার সময় এক বছরের টাকা নগদ দেয় তারা, মাটির বাসন-কোসন বা বেতের ঝুড়ি কেউ তাদেরকে বিক্রি করতে দেখেনি। অথচ লোকগুলো দুটো জীপ ব্যবহার করে। জীপগুলো গোলাবাড়ির ভেতর আড়ালে থাকে। এবং তারা কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না।'

'জায়গাটার নাম কি?' জানতে চাইলেন টিমোথি গার্ড।

'গ্রীন মিডো ফার্ম, চীফ,' বলল এজেন্ট।

'এখনও সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। চলো, একবার দেখে আসা যাক।'

পাহাড়ী ঢালের ওপর থেকে ফার্ম হাউসটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দু'জন লোককে একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন টিমোথি গার্ড। প্রথম একজন বেরুল, তার চোখে সানগ্লাস, মাথায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। তারপর আরেকজন বেরুল, তারও মাথায় লম্বা চুল, চোখে সানগ্লাস। 'ওগুলো পরচুলা,' মন্তব্য করলেন তিনি। দু'জনেই গোলাবাড়ির ভেতর ঢুকল, হাতে কাপড় ঢাকা ট্রে। চোখে বিনকিউলার, সবই পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনি।

তবে জানলেন না যে উল্টোদিকের পাহাড়ের আরেক ঢাল থেকে আরেক লোক ফার্ম হাউসটার দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখেও শক্তিশালী বিনকিউলার। পরে আছে নীল রঙের ইউনিফর্ম।

ইউনিফর্ম পরা লোকটা পকেট থেকে ছোট একটা রেডিও বের করে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার ফোন করল সে। এবার লোটন থেকে, ফোন বুদের বাইরে ঘর-মুখো লোকের ভিড়।

'আসলে তোমরা পেয়েছটা কি, রানা? তিনদিন পেরিয়ে গেছে, খেয়াল আছে?'

'আরে ভাই, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো। জিনিসটা কি ভেবে দেখো। ডায়মণ্ড। জিনিসটা চেয়ে সত্যি তুমি আমাদের বিপদে ফেলে দিয়েছ, বন্ধু। কত হীরে লাগবে হিসেব করে দেখেছ? সব এক জায়গায় জড়ো করতে সময় লাগবে না? বিশ্বাস করো, ওয়াশিংটনের ওদের আমি খুব চাপের মধ্যে রেখেছি। ওদের সাধ্যমত ওরা চেষ্টাও করছে, ডাক। কিন্তু পঁচিশ হাজার হীরে, বুঝলে না! আবার আনট্রেসেবল হতে হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু ওদেরকে বলে দাও আর মাত্র দু'দিন সময় পাবে ওরা। তারপরও যদি কোন অজুহাত দেখায়, ছেলেটাকে ব্যাগে ভরে পাঠিয়ে দেব। ব্যাগের ভেতর ছেলেটার কি থাকবে, বুঝে নিতে বলো।'

যোগাযোগ কেটে দিল সে। বিশেষজ্ঞরা বলবেন, তার নার্ভের অবস্থা খুব করুণ হয়ে উঠেছে। ধৈর্য হারিয়ে হতাশার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যে সত্যি এবার ছেলেটার ক্ষতি করতে পারে। কারণ তার মনে হতে পারে, কৌশলে তাকে প্রতারিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

টিমোথি গার্ডের টিমে সবাই খুব দক্ষ অপারেটর, সশস্ত্রও বটে। ফার্ম হাউসটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল তারা, চারদিক থেকে দু'জন করে এগোল। অপরাধীদের কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে নিঃশব্দে এল তারা। ফলে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল অপরাধীরা। আটজন একসঙ্গে হামলা চালাল ফার্ম হাউসে, ওদের সঙ্গে টিমোথি গার্ডও রয়েছেন। লম্বা চুল, চোখে সানগ্লাস, এরকম চারজন লোককে গ্রেফতার করা হলো।

'ছেলেটা কোথায়?' তাদের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠলেন টিমোথি গার্ড, ফার্ম হাউসের কোথাও তাকে খুঁজে পায়নি তাঁর টিমের সদস্যরা।

চারজনই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। টিমোথি গার্ডের এক এজেন্ট বলল, 'স্যার, ফার্ম হাউস ঘিরে ফেলেছে ওরা—সবাই নীল ইউনিফর্ম পরা, বোধহয় পুলিসের লোক।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এল প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র লোক। মেঠো পথ ধরে একটা রেঞ্জরোভারও এসে থামল গোলাবাড়ির সামনে। ইউনিফর্ম পরা এক ইংরেজ অফিসার নামলেন গাড়িটা থেকে। টিমোথি গার্ড বললেন, 'এবার সব

দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিন আপনারা। ছেলেটা এখানেই কোথাও আছে। এই শালারা জানে···।'

'ঘোড়ার ডিম জানে,' ইংরেজ অফিসার খেঁকিয়ে উঠলেন। 'জানতে পারি, কে আপনি?'

নিজের পরিচয়-পত্র দেখালেন টিমোথি গার্ড। 'দেখুন, আমরা আপনাদের কাজ সহজ করে দিয়েছি···।'

'কচু করেছেন,' আবার খেঁকিয়ে উঠলেন বেডফোর্ডশায়ারের চীফ কনস্টেবল। 'কি করেছেন শুনবেন? ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এত বড় কোকেন পরিশোধন কারখানা আর দ্বিতীয়টি নেই। যারা ধরা পড়েছে তারা অতি নগণ্য কারিগর আর কেমিস্ট। কোকেনের বিরাট চালান নিয়ে রাঘব-বোয়ালরা যে-কোন মুহূর্তে এখানে পৌঁছুনোর কথা। এখন আর তারা আসবে না। এবার দয়া করে লণ্ডনে ফিরে যান আপনারা। ছি-ছি!'

পরদিন সকাল এগারোটার দিকে মাইকেল অ্যাশটন ফোন করলেন জন এয়ারম্যানকে, টিমোথি গার্ড তখনও তাঁর টিমকে নিয়ে দক্ষিণের রাস্তায় রয়েছেন। 'জন, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সব সময় ভাল,' মাইকেল অ্যাশটন বললেন। 'কিন্তু এই ভদ্রলোক যা করলেন, তারপর আর সম্পর্ক ভাল রাখা কিভাবে সম্ভব আপনিই বলুন। নিজেকে তিনি কি মনে করেন?'

উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলেন জন এয়ারম্যান। লণ্ডনের মার্কিন দূতাবাসে অনেকদিন হলো আছেন তিনি, ব্রিটিশদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। এফবিআই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা করলে রাগ তো ব্রিটিশদের হবারই কথা। এদিকে টিমোথি গার্ড আবার তাঁর বস্। 'ফার্ম হাউসে আসলে ঠিক কি ঘটেছে বলুন তো?' জানতে চাইলেন তিনি।

কি ঘটেছে বর্ণনা করলেন মাইকেল অ্যাশটন। তারপর জানালেন, 'কয়েক মাসের প্রস্তুতি ও পরিশ্রম সব জলে গেল। আমাদের যে কত বড় ক্ষতি করলেন ভদ্রলোক বলে বোঝানো যাবে না। এখন আমি বাধ্য হয়ে হোম সেক্রেটারিকে অনুরোধ করব, তিনি যেন ওয়াশিংটনকে বলেন টিমোথি গার্ডকে দেশে ফিরিয়ে নিতে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জন এয়ারম্যান বললেন, 'আপনার যা করার আপনি করুন।' আর কিই-বা তাঁর বলার আছে? টিমোথি গার্ড যে ক্ষতি করেছেন তা পূরণযোগ্য নয়।

ওয়াশিংটনে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি সকাল সাতটার মীটিঙে জন এয়ারম্যানের রিপোর্ট পেল।

'দেখুন, চমৎকার একটা সূত্র পেয়ে সেটা অনুসরণ করেছিলেন মি. টিমোথি গার্ড,' প্রতিবাদের সুরে বললেন এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ম্যাক সুলেভান। 'ব্রিটিশদের ক্ষতি হয়েছে তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাঁকে সেজন্যে দায়ী করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না···।'

পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ এণ্ডারসন চোখ গরম করে বললেন, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে আগেই পরামর্শ করা উচিত ছিল তাঁর। এই পর্যায়ে আমরা চাই না ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হোক। মি. গার্ডকে ফিরিয়ে নিতে বললে উত্তরে হোম সেক্রেটারিকে কি বলব আমি?'

'এক কাজ করলে হয় না?' জানতে চাইলেন অর্থ মন্ত্রী রেক্স হারবার। 'আমরা যদি একটা আপোষ প্রস্তাব দেই? ওদেরকে বলা যেতে পারে কোন কৃতিত্ব দেখাতে না পেরে এবং ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন মি. টিমোথি গার্ড। তবে মি. রানা আর ব্রিটিশরা সাইলাস মারভিনকে উদ্ধার করার পরই তো ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে না, ছেলেটাকে তো দেশেও ফিরিয়ে আনতে হবে। তখন, ফিরিয়ে আনার সময়, মি. গার্ড আর তাঁর টিম এসকর্ট হিসেবে থাকবেন। এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে মি. গার্ড আর তাঁর টিমকে আরও ক'টা দিন ওখানে থাকার সুযোগ দেয়া হোক। বুঝিয়ে বলতে পারলে ওরা রাজি হবে বলেই আমার ধারণা। একটা সময়সীমাও দেয়া যেতে পারে—চলতি হপ্তার শেষ দিন পর্যন্ত।'

পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, প্রস্তাবটা হোম সেক্রেটারি স্যার জন রাসকিন মেনে নিতে পারেন। ভাল কথা, আমাদের প্রেসিডেন্ট কেমন আছেন?'

'ক্লান্তি কাটিয়ে উঠছেন,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'বেশ খানিকটা আশাবাদী মনে হলো তাঁকে আমার। এক ঘণ্টা আগে তাঁকে আমি জানিয়েছি, সাইলাস মারভিন যে বেঁচে আছে তার আরও প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন মি. রানা। এবার নিয়ে ডাকের কাছ থেকে ছ'বার প্রমাণ সংগ্রহ করলেন তিনি। ডায়মণ্ডের কি হলো, গ্রীন?'

'সূর্যাস্তের আগেই পেয়ে যাব,' বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

'একটা প্লেন তৈরি রাখতে বলো,' নির্দেশ দিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। উত্তরে মাথা ঝাঁকালেন সিডনি গ্রীন, নোটবুক বের করে লিখে রাখলেন কথাটা।

মিডিয়ার মালিক ও সম্পাদকদের টেলিফোন করে খবরটা যাতে প্রচার করা না হয় তার ব্যবস্থা করলেন মাইকেল অ্যাশটন। খবরের কাগজ, রেডিও ও টিভি কর্তৃপক্ষ কথা দিল তাঁকে। কিন্তু রেডিও লুক্সেমবার্গ ব্রিটেনে নয়, ফ্রান্সে। ঈশ্বরই বলতে পারে কিভাবে তারা খবরটা সংগ্রহ করল। পরে অনেক চেষ্টা করেও খবরটার সূত্র বা উৎস জানা সম্ভব হবে না, শুধু জানা যাবে অজ্ঞাতনামা কেউ টেলিফোন করেছিল। দুই অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রতিবেশীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে, ফরাসী ভাষাভাষি শ্রোতাদের জন্যে এটা একটা গরম খবর। বিকেল চারটের খবরে ঘটনাটা প্রচার করল তারা।

ইংল্যাণ্ডে বসে খবরটা প্রায় কেউই শুনল না, তবে কিডন্যাপারদের কর্সিকান লোকটা শুনল। শুনেই ডাককে খুঁজতে ছুটল সে। ইংরেজ কিডন্যাপার মন দিয়ে শুনল তার কথা, ফ্রেঞ্চ ভাষায় দু'একটা প্রশ্ন করল। ইতিমধ্যে তার চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

রানা ব্যাপারটা আগেই জেনেছে, ফলে সম্ভাব্য একটা উত্তর তৈরি করে

রাখার সময় পেয়েছে ও। ওর সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হলো। ফোন করল ডাক, ঠিক সাতটার পরপরই। খেপে একেবারে আগুন হয়ে আছে সে।

'শালা মিথ্যেবাদী! তুমি না আমাকে কথা দিয়েছিলে পুলিস বা আর কেউ আমাদের খোঁজ করবে না? এর পরিণতি কি হতে পারে জানো তুমি?'

প্রতিবাদের সুরে রানা বলল, ডাক কি বলছে বুঝতে পারছে না ও। কি ঘটেছে তার একটা আভাস না দিলে কি করে বুঝবে ও? মাত্র তিনটে বাক্যে ঘটনার বর্ণনা দিল ডাক।

'কিন্তু ওটা তো তোমাদের কোন ব্যাপার না,' পাল্টা চিৎকার করল রানা। 'ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি প্রতিবার যেমন সব ভেস্তে দেয়, এবারও তাই দিয়েছে। আরে গাধা, ওরা তোমাদের খুঁজছিল না। খুঁজছিল কোকেন আর হেরোইন। ঘন্টাখানেক আগে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এক লোক এসেছিল এখানে, ব্যাপারটা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল সে। ফর গডস সেক, ডাক, মিডিয়া সম্পর্কে তুমি জানো। ওদের কথা যদি বিশ্বাস করো, তাহলে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে সাইলাস মারভিনকে আটশো জায়গায় দেখা গেছে, তোমরা ধরা পড়েছ পঞ্চাশবার···।'

রানার কথায় যুক্তি আছে, না মেনে নিয়ে উপায় কি ডাকের। সে বলল, 'সত্যি না হলেই ভাল, রানা। আর যদি সত্যি হয়, বুঝতেই পারছ···' যোগাযোগ কেটে দিল সে।

রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলিয়া আর রীড।

'ছাইয়ের হীরেগুলো কোথায় বলুন তো?' জানতে চাইল জুলিয়া।

ঠিক ওই সময় রেডিওতে একটা খবর প্রচার হলো। খবরটা মাইকেল অ্যাশটন শুনলেন না, শুনল তাঁর কিশোরী মেয়ে। 'ড্যাড,' কিচেন থেকে চিৎকার করল সে। 'আজ ওদেরকে ধরবে তোমরা?'

'ধরব? কাদের ধরব?' জানতে চাইলেন মাইকেল অ্যাশটন, হলরুমে দাঁড়িয়ে কোট গায়ে দিচ্ছেন। বাইরে তাঁর অপেক্ষায় গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কাদের আবার, কিডন্যাপারদের!'

'দূর! হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন?'

'আমি কেন, রেডিওতে বলছে, ড্যাড।'

মাইকেল অ্যাশটনের মনে হলো, তাঁর পেটে যেন কেউ ঘুসি মেরেছে। তাড়াতাড়ি কিচেনে চলে এলেন তিনি, দেখলেন মেয়েটা রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে। 'রেডিওতে ঠিক কি বলল, ভাল করে শুনেছ?' যা শুনেছে বলে গেল মেয়ে। দু'একদিনের মধ্যে মুক্তিপণের ব্যাপারে একমত হওয়া সম্ভব হবে, এবং জিম্মি ও মুক্তিপণ বিনিময়ের সময় কিডন্যাপারদের ধরে ফেলবে পুলিস।

এক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন মাইকেল অ্যাশটন। গাড়ি ছুটল, কয়েক জায়গায় দ্রুত কয়েকটা ফোন করলেন তিনি।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। রেডিওর খবরটা ডাক শোনেনি, তবে দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা শুনেছে।

পরে জানা যাবে, ব্রেকফাস্টের সময় 'গুড মর্নিং' নামে যে অনুষ্ঠানটা হয়, সেই অনুষ্ঠানে খবরটা প্রচার করা হয়েছে শিক্ষানবিস এক জুনিয়র সাব-এডিটরের ভুলে। অনুষ্ঠানটা পাঁচ মেশালি, পপ সঙ্গীত থেকে শুরু করে হেন কোন বিষয় নেই যা প্রচার করা হয় না–তার মধ্যে একটা হলো 'সর্বশেষ উত্তেজনাকর খবর'। সাধারণত এ-সব খবর বানানো হয়, বাস্তব ঘটনার সূত্র ধরে। জুনিয়র সাব-এডিটর টেলিফোনে একটা প্রেস-বিজ্ঞপ্তি পায়, মার্কিন দূতাবাস থেকে আমেরিকান কাউন্সিলর পাঠিয়েছেন। সত্যি কিনা যাচাই করেনি, ফোন থেকে শুনে লিখেই সরাসরি খবর পাঠকের কাছে পাঠিয়ে দেয় সে।

ব্যাপারটা যারা জানল, আতঙ্কে দম আটকে রাখল তারা। না জানি কী ঘটে এরপর।

Scanned by roni060007 for Banglapdf.net

সাত

অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু দেরি করে ফোন করল ডাক, সকাল সাড়ে দশটায়।

রানাকে সাবধান করার সময় পেয়েছেন মাইকেল অ্যাশটন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাবার পথে ফোন করেছেন গাড়ি থেকে। তাঁর কথা শেষ হতে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, এই প্রথম ওকে উত্তেজিত হতে দেখল জুলিয়া। নিঃশব্দে পায়চারি শুরু করল ও, বাকি দু'জন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ফোনে মাইকেল অ্যাশটন যা বলেছেন তার সারমর্ম শুনেছে তারা, বুঝতে পারছে শেষ রক্ষা বোধহয় সম্ভব নয়।

ফ্ল্যাশ লাইন রিঙ হবে, অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করে আছে সবাই। ডাক রেডিওর খবরটা শুনেছে কিনা, শুনলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, কারও কিছু জানা নেই। উত্তেজনা ও উদ্বেগ বাড়তে বাড়তে এমন হলো, অসুস্থ বোধ করল জুলিয়া। অবশেষে বাজল ফোন। প্রতিবারের মত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রিসিভার তুলে নরম সুরে কথা বলল রানা।

ডাক চিৎকার-চেঁচামেচি করল না, শুধু হিসহিস করে বলল, 'এবার তোমরা সত্যি সর্বনাশ করেছ, রানা। আমাকে তোমরা বোকা ধরে নিয়েছ, তাই না? শোনো, বোকা আসলে তোমরা। তোমরা কি ধরনের বোকামি করেছ, সেটা টের পাবে মারভিনের লাশ দেখার পর···।'

রানার বিস্মিত ও আতঙ্কিত হবার ভান হতভম্ব করে তুলল জুলিয়া আর রীডকে। ও বলল, 'ডাক, এ-সব কি বলছ তুমি? কোথায় কি গোলমাল হলো?'

'ন্যাকামি কোরো না, রানা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডাক। 'খবরটা যদি না শুনে থাকো, তোমার পুলিস বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। খবরদার, মিথ্যে বলে অস্বীকার কোরো না! সরাসরি তোমাদের দূতাবাস থেকে দেয়া হয়েছে খবরটা···।'

খবরটা কি বলার জন্যে অনুরোধ করল রানা, যদিও সবই জানা ওর।

খবরটা বলতে হওয়ায়, আগের চেয়ে সামান্য শান্ত হলো ডাক। ওদিকে তার সময় শেষ হয়ে আসছে।

'ডাক, খবরটা মিথ্যে, নির্জলা মিথ্যে। প্রমাণ দিচ্ছি। বিনিময়ের আয়োজনে শুধু তুমি আর আমি থাকব, বন্ধু। একা ও নিরস্ত্র। না থাকবে কোন ডাইরেকশন-ফাইণ্ডিং ডিভাইস, না কোন কৌশল খাটানো হবে, না থাকবে কোন পুলিস, না থাকবে কোন সৈনিক। তোমার দেয়া শর্তে বিনিময়ের আয়োজন করা হবে, তোমার নির্বাচিত জায়গায়, তোমার দেয়া সময়ে। শুধু এভাবেই ব্যাপারটা মানব আমি।'

'বুঝলাম; ভাল কথা, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার বন্ধুরা একটা লাশ চায়। বেশ, লাশই পাবে তারা।'

যোগাযোগ কেটে দিতে যাচ্ছে ডাক। শেষবারের মত। রানা জানে, এখন যদি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সব শেষ। কয়েক দিন বা কয়েক হপ্তা পর কোন একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাটে ঢুকবে কেউ, দেখতে পাবে সাইলাস মারভিনকে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তান, গুলি করা হয়েছে মাথায়, কিংবা গলা টিপে মারা হয়েছে, পচে গেছে লাশটা···। 'ডাক, প্লীজ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাইনে থাকো···।'

রানার মুখ থেকে ঘাম ঝরছে, ওর ভেতর উত্তেজনা ও উদ্বেগ কি পরিমাণে জমা হয়ে আছে, বিশ দিন পর আজ প্রথম প্রকাশ হয়ে পড়ল। ও জানে সর্বনাশের কত কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা।

কেনসিংটন এক্সচেঞ্জে একদল টেলিকম এঞ্জিনিয়ার ও পুলিস অফিসার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন, লাইন থেকে বেরিয়ে আসা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুনছেন। কর্ক স্ট্রীটে, সুদৃশ্য মেফেয়ার-এর নিচে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চারজন এজেন্টকে যেন চেয়ারের সঙ্গে গেঁথে রাখা হয়েছে, এক চুল নড়ছে না কেউ—স্পীকার থেকে বেরিয়ে আসছে তর্জন-গর্জন, নিঃশব্দে ঘুরছে টেপ-রেকর্ডার। গ্রসভেনর স্কয়ারে, মার্কিন দূতাবাসের নিচে রয়েছেন দু'জন ইএলআইএনটি এঞ্জিনিয়ার, তিনজন এফবিআই এজেন্ট, সঙ্গে সিআইএ-র সিমন কার্ভার ও এফবিআই প্রতিনিধি জন এয়ারম্যান। সকালে রেডিওর খবর শুনে ওঁরা সবাই এখানে চলে এসেছেন। যা ঘটবে বলে আশঙ্কা করেছিলেন, সে-ধরনের ঘটনাই ঘটতে চলেছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন সবাই।

'গুডমর্নিং'-এর খবরটা যে মিথ্যে ও ভিত্তিহীন, সকাল আটটার পর থেকে সরকারী-বেসরকারী সমস্ত রেডিও থেকে বারবার তা ঘোষণা করা হচ্ছে, কিন্তু সেটার কোন গুরুত্ব নেই এখন। একবার যেটা রটে যায়, সেটাকে মিথ্যে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। হিটলার যেমন বলেছিলেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যে হলো ওরা যেটা বিশ্বাস করে।

'প্লীজ, ডাক, তুমি আমাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ দাও। আর শুধু চব্বিশটা ঘণ্টা। এত সময় দেয়ার পর, এত খাটনির পর, এভাবে সব ধ্বংস করে দিয়ো না। প্রেসিডেন্টকে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন এই গর্দভগুলোকে ডেকে নেন। প্রেসিডেন্টকে আমি বলব, গোটা ব্যাপারটা

আমার আর তোমার ওপর ছেড়ে দিতে হবে। শুধু আমরা দু'জন, আর কেউ নাক গলাতে পারবে না। বিশটা দিন তো অপেক্ষা করলে, আর শুধু একটা দিন···চব্বিশ ঘণ্টা, ডাক। শুধু এই সময়টুকু চাইছি আমি···।'

অপরপ্রান্তে নিস্তব্ধতা। বাকিংহামশায়ারের কোথাও, রাস্তা ধরে এক তরুণ পুলিস অফিসার শান্ত পায়ে এক সারি ফোন বুদের দিকে হাঁটছে।

'কাল এই সময়,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল ডাক, তারপরই যোগাযোগ কেটে দিল। বুদ থেকে বেরিয়ে দ্রুত মোড় ঘুরল সে, একটা গলি থেকে বেরিয়ে এসে বুদের দিকে এগোল অফিসার। বুদগুলো সবই খালি দেখল সে। আরও আট সেকেণ্ড আগে পৌঁছুতে পারলে ডাককে দেখতে পেত।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, হেঁটে এসে শুয়ে পড়ল সোফায়, মাথার পিছনে হাত রেখে তাকিয়ে থাকল সিলিঙে।

'মি. রানা, স্যার,' ইতস্তত করে বলল রীড। 'আপনি কি···।'

'শাট আপ!' ধমকে উঠল রানা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রীড, তার ইচ্ছে ছিল রানা কফি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করা।

ধমক খেয়েও কিচেনে ঢুকল সে, তিন কাপ কফি বানাল।

তৃতীয়, সাধারণ টেলিফোনটা বাজল। ফোন করেছেন মাইকেল অ্যাশটন।

'হ্যাঁ, সবাই আমরা শুনলাম। আপনার অনুভূতিটা কি, মি. রানা?'

'বলাই বাহুল্য, তিক্ত,' বলল রানা। 'খবরটার উৎস সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেন?'

'না, এখনও জানা যায়নি,' বললেন মাইকেল অ্যাশটন। 'সাব-এডিটর, যে-লোকটা ফোন রিসিভ করেছিল, এখনও তাকে হলবর্ন পুলিস স্টেশনে জেরা করা হচ্ছে। তার বক্তব্য, সে কসম খেয়ে বলতে পারে লোকটার কথা বলার ধাঁচে আমেরিকান বাচনভঙ্গি স্পষ্ট ছিল। খবরের সবটুকু লিখিত চান আপনি?'

'না।'

'এখন আপনি কি করবেন বলে ভাবছেন, মি. রানা?'

'প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার আছে এই মুহূর্তে? চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে।'

'গুড লাক, মি. রানা। এখুনি আমাকে একবার হোয়াইট হলে যেতে হবে। যোগাযোগ রাখব।'

এরপর লাইনে এল মার্কিন দূতাবাস। কথা বললেন জন এয়ারম্যান। তাঁকে অভিনন্দন জানালেন তিনি, পরিস্থিতিটা চমৎকার সামলে নিয়েছে ও। সবশেষে তিনি জানতে চাইলেন, 'আমাদের যদি কিছু করার থাকে তো বলবেন।'

এটাই তো আসল সমস্যা, ভাবল রানা। সবাই কিছু না কিছু করতে চাইছে। কিছু না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

কফির কাপটা অর্ধেকও শেষ হয়নি, সোফা থেকে নেমে ফোনের রিসিভার তুলল রানা, ডায়াল করল মার্কিন দূতাবাসের নম্বরে। জন এয়ারম্যানই রিসিভার তুললেন অপরপ্রান্তে। 'নিরাপদ একটা লাইনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার

হ্যারিসনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন আমাকে,' অনুরোধ না নির্দেশের সুরে বলল রানা। 'এখুনি।'

'ইয়ে, মি. রানা, শুনুন—এইমাত্র এখানে যা ঘটল, ওয়াশিংটনকে জানানো হয়েছে। ঘুম ভাঙার পর টেপ থেকে শুনবেন তাঁরা। আমার মনে হয় শোনার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন···।'

'মি. হ্যারিসনের সঙ্গে দশ মিনিটের মধ্যে কথা বলব আমি, তা না হলে খোলা লাইনে নিজেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব,' সাবধানে বলল রানা।

চিন্তা করলেন জন এয়ারম্যান। খোলা লাইন নিরাপদ নয়। স্যাটেলাইটের সাহায্যে কলটা ধরে ফেলবে এনএসএ, ধরে ফেলবে ব্রিটিশরা, রাশিয়ানরা···। 'ঠিক আছে, আপনার ফোন ধরার জন্যে তাঁকে আমি অনুরোধ করছি,' বললেন তিনি।

দশ মিনিট পর লাইনে এলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ওয়াশিংটনে এখন সকাল ছ'টা পনেরো, এখনও তিনি বাড়ি ছেড়ে বের হননি। তবে ঘুম থেকে উঠেছেন আধ ঘণ্টা আগে।

'মি. রানা, ওখানে আসলে কি ঘটছে বলুন তো? এইমাত্র জানতে পারলাম রেডিওতে নাকি ভিত্তিহীন কি একটা রটানো হয়েছে···।'

'মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা, প্রতিপক্ষের মত ঝাঁঝের সুরেই, 'আপনার কাছাকাছি কোন আয়না আছে?'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট কথা বলতে পারছেন না। তারপর তিনি নিচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, বোধহয় আছে।'

'আয়নায় যদি তাকান, নাকটা দেখতে পাবেন আপনি আপনার মুখে, তাই না?'

'শুনুন, এ-সব কি? ঠিক আছে, বেশ, নিজের মুখে নাকটা দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'আপনার মুখের ওই নাক যেমন সত্যি, তেমনি এ-ও সত্যি যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাইলাস মারভিন খুন হতে যাচ্ছে···।'

বিছানার কিনারায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন পিটার হ্যারিসন, রানার কথার অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন।

'যদি না···।'

'ঠিক আছে, মি. রানা, আমি শুনছি। যদি না···?'

'যদি না হীরের ওই প্যাকেটটা আমি পাই। ওটার বাজারদর হতে হবে দুই মিলিয়ন ডলার, এক সেন্ট কম হওয়া চলবে না। কাল, লণ্ডনে, সরাসরি আমার হাতে পৌঁছুতে হবে, সূর্যাস্তের আগে। আমার এই কল টেপ করা হচ্ছে, রেকর্ড থাকল। গুড ডে, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা। অপরপ্রান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পরবর্তী কয়েক মিনিট ধরে এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, সাধারণ মানুষ শুনতে পেলে কোনদিন আর ভোট দেবে না তাঁকে। আপনমনে গালিগালাজ করার পর টেলিফোন অপারেটরকে ডাকলেন তিনি। 'মি. সিডনি

গ্রীনকে লাইন দাও,' বললেন। 'বাড়িতে থাকুন বা অন্য কোথাও। এখুনি।'

হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে বসে টেপ থেকে ডাকের বিস্ফোরণ শুনলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন। কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নামার পর উপস্থিত আটজন কেউ কোন কথা বললেন না বা নড়লেন না।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'ডায়মণ্ড,' গম গম করে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'কোথায় সেগুলো?'

'যোগাড় করা হয়েছে,' তাড়াতাড়ি বললেন সিডনি গ্রীন। 'দেরি হওয়ার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। এ-সব ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে এখন সব ঠিক আছে। পঁচিশ হাজার পাথর, সবগুলো নির্ভেজাল, মূল্যও যাচাই করে দেখা হয়েছে–দুই মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি।'

'কোথায় সেগুলো?' জানতে চাইলেন রেক্স হারবার, অর্থ মন্ত্রী।

'নিউ ইয়র্ক, পেন্টাগন হেড অফিসের সেফে। খুবই নিরাপদ সেফ ওটা।'

'লণ্ডনে পাঠানো হবে কিভাবে?' ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেফ অ্যাটকিনসন জানতে চাইলেন। 'আমার পরামর্শ, ইংল্যাণ্ডে আমাদের কোন একটা এয়ারবেস ব্যবহার করা দরকার। হিথরোতে রিপোর্টাররা ভিড় করুক তা আমরা চাই না।'

'সিনিয়র একজন এয়ার ফোর্স এক্সপার্টের সঙ্গে এক ঘণ্টার মধ্যে মীটিঙে বসছি আমি,' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন। 'প্যাকেটটা কিভাবে ওখানে পাঠালে ভাল হয় তিনি আমাকে জানাবেন।'

'ওখানে কোম্পানীর একটা গাড়ি তৈরি রাখতে হবে,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন। 'প্যাকেটটা পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে যাতে মি. রানার কাছে নিয়ে যেতে পারে। ডান, তুমি ব্যবস্থা করো। মি. রানা তোমার ফ্ল্যাটেই আছেন।'

'কোন সমস্যা নয়,' বললেন ডান কপারফিল্ড, সিআইএ চীফ। 'এয়ারবেসে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে সিমন কার্ভার নিজে ওটা তাঁর গাড়িতে তুলে নেবেন।'

'কাল ভোরের মধ্যে, লণ্ডন সময়,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'লণ্ডনে, কেনসিংটনে, ভোর থাকতেই। বিনিময়ের আয়োজন সম্পর্কে সব কথা ইতিমধ্যে জানা গেছে?'

'না,' বললেন এফবিআই ডিরেক্টর। 'সন্দেহ নেই আমাদের লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করেই সব ব্যবস্থা করবেন মি. রানা।'

এফ-ফিফটিন. একটা সিঙ্গেল-সীট জেট ফাইটার নিয়ে যাবে প্যাকেটটা। পাইলট হিসেবে থাকবেন অভিজ্ঞ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ব্রাউন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে এয়ারফোর্স জেনারেল জানিয়ে দিলেন, 'ট্রেনটন, নিউ জার্সির এয়ার ন্যাশনাল গার্ডবেসে প্যাকেটটা রাত দুটোর মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে।'

ট্রেনটন এয়ারবেসে ঠিক সময়মতই পৌঁছুল প্যাকেটটা। কর্নেল ব্রাউন ফ্লাইং-স্যুট পরে তৈরি হয়ে আছেন। লম্বা ও কালো একটা লিমুজিন কার ঢুকল বেসে. পেন্টাগনের নিউ ইয়র্ক ব্যুরো থেকে এসেছে। একজন সিভিলিয়ান

অফিসার, সঙ্গে একজন এয়ারফোর্স জেনারেল, কর্নেল ব্রাউনের হাতে চ্যাপ্টা একটা অ্যাটাচীকেস ও এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিলেন, কাগজটায় কমবিনেশন লকের নম্বর লেখা রয়েছে।

ঠিক এই সময় আরেকটা অচিহ্নিত লিমুজিন এসে ঢুকল বেসে। দু'দল অফিসারের মধ্যে একটা মীটিং হয়ে গেল টারম্যাকে। পরিবেশে চাপা একটা উত্তেজনা। এক পর্যায়ে অ্যাটাচীকেস আর কাগজের টুকরোটা চেয়ে নেয়া হলো কর্নেল ব্রাউনের কাছ থেকে। ওগুলো নিয়ে একটা গাড়ির পিছনে উঠে বসলেন অফিসাররা।

দু'দল অফিসারের উপস্থিতিতে অ্যাটাচীকেসটা খোলা হলো। কালো ভেলভেটের একটা প্যাকেট রয়েছে ভেতরে–বারো ইঞ্চি লম্বা, দশ ইঞ্চি চওড়া, তিন ইঞ্চি পুরু। নতুন একটা অ্যাটাচীকেসে ভরা হলো সেটা। অসহিষ্ণু কর্নেলের হাতে তুলে দেয়া হলো এই নতুন কেসটাই।

ট্রেনটন, এয়ারবেসের টারম্যাকে অফিসারদের মীটিং চলছে, এই সময় লণ্ডনের উদ্দেশে কেনেডি এয়ারপোর্ট ত্যাগ করল একটা জাম্বো জেট। লম্বা ও নিখুঁত দাড়ি কামানো এক তরুণ যাত্রা বিরতির সময় হাউসটন থেকে জাম্বোতে চড়েছে, বসেছে ক্লাব সেকশনে। ওখানকার বিশাল এক অয়েল করপরেশন, প্যান-ওয়ার্ল্ডে চাকরি করে সে। মনে মনে খুবই গর্ব অনুভব করছে তরুণ, কারণ মালিক তাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন। তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস না থাকলে এ-ধরনের গোপনীয় কাজ দিয়ে পাঠাতেন না।

তার জ্যাকেটের পকেটে রয়েছে এনভেলাপটা। এটা তাকে নির্দিষ্ট একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে। এনভেলাপে কি আছে, সে জানে না। জানার তার কোন ইচ্ছেও নেই। তার ধারণা, নিশ্চয়ই কোন জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট হবে, ফ্যাক্স বা ডাকযোগে পাঠানো সম্ভব নয়।

তাকে দেয়া নির্দেশগুলো পরিষ্কার মনে আছে তার, মুখস্থ করে নিয়েছে। নির্দিষ্ট একটা ঠিকানায়, নির্দিষ্ট একটা দিনে যেতে হবে তাকে। নির্দিষ্ট একটা ঘণ্টার মধ্যে। দিনটা কালই। কলিংবেল বাজানো চলবে না, লেটার বক্সের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হবে এনভেলাপটা। ব্যস, কাজ শেষ। এরপর কোথাও দেরি করা চলবে না, সরাসরি হিথরোতে এসে প্লেনে চড়ে ফিরে যেতে হবে হাউসটনে। বৈচিত্র্যহীন, তবে সহজ। প্লেনে এখন ককটেল আওয়ার, তবে অ্যালকোহলে তার অভ্যেস নেই। ডিনার এখনও দেরি আছে, কাজেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

প্লেন আকাশে উঠেছে মাত্র দু'ঘণ্টা, এরই মধ্যে কালো হয়ে এল আকাশ, তারাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে লাল একটা বিন্দু দেখতে পেল সে, ঝাঁক ঝাঁক তারাদের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে, যাচ্ছে ওদের প্লেনের সঙ্গে একই দিকে। তরুণ জানে না, কোনদিন জানবে না, সে কর্নেল ব্রাউনের এফ-ফিফটিন ঈগল ফাইটারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দু'জনই তারা আলাদা আলাদা মিশন নিয়ে ব্রিটেনের রাজধানীতে যাচ্ছে, দু'জনের কেউই

জানে না কি বহন করছে তারা।

কর্নেল ব্রাউন ওখানে আগে পৌঁছুলেন। ইউএস এয়ারবেস আপার হেফোর্ডে লণ্ডন সময় ঠিক রাত এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে ল্যাণ্ড করল তাঁর জেট। একটা হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকল ফাইটার, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এঞ্জিন বন্ধ করলেন কর্নেল। বুদবুদের ঢাকনি খুললেন তিনি, দেখলেন বেস কমাণ্ডার একজন সিভিলিয়ানকে নিয়ে এগিয়ে আসছেন।

সিভিলিয়ান ভদ্রলোকই কথা বললেন, 'কর্নেল ব্রাউন?'

'জ্বী, স্যার।'

'আমার জন্যে আপনি একটা প্যাকেট এনেছেন?'

'একটা অ্যাটাচীকেস, স্যার। আমার সীটের নিচে আছে ওটা।' ইস্পাতের মই বেয়ে হ্যাঙ্গারের মেঝেতে নেমে এলেন তিনি।

তিনি নামতেই মই বেয়ে প্লেনে চড়লেন সিভিলিয়ান অফিসার, একটু পরই নেমে এলেন অ্যাটাচীকেসটা নিয়ে। কর্নেলের কাছ থেকে কাগজের টুকরোটাও চেয়ে নিলেন তিনি। দশ মিনিট পর সিমন কার্ভার কোম্পানীর গাড়িতে ফিরে এলেন, গাড়ি ছুটে চলল লণ্ডনের দিকে। চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে কেনসিংটন ফ্ল্যাটে ঢুকলেন তিনি। ফ্ল্যাটের সবগুলো আলো এখনও জ্বলছে, রাতে কেউ ঘুমায়নি ওরা। সিটিংরূমে পাওয়া গেল রানাকে, সোফায় বসে কফি খাচ্ছে।

নিচু একটা টেবিলে অ্যাটাচীকেসটা রাখলেন সিমন কার্ভার, কাগজের টুকরোয় চোখ বুলিয়ে নম্বরগুলো দেখে নিলেন। তালা খোলার পর কেসটা থেকে চ্যাপ্টা, প্রায় চৌকো, ভেলভেটে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'কথা ছিল ভোরের মধ্যে আপনার হাতে পৌঁছে দিতে হবে,' বললেন তিনি।

প্যাকেট হাতে নিয়ে ওজন অনুভব করল রানা। এক কিলোগ্রামের কিছু বেশি, প্রায় তিন পাউণ্ড।

'ওটা আপনি খুলতে চান, মি. রানা?' জানতে চাইলেন সিমন কার্ভার।

'কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'ওগুলো যদি হীরে ছাড়া অন্য কিছু হয়, সাইলাস মারভিনকে খুন হতে হবে।'

'না, ওরা তা করবে না,' বললেন সিমন কার্ভার। 'না, ওগুলো যে খাঁটি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনার কি ধারণা, ফোন করবে সে?'

'প্রার্থনা করুন যেন করে,' বলল রানা।

'আর বিনিময়ের আয়োজন?'

'আজ সব ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে।'

'ঠিক কিভাবে কি করবেন ভেবেছেন কিছু?'

'যা করার একা আমি করব। আমার নিজের আয়োজন হবে সেটা।' সিটিংরূম থেকে বেরিয়ে এল রানা, গোসল করে কাপড় পাল্টাবে। অক্টোবরের আজ এই শেষ দিনটা অনেকের জন্যেই অত্যন্ত কঠিন প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।

হাউসটনের সেই তরুণ হিথরোতে নামল লণ্ডন সময় ছ'টা পঁয়তাল্লিশে, হাতে

শুধু ছোট একটা ব্যাগ। কাস্টমস শেড থেকে তিন নম্বর বিল্ডিঙে চলে এল সে, ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝল তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে। যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে ওয়াশরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধোয়ার, ব্রেকফাস্ট করার। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ড-এ যেতে হবে তাকে।

ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে গেল সে। পাঁচ মিনিট আগে চলে এসেছে। অথচ তাকে বলা হয়েছে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করতে হবে। রাস্তার ওপারে একটা গাড়ি, গাড়ির ভেতর থেকে এক লোক নজর রাখছে তার ওপর, যদিও সে জানে না। ফুটপাতে পায়চারি শুরু করল সে, তারপর কাঁটায় কাঁটায় দশটা বাজতে লেটার-বক্সে ফেলে দিল এনভেলাপটা। কোন হল পোর্টার নেই, কেউ সেটা তুলল না। দরজার ভেতর, মেঝেতে পড়ে থাকল। নির্দেশ অনুসারে সে তার কাজ করেছে, সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল আমেরিকান তরুণ, মোড়ে গিয়ে ট্যাক্সি নেবে। ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি ফিরে যাবে হিথরোতে।

তরুণ অদৃশ্য হতেই রাস্তার ওপারের গাড়িটা থেকে নেমে এল এক লোক। রাস্তা পেরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল সে। এখানেই থাকে, কয়েক হপ্তা হলো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছিল আমেরিকান তরুণকে কেউ অনুসরণ করে কিনা দেখার জন্যে।

এনভেলাপটা তুলে নিয়ে এলিভেটরে চড়ল লোকটা, উঠে এল ন'তলায়। নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে এনভেলাপটা খুলল সে। পড়ার সময় ক্ষীণ হাসি ফুটল সাবেক সিআইএ এজেন্ট পিটার গুচের ঠোঁটে। তার ধারণা, তাকে দেয়া এবারের নির্দেশগুলোই সর্বশেষ নির্দেশ। বহু বছর আগে সিআইএ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাকে, সেই থেকে টাকার বিনিময়ে ভাড়া খাটে পিটার গুচ। যে টাকা দেয় তারই চাকর সে, কোন বাছবিচার নেই, নেই কোন নৈতিকতার বালাই।

কেনসিংটন ফ্ল্যাটে নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে সকালটা। উত্তেজনা এতই প্রবল, হাঁপিয়ে উঠেছে সবাই। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কর্ক স্ট্রীট আর গ্রসভেনর স্কয়্যারে শ্রোতারা ঝুঁকে রয়েছে মেশিনের ওপর, রানা কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে জুলিয়া বা রীড যদি মুখ খোলে। প্রতিটি স্পীকার মৌনব্রত পালন করছে যেন। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে রানা, ডাক যদি ফোন না করে, ব্যাপারটার এখানেই ইতি। পরিত্যক্ত একটা বাড়িতে লাশ পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে তল্লাশি চালাতে হবে।

না, ডাক ফোন করছে না।

আট

সাড়ে দশটায় নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল পিটার গুচ। পার্কিং লট থেকে ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে রওনা হলো প্যাডিংটন রেলস্টেশনের উদ্দেশে। তার দাড়ি, হাউসটনে বসে পরিকল্পনা তৈরি করার সময়ে যা ছিল, বেড়ে উঠেছে, ফলে বদলে দিয়েছে তার মুখের আকৃতি। তার জাল ক্যানাডিয়ান পাসপোর্টটা নিখুঁতই বলা যায়, আমেরিকা থেকে রিপাবলিক অভ আয়ারল্যাণ্ডে আসার পথে কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ওখান থেকে ফেরী যোগে লণ্ডনে চলে আসে সে। সঙ্গে ক্যানাডিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকায় দীর্ঘ মেয়াদে একটা গাড়ি লীজ নিতেও তার কোন অসুবিধে হয়নি। মার্বল আর্ক ডিস্ট্রিক্টে দশ লাখের ওপর বিদেশী থাকে, ফ্ল্যাট ভাড়া করে ওখানে থাকতেও তাকে কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি।

হাউসটন থেকে আসা চিঠিটায় সর্বশেষ খবর জানানো হয়েছে তাকে, কোড করা মেসেজে যা জানানো কঠিন হত। তাকে কয়েকটা নির্দেশও দেয়া হয়েছে। হোয়াইট হাউসে বসে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি কি আলোচনা করেছে, কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সবই এখন তার জানা। প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিনের মানসিক অবস্থা গত তিন হপ্তায় শুধু খারাপের দিকেই গেছে। তার এবং আরও অনেকের জন্যে এটা একটা বিরাট সুখবর। একজন অসুস্থ, অক্ষম, কাজ চালাতে অসমর্থ প্রেসিডেন্টকে দেখতে চায় তারা। তা না হলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

এনভেলাপে আরও রয়েছে লেফট-লাগেজ অফিসের একটা টিকেট, অফিসটা প্যাডিংটন রেল স্টেশনের সঙ্গেই। এই টিকেট ডাকযোগে পাঠানো নিরাপদ ছিল না, তাই একজনের হাতে দিয়ে পাঠানো হয়েছে। হাউসটন থেকে কিভাবে এটা লণ্ডনে এল তা সে জানে না, জানতে চায়ও না। তার আসলে জানার দরকার নেই। সে শুধু জানে টিকেটটা তার কাছে এসেছে, এখন সেটা তার হাতে রয়েছে। ঠিক বেলা এগারোটার সময় টিকেটটা ব্যবহার করল সে।

ব্রিটিশ রেলওয়ের কর্মচারী ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভাবলই না। প্রতিদিন শয়ে শয়ে প্যাকেট, হাত-ব্যাগ আর সুটকেস আসছে তার অফিসে, আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। তিন মাস অপেক্ষা করা হয়, তারপরও যদি কেউ ওগুলো দাবি না করে তখন খুলে দেখা হয় ভেতরে কি আছে। জিনিসটা কার জানা গেলে যোগাযোগ করে নিয়ে যেতে বলা হয় তাকে, আর জানা না গেলে বাজেয়াপ্ত করা হয় বা নষ্ট করে ফেলা হয়। আজ সকালে চুপচাপ প্রকৃতির, গ্যাবার্ডিন রেইনকোট পরা এক লোক তাকে যে টিকেট দিল, সেটা আর সব টিকেটের মতই। শেলফ থেকে ছোট ফাইবার সুটকেসটা নামিয়ে আনল সে, তুলে দিল লোকটার হাতে। লেফট-লাগেজ অফিসে সুটকেসটা জমা রাখার সময়ই ফি জমা দেয়া হয়েছে,

কাজেই লোকটার সাথে তার কোন কথাও হলো না। সন্ধের মধ্যেই ঘটনাটার কথা ভুলে যাবে সে।

সুটকেস নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল পিটার গুচ, সস্তাদরের তালাটা ভেঙে ভেতরের জিনিসগুলো দেখল। যা যা থাকার কথা সবই আছে। হাত ঘড়ির ওপর চোখ বুলাল গুচ। আরও তিন ঘণ্টা পর রওনা হবে সে।

লণ্ডন শহরের মাঝখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা বাড়ি আছে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবে পিটার গুচ, যেমন প্রতি একদিন অন্তর যায়। বাড়িটা থেকে কেউ একজন লক্ষ করে তাকে। গুচ তাকে সংকেত দেয়। সংকেতটা কোন আলো নয় বা ইশারাও নয়। তার গাড়ির জানালার কাঁচ ব্যবহার করা হয়। কাঁচটা কখনও পুরোটা নামানো থাকে, কখনও নামানো থাকে অর্ধেকটা আবার হয়তো বন্ধ থাকে সবটুকু। এ-সব দেখেই যা বোঝার বুঝে নেয় বাড়ির ভেতরের লোকটা।

চরম উদ্বেগের সমাপ্তি ঘটিয়ে অবশেষে একটা বিশ মিনিটে ফোন করল ডাক। লাঞ্চ আওয়ারের ব্যস্ততার মধ্যে ডানস্টেবল পোস্ট অফিস থেকে ফোন করেছে সে, এখনও ইংল্যাণ্ডের উত্তরে রয়েছে। পোস্ট অফিসের বাইরে চারটে ফোন বুদ, একটা দেয়াল ঘেঁষে, ফোন করেছে সেটা থেকেই।

গোসল সেরে, কাপড় পরে সেই ভোর থেকে অপেক্ষা করছে রানা। আজ আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা, শার্টের ওপর কাশ্মীরী সোয়েটার চাপিয়েছে ও, তার ওপর চড়িয়েছে লেদার জ্যাকেট। আজ নতুন একটা জিনসও পরেছে। স্যারের কি শীত করছে, এ-ধরনের প্রশ্ন করার ইচ্ছে রীড ও জুলিয়ার দু'জনেরই হলো, কিন্তু উচ্চারণ করতে কেউই সাহস পেল না।

'রানা, এটাই আমার শেষ কল···।'

'ডাক, ভাই আমার! আমার হাতে এখন কি জানো? ফল রাখার বড় একটা পাত্র। আর জানো, কি আছে ওটায়? পাত্র থেকে উপচে পড়ছে ঝকঝকে, চকমকে হীরে। আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে হে, বিশ্বাস করো। যেন জ্যান্ত প্রাণী। এসো, ভাই, কথা পাকা করি। এখুনি, ভাই, এখুনি।'

কল্পনায় একটা ছবি দেখতে ডাককে বাধ্য করল রানা। লোকটার সমস্ত রাগ এক নিমেষে পানি হয়ে গেল।

'রাইট,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল সে। 'নির্দেশগুলো মন দিয়ে শোনো···।'

'না, ডাক, গোটা ব্যাপারটা আমার নির্দেশ মত হবে, তা না হলে সব বাতিল···।'

কেনসিংটন এক্সচেঞ্জ, কর্ক স্ট্রীট আর গ্রসভেনর স্কয়্যারে শ্রোতারা সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের ধারণা হলো, মস্ত বোকামি করছে রানা, ওর কথা শুনে এখুনি যোগাযোগ কেটে দেবে ডাক।

রানা ওদিকে বলে চলেছে, 'আমি লোকটা মন্দ হতে পারি, ডাক, কিন্তু তোমার জগতে আমিই একমাত্র মন্দ লোক যাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। সঙ্গে পেন্সিল আছে?'

'আছে। শোনো, রানা, আমি বলছি···।'

'তুমি শোনো, বন্ধু, বলছি আমি। চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে এই নম্বরে ফোন করো আমাকে—থ্রী-সেভেন-ওহ্, ওয়ান-টু-ওহ্-ফোর। যাও এবার, জলদি!'

রানার শেষ কথাটাকে হুংকারই বলা যায়। পরে তদন্ত কমিটিকে জুলিয়া আর রীড বলবে, লাইনে কান পেতে আর সবাই যারা শুনছিল কথাগুলো শুনে তাদের মতই হতভম্ব হয়ে পড়েছিল তারা, রানার কথার অর্থ বুঝতে দেরি করে ফেলার সেটাই কারণ।

ফোন ছেড়ে দিয়েই খপ করে অ্যাটাচীকেসটা তুলে নিল রানা। হীরেগুলো অ্যাটাচীকেসেই রয়েছে, ফলের পাত্রে নয়। এমন ছুটল ও, এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সিটিংরুম থেকে। কামরা থেকে বেরুবার সময় আবার শোনা গেল ওর গর্জন, 'কেউ নড়বে না!'

বিস্ময়ের আঘাত, গর্জন, নির্দেশের সুরে কর্তৃত্ব ওদেরকে চেয়ারের সঙ্গে যেন পেরেক দিয়ে আটকে রাখল মূল্যবান দীর্ঘ পাঁচ সেকেণ্ড। আর এই পাঁচ সেকেণ্ডই দরকার ছিল রানার। ওরা যখন ফ্ল্যাটের সদর দরজায় পৌঁছুল, দরজার বাইরের দিক থেকে তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ ঢুকল কানে। পরিষ্কার হয়ে গেল, ভোর হবার আগেই কোন এক সময় তালাটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল ওখানে।

এলিভেটর এড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। এতক্ষণে দরজায় লাথি মেরে তালা ভাঙার চেষ্টা করছে রীড। লাইনে কান পেতে থাকা শ্রোতারা, 'কি হলো! কি হলো!' বলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছে।

'ওহ্ গড্! কি করছেন উনি?' কেনসিংটন এক্সচেঞ্জের একজন পুলিস অফিসার ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, জবাবে তাঁর সঙ্গী অফিসার কাঁধ ঝাঁকালেন শুধু, তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। প্রতিবার তিনটে করে ধাপ টপকে লবি লেভেলে নেমে আসছে রানা।

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার পনেরো সেকেণ্ড পর লবিটা পেরিয়ে এল ও। নিজের বুদে বসে রয়েছে ব্রিটিশ পোর্টার, মুখ তুলে তাকাল একবার, মাথা ঝাঁকিয়ে আবার মন দিল ডেইলী মিরর-এ। দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা, কবাট দুটো বাইরের দিকে খোলে ওটার। বন্ধ করল ওগুলো, কাঠের একটা চ্যাপ্টা টুকরো ফেলল দরজার সামনে মেঝেতে, তারপর সজোরে ধাক্কা মারল পা দিয়ে। মেঝে আর কবাটের মাঝখানে শক্তভাবে আটকে গেল সেটা। কাঠের এই টুকরোটা কিচেন থেকে পেয়েছে রানা। আসলে একটা চামচ ছিল, ভেঙে রেখেছিল ও।

'কি বলতে চায় ওরা? উনি চলে গেছেন মানে?' গ্রসভেনর স্কয়্যারের লিসেনিং-পোস্টে চিৎকার করছেন টিমোথি গার্ড। সেই সকাল থেকে লিসেনিং-পোস্টে বসে আছেন তিনি, বাকি সব ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের মতই অপেক্ষা করছেন, কখন ডাকের পরবর্তী এবং সম্ভবত সর্বশেষ কলটা আসবে। কেনসিংটন ফ্ল্যাট থেকে আসা শব্দগুলো প্রথমে হতবুদ্ধিকর বলে মনে হলো—রিসিভার নামিয়ে

রাখার শব্দ পেল তারা, শুনতে পেল কাকে যেন চিৎকার করে রানা বলল, 'কেউ নড়বে না!' তারপর কয়েকটা আওয়াজ শোনা গেল, দরজা বন্ধ হবার; কয়েক সেকেণ্ড পর চিৎকার করে কিছু বলল জুলিয়া আর রীড, ওদের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, তারপর দরজায় লাথি মারার আওয়াজ।

দরজার কাছ থেকে সিটিংরুমের মাঝখানে ফিরে এল জুলিয়া, ছারপোকার দিকে মুখ তুলে চিৎকার জুড়ে দিল, 'উনি চলে গেছেন! মাসুদ রানা চলে গেছেন!' টিমোথি গার্ডের প্রশ্ন লিসেনিং-পোস্টে শোনা যাচ্ছে, তবে জুলিয়া শুনতে পাচ্ছে না। ব্যস্তভাবে একটা ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি, কেনসিংটনে তাঁর বিশেষ এজেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চান।

'এজেন্ট জুলিয়া গুডহোপ,' লাইনে জুলিয়ার গলা পেয়ে হুংকার ছাড়লেন তিনি, 'তাঁর পিছু নাও!'

এই সময় পাঁচবারের বার রীডের লাথি খেয়ে ভেঙে গেল সিটিংরুমের দরজা। সিঁড়ির দিকে ছুটল সে, তার পিছু নিল জুলিয়া। দু'জনের পায়েই স্যাণ্ডেল।

রাস্তার ওপারে একটা ফলের দোকান। দোকানটার টেলিফোন নম্বর ডাইরেক্টরী থেকে সংগ্রহ করেছে রানা। এলাকায় প্রচুর বাঙালীর বসবাস, তারা সবাই স্বজাতি আবুল খন্দকারের দোকান 'বঙ্গ ভাণ্ডার' থেকেই ফলমূল কেনে। রাস্তা পেরোবার সময় আবুল মিয়াকে দোকানের ভেতরে দেখতে পেল রানা। ঢুকতে যাবে, শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে।

'বাইরে আপনার ফল চুরি হচ্ছে,' বলল রানা।

একদিকে ফোন, আরেক দিকে চুরি, এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ব্যবসায়ী আবুল খন্দকার। ফোনের রিসিভার তুলল রানা।

কেনসিংটন এক্সচেঞ্জ দ্রুত তৎপর হলো, তদন্তে দেখা যাবে তারা তাদের সাধ্যমত করেছে। তবে বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে চল্লিশ সেকেণ্ডের কয়েক সেকেণ্ড নষ্ট হয়েছে তাদের, তারপর আবার যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। তাদের 'লক' ছিল ফ্ল্যাটের ফ্ল্যাশ লাইনে। ওই নম্বরে যখনই ফোন কল আসে, তাদের ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ লাইন ধরে পিছু হটে, খুঁজে বের করে কলের উৎস। এর ফলে যে নম্বরটা পাওয়া যায় সেটার দায়িত্ব নেয় কমপিউটর, কমপিউটরই বের করে কোন্ জায়গার কোন্ বুদ থেকে করা হয়েছে কলটা। ছয় থেকে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে।

ডাক আজ যে নম্বরটা প্রথম ব্যবহার করল সেটা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে তারা, কিন্তু সে বুদ বদল করার পর, দুটো বুদ পাশাপাশি হলেও, তাকে হারিয়ে ফেলল তারা। আরও মুশকিল হলো, লণ্ডনের এমন একটা নম্বর ব্যবহার করেছে সে যেটা ওরা ট্যাপ করছে না। একমাত্র সুবিধে হলো, যে নম্বরটা ডাককে রানা বলেছে সেটা কেনসিংটন এক্সচেঞ্জেরই। তবু ট্রেসারদের প্রথম থেকে শুরু করতে হলো, তাদের কল-ফাইণ্ডার মেকানিজম আতিপাতি করে খুঁজতে শুরু

করল এক্সচেঞ্জের পঁচিশ হাজার নম্বর। নম্বরটা রানা উচ্চারণ করার আটান্ন সেকেণ্ড পর খুঁজে পেল তারা—'বঙ্গ ভাণ্ডার'-এর নম্বর ওটা। তারপর ডানস্টেবল-এর দ্বিতীয় নম্বরটা পাওয়া গেল।

'আরেকটা নম্বর বলছি, লিখে নাও, ডাক,' রিসিভার তুলে রানা কোন ভূমিকা করল না।

'জানতে পারি কি ঘটছে আসলে?' অপরপ্রান্তে খেঁকিয়ে উঠল ডাক।

'নাইন-ফোর-সিক্স: টু-টু-ওয়ান-সেভেন,'-বলল রানা। 'লিখেছ?'

লিখছে ডাক, কথা বলল না।

'এবার আমরা যা করার নিজেরা করব, ডাক। ওদের সবাইকে আমি ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। শুধু তুমি আর আমি—হীরে আর জিম্মি হাত-বদল করব। কোন চালাকি নয়, নয় কোন কৌশল, কথা দিলাম। ষাট মিনিটের মধ্যে এই নম্বরে ফোন করো আমাকে, প্রথম বার যদি কোন সাড়া না পাও তাহলে আরও ত্রিশ মিনিট পর করবে। এই নম্বর ট্রেস করা যাবে না।' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

এক্সচেঞ্জে ওরা শুধু শুনতে পেল, '...তাহলে আরও ত্রিশ মিনিট পরে করবে। এই নম্বর ট্রেস করা যাবে না।'

'উনি তাকে আরেকটা নম্বর দিয়েছেন,' কেনসিংটনে একজন এঞ্জিনিয়ার মেট্রোপলিটন অফিসারকে বলল। অফিসারদের অপরজন এরইমধ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে ফোনে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, যানজট স্থির হয়ে থাকায় রাস্তা পেরোতে পারছে না রীড। তার পিছনেই রয়েছে জুলিয়া, ঘন ঘন হাত নেড়ে কি যেন বলছে। ওদের সঙ্গে মিলিত হলো পোর্টার, মাথা চুলকাচ্ছে। রাস্তায় রানার দিকটায় সরু একটা ফাঁক রয়েছে, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে একটা মোটরসাইকেলকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঠিক সময়মত মোটর সাইকেলের একেবারে সামনে চলে এল ও। বাধ্য হয়ে ব্রেক করতে হলো একমাত্র আরোহীকে।

'কি আশ্চর্য, আপনি কি চোখে দেখেন না?'

মাথাটা হ্যাণ্ডেল বারের নিচে নামিয়ে নেয়ার আগে সরল হাসল রানা, তারপর ওর কিডনি লক্ষ্য করে বেশ জোরেই একটা ঘুসি মারল। তরুণ মোটরসাইকেল আরোহী পড়ে যাচ্ছে, তাকে পড়ে যেতে দিয়ে বাহনটাকে সিধে করে রাখল ও, সীটের ওপর উঠে বসল, গিয়ার এনগেজ করে রওনা দিল সামনে। ফুটপাত ঘেঁষা সরু ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে মোটরসাইকেল, ইতিমধ্যে রাস্তা পেরিয়ে এপারে চলে এসেছে রীড। পিছু পিছু ছুটল সে, পতাকার মত উড়ন্ত রানার জ্যাকেটের একটা প্রান্তে আঙুল ঠেকল একবার, কিন্তু তারপরই মোটর সাইকেলের স্পীড বেড়ে যাওয়ায় পিছিয়ে পড়ল সে।

একা বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল রীড। একটু পরই হাঁপাতে হাঁপাতে তার পাশে চলে এল জুলিয়া। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, তারপর একযোগে ছুটল ফ্ল্যাটের দিকে। গ্রসভেনর স্কয়্যারের সঙ্গে দ্রুত কথা বলার একমাত্র উপায়

চারতলার ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া।

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ,' পাঁচ মিনিট পর বললেন টিমোথি গার্ড। ফোনে রীড আর জুলিয়ার বক্তব্য এইমাত্র শুনলেন তিনি। 'বাস্টার্ডটাকে খুঁজে বের করব আমরা। এটাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।'

আরেকটা ফোন বেজে উঠল। স্কটল্যাণ্ড থেকে মাইকেল অ্যাশটন। 'আপনাদের নেগোশিয়েটর চম্পট দিয়েছেন,' বললেন তিনি। 'কিভাবে বলতে পারেন? ফ্ল্যাটে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু লাইনটা এনগেজড্।'

ত্রিশ সেকেণ্ডে সব ব্যাখ্যা করলেন টিমোথি গার্ড। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়লেন মাইকেল অ্যাশটন। টিমোথি গার্ডের ওপর এখনও তিনি খেপে আছেন, তাঁকে রাগিয়ে দেয়ার জন্যে বললেন, 'আপনারা আর লোক খুঁজে পেলেন না! কোঁথাকার কোন এক বাঙালীকে মাথায় তুলে নিলেন! আমাদেরকে বলতেন! আমার তো রীতিমত সন্দেহ হচ্ছে, মাসুদ রানা শুধু ভাগেনি, হীরেগুলো নিয়ে ভেগেছে।'

খুব ধীর গলায় টিমোথি গার্ড বললেন, 'বেজন্মাটাকে এফবিআই ডেকে আনেনি, এনেছে সিআইএ–সেজন্যে ওদেরকে চড়া মূল্য দিতে হবে।'

'আপনার লোকেরা মোটরসাইকেলের নম্বর পেয়েছে?' মাইকেল অ্যাশটন জানতে চাইলেন। 'নম্বরটা দিলে আমি পুলিসকে খোঁজ করতে বলতে পারি।'

'তারচেয়ে ভাল উপায় করা আছে,' সন্তুষ্টচিত্তে বললেন টিমোথি গার্ড। 'শালা যে অ্যাটাচীকেসটা নিয়ে গেছে ওটায় একটা ডিরেকশন-ফাইণ্ডার আছে।'

'হোয়াট! কি বললেন?'

'বিল্ট-ইন, আনডিটেকটেবল,' বললেন টিমোথি গার্ড। 'আমেরিকায় বসে ফিট করেছি আমরা ওটা। পেন্টাগন যে কেসটা দিয়েছিল, কাল রাতে সেটার বদলে ওটা পাঠানো হয়েছে ওখান থেকে, প্লেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে।'

'আচ্ছা!' চিন্তিত স্বরে বললেন মাইকেল অ্যাশটন। 'আর রিসিভার?'

'এখানে।' হাসলেন টিমোথি গার্ড। 'আজ ভোরের কমার্শিয়াল ফ্লাইটে এসেছে। আমার এক লোক হিথরো থেকে এনেছে ওটা। দু'মাইল রেঞ্জ, কাজেই আমাদেরকে এখন তৎপর হতে হবে। এখন মানে এখুনি।'

'এবার কি আপনি, মি. গার্ড, দয়া করে মেট্রোস্কোয়াড কারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন? এই দেশে কাউকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা আপনার নেই। আছে আমার। আপনার কারে রেডিও আছে কি?'

'অবশ্যই।'

'খোলা লাইনে থাকবেন, প্লীজ। কোথায় আছেন জানালে পৌঁছুব আমরা।'

'কোন সমস্যা নয়। কথা দিলাম।'

ষাট সেকেণ্ড পর দূতাবাসের একটা লিমুজিন লাফ দিয়ে গ্রসভেনর স্কয়্যারে বেরিয়ে এল। অটো মার্লিন গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে বসে তার সহকারী ডিরেকশন-ফাইণ্ডার রিসিভার অপারেটর করছে। ডিরেকশন-ফাইণ্ডারটা দেখতে খুদে একটা টিভির মত, পার্থক্য হলো স্ক্রীনে ছবির বদলে রয়েছে উজ্জ্বল একটা বিন্দু। ওটার

অ্যান্টেনা প্যাসেঞ্জার-ডোরের ওপরে, গাড়ির ছাদে আটকানো। রানার অ্যাটাচীকেসে একটা ডি/এফ ট্র্যান্সমিটার আছে, সেটা থেকে বেরিয়ে আসা রিপ এই অ্যান্টেনায় ধরা পড়বে, তখন জ্বলন্ত বিন্দুটা থেকে একটা রেখা ছুটবে স্ক্রীনের প্রান্ত লক্ষ্য করে। ড্রাইভারের কাজ হবে প্রয়োজনে দিক পরিবর্তন করা, যাতে স্ক্রীনের রেখাটা তার গাড়ির নাক থেকে সরাসরি সামনের দিকটা চিহ্নিত করে। এরপর ডিরেকশন-ফাইণ্ডার অনুসরণ করে এগোবে সে। অ্যাটাচীকেসের ভেতর ডিভাইসটা লিমুজিনের ভেতর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালু করা যায়।

দ্রুত পার্ক লেন পেরিয়ে এল গাড়ি, নাইটসব্রিজ ছাড়িয়ে চলে এল কেনসিংটনে। 'বোতাম টেপো,' হুকুম করলেন টিমোথি গার্ড। অপারেটর তার নির্দেশ পালন করল। স্ক্রীনে কিছু ফুটল না।

'ত্রিশ সেকেণ্ড পরপর বোতামে চাপ দাও,' বললেন টিমোথি গার্ড। 'অটো, কেনসিংটনকে চক্কর মারতে থাকো।'

গ্লস্টার রোডে এসে পড়ল গাড়ি, উজ্জ্বল বিন্দুটা ফুটে উঠল স্ক্রীনে। 'উনি আমাদের পিছনে, যাচ্ছেন উত্তর দিকে,' অটো মার্লিনের সহকারী বলল, 'দূরত্ব··· সোয়া মাইলের মত।'

ত্রিশ সেকেণ্ড পর ক্রমওয়েল রোড হয়ে এগজিবিশন রোডের দিকে ছুটছে গাড়ি, যাচ্ছে হাইড পার্কের দিকে। 'সরাসরি সামনে, যাচ্ছে উত্তর দিকে।'

'ওদের জানাও শালাকে আমরা পেয়েছি,' বললেন টিমোথি গার্ড। রেডিও অন করে দূতাবাসকে খবরটা দিল অটো মার্লিন। এজওয়্যার রোডের মাঝখানে রয়েছে মেট্রোর একটা পুলিস রোভার, পিছু নিল তারা।

লিমুজিনের পিছনে টিমোথি গার্ডের সঙ্গে সিমন কার্ভার ও জন এয়ারম্যান রয়েছেন।

'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার,' বললেন সিমন কার্ভার। 'সময়ের পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত ছিল।'

'সময়ের পার্থক্য? কি বলছেন আপনি?' জন এয়ারম্যান জানতে চাইলেন।

'উইনফিল্ড হাউসের গাড়ি-পথে নাটকটার কথা মনে আছে আপনার? আমার চেয়ে পনেরো মিনিট আগে রওনা হন মি. রানা, কিন্তু কেনসিংটন ফ্ল্যাটে পৌঁছান তিন মিনিট আগে। রাস্তায় কোথাও তিনি একবার থেমেছিলেন, সম্ভবত প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে।'

'আজকের কথা ভেবে তিন হপ্তা আগে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, এ সম্ভব না,' প্রতিবাদ করলেন জন এয়ারম্যান। 'তিনি জানতেন না কিভাবে কি ঘটবে।'

'আন্দাজ করতে পারলে জানার দরকার পড়ে না,' বললেন সিমন কার্ভার। 'আপনি ভদ্রলোকের ফাইল পড়েছেন। তাঁর হাতে সব সময় বিকল্প থাকে, এবং সেগুলোর জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন।'

'সেন্ট জন'স উড থেকে ডান দিকে মোড় ঘুরছেন,' অপারেটর জানাল।

লর্ড'স রাউণ্ড অ্যাবাউট ধরে ঘোরার সময় পুলিস কার ওদের পিছনে চলে এল।

'এখন আবার উত্তর দিকে যাচ্ছেন,' বলে ফিঞ্চলে রোডের দিকে হাত তুলল অপারেটর। লিমুজিন আর পুলিস কারের সঙ্গে আরেকটা স্কোয়াড কার যোগ দিল। সুইস কটেজ, হেনডন আর মিল হিল পেরিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা। অ্যাটাচীকেসের সঙ্গে দূরত্ব কমে এখন মাত্র তিনশো গজে দাঁড়িয়েছে। যানবাহনের ভিড়ের ভেতর হেলমেট ছাড়া একজন মোটরসাইকেল আরোহীকে খুঁজছে সবাই।

মিল হিল সার্কাস পেরোবার সময় ব্লিপারটা মাত্র একশো গজ দূরে থাকল। ফাইভ ওয়েজ কর্নার-এ পৌঁছে তারা উপলব্ধি করল, আবার নিশ্চয়ই গাড়ি বদলেছে রানা। দুটো মোটরসাইকেলকে পাশ কাটিয়েছে তারা, তাদের কাছে ব্লিপার নেই। আরও দুটো মোটরসাইকেল ওদেরকে ওভারটেক করল, সেগুলো থেকেও কোন ব্লিপ আসছে না। ফাইভ ওয়েজ কর্নার থেকে বাঁক নিয়ে এওয়ান-এ উঠল ব্লিপার, তারা দেখল যে তাদের টার্গেট এখন একটা খোলা হাফ-ট্রাক। হাফ-ট্রাকের ড্রাইভার মোটা ফার হ্যাট পরে মাথা আর কান ঢেকে রেখেছে।

বেলা দুটো পঁচিশে সার্জেন্ট সেলম্যান রেডিওর ডাকে সাড়া দিল।

'আমি ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মাইকেল অ্যাশটন। তুমি কে?'

'সার্জেন্ট সেলম্যান, স্যার।'

'রিপোর্ট করো, সার্জেন্ট।'

ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা ছেঁকে ধরেছে হাফ-ট্রাকটাকে, সেদিকে একবার তাকাল সার্জেন্ট। কোণঠাসা ইঁদুরের মত থরথর করে কাঁপছে হাফ-ট্রাকের ড্রাইভার। এইমাত্র তাকে রাস্তার পাশের বার থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনা হয়েছে। তিনজন এফবিআই অফিসার অ্যাটাচীকেসটা খুলে ভেতরে কিছু পায়নি, এই মুহূর্তে খালি কেসটা পরীক্ষা করছে তারা। ড্রাইভার বার-এ বসে মদের অর্ডার দিচ্ছিল, এই সময় প্রথমে আমেরিকানরা পৌঁছায় ওখানে। সেই থেকে ড্রাইভার একই কথা বলছে, অ্যাটাচীকেসটা কার সে জানে না, ট্রাকের পিছনে কে বা কারা ওটা রেখেছে সে-সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই। এই মুহূর্তে ব্রিটিশ পুলিস অফিসাররা তার জবান-বন্দী লিখতে ব্যস্ত। 'গোটা ব্যাপারটা এলোমেলো হয়ে গেছে, স্যার,' বলল সার্জেন্ট।

'সার্জেন্ট সেলম্যান, মন দিয়ে শোনো। তোমরা কি লম্বা এক বিদেশী লোককে গ্রেফতার করেছ, খানিক আগে যে ভদ্রলোক দুই মিলিয়ন ডলার চুরি করে পালিয়েছেন?'

'না, স্যার,' বলল সার্জেন্ট। 'আমরা একজন নাপিতকে আটক করেছি, যে এই মাত্র তার প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে।'

'তাহলে লম্বা বিদেশী ভদ্রলোক···?'

'তিনি হারিয়ে গেছেন, স্যার।'

'হারিয়ে গেছেন মানে?' চিৎকার হাহাকার বা হুংকার, যাই বলা হোক, বিভিন্ন সুর ও ভঙ্গিতে পরবর্তী এক ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকল কেনসিংটন ফ্ল্যাট, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, হোয়াইট হল, হোম অফিস, ডাউনিং স্ট্রীট,

গ্রসভেনর স্কয়্যার ও হোয়াইট হাউসে। 'অদৃশ্য হয়ে গেছে? তা কি করে সম্ভব! একটা লোক এভাবে স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না!'

কিন্তু তাই গেছে।

নয়

বাঁক ঘুরে আরেক রাস্তায় ঢোকার ত্রিশ সেকেণ্ড আগে খোলা হাফ-ট্রাকের পিছনে অ্যাটাচীকেসটা ফেলে দেয় রানা। আজ ভোর হবার আগে সিমন কার্ভারের কাছ থেকে অ্যাটাচীকেসটা নেয়ার পর খুলেছিল ও, কোন ডিরেকশন-ফাইণ্ডিং ডিভাইস দেখেনি ভেতরে, দেখবে বলে আশাও করেনি। ল্যাবরেটরিতে বসে কেউ যদি ওটার ভেতর কিছু রোপণ করে থাকে, এমন কোন চিহ্ন সে রাখবে না যাতে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। রানা স্রেফ ধরে নেয়, পুলিসকে ওর আর ডাকের হদিস পাইয়ে দেয়ার জন্যে কেসটার ভেতর কিছু একটা আছে।

ট্রাফিক লাইটে দাঁড়িয়ে অ্যাটাচীকেসটা খোলে ও, হীরের প্যাকেটটা বের করে লেদার জ্যাকেটের পকেটে ভরে ফেলে, তারপর চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে দেখতে পায় হাফ-ট্রাকটাকে। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সেটা। ড্রাইভারের মাথায় ফার হ্যাট, কিছু বুঝতেই পারেনি সে।

বাঁক ঘোরার পর মোটরসাইকেলটা ত্যাগ করে রানা, হেলমেট না থাকায় পুলিসের চোখে পড়ে যাবার ভয় ছিল। একটা ট্যাক্সি নেয় ও, জর্জ স্ট্রীটে এসে ভাড়া মেটায়। তারপর হাঁটতে শুরু করে।

যা যা দরকার সবই কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ফ্ল্যাট থেকে সংগ্রহ করেছে ও। তার মধ্যে আছে আমেরিকান পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্স। যদিও ওর খোঁজে পুলিসকে সতর্ক করে দেয়ার পর এগুলো অকেজো হয়ে যাবে। আরও আছে জুলিয়ার হাতব্যাগ থেকে চুরি করা ব্রিটিশ টাকা, একাধিক ব্লেডের পেননাইফ, একজোড়া প্লায়ার্স। হাঁটার সময় থেমে কয়েকটা জিনিস কিনে নিল—শিং-এর তৈরি ফ্রেম সহ সাধারণ কাঁচের একটা চশমা, একটা টুইড হ্যাট, কিছু কাপড়চোপড়, কিছু খাবার। সবশেষে ঢুকল হার্ডওয়্যার আর লাগেজ এমপোরিয়ামে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। আবুল মিয়ার দোকানে রিসিভার নামাবার পর পঞ্চান্ন মিনিট পেরিয়েছে। বাঁক ঘুরে ব্র্যাণ্ডফোর্ড স্ট্রীটে ঢুকল, ওর নির্বাচিত ফোন বুদটা দেখতে পেল চিলটার্ন স্ট্রীটের শেষ মাথায়। পাশাপাশি দুটো বুদ, দ্বিতীয়টায় ঢুকল ও, নম্বরটা তিন হপ্তা আগে মুখস্থ করে রেখেছে, ডাককে দিয়েছে এক ঘণ্টা আগে। ঠিক সময় মতই রিঙ হলো।

'এবার, শালা, বলো, তোমার আসলে উদ্দেশ্যটা কি?' রেগে তো আছেই, দিশেহারাও বোধ করছে ডাক।

অল্প দু'এক কথায় এতক্ষণ কি করেছে ব্যাখ্যা করল রানা। বাধা না দিয়ে

শুনে গেল ডাক।

তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমি শুধু জানতে চাই তুমি আ- সহযোগিতা করবে কিনা? তা যদি না করো, ছোকরাটাকে ব্যাগের ভেতর দেখতে পাবে।'

'শোনো, ডাক, ওরা তোমাকে ধরতে পারুক বা না পারুক তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমার একটাই চিন্তা, একমাত্র চিন্তা, যেভাবে হোক অক্ষত অবস্থায় ছেলেটাকে তার মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তোমাকে খুশি করার জন্যে আমার জ্যাকেটের ভেতর দুই মিলিয়ন ডলার আছে–মানে, হীরে। কুকুরগুলোকে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি, কারণ ওদের স্বভাবই নাক গলানো, কৃতিত্ব দেখানোর ঝোঁক সামলাতে পারে না। কাজেই বলো, তুমি কি বিনিময়ে রাজি আছো?'

'সময় শেষ,' বলল ডাক। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'এই নম্বর ট্রেস করতে পারবে না ওরা,' বলল রানা। 'তবে বিশ্বাস না করাই উচিত তোমার। এই নম্বরে আবার তুমি আমাকে আজ সন্ধ্যায় ফোন করো–আয়োজন সম্পর্কে সব কথা জানাবে তখন, ঠিক আছে? তুমি যেখানে বলবে সেখানেই যাব আমি, হীরেগুলো নিয়ে, একা। আমার সঙ্গে কোন অস্ত্রও থাকবে না। তবে সন্ধের পর হলেই ভাল। এই ধরো আটটার দিকে।'

'ঠিক আছে,' কর্কশস্বরে বলল ডাক, তারপর নামিয়ে রাখল রিসিভার।

ঠিক এই সময় সার্জেন্ট সেলম্যান মাইকেল অ্যাশটনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে রেডিওর মাইক হাতে নিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মেট্রোপলিটান এলাকার প্রতিটি পুলিস স্টেশনে এক লোকের চেহারার বর্ণনা পৌঁছে গেল, নির্দেশে বলা হলো টহলরত প্রতিটি পুলিসকে চোখ খোলা রাখতে হবে। লোকটাকে দেখা গেলে সামনে যাবার দরকার নেই, রেডিওর সাহায্যে খবর দিতে হবে পুলিস স্টেশনে, ছায়ার মত লেগে থাকতে হবে লোকটার পিছনে। লোকটার নাম বলা হলো না, বলা হলো না কেন তাকে খোঁজা হচ্ছে।

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এসে ব্র্যাণ্ডফোর্ড রোডে ফিরে এল রানা, 'শ্রীমঙ্গল' হোটেলে একটা সস্তাদরের ঘর ভাড়া করল। কাপড়চোপড় ছেড়ে শুধু শর্টস পরল, অ্যালার্ম দিল ঘড়িতে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

'বুঝলাম, কিন্তু এ-ধরনের একটা কাণ্ড তিনি করলেন কেন?' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানতে চাইলেন। খবরটা আগেই পেয়েছেন তিনি, পুরো রিপোর্টটা এই মাত্র মাইকেল অ্যাশটনের মুখে শুনলেন। প্রথম খবর পেয়ে ডাউনিং স্ট্রীটে ফোন করেছিলেন, সব শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রশ্নের উত্তরে মাইকেল অ্যাশটন বললেন, 'আমার ধারণা, মি. রানা কাউকে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।'

'কাউকে মানে কাদেরকে?' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন। 'আশা করি আমাদেরকে নয়? আমরা আমাদের সাধ্যমত সব করেছি।'

'না, আমাদেরকে নয়,' একমত হলেন মাইকেল অ্যাশটন। 'ডাক লোকটার

সঙ্গে কথা বলে একটা আপোষ চুক্তিতে পৌঁছুতে চাইছিলেন তিনি। কিডন্যাপ কেসে সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায় এটা–জিম্মি ও মুক্তিপণ বিনিময়। ব্যাপারটাকে চরম সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হয়। ফ্রেঞ্চ আর ব্রিটিশ রেডিওতে দু'দু'বার ইনফরমেশন লিক হওয়ায় মি. রানা সিদ্ধান্ত নেন, যা করার একা করবেন তিনি। যদিও আমরা তা অনুমোদন করতে পারি না। তাঁকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে, মি. হোম সেক্রেটারি।' নেগোসিয়েশনে কোন ভূমিকা না থাকায়, শুধু তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ায়, এখনও মনে মনে খেদ আছে তাঁর।

'আমার তো মাথায় ঢোকে না উনি পালালেন কিভাবে!' অভিযোগ করলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

'ফ্ল্যাটে যদি আমার দু'জন লোক থাকত, এ কাণ্ড কখনোই ঘটত না,' তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন মাইকেল অ্যাশটন।

'কাটা ঘায়ে লবণ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' তিক্তস্বরে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'এখন তাকে যেভাবে হোক খুঁজে বের করুন–তবে, নিঃশব্দে, গোপনে।' মনে মনে তিনি ভাবছেন, মাসুদ রানা একা যদি সাইলাস মারভিনকে উদ্ধার করতে পারেন, সেটাও মন্দ হয় না। ব্রিটিশ সরকার দু'জনকেই দ্রুত আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবে। আর যদি আমেরিকানরা ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে, ভুগবে তারাই, তাতে ব্রিটিশদের কিছু যায় আসে না।

মাইকেল অ্যাশটনের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কথা বলছেন, এই সময় হাউসটন থেকে একটা টেলিফোন পেল পিটার গুচ। টেক্সাসের একটা ভেজিটেবল গার্ডেনে তরি-তরকারির কি দাম, এক এক করে লিখল সে। তারপর মেসেজটা ডিকোড করতে বসল। মেসেজটা ডিকোড করার পর শিস বাজাল সে। রীতিমত বিস্ময় বোধ করছে। ব্যাপারটা নিয়ে যতই চিন্তা করল, ততই পরিষ্কার হয়ে এল যে তার প্ল্যান সামান্য একটু বদলাতে হবে।

কেনসিংটন ফ্ল্যাটে ফিরে এসে জুলিয়া আর রীডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন টিমোথি গার্ড। তাঁর সঙ্গে সিমন কার্ভার ও জন এয়ারম্যানও রয়েছেন। নির্দেশ দিতে একটানা দু'ঘণ্টা সময় নিয়েছেন তিনি।

তার আগে ওরা দু'জন ব্যাখ্যা করেছে সকালে ঠিক কি ঘটেছিল, কিভাবে ঘটেছিল, কেন তারা ব্যাপারটা আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি। টিমোথি গার্ড, সিমন কার্ভারের ওপর চোখ রেখে বললেন, 'আপনাদের এই রানা যদি ফোনে আবার ডাকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সফল হয়ে থাকে, নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি বাইরে চলে গেছে সে। ওরা যদি পরস্পরের সঙ্গে ফোন বুদ থেকে কথা বলে, ব্রিটিশরা কলগুলো ট্যাপ করতে পারবে না। রানা ও ডাক, কি করছে আমরা জানি না। ওরা যদি হীরেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, তারপর ইংল্যাণ্ড ছেড়ে পালায়, আমাদের কিছু করার নেই।'

'এমন হতে পারে ওরা হয়তো মুক্তিপণ ও জিম্মি বিনিময়ের আয়োজন করছে,' বললেন সিমন কার্ভার।

'আপনি দেখছি এখনও রানার প্রতি আস্থা রাখতে চাইছেন!' তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন টিমোথি গার্ড। 'ব্যাপারটা আগে মিটুক, তারপর ব্যাটাকে আমি ধরব।'

'কিন্তু তিনি যদি সাইলাস মারভিনকে নিয়ে ফিরে আসেন,' বললেন সিমন কার্ভার, 'খুশি মনে আমরা সবাই তাঁর ব্যাগটা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে চাইব।'

'এত সহজে নরম হবার লোক আমি নই,' জবাব দিলেন টিমোথি গার্ড।

সবাই একমত হলেন, রীড আর জুলিয়া ফ্ল্যাটেই থাকবে। বলা যায় না, রানা ফোন করতে পারে। ঠিক হলো, তিনটে লাইনই খালি রাখা হবে, ট্যাপও করা হবে। সিনিয়র টিমোথি গার্ড দূতাবাসে ফিরে গেলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন সিমন কার্ভার, সর্বশেষ খবর আদান-প্রদান করার জন্যে–একজন নয়, তল্লাশি শুরু হয়েছে এখন দু'জনের জন্যে। বাকি সবাই অপেক্ষায় থাকল।

সন্ধে ছ'টায় ঘুম ভাঙল রানার। গোসল করে দাড়ি কামাল, নাস্তা খেলো হালকা, ঝুঁকি নিয়ে দুশো গজ হেঁটে পৌঁছে গেল চিলটার্ন স্ট্রীটের ফোন বুদে। ঘড়িতে আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

বুদের ভেতর এক বৃদ্ধা মহিলা, তবে পাঁচ মিনিট পরই বেরিয়ে এলেন। ভেতরে ঢুকে রাস্তার দিকে পিছন ফিরল রানা, টেলিফোন ডাইরেক্টরীর পাতা ওল্টাচ্ছে। আটটা বেজে দু'মিনিটে রিঙ হলো।

'রানা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার পালিয়ে আসাটা হয়তো অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, আবার বলাও যায় না। ব্যাপারটা যদি চালাকি হয়, তোমাকে চড়া মূল্য দিতে হবে।'

'চালাকি নয়। বলো কোথায় আমাকে যেতে হবে।'

'কাল সকাল দশটায়। এই নম্বরে ফোন করে কাল ন'টায় তোমাকে আমি বলব কোথায়। ওখানে ঠিক দশটায় পৌঁছুবার মত সময়ই শুধু পাবে তুমি। জায়গাটা আমার লোকজন ভোর থেকেই ঘিরে রাখবে। পুলিস বা মিলিটারি, কিংবা অন্য কাউকে যদি ওদিকে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়, আমরা ঠিকই তা দেখতে পাব, এবং সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ছেড়ে সরে যাব। একবার ফোন করার পর মেরে ফেলা হবে সাইলাস মারভিনকে। আমাদেরকে তোমরা দেখতে পাবে না, কিন্তু আমরা তোমাকে দেখতে পাব–তোমাকে বা অন্যদেরকে, যদি তারা আসে। তোমরা যদি কোন কৌশল খাটাতে চাও, তোমার বন্ধুদের এ-সব জানিয়ে দাও। চেষ্টা করলে তারা হয়তো আমাদের এক-দু'জনকে পেয়ে যাবে, কিন্তু ছেলেটাকে কোনদিন আর দেখতে পাবে না।'

'তোমার সব কথায় আমি রাজি, ডাক। আমাকে তোমরা একা দেখতে পাবে। এর মধ্যে কোন কৌশল নেই।'

'কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ডিরেকশন-ফাইণ্ডার, মাইক্রোফোন থাকা

চলবে না। আমরা তোমাকে পরীক্ষা করব। কিছু যদি পাওয়া যায়, ছেলেটার ক্ষতি হবে।'

'বললামই তো, কোন কৌশল করা হবে না। আমি একা যাব, আমার সঙ্গে শুধু হীরে থাকবে।'

'বুদে ন'টার সময়ে থেকো।' ক্লিক করে শব্দ হলো, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

বুদ থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে এল রানা। বেশ কিছুক্ষণ টিভি দেখল ও। তারপর হ্যাণ্ড-গ্রিপটা খালি করল, বিকেলে কেনা জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করল কয়েক ঘণ্টা। সন্তুষ্টি মতো কাজ শেষ করতে রাত দুটো বেজে গেল। গন্ধ দূর করার জন্যে আবার গোসল করতে হলো ওকে, তারপর বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে থাকল সিলিঙের দিকে, নড়ছে না এক চুল। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল, তবে অ্যালার্ম দিয়ে রাখায় ঠিক সাতটায় জাগল আবার।

সুন্দরী রিসেপশনিস্ট মেয়েটার সঙ্গে দু'একটা কথা বলে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। চোখে ভারি ফ্রেমের চশমা পরেছে, মাথায় টুইড হ্যাট, গায়ে একটা রেনকোট, গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো। ন'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতে ফোন বুদটার সামনে চলে এল ও। বুদের ভেতর কেউ নেই আজ। দশ মিনিট বাকি থাকতে ভেতরে ঢুকল ও, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর রিঙ হলো।

ডাকের গলা উত্তেজনায় খসখসে লাগল কানে। 'জ্যামাইকা রোড,' বলল সে।

চেনে না রানা, তবে নাম শুনেছে রাস্তাটার। পুরানো ডক এরিয়া, শ্রমিকদের জন্যে নতুন কোয়ার্টার ও ফ্ল্যাট তৈরি করা হলেও, বেশির ভাগ জায়গা এখনও পরিত্যক্ত। ওদিকে অসংখ্য বাতিল ওয়্যারহাউস আছে। 'বলে যাও।'

কোথায় কিভাবে পৌঁছুতে হবে পথ-নির্দেশ দিল ডাক। জ্যামাইকা রোড পেরিয়ে অন্য একটা রাস্তায় যেতে হবে, রাস্তাটা টেমস-এর দিকে চলে গেছে। 'ওটা একটা একতলা স্টীল ওয়্যারহাউস, দু'দিক খোলা। দরজার গায়ে এখনও লেখা আছে ববস্। রাস্তার মুখেই ট্যাক্সি ছেড়ে দেবে তুমি। হেঁটে আসবে একা। ভেতরে ঢুকবে দক্ষিণ দরজা দিয়ে। হেঁটে ওয়্যারহাউসের মেঝেতে দাঁড়াবে, ঠিক মাঝখানে। তারপর অপেক্ষা করবে। কেউ তোমার পিছু নিয়ে এলে আমরা হাজির হব না।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল ডাক। বুদ থেকে বেরিয়ে এসে খালি হ্যাণ্ড-গ্রিপটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল রানা, ট্যাক্সির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। সকালবেলার ব্যস্ত সময়, একটাও খালি নয়। দশ মিনিট হাঁটার পর পাওয়া গেল একটা।

মার্বেল আর্ক আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশনে চলে এল রানা, যানজটের মধ্যে পুরোটা রাস্তা ট্যাক্সি নিয়ে যেতে চাইলে দেরি হয়ে যাবে। ট্রেনে চড়ে পুব দিকে ব্যাংক-এ চলে এল, তারপর নর্দার্ন লাইন ধরে পৌঁছুল লণ্ডন ব্রিজ-এ। স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড, ডাক রিসিভার নামিয়ে রাখার পঞ্চান্ন মিনিটের মাথায়

জ্যামাইকা রোডে পৌঁছে গেল রানা।

যে রাস্তা ধরে ওকে হাঁটতে বলা হয়েছে সেটা খুব সরু, নোংরা আর নির্জন। এক পাশে অনেকগুলো পরিত্যক্ত টি-ওয়্যারহাউস, ভেঙে সরিয়ে ফেলা দরকার, মুখ করে আছে নদীর দিকে। অপর দিকে সারি সারি বাতিল কারখানা আর প্রেস্ড্-স্টীল শেড। রানা জানে, কোথাও থেকে নজর রাখা হয়েছে ওর ওপর। রাস্তার মাঝখান ধরে হাঁটছে ও। শেষ ওয়্যারহাউসের দরজায় ঝাপসা লেখাগুলো কোন রকমে পড়া গেল—ববস্। ভেতরে ঢুকল ও।

দুশো ফুট লম্বা, আশি ফুট চওড়া। ছাদ থেকে মরছে ধরা চেইন ঝুলছে। মেঝেটা কংক্রিটের, অনেক বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় ধুলোবালি জমেছে। যে দরজা দিয়ে ঢুকল, ওই পথে কোন গাড়ি ভেতরে আসবে না। তবে অপরপ্রান্তের দরজাটা বেশ বড়, একটা ট্রাকও অনায়াসে ঢুকতে পারবে। মেঝের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চশমা আর হ্যাট খুলে ফেলে দিল একপাশে। ওগুলোর এখন আর কোন দরকার নেই। হয় সাইলাস মারভিনের পক্ষে একটা চুক্তি করে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, নয়ত পুলিস ওর লাশ বের করে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল রানা, প্রায় অটল থাকল প্রতিটি মিনিট। এগারোটার সময় দূর প্রান্তের দরজা দিয়ে ভলভোটা ঢুকল ভেতরে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। চল্লিশ ফুট দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা, এঞ্জিন বন্ধ হলো না। ভলভোর সামনে দু'জন লোক, দু'জনেই মুখোশ পরে আছে, ফুটোয় শুধু তাদের চোখ দেখা যাচ্ছে।

ঠিক শোনেনি, অনুভব করল পিছনে আছে কেউ। তারপর কংক্রিটে ট্রেনার শ্যুর আওয়াজ পেল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। তৃতীয় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোন চিহ্ন ছাড়া একটা কালো ট্র্যাকসুট পরনে, মাথা ও মুখ ঢেকে রেখেছে মুখোশে। অত্যন্ত সতর্ক সে, দাঁড়িয়ে আছে সামনের দিকে ঝুঁকে, সাবমেশিন কারবাইনটা ধরে আছে বাগিয়ে।

ভলভোর প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে গেল, নিচে নামল এক লোক। মাঝারি গড়ন। বলল, 'রানা?'

ডাকের গলা। কোন সন্দেহ নেই।

'হীরে এনেছ?'

'এই তো।'

'দাও।'

'ছেলেটাকে এনেছ, ডাক?'

'বোকার মত কথা বোলো না। থলে ভর্তি কাঁচের বদলে তাকে হাতছাড়া করব? প্রথমে আমরা পাথরগুলো পরীক্ষা করব। সময় লাগবে। হীরের বদলে একটা কাঁচও যদি থাকে, জানবে, ছেলেটাকে খুন করেছ তোমরা। সব যদি ঠিক বুঝে পাই, ছেলেটাকে পাবে।'

'তুমি যে এরকম কিছু বলবে, জানতাম। কিন্তু এতে কাজ হবে না।'

'আমার সঙ্গে খেলতে এসো না, রানা।'

'খেলা নয়, ডাক। ছেলেটাকে আমার দেখতে হবে। তোমাকে হীরের বদলে কাঁচের টুকরো দেয়া হতে পারে, কাজেই তুমি যাচাই করে দেখে নিতে চাও। ঠিক আছে। কিন্তু আমাকেও সাইলাস মারভিনের লাশ দেয়া হতে পারে, কাজেই আমিও তাকে জীবিত দেখে নিতে চাইব।'

'সাইলাস মারভিন বেঁচে আছে। তোমাকে তার লাশ দেয়া হবে না।'

'আমি নিশ্চিত হতে চাই। সেজন্যেই তোমার সঙ্গে যেতে হবে আমাকে।'

মুখোশের ভেতর থেকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ডাক, যেন ওর কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর কর্কশ হাসির ভোঁতা শব্দ বেরুল মুখোশের ভেতর থেকে। সে বলল, 'তোমার পিছনে লোকটাকে দেখছ? আমার শুধু বলতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে। তারপর হীরেগুলো নিয়ে চলে যাব আমরা।'

'সে চেষ্টা তোমরা করতে পারো,' স্বীকার করল রানা। 'এগুলো আগে কখনও দেখেছ?' রেনকোটের সবগুলো বোতাম খুলে ফেলল ও। কোমর থেকে কি যেন একটা ঝুলছে, সেটা ধরে উঁচু করল নিজের সামনে।

রানার শার্টের ওপর বুক থেকে কোমর পর্যন্ত চ্যাপ্টা একটা কাঠের বাক্স স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। পরিচিত বাক্স, তরল চকলেট থাকে। বাক্সের ঢাকনি সহ চকলেট অদৃশ্য হয়েছে। বাক্সের ভেতর, মাঝখানে আটকে রাখা হয়েছে হীরের ভেলভেট প্যাকেটটা। ওটার দু'পাশে রয়েছে আধ পাউণ্ড করে খয়েরি ও আঠাল পদার্থের দুটো পিণ্ড। এক পাশের পিণ্ডে ঢুকে গেছে সবুজ ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার, তারের অপর প্রান্তটা কাঠের একটা ক্লিপের চোয়ালে আটকানো, ক্লিপটা রয়েছে রানার বাঁ হাতে। কাঠের গায়ে ছোট একটা ফুটো আছে, তার ভেতর দিয়ে পৌঁচেছে ক্লিপের চোয়ালের ভেতর দিকে।

চকলেট বক্সে আরও রয়েছে পিপিথ্রী নাইন-ভোল্ট ব্যাটারি, সেটা থেকেও বেরিয়েছে সবুজ তার। একটা তার ব্যাটারির সঙ্গে বিস্ফোরক দুটোর সংযোগ ঘটিয়েছে, অপর একটা তার চলে গেছে ক্লিপের উল্টোদিকের চোয়ালে। ক্লিপের চোয়াল দুটোকে আলাদা করে রেখেছে ছোট্ট একটা পেন্সিল। হাতের আঙুল নাড়ল রানা, পেন্সিলের টুকরোটা পড়ে গেল মেঝেতে।

'আসল নয়, নকল,' বলল ডাক, গলায় জোর নেই। 'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ।'

ডান হাতের আঙুল দিয়ে নরম পদার্থের খানিকটা তুলল রানা, ছুঁড়ে দিল ডাকের দিকে। কিডন্যাপার ঝুঁকল, মেঝে থেকে তুলে নিয়ে নাকের কাছে এনে শুঁকল। মুখ শুকিয়ে গেল তার। 'সেমটেক্স,' বলল সে।

'ওটা চেক,' বলল রানা। 'আমি আরডিএক্স পছন্দ করি।'

ডাক বুঝল, এখন যদি গুলি করে পিছনের লোকটা, অয়্যারহাউসে উপস্থিত সবাই ওরা মারা যাবে। বাক্সটায় যে পরিমাণ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে, ওয়্যারহাউসটাও উড়ে যাবে, হীরেগুলো ছড়িয়ে পড়বে টেমস নদীর অপর তীরে। ডাকের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, সব নরম এক্সপ্লোসিভেরই চেহারা ও গন্ধ কনফেকশনারি মারজিপ্যান-এর মত।

'জানতাম তুমি একটা বাস্টার্ড,' বলল ডাক। 'কি চাও বলো।'

'পেন্সিলটা তুলব আমি, ক্লিপে ঢোকাব, গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকব, তুমি আমাকে ছেলেটার কাছে নিয়ে যাবে। কেউ আমার পিছু নেয়নি, কেউ নেবেও না। তোমাকে আমি চিনতে পারছি না, কোনদিন পারবও না। ছেলেটা বেঁচে আছে দেখার পর স্ট্র্যাপ খুলে অকেজো করব এক্সপ্লোসিভ, হীরেগুলো তোমার হাতে তুলে দেব। ওগুলো পরীক্ষা করবে তুমি। পরীক্ষা শেষ হলে চলে যাবে। আমি আর সাইলাস মারভিন বন্দী থাকব। চব্বিশ ঘণ্টা পর পরিচয় না দিয়ে একটা ফোন করবে তুমি, পুলিস আমাদের উদ্ধার করতে আসবে। কোন ঝামেলা না, কৌশল না, পানির মত সহজ।'

দেখে মনে হলো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ডাক। তার প্ল্যানের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলছে না। তবে বিস্ফোরক নিয়ে এসে তাকে অসহায় করে দিয়েছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করার পর পকেট থেকে চ্যাপ্টা আকৃতির একটা কালো বাক্স বের করল সে। 'হাত দুটো উঁচু করে রাখো। খোলা রাখো ক্লিপের চোয়াল। তোমার শরীরে কিছু আছে কিনা চেক করব।'

এগিয়ে এসে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সার্কিট ডিটেকটর ছোঁয়াল ডাক। রানার শরীরে ডিরেকশন-ফাইণ্ডার বা যে-কোন ধরনের ওয়্যার-ট্যাপ থাকলে তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক শব্দ বেরুবে ওটা থেকে। প্রথম অ্যাটাচীকেসটা এখানে থাকলে ডিটেকটর চিৎকার শুরু করত। 'ঠিক আছে,' বলে এক গজ পিছিয়ে গেল সে, তার গায়ে ঘামের গন্ধ পেল রানা। 'পেন্সিলটা রাখো আগের জায়গায়, তারপর উঠে পড়ো বুটে।'

তার নির্দেশ পালন করল রানা। বুটের ভেতর জায়গা খুব কম, কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতে হলো ওকে। তিন হপ্তা আগে এখানে ঢোকানো হয়েছিল সাইলাস মারভিনকে, তার কথা ভেবেই বুটের মেঝেতে ফুটো তৈরি করে রেখেছে কিডন্যাপাররা।

লণ্ডন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে গাড়ি চালিয়ে আসতে সময় নিল ওরা দেড় ঘণ্টা। গ্যারেজে ঢুকে তৈরি হলো সবাই, তারপর বুটের দরজা খুলল ডাক। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে, ইলেকট্রিক আলোয় চোখ মিটমিট করল রানা। ক্লিপ থেকে পেন্সিল বের করে দু'সারি দাঁতের ফাঁকে ধরে আছে ও।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল ডাক। 'এ-সবের আর দরকার নেই। ছেলেটাকে তুমি দেখতে পাবে। তবে বাড়ির ভেতর ঢোকার আগে তোমাকে এটা পরতে হবে।'

ডাকের হাত থেকে নিয়ে হুডটা পরল রানা। ওর ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, জানে রানা। তবে খোলা ক্লিপ জোড়া লাগাবার জন্যে সিকি সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগবে ওর। ওর ডান হাতটা ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা, বাম হাতটা শরীরের কাছ থেকে খানিক দূরে সরিয়ে রেখেছে রানা। বাড়ির ভেতরটা হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল সবাই। তারপর ছোট একটা প্যাসেজ, অবশেষে সেলারে নামার কয়েকটা ধাপ। দরজায় সজোরে তিনবার নক করা হলে, শুনতে পেল রানা। কবাট উন্মুক্ত হবার আওয়াজ পেল। মৃদু ধাক্কা লাগল

নে, দরজা টপকে ভেতরে ঢুকল ও। দাঁড়িয়ে থাকল একা, শব্দ শুনে বুঝল মে বোল্ট লাগানো হলো।

'হুডটা এবার তুমি খুলতে পারো,' ডাকের গলা, দরজার গায়ে ফুটো থেকে য়ে আসছে। ডান হাত দিয়ে হুডটা খুলল রানা। প্রায় খালি একটা সেলার, কংক্রিটের মেঝে, কংক্রিটের দেয়াল। স্টীলের একটা বিছানায় বসে রয়েছে একটা মূর্তি, মাথা ও ঘাড় হুড দিয়ে ঢাকা। দরজায় দু'বার নক করা হলো। যেন নির্দেশ পেয়ে বিছানার মূর্তিটা তার হুড খুলতে শুরু করল।

দরজার কাছে দাঁড়ানো দীর্ঘকায় লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সাইলাস মারভিন। পরনের রেনকোটটা অর্ধেক খোলা, বাঁ হাতে একটা ক্লিপ ধরে আছে। রানাও তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'হাই দেয়ার, মারভিন। ভাল আছ?' রানার গলায় আমেরিকান টান।

'কে আপনি?' ফিসফিস করল মারভিন।

'আমি? নেগোশিয়েটর। তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলাম আমরা। তুমি ভাল?'

'হ্যাঁ, আ-আমি···ভাল।'

তিন বার নক হলো দরজায়। হুডটা আবার মাথায় গলাল মারভিন। দরজা খুলে গেল। দাঁড়িয়ে আছে ডাক। মুখোশপরা, সশস্ত্র। 'দেখেছ তুমি। এবার হীরেগুলো দাও।'

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'তুমি তোমার কথা রাখবে, আমি আমার কথা রাখব।'

ক্লিপের চোয়াল দুটোর মাঝখানে পেন্সিলটা ঢোকাল রানা, ছেড়ে দিতে তারের সঙ্গে ওর কোমর থেকে ঝুলতে লাগল। কাঠের বাক্সটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল বুক থেকে, সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে আটকানো ছিল। বাক্সের মাঝখান থেকে চ্যাপ্টা ভেলভেট মোড়া প্যাকেটটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ডাকের দিকে। সেটা নিয়েই পিছনের এক লোকের হাতে পাচার করে দিল ডাক। তার হাতের অস্ত্র এখনও রানার দিকে তাক করা। 'বোমাটাও নেব আমি,' বলল সে। 'ওটা ফাটিয়ে বেরিয়ে যাবার পথ করে নেবে, তা হতে দিচ্ছি না।'

তার আর ক্লিপ একসঙ্গে দলা পাকিয়ে খোলা বাক্সের ফাঁকা জায়গায় গুঁজে রাখল রানা, খয়েরি পদার্থের ভেতর থেকে টেনে বের করল তারগুলো। তারের শেষ মাথায় কোন ডিটোনেটর নেই। নরম পদার্থের খানিকটা আঙুলে নিয়ে চাখল রানা। 'মারজিপ্যান আমার পছন্দ নয়, বড় বেশি মিষ্টি।'

বাক্সের ভেতর অবহেলার সঙ্গে ফেলে রাখা হাতে তৈরি বোমাটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ডাক। 'মারজিপ্যান?'

'লণ্ডনের সেরা।'

'তোমাকে আমি খুন করতে পারি, রানা!'

'পা, তবে আশা রাখি করবে না। প্রয়োজন নেই, ডাক। তুমি যা পেয়েছ। আমার ধারণা, প্রফেশনালরা বাধ্য না হলে খুন করে না। সময় নিয়ে শান্ত মনে হীরেগুলো পরীক্ষা করো, তারপর পালাও। আমাকে আর

ছেলেটাকে রেখে যাও এখানে, এক সময় ফোন কোরো পুলিসকে।'

দরজা বন্ধ করে বোল্ট লাগাল ডাক, কথা বলল ফুটো দিয়ে। 'তোমার সম্পর্কে একটা কথাই বলার আছে আমার, রানা। তোমার সাহস আছে।'

তারপর ফুটোটা বন্ধ হয়ে গেল। বিছানার দিকে ফিরল রানা, মারভিনের মাথা থেকে হুডটা খুলল। ছেলেটার পাশে বসল ও। 'তোমাকে সব কথা জানানো দরকার। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, এখান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরব আমরা। ও, ভাল কথা, তোমার মা ও বাবা তোমাকে তাঁদের ভালবাসা জানিয়েছেন।' ছেলেটার মাথায় হাত রেখে চুলগুলো এলোমেলো করে দিল ও।

নিজেকে সামলাতে পারল না, কেঁদে ফেলল মারভিন। তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল রানা। খানিক পর শান্ত হলো মারভিন, শুরু হলো তার একের পর এক প্রশ্ন। এতক্ষণ তার দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় পেল রানা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে, শরীরটা নোংরা লাগছে, তবে স্বাস্থ্যটা ভাঙেনি। তাকে ওরা ঠিকমত খাইয়েছে, ধোয়া কাপড়চোপড়ও দিয়েছে পরার জন্যে—শার্ট, নীল জিনস, আর চওড়া একটা লেদার বেল্ট। বেল্টটায় এমবস করা পিতলের বাকল্ রয়েছে। সবই ক্যাম্পিং-শপ থেকে কেনা, তবে নভেম্বরের ঠাণ্ডায় খুব কাজের জিনিস।

ওপর তলায় কি নিয়ে যেন ঝগড়া করছে কিডন্যাপাররা। ডাকই বেশি চিৎকার করছে। অস্পষ্ট, কথাগুলো বুঝতে পারছে না রানা। তবে বোঝা যাচ্ছে খুব রেগে গেছে সে। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল ওর। হীরেগুলো ও নিজে পরীক্ষা করেনি। আসল নকল ভাল করে চেনেও না। ভাবল, ওরা কি নকল হীরে দেবে? নাহ্, তা সম্ভব নয়।

ওদের ঝগড়াটা হীরে নিয়ে নয়। খানিক পর আবার শান্ত হলো সবাই। দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা জানালার সামনে একটা টেবিলে বসেছে, টেবিলটা ঢাকা হয়েছে একটা চাদর দিয়ে। চাদরের ওপর হীরেগুলো পড়ে রয়েছে। চারজনই লোভাতুর চোখে তাকিয়ে রয়েছে আনকাট ডায়মণ্ডের স্তূপটার দিকে। আফ্রিকান লোকটা একটা চামচের সাহায্যে স্তূপটাকে পঁচিশ ভাগে ভাগ করল। এক ভাগ টেবিলে রেখে বাকি চব্বিশ ভাগ একটা ক্যানভাস ব্যাগে ভরে ফেলা হলো। এরপর টেবিলের ওপর ঝুলে থাকা শক্তিশালী একটা স্পটল্যাম্প জ্বালল আফ্রিকান, পকেট থেকে বের করল একটা আইপীস। তার ডান হাতে রয়েছে একজোড়া চিমটে। প্রথম পাথরটা তুলে আলোর সামনে ধরল সে।

কয়েক সেকেণ্ড পর 'ঘোঁৎ' করল সে, মাথা ঝাঁকাল, পাথরটা ফেলে দিল মুখ খোলা ক্যানভাস ব্যাগে। টেবিলের ওপর এক হাজার হীরে রয়েছে, পরীক্ষা করতে ছ'ঘণ্টা লাগবে তার।

ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ছ'টা রাজ্যে ছ'জন তরুণ সিনেটর মিডিয়ার লোকজনকে লাঞ্চ খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁদের সবার বক্তব্য এক, বলার ভঙ্গি আলাদা হলেও। রাষ্ট্রীয় কাজে অবহেলা করছেন সাইরাস মারভিন, তিনি তাঁর

দক্ষতা হারাতে বসেছেন, কাজেই তাঁর উচিত পদত্যাগ করে ভাইস-প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া। ছ'জন সিনেটরই কংগ্রেসকে অনুরোধ জানালেন, এ-প্রসঙ্গে তাঁদের আলোচনায় বসা উচিত।

রানা জোর করায় বিছানায় শুল বটে মারভিন, কিন্তু ঘুমাতে পারল না। রানা বসে থাকল মেঝেতে, পিছনে শক্ত দেয়াল। ছেলেটা একের পর এক প্রশ্ন করছে, তা না হলে ঝিমুনি এসে যেত ওর।

'মি. রানা?'

'বলো।'

'আমার বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? সামনাসামনি?'

'অবশ্যই। উনিই তো আমাকে তোমার দাদিমা এমিলি আর মি. বোল্ড সম্পর্কে জানালেন।'

'কেমন আছে বাবা?'

'ভাল। উদ্বিগ্ন, অবশ্যই। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তুমি ওদের হাতে আটক হবার পরপরই।'

'মার সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'না, ওঁনাকে তখন হোয়াইট হাউসের ডাক্তাররা দেখছিলেন। তিনিও উদ্বিগ্ন, তবে ভাল আছেন।'

'ওরা কি জানে আমি ভাল আছি?'

'দু'দিন আগে ওঁদেরকে আমি জানিয়েছি যে তুমি বেঁচে আছ। ঘুম আসে কিনা চেষ্টা করে দেখো না।'

'দেখছি···এখান থেকে কবে নাগাদ আমরা বেরুতে পারব, আপনার কোন ধারণা আছে?'

'আমার আশা সকালে ওরা পালাবে। বারো ঘণ্টা পর যদি ফোন করে, কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে ব্রিটিশ পুলিস। ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করে ডাকের ওপর।'

'ডাক? সেই কি লিডার?'

ছেলেটার সব প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল রাত তিনটের দিকে। ঘুমিয়ে পড়ল জেগে থাকল, ওপর তলা থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট শব্দগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। প্রায় চারটের দিকে নক হলো দরজায়, পরপর তিনবার।

প্রায় লাভ দিয়ে বিছানা ছাড়ল মারভিন। ফিসফিস করে বলল, 'হুড!'

দু'জনেই হুড পরল মাথায়। সেলারে ঢুকল ডাক, পিছনে দু'জন লোককে নিয়ে। দু'জনের হাতে দুটো হ্যাণ্ডকাফ রয়েছে। মারভিন ও রানাকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলা হলো। দাঁড়াল ওরা। ওদের পিছনে দু'জোড়া হাতে একটা করে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো।

মাঝরাতের আগেই হীরেগুলো পরীক্ষা করার কাজ শেষ হয়েছে। বাকি সময় তারা তাদের আস্তানা পরিষ্কার করার পিছনে ব্যয় করছে। পালাবার আগে

আস্তানার কোথাও কারও হাতের ছাপ রেখে যাচ্ছে না।

মারভিনের গোড়ালি থেকে খুলে ফেলা হলো চেইনটা, পথ দেখিয়ে ওদেরকে তুলে আনা হলো ওপরতলায়, তারপর ওদেরকে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকল সবাই। ভলভো অপেক্ষা করছে। বুটের ভেতর কিডন্যাপারদের ব্যাগ রয়েছে, খালি কোন জায়গা নেই। রানাকে ধাক্কা দিয়ে পিছনের সীটে তোলা হলো, বাধ্য করা হলো মেঝেতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতে। কিডন্যাপারদের একজন ওর গায়ে একটা কম্বল চাপা দিল। খুব কষ্ট হচ্ছে রানার, তবে আশাবাদী হবার কারণ দেখতে পাচ্ছে।

ওদেরকে খুন করার জন্যে সেলারটা ছিল কিডন্যাপারদের জন্যে আদর্শ জায়গা। ওর প্রস্তাব ছিল ওদেরকে সেলারে বেঁধে রেখে যাবে তারা, বিদেশে কোথাও পৌঁছে ফোন করবে পুলিসকে, পুলিস এসে উদ্ধার করবে ওদের। বোঝাই যাচ্ছে, ওর প্রস্তাব গ্রহণ করেনি তারা। ও আন্দাজ করল, কিডন্যাপাররা চাইছে না তাদের আস্তানার খোঁজ পাক পুলিস, অন্তত এখুনি।

রানা অনুভব করল, পিছনের সীটে, ওর ওপরে, শুইয়ে রাখা হয়েছে মারভিনকে। ঠিকই ধারণা করেছে ও। তাকেও একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখেছে কিডন্যাপাররা। তাদের দু'জন পিছনে উঠে সীটের কিনারায় বসেছে, পা ফেলেছে রানার গায়ে। দৈত্যাকার লোকটা বসেছে ডাকের পাশে, গাড়ি চালাবে ডাক।

ডাকের নির্দেশে কিডন্যাপাররা সবাই ট্র্যাকসুট খুলে ফেলে দিল গ্যারেজের মেঝেতে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল ডাক, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে দরজা খুলল গ্যারেজের। গাড়ি-পথে বেরিয়ে ভলভোকে ঘুরিয়ে নিল সে, বেরিয়ে এল রাস্তায়। গাড়িটাকে কেউ দেখল না। ভোর হতে এখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি।

দু'ঘণ্টা একনাগাড়ে ছুটল ভলভো। কোন দিকে যাচ্ছে কোন ধারণা নেই রানার। তারপর এক সময় গতি হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। সময়টা পরে জানা যাবে, ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। আসার পথে এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনি। বিজনেস সুট পরা ভদ্রলোকরা শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেছিলেন। গাড়ি থামার পর পিছন দিকের একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেল রানা, ওর গা থেকে এক জোড়া পা তুলে নেয়া হলো। কেউ একজন ওর পা ধরে টেনে বের করে আনল গাড়ির বাইরে। হ্যাণ্ডকাফ পরা হাতের নিচে ভিজে ঘাসের স্পর্শ পেল ও। সম্ভবত কোন রাস্তার ধারে নামানো হয়েছে ওকে। ধীরে ধীরে বসল ও, তারপর পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। শুনতে পেল লোক দু'জন গাড়ির ভেতর ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

'ডাক,' ডাকল রানা। 'ছেলেটার কি হবে?'

ড্রাইভারের খোলা দরজার সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক, গাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'আরও দশ মাইল সামনে,' বলল সে। 'রাস্তার ধারে, ঠিক তোমার মত।'

গর্জে উঠল শক্তিশালী এঞ্জিন, কাঁকর আর ধুলো উড়িয়ে চলে গেল ভলভো। গাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই কাজ শুরু করল রানা।

হ্যাণ্ডকাফ পরাবার সময় কব্জির পেশী ও শিরাগুলো ফুলিয়ে রেখেছিল ও, যাতে ঢিল দিলে খানিকটা ফাঁক পাওয়া যায়। কাফ দুটো হাতের যতটা সম্ভব নিচে ঠেলে দিল ও, কব্জি দুটো পিঠের ওপর দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে নিতম্বের তলায় নিয়ে এল। এরপর বসল ঘাসের ওপর, হাঁটুর নিচে আনল কব্জি জোড়া, পা ছুঁড়ে খুলে ফেলল জুতোগুলো, জোড়া লাগা হাতের ভেতর দিয়ে পা দুটো গলাল, একটার পর অপরটা। কব্জি দুটো ওর সামনে চলে আসার পর মাথা থেকে টেনে খুলে ফেলল হুডটা।

রাস্তাটা লম্বা, সরু, সোজা ও ভোরের আবছা আলোয় সম্পূর্ণ নির্জন। বুক ভরে বাতাস টেনে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। আশপাশে কোন বাড়ি-ঘর নেই। জুতো জোড়া পরল তাড়াতাড়ি, তারপর ছুটল—যেদিকে গাড়িটা গেছে।

দু'মাইল ছোটার পর রাস্তার বাম দিকে একটা গ্যারেজ দেখতে পেল রানা। পাশে একটা হাতে চালানো পাম্প ও অফিস। কয়েকবার লাথি মারতে অফিসের দরজা ভেঙে গেল। ফোনটা দেখল অ্যাটেনড্যান্ট-এর চেয়ারের পিছনে। দু'হাতে ধরে রিসিভার তুলল ও, কানের কাছে তুলে দেখল ডায়াল টোন আছে কিনা। রিসিভার একপাশে রেখে জিরোওয়ান-এ ডায়াল করল, তারপর ডায়াল করল কেনসিংটন ফ্ল্যাটের ফ্ল্যাশ লাইনের নম্বরে।

দশ

লণ্ডনে মহা আলোড়ন তুঙ্গে উঠতে সময় লাগল তিন সেকেণ্ড। কেনসিংটন এক্সচেঞ্জে একজন এঞ্জিনিয়ার ট্রান্সমিটিং নাম্বার ট্রেস করতে সময় নিল নয় সেকেণ্ড। মার্কিন দূতাবাসের বেসমেন্টে ইএলআইএনটি এঞ্জিনিয়ার হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিল, কারণ তার মুখের ওপর লাল ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠেছে, হেডসেটে শোনা যাচ্ছে একটা ফোন বাজার আওয়াজ। অফিসে বসে ঝিমুচ্ছিলেন টিমোথি গার্ড, সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যান, লাফাতে লাফাতে লিসেনিং-পোস্টে চলে এলেন তিনজনই।

'ওয়াল-স্পীকারে সাউণ্ড দাও,' খেঁকিয়ে উঠল জন এয়ারম্যান।

কেনসিংটন ফ্ল্যাটে রানার প্রিয় সোফায় বসে বসে ঝিমাচ্ছিল জুলিয়া। ফ্ল্যাশ ফোনটা পাশেই। রীড ঘুমাচ্ছে একটা আর্মচেয়ারে। ফোন বাজতেই আঁতকে উঠল জুলিয়া, বোকার মত চারদিকে তাকাল। প্রথম দু'সেকেণ্ড বুঝতেই পারল না কোন ফোনটা বাজছে। তারপর ফ্ল্যাশ লাইনের লাল বালবটা জ্বলতে দেখল সে। তৃতীয় বার রিঙ হচ্ছে, রিসিভার তুলল। 'ইয়েস?'

'জুলিয়া?' ভারি, ভরাট কণ্ঠস্বর; কার বলে দিতে হলো না।

'ওহ্, রানা!' হাঁপিয়ে উঠল জুলিয়া। 'তুমি ভাল আছো?'

'রানা জাহান্নামে যাক! ছেলেটার খবর কি?' হুঙ্কার ছাড়লেন টিমোথি গার্ড, দূতাবাসের নিচে তাঁর গলা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

'আমি ভাল আছি। আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। সাইলাস মারভিনকে ছেড়ে দিচ্ছে. এতক্ষণে বোধহয় ছেড়ে দিয়েওছে। তবে রাস্তার আরও সামনে।'

'রানা, তুমি কোথায়?'

'ঠিক বলতে পারছি না। লম্বা একটা রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত একটা গ্যারেজে রয়েছি। ফোনের নম্বরটা পড়া যাচ্ছে না।'

'নম্বরটা হলো···,' কেনসিংটন একচেঞ্জে এঞ্জিনিয়ার বলল, '···পেয়েছি! সেভেন-সিক্স-ফাইভ-ওহ্-টু।'

তার সহকারী এরই মধ্যে ফোনে কথা বলতে শুরু করেছে মাইকেল অ্যাশটনের সঙ্গে। মাইকেল অ্যাশটন রাতটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেই কাটিয়েছেন।

'কোথাকার ফোন নম্বর এটা?' হিসহিস করে জানতে চাইলেন তিনি।

'দাঁড়ান···এখানে। টাবস ক্রস গ্যারেজ–এফোরহান-ড্রেডটোয়েনটিওয়ান-এ, ফেনী স্ট্র্যাটফোর্ড আর বাকিংহামের মাঝখানে।'

ঠিক ওই একই সময় একটা ইনভয়েস-প্যাড দেখতে পেল রানা, গ্যারেজের ঠিকানা লেখা। ঠিকানাটা জুলিয়াকে জানিয়ে দিল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ। জুলিয়া আর রীড ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল, ওখানে সিমন কার্ভার সিআইএ-র একটা গাড়ি রেখে গেছেন–যদি ওদের দরকার হয় ভেবে। গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেল ওরা দু'জন। রীড চালাচ্ছে, ম্যাপে চোখ রেখে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে জুলিয়া।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে দুটো স্কোয়াড কার নিয়ে রওনা হলেন মাইকেল অ্যাশটন, সঙ্গে ছ'জন অফিসার। একজোড়া বড় আকারের লিমুজিন বেরিয়ে এল গ্রসভেনর স্কয়্যারে, বহন করছে টিমোথি গার্ড, সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানকে। ওদের সঙ্গে ছ'জন এফবিআই এজেন্টও রয়েছে।

ফেনী স্ট্র্যাটফোর্ড আর বাকিংহামের মাঝখানে বারো মাইল রাস্তার প্রায় পুরোটাই সরল একটা রেখার মত, চলে গেছে খেত ও গাছপালার ভেতর দিয়ে, আশপাশে কোন গ্রাম বা বাড়ি-ঘর নেই। পশ্চিম দিকে ছুটছে রানা, যে দিকে অদৃশ্য হয়েছে কিডন্যাপারদের গাড়িটা। কালো মেঘের ভেতর থেকে ভোরের প্রথম আভা ফুটতে শুরু করেছে, দৃষ্টিসীমা ধীরে ধীরে বেড়ে তিনশো গজে দাঁড়াল, এই সময় একহারা কাঠামোটাকে আবছা আলোর ভেতর দিয়ে ছুটে আসতে দেখল রানা, সেই সঙ্গে একাধিক এঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। দুটো গাড়ি, তার মধ্যে একটা ব্রিটিশ পুলিস কার, ওগুলোর পিছনে রয়েছে একজোড়া কালো আমেরিকান লিমুজিন, সবশেষে একটা অচিহ্নিত কোম্পানী কার।

গাড়িগুলোর আরোহীরা রাস্তার আরও সামনে ছুটন্ত মূর্তিটাকে দেখতে পায়নি। সাইলাস মারভিনও রানার মত তার হ্যাণ্ডকাফ পরা কব্জি দুটো শরীরের সামনে নিয়ে এসেছে, ছাড়া পাবার পর দৌড় শুরু করে পেরিয়ে এসেছে পাঁচ মাইল–রানার চেয়ে আধ মাইল বেশি। তবে সে কাউকে ফোন করেনি। এতদিন বন্দী থাকায় দুর্বল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে সে, হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার আনন্দে

আচ্ছন্ন বোধ করছে, ছোটার সময় রাস্তার একদিক থেকে আরেকদিকে চলে আসছে বারবার। ব্রিটিশ কারগুলোকে পাশ কাটিয়ে মার্কিন দূতাবাসের একটা গাড়ি রানার পাশে চলে এল।

'ছেলেটা কোথায়?' সামনের সীট থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন টিমোথি গার্ড।

লাল ও সাদা স্কোয়াড কার থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলেন মাইকেল অ্যাশটন, তিনিও একই প্রশ্ন করলেন। থামল রানা, ঘন ঘন বাতাস ভরল ফুসফুসে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তার সামনের দিকটা দেখিয়ে দিল। 'ওখানে!' হাঁপাচ্ছে ও।

এতক্ষণে তাকে ওঁরা দেখতে পেলেন। গাড়ি থেকে ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে পড়েছে সবাই, আমেরিকান আর ব্রিটিশ পুলিসের দলটা দুশো গজ দূরের মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। রানার পিছনে জুলিয়া আর রীডের গাড়ি তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রানা দাঁড়িয়ে পড়েছে, কারণ ওর আর করার কিছু নেই। অনুভব করল, ছুটে এসে ওর একটা হাত চেপে ধরল জুলিয়া। কিছু একটা বলল সে, কিন্তু পরে আর রানা মনে করতে পারবে না কথাটা কি ছিল।

সাইলাস মারভিন, উদ্ধারকারীরা তার দিকে ছুটে আসছে দেখে, ছোটার গতি কমাল। পুলিসের দলটা তার কাছ থেকে যখন একশো গজ দূরে, মারা গেল সে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে বলবে, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর ঝলকটা কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা জানাবেন, আলোটা আসলে টিকেছিল মাত্র তিন মিলি-সেকেণ্ড, তবে এ-ধরনের আলোর ঝলকানি মানুষের চোখের রেটিনা পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারে। আলোর ঝলকটার সঙ্গে আগুনের যে বলটা উদয় হলো সেটার স্থায়িত্ব ছিল আধ সেকেণ্ড, শরীরের গোটা কাঠামোটাকে গ্রাস করে ফেলল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের চারজন, সবাই অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সহজে ঘাবড়ানোর মানুষ নন, পরে দৃশ্যটা বর্ণনা করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাঁদের ভাষ্য অনুসারে, সাইলাসকে যেন ছোঁ দিয়ে রাস্তা থেকে তুলে নেয়া হয়, ছুঁড়ে দেয়া হয় বিশ গজ দূরে তাঁদের দিকে, ছেঁড়া ও তোবড়ানো একটা পুতুলের মত, পাগুলো যেন উড়ছে, পরমুহূর্তে দেখা গেল হাড় ভাঙা হাত-পা নিয়ে গড়াগড়ি ও মোচড় খাচ্ছে। বিস্ফোরণের ধাক্কাটা সবাই তাঁরা অনুভব করেন।

সবাই একমত হয়ে বলবেন, ঘটনাটা স্মরণ করে, সব কিছু যেন স্লো মোশনে ঘটতে শুরু করেছিল, হত্যাকাণ্ডের আগে ও পরে।

ওখানে মাইকেল অ্যাশটন রয়েছেন, পাথুরে একটা মূর্তি, কাগজের মত ফ্যাকাসে, বিড়বিড় করছেন বারবার, 'গড, ওহ্ গড, ওহ্ মাই গড!' যেন থামার কথা ভুলে গেছেন তিনি। একজন এফবিআই এজেন্ট রাস্তার ওপর হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু করল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে একবার চিৎকার করে উঠল জুলিয়া, তারপর রানার পিঠে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল। ওদের দু'জনের পিছনে রয়েছে জন [illegible] বমি করছে একটা গর্তে।

পরে সবাই বলবে, রানাকে স্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। আর সব লোকের কাছ থেকে একটু দূরে ছিল ও, তবে কি ঘটেছে সবই চোখে পড়েছে ওর। অবিশ্বাসে এদিক ওদিক মাথা নেড়েছে ও, ফিসফিস করে বলেছে, 'না···না···না···।'

আঘাতের ঘোর প্রথম কাটিয়ে উঠল একজন প্রৌঢ় ব্রিটিশ সার্জেন্ট। ষাট গজ দূরে পড়ে থাকা অবশিষ্ট শরীরটার দিকে ছুটল সে। তাকে অনুসরণ করল এফবিআই-এর কয়েকজন এজেন্ট। তাদের মধ্যে টিমোথি গার্ডও রয়েছেন, কাঁপছেন থরথর করে। তাঁর পিছু নিলেন মাইকেল অ্যাশটন ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তিনজন অফিসার। লাশটার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা। তারপর তাঁদের অভিজ্ঞতা ও ট্রেনিং কাজ শুরু করল।

'সবাই সরে যান, প্লীজ,' বললেন মাইকেল অ্যাশটন, এমন এক সুরে যে তর্ক করার সাহস হলো না কারও। 'সাবধানে পা ফেলুন।'

সবাই তাঁরা গাড়ির কাছে ফিরে এলেন।

'সার্জেন্ট, ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করো। সিইও-কে এখানে চাই আমি, হেলিকপ্টার নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসুক। ফটোগ্রাফার, ফরেনসিক-ফুলহাম-এর সবচেয়ে ভাল টিম। তোমরা···,' দ্বিতীয় গাড়ির লোকদের উদ্দেশে, '···রাস্তার দু'দিকে চলে যাও। বন্ধ করো রাস্তাটা। স্থানীয় পুলিসকে ডাকো-এদিকে গ্যারেজের কাছে, ওদিকে বাকিংহামে ব্যারিয়ার চাই আমি। আমার অনুমতি ছাড়া রাস্তার এই অংশে কেউ ঢুকবে না, পরবর্তী নোটিস না দেয়া পর্যন্ত।'

পঞ্চান্ন মিনিট পর রাস্তার পাশের ফাঁকা মাঠে একটা মেট্রোপলিটান পুলিস হেলিকপ্টার নামল। ছোটখাট এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছে, নাম ফিনলে উইলসন, চীফ এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টদের একজন। মাইকেল অ্যাশটন তাঁর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বললেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হেলিকপ্টার থেকে দশ-বারোজন লোক নামল, তাদেরকে নির্দেশ দিলেন ফিনলে উইলসন। ওরা সবাই ফুলহাম ফরেনসিক ল্যাবরেটরি থেকে এসেছে। সময় নষ্ট না করে নিজেদের কাজ শুরু করে দিল তারা।

এ-সবের আগে, লাশের কাছ থেকে পিছু হটে, রানার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন টিমোথি গার্ড। 'ইউ বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চেপে হিস হিস করে উঠলেন তিনি। দু'জনেই প্রায় সমান লম্বা, পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। 'সব আপনার দোষ। একা আপনি দায়ী। এবং এর জন্যে আপনাকে আমি উচিত শিক্ষা দেব।'

হঠাৎ ছুটে এসে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলেন তিনি। রানা ঠেকায়নি, শুধু সরে গেল এক পাশে। তাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেলেন টিমোথি গার্ড, প্রায় ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে আছাড় খেলেন। পুলিসের দু'জন লোক এসে রাস্তা থেকে তুলল তাঁকে। ছুটে এলেন মাইকেল অ্যাশটন আর সিমন কার্ভার। সবাই মিলে শান্ত করল তাঁকে। 'গাড়িতে তুলুন ওকে,' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'দেখবেন যেন পালাতে না পারে!'

রানাকে এভাবে আঘাত করতে যাওয়াটা মাইকেল অ্যাশটন পছন্দ করতে পারলেন না। ওকে আমেরিকানদের গাড়িতে তোলা হলো, এটাও তাঁর ভাল লাগল না। তবে নিজের অসহায়ত্বও অনুভব করতে পারলেন। সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানের ডিপ্লোম্যাটিক মর্যাদা রয়েছে। পনেরো মিনিট পর ওদেরকে তিনি লণ্ডনে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন, তবে বলে রাখলেন যে জবানবন্দী নেয়ার জন্যে রানাকে তাঁর দরকার হবে। ওরা চলে যাবার পর গ্যারেজ থেকে হোম সেক্রেটারিকে তাঁর বাড়িতে ফোন করলেন তিনি।

হোম সেক্রেটারি প্রাচীন রাজনীতিক, খবরটা তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করলেও, দিশেহারা করতে পারল না। 'মি. অ্যাশটন,' জানতে চাইলেন তিনি, 'ঘটনার সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনভাবে জড়িত কিনা?'

'না, মি. হোম সেক্রেটারি। মি. রানা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবার পর গোটা ব্যাপারটাই তাঁর দায়িত্ব ছিল। তিনি যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছেন—ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের কাউকেই জড়াননি। যা করার একা করতে চেয়েছিলেন তিনি, এবং ব্যর্থ হয়েছেন।'

'আই সী,' হোম সেক্রেটারি বললেন। 'এখুনি আমার প্রাইম মিনিস্টারকে জানাতে হবে। শুনুন, আপাতত যে-কোন মূল্যে মিডিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখুন। এক সময় তো বলতেই হবে যে সাইলাস মারভিনকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে এখনই নয়। আমার সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখবেন, প্লীজ।'

জন এয়ারম্যান ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসনকে টেলিফোন করে খবরটা দিলেন। ওয়াশিংটনে ভোর পাঁচটা, ঘুম থেকে জেগে রিসিভার তুললেন তিনি, ভাবছেন সাইলাস মারভিনের মুক্তিলাভের খবর দেয়া হবে তাঁকে। জন এয়ারম্যানের কথা শুনে কয়েক সেকেণ্ড বোবা হয়ে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কিন্তু কিভাবে? কেন? ইন গড'স নেম, হোয়াই?'

'আমরা জানি না, স্যার,' লণ্ডন থেকে বললেন জন এয়ারম্যান। 'ছেলেটাকে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হয়। আমাদের দিকে ছুটে আসছিল সে, নব্বুই গজ দূরে, এই সময় ব্যাপারটা ঘটে। কি ঘটেছে, এমনকি তা-ও আমরা জানি না। তবে সে মারা গেছে, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

এক ঘণ্টার মধ্যে মীটিঙে বসল কমিটি। খবরটা শোনার পর সদস্যরা সবাই অসুস্থবোধ করলেন। প্রশ্ন উঠল, প্রেসিডেন্টকে কে জানাবেন। কমিটির চেয়ারম্যান ভাইস-প্রেসিডেন্ট, তিক্ত দায়িত্বটা তাঁর কাঁধেই চাপল। চব্বিশ দিন আগে তাঁকেই প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করেছিলেন, 'আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনো।'

থমথমে চেহারা, বিষণ্ন মন, হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং-এ চলে এলেন পিটার হ্যারিসন। প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিনের ঘুম ভাঙানোর প্রয়োজন হলো না, আজকাল রাতে তাঁর ঘুম খুব কমই হয়। প্রথমে তাঁকে খবর দেয়া হলো যে নিচ তলায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

খানিক পরই ইয়েলো ওভাল রুমে হেঁটে এলেন প্রেসিডেন্ট। ভেতরে ঢুকে

ভাইস-প্রেসিডেন্ট দেখলেন বিশাল রিসেপশন রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ভেতরে ঢুকেও চুপ করে থাকলেন পিটার হ্যারিসন।

প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট, আশা করছেন ছেলের মুক্তিলাভের খবর দিতে এসেছেন পিটার হ্যারিসন। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর মুখ খুললেন তিনি, 'কি ব্যাপার, পিটার?'

'ওকে···সাইলাসকে···পাওয়া গেছে। ও···ও মারা গেছে।'

প্রেসিডেন্ট নড়লেন না, তাঁর একটা পেশীও নড়ল না। আবার যখন কথা বললেন, স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, কোন ভাবাবেগের চিহ্নমাত্র নেই। 'আমাকে একা থাকতে দাও, প্লীজ।'

ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। দরজা বন্ধ করে সিঁড়ির দিকে এগোলেন তিনি। পিছনে তীক্ষ্ণ একটা কান্নার আওয়াজ পেলেন, মাত্র একবার। যেন আহত একটা পশু গুঙিয়ে উঠল। শিউরে উঠলেন পিটার হ্যারিসন, যেমন হাঁটছিলেন তেমনি হাঁটতে লাগলেন।

হলে দেখা হলো সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্টের সঙ্গে, তার হাতে একটা রিসিভার। 'ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট,' বলল সে।

'আমি ধরছি। হ্যালো, দিস ইজ পিটার হ্যারিসন। হ্যাঁ, প্রাইম মিনিস্টার, এইমাত্র তাঁকে জানালাম। না, আপাতত তিনি কোন ফোন ধরবেন না।···না।'

'বুঝতে পারি,' অপরপ্রান্ত থেকে বললেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। 'আপনার কাছে কাগজ আর কলম আছে?'

'বলুন, আমি লিখছি।' কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। প্রধানমন্ত্রী যা বললেন লিখলেন তিনি।

কাগজের টুকরোটা আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর পেলেন সাইরাস মারভিন। এখনও তিনি সিল্ক আলখেল্লা পরে আছেন, বসে আছেন নিজের অফিসে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নতুন আরও একটা দিনের শুরুটা দেখছেন। তাঁর স্ত্রী বেডরুমে ঘুমাচ্ছেন, ঘুম থেকে জাগার আরও অনেক পরে জানবেন তিনি। কাগজটা পেয়ে ভাঁজ খুললেন প্রেসিডেন্ট। তাতে শুধু লেখা—সেকেণ্ড বুক অভ স্যামুয়েল, এইটিন: থারটিথ্রী।

কয়েক মিনিট পর চেয়ার ছেড়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিন, ক্লান্ত পায়ে বুক শেলফের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পারিবারিক বাইবেলটা নামিয়ে খুললেন তিনি। তারপর পড়লেন।

'অ্যাণ্ড দা কিং ওয়াজ মাচ মুভড, অ্যাণ্ড ওয়েন্ট আপ টু দা চেম্বার
ওভার দা গেট, অ্যাণ্ড ওয়েপ্টগু
অ্যাণ্ড অ্যাজ হি ওয়েন্ট, দাস হি সেইড, ও মাই সান
অ্যাবসালোম, মাই সান, মাই সান অ্যাবসালোম! উড গড আই হ্যাড
ডাইড ফর দী, ও অ্যাবসালোম, মাই সান, মাই সান!'

***

শত্রু বিভীষণ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

ঠিক যেখানটায় বিস্ফোরণ ঘটেছে তার চারদিকে একশো গজ পর্যন্ত টেপ দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো। মেট্রোপলিটান পুলিস বিভাগের এক্সপ্লোসিভ অফিসাররা জায়গাটার প্রতিটি ইঞ্চিতে হামাগুড়ি দিলেন, সঙ্গে থাকল প্লাস্টিকের ব্যাগ আর টুইজার। কাপড়ের প্রতিটি সুতো, লেদারের প্রতিটি কণা খুঁটিয়ে তোলা হলো। ওগুলোর কোনটার সঙ্গে লেগে আছে চুল, টিস্যু বা অন্য কিছু। ঘাসের কোন ডগায় কিছু লেপ্টে থাকলে সেটাও ভরা হলো ব্যাগে। আলট্রা-ফাইন-টিউনড্ মেটাল ডিটেকটর রাস্তার প্রতি স্কয়্যার সেন্টিমিটার কাভার করল, পুকুর আর আশপাশের খেতগুলোও বাদ পড়ল না–পাওয়া গেল প্রচুর পেরেক, টিন ক্যান, মরচে ধরা স্ক্রু, নাট-বল্টু ইত্যাদি।

বাছাই করার কাজ পরে হবে। আটটা বড় আকারের প্লাস্টিক ডাস্টবিন ভরে উঠল অসংখ্য স্বচ্ছ প্লাস্টিক ব্যাগে। ডাস্টবিনগুলো প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হলো লণ্ডনে। বিশেষ মনোযোগ দেয়া হলো যেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় মারা গেছে সাইলাস মারভিন, তারপর গড়িয়ে এসে যেখানটায় থেমেছে তার লাশ। লাশ সরাবার অনুমতি পাওয়া গেল চার ঘণ্টা পর।

প্রথমে সম্ভাব্য সব দিক ও দূরত্ব থেকে ফটো তোলা হলো লাশের। লাশের পাশে প্রতিটি ঘাস পরীক্ষা করা হলো, সযত্নে কেটে ভরা হলো ব্যাগে। যখন শুধু লাশের নিচের ঘাস পরীক্ষা করা বাকি, চীফ এক্সপ্লোসিভ অফিসার শুধু তাঁর লোকজনকে সাইলাস মারভিনের দিকে হেঁটে যাবার অনুমতি দিলেন।

লাশের পাশে একটা বডি-ব্যাগ মেলা হলো। সাইলাস মারভিনের অবশিষ্টাংশ ধীরে ধীরে তোলা হলো সেটার ওপর। তাকে ভেতরে রেখে মুড়ে ফেলা হলো ব্যাগটা, চেইন টেনে বন্ধ করা হলো মুখ, তারপর স্ট্রেচারে তোলা হলো। লাশ নিয়ে রওনা হয়ে গেল একটা হেলিকপ্টার, পোস্ট-মর্টেম ল্যাবরেটরিতে যাবে।

সারাটা দিনই লণ্ডন আর ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনা চলল কিভাবে খবরটা মিডিয়াকে দেয়া যায়। সিদ্ধান্ত হলো, বিবৃতিটা আসতে হবে হোয়াইট হাউস থেকে, ঘটনার সত্যতা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করবে লণ্ডন। বিবৃতিতে বলা হবে মুক্তিপণ ও জিম্মি বিনিময়ের একটা আয়োজন করা হয়েছিল। কিডন্যাপারদের শর্ত ছিল, গোটা ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রাখতে হবে। মুক্তিপণ দেয়া হয়, কিন্তু কিডন্যাপাররা তাদের কথা রাখেনি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ [illegible] ফোন পেয়ে বাকিং-হামশায়ারের এক রাস্তায় যায়.

সেখানে নিহত অবস্থায় দেখতে পায় সাইলাস মারভিনকে। ব্রিটিশ রাজপরিবার, সরকার ও জনগণের তরফ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করা হচ্ছে।

বিবৃতিটা পড়ে শোনালেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন, তারপর গম্ভীর সুরে বললেন, 'মিডিয়া এবার আমাদের ছাল তুলবে।'

'এখন আর এ-কথা বলে লাভ কি,' মন্তব্য করলেন এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ম্যাক সুলেভান। 'আপনিই তো রানাকে চেয়েছিলেন।'

'আসলে তোমরা রানাকে চেয়েছিলে!' প্রায় ধমকে উঠলেন পিটার হ্যারিসন, তাকালেন সিআইএ চীফ ডান কপারফিল্ড আর ডেপুটি ডিরেক্টর ভিক্টর এসকারভাইলের দিকে। সিচুয়েশন রূমে তাঁরাও আজ উপস্থিত রয়েছেন। 'ভাল কথা, ব্যর্থ ভদ্রলোকটি এখন কোথায়?'

'ওঁকে আটক করা হয়েছে,' ভিক্টর এসকারভাইল বললেন। 'দূতাবাসে, সার্বভৌম মার্কিন এলাকার ভেতর. ব্রিটিশরা ওঁকে রাখতে দিতে রাজি হয়নি। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস সারে-র একটা বাড়ি ধার দিয়েছে, সেখানে রাখা হয়েছে।'

'এ-সব কেন কিভাবে ঘটল, সব তাঁকে ব্যাখ্যা করতে হবে,' রাগে হিসহিস করে উঠল অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবারের কণ্ঠস্বর। 'ডায়মণ্ড নেই, কিডন্যাপাররা পালিয়েছে, মারা গেছে নিরীহ ছেলেটা। আমরা কি জানি, ঠিক কিভাবে মারা গেল সে?'

'ব্রিটিশরা সেটা জানার চেষ্টা করছে,' বললেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেফ অ্যাটকিনসন। 'টিমোথি গার্ড বলছেন, যেন একটা বাজুকা আঘাত করে তাকে, তাদের সবার চোখের সামনে—অথচ বাজুকা বা সে-ধরনের কিছু কারও চোখে পড়েনি। আবার অনেকের মনে হয়েছে, ছেলেটা যেন কোন ল্যাণ্ডমাইনে পা ফেলেছিল।'

'ওরকম একটা ফাঁকা এলাকায়, রাস্তার মাঝখানে?' জানতে চাইলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন।

'আমি তো আগেই বলেছি, কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানাবেন।'

ম্যাক সুলেভান বললেন, 'আমি চাই, ব্রিটিশরা জেরা করার পর মি. রানাকে এখানে আনা হোক। তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা বলা দরকার।'

'আপনার ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সেদিকটা দেখছেন,' বললেন ভিক্টর এসকারভাইল।

'রানা যদি আসতে রাজি না হন?' জানতে চাইলেন অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স। 'তাঁকে কি জোর করে আনা যাবে?'

'হ্যাঁ, মি. অ্যাটর্নি জেনারেল, আমরা জোর খাটাতে পারি,' বললেন ম্যাক সুলেভান। 'টিমোথি গার্ড বিশ্বাস করেন, ব্যাপারটার সঙ্গে মি. রানাও কোনভাবে জড়িত থাকতে পারেন। কিভাবে জড়িত, আমরা তা এখনও জানি না। তবে

আমরা যদি একটা মেটেরিয়াল উইটনেস ওয়ারেন্ট ইস্যু করি, ব্রিটিশরা তাঁকে একটা প্লেনে তুলে দেবে।'

'আরও চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমরা, দেখব ব্রিটিশরা তাঁর কাছ থেকে কি আদায় করতে পারল,' সিদ্ধান্ত দিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন।

ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় বিবৃতিটা প্রকাশ করা হলো। প্রচণ্ড এক আলোড়ন উঠল যুক্তরাষ্ট্রে, ববি কেনেডি আর মার্টিন লুথার কিং আততায়ীর গুলিতে মারা যাবার পর এ-ধরনের ধাক্কা এর আগে খায়নি আমেরিকানরা। আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠল মিডিয়া, কিন্তু প্রেস সেক্রেটারি মাইক সেলার্স তাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না। মুক্তিপণ দেয়ার আয়োজন কে করেছিল? মুক্তিপণের পরিমাণ কি ছিল? নগদ টাকা, নাকি টাকার বদলে অন্য কিছু? কিভাবে তা হস্তান্তর করা হয়? কার হাত থেকে পায় কিডন্যাপাররা? মুক্তিপণ হস্তান্তর করার সময় কিডন্যাপারদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়নি কেন? মুক্তিপণ যাতে ছিল, সেটায় কি ছারপোকা রোপণ করা হয়? পুলিস কি কিডন্যাপারদের ভয় পাইয়ে দেয়, তাই পালাবার সময় ছেলেটাকে খুন করে গেছে তারা? ঠিক কি ধরনের অবহেলা দেখিয়েছে কর্তৃপক্ষ? হোয়াইট হাউস কি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে দায়ী করছে? তা যদি না করে, কারণ কি? যুক্তরাষ্ট্র গোটা ব্যাপারটা প্রথম থেকেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ওপর ছেড়ে দেয়নি কেন? কিডন্যাপারদের চেহারা সম্পর্কে কিছু জানা গেছে? কিংবা তাদের পরিচয় সম্পর্কে? ব্রিটিশ পুলিস কি তাদেরকে ধরার জন্যে প্রয়োজনীয় সূত্র পেয়েছে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন, এর যেন কোন শেষ নেই।

একই প্রতিক্রিয়া হলো ইংল্যাণ্ডেও। টিভি প্রোগ্রাম থামিয়ে 'বিশেষ খবর' হিসেবে প্রচার করা হলো বিবৃতিটা। বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল মানুষ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, হোম অফিস, ডাউনিং স্ট্রীট আর আমেরিকান এমব্যাসীর সুইচবোর্ড জ্যাম হয়ে গেল। রাত বাজে দশটা, প্রতিটি দৈনিকের রিপোর্টাররা কাজ সেরে বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত, এই সময় নির্দেশ এল সবার ছুটি বাতিল করা হয়েছে, ভোর পাঁচটার মধ্যে নতুন সংস্করণ বের করতে হবে। খবরের সন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটল তারা। পোস্ট-মর্টেম ল্যাবরেটরি, গ্রসভেনর স্কয়ার, ডাউনিং স্ট্রীট আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে মৌমাছির মত ভিড় করল সবাই। ভাড়া করা হেলিকপ্টার নিয়ে ফেনি স্ট্রাটফোর্ড আর বাকিংহামশায়ারের মাঝখানের খালি রাস্তার ওপর ঝুলে থাকল অনেকে, ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিয়ার আর পুলিস কারের ফটো তুলল তারা।

ব্রিটিশ পুলিসের কর্মকর্তা মাইকেল অ্যাশটন সিক্রেট সার্ভিসের একটা সেফ হাউসে রাত কাটালেন। বাড়িটা সারে-তে, ভেতরে ইন্টারোগেশন চালাবার প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট আছে। টিমোথি গার্ড, সিমন কার্ভার আর জন এয়ারম্যানও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। ওঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে মাইকেল অ্যাশটন কোন আপত্তি তোলেননি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যেখানে

যতটুকু সম্ভব আমেরিকানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। রানা যদি কোন তথ্য দেয়, তা দুই দেশের সরকারই পাবে। ওদের পাশের টেবিলে টেপ-রেকর্ডার চালু রয়েছে।

আবার প্রথম থেকে জেরা শুরু করলেন মাইকেল অ্যাশটন। কেনসিংটনের ফ্ল্যাট ছেড়ে কেন বেরুল রানা? রানার জবাব শুনে কটমট করে তাকালেন টিমোথি গার্ড।

'আপনার কি এরকম বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে মুক্তিপণ হস্তান্তর করার সময় কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করবে, যার ফলে বিঘ্নিত হবে সাইলাস মারভিনের নিরাপত্তা?' মাইকেল অ্যাশটন নিয়ম ধরে জেরা করছেন।

'ইন্সটিঙ্কট,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। চেয়ারে বসে আছে, তাকিয়ে আছে কব্জি কামড়ে থাকা হ্যাণ্ডকাফের দিকে।

'শুধুই ইন্সটিঙ্কট, মি. রানা?'

'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি, মি. অ্যাশটন?' মুখ তুলল রানা।

'প্রশ্নটা শুনলে বলতে পারব উত্তর দেব কিনা।'

'যে অ্যাটাচী কেসটায় ভরে ডায়মণ্ড দেয়া হয়। ওটায় ছারপোকা ছিল, তাই না?'

উপস্থিত সবার চেহারাতেই লেখা রয়েছে উত্তরটা।

'আমি যদি ওই কেসটা নিয়ে কিডন্যাপারদের কাছে যেতাম,' বলল রানা, 'তাহলে কি হত? ঠিকই ওরা ধরে ফেলত, আর ওখানেই খুন করত ছেলেটাকে।'

'আপনি ওটা নিয়ে যাননি, কিন্তু তারপরও তারা ওকে খুন করেছে!' দাঁতে দাঁত চাপলেন টিমোথি গার্ড।

'হ্যাঁ, করেছে।' কালো হয়ে আছে রানার চেহারা। দাড়ি কামানো হয়নি, খাওয়াও হয়নি। ক্লান্ত ও অসুস্থ লাগছে ওকে। 'স্বীকার করছি, তারা ওকে খুন করবে এ-কথা আমি ভাবিনি।'

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন মাইকেল অ্যাশটন। কেনসিংটন ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে উঠেছিল রানা, সেটার নাম বলল ও। জানাল রঁদেভোয় পৌঁছুবার জন্যে কি কি শর্ত দিয়েছিল ডাক, কিভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে সেখানে পৌঁছুল ও। পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসের অবস্থান খুঁটিয়ে জেনে নিলেন মাইকেল অ্যাশটন। রানা তাঁকে ভলভো সেলুনের নম্বর দিল। দু'জনেই একমত হলো, গাড়ির নম্বর প্লেট পাল্টানো হয়েছিল, পরে আবার সেটা খুলে ফেলা হয়েছে।

আকৃতিবিহীন ট্র্যাকসুট পরে ছিল লোকগুলো, সবার মুখে মুখোশ ছিল। একজনকে দেখেইনি রানা, সে আস্তানায় ছিল, ফোন পেলে বা সঙ্গীরা কেউ সময়মত না ফিরলে সাইলাস মারভিনকে খুন করার জন্যে। ডাক আর অস্ত্রধারী লোকটাকে দাঁড়ানো অবস্থায় যেরকম দেখেছে তার বর্ণনা দিল রানা। মাঝারি গড়ন, মাঝারি আকৃতি। স্করপিয়ন সাবমেশিন-গানটা চিনতে পেরেছিল ও।

পাশের কামরায় গিয়ে একটা ফোন করলেন মাইকেল অ্যাশটন। একদল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ভোর হবার আগেই ওয়্যারহাউসে পৌঁছুলেন। কয়েক ঘণ্টা

ধরে তল্লাশি চালাবার পরও তেমন কিছু পাওয়া গেল না। খানিকটা মারজিপ্যান আর ধুলোর ওপর চাকার দাগ ছাড়া।

কিডন্যাপারদের আস্তানা সম্পর্কে দু'ঘণ্টা জেরা করা হলো রানাকে।

পরদিন সকালে টেলিফোনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট করলেন মাইকেল অ্যাশটন. 'এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত, এমন কোন প্রমাণ আমরা পাচ্ছি না, মি. হোম সেক্রেটারি। তাঁকে আটকে রাখা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু এ ভদ্রলোক আমাদের সবাইকে ডুবিয়েছেন!' অস্থির হয়ে আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ডাউনিং স্ট্রীট থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছে তাঁর ওপর। নতুন সূত্র পেতে হবে।

'হ্যাঁ, ডুবিয়েছেন,' মাইকেল অ্যাশটন বললেন। 'তবে কিডন্যাপারদের আচরণ সম্পর্কেও ভাবতে হবে আমাদের, স্যার। ছেলেটাকে যদি খুন করারই ইচ্ছে ছিল, মুক্তিপণ পাবার আগে বা পরে করেনি কেন? ইচ্ছে করলে তারা তাদের আস্তানায়, আস্তানার বাইরে কোন রাস্তায়, নির্জন ইয়র্কশায়ারের জলাভূমিতে, যে-কোন সময় যে-কোন জায়গায় খুন করতে পারত। ছেলেটার সঙ্গে মি. রানাকেও। রহস্যময় ব্যাপার হলো, মি. রানাকে তারা মারল না কেন, আর ছেলেটাকে প্রথমে ছেড়ে দিল, তারপর খুন করল কেন। অবস্থা দেখে মনে হতে পারে তারা যেন চাইছিল দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি বলে মনে করা হোক তাদেরকে। সবাই যাতে হন্যে হয়ে তাদেরকে খুঁজতে শুরু করে।'

'ঠিক আছে, মি. রানাকে নিয়ে যা খুশি করুন আপনি,' বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'তাঁকে আর আমাদের দরকার নেই। উনি কি এখনও আমেরিকানদের হাতে?'

'বলা যায় টেকনিক্যালি, উনি স্বেচ্ছায় ওদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন,' ভেবে-চিন্তে, সাবধানে বললেন মাইকেল অ্যাশটন।

'ঠিক আছে, ওদেরকে বলে দিন স্পেনে বা যেখানে খুশি ফিরে যেতে পারেন তিনি।'

ওঁরা যখন কথা বলছেন, জুলিয়া গুডহোপ তখন কাতর আবেদন জানিয়ে নরম করার চেষ্টা করছে টিমোথি গার্ডকে। সারের বাড়িটাতেই রয়েছে সে, ড্রইংরুমে টিমোথি গার্ড ছাড়াও জন এয়ারম্যান ও সিমন কার্ভার উপস্থিত।

'কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার কারণটা কি তোমার?' এফবিআই কর্মকর্তা টিমোথি গার্ড জিজ্ঞেস করলেন। 'লোকটা আমাদের সর্বনাশ করেছে। এটা আমেরিকা হলে আমি ওর হাড়গোড় সব নিজের হাতে গুঁড়ো করতাম।'

'চিন্তা করে দেখুন,' বলল জুলিয়া, 'গত তিন হপ্তায় একমাত্র আমিই ওর সবচেয়ে কাছে ছিলাম। ও যদি কোন তথ্য চেপে রাখে বা কিছু গোপন করে রাখে, আমি হয়তো চেষ্টা করলে বের করতে পারব, স্যার।'

টিমোথি গার্ডকে ইতস্তত করতে দেখে জন এয়ারম্যান বললেন, 'আমি তো কোন ক্ষতি দেখি না।'

মাথা ঝাঁকালেন টিমোথি গার্ড। 'নিচে আছে সে। ত্রিশ মিনিট, মনে থাকে যেন।'

সেদিন বিকেলে নিয়মিত ফ্লাইট ধরে হিথরো থেকে ওয়াশিংটনে চলে এল

জুলিয়া গুডহোপ, ল্যাণ্ড করল ঠিক সন্ধের পরে।

দু'জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী সাইলাস মারভিনের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট লিখছেন। সন্ধের পর বসেছেন তাঁরা, লিখতে রাত কাবার হয়ে যাবে। ওই একই সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রূমে ঢোকার অনুমতি পেল জুলিয়া গুডহোপ। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সামনে উপস্থিত হবার আবেদন ব্যক্তিগতভাবে সেই জানিয়েছে, তার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। আবেদনটা সরাসরি এফবিআই চীফকে জানায় সে। এফবিআই চীফ ফোন করে কথা বলেন ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন মেয়েটাকে নিয়ে তিনি নিজেই আসছেন।

সিচুয়েশন রূমে ঢুকে জুলিয়া দেখল, এরইমধ্যে সবাই আসন গ্রহণ করেছেন। একা শুধু ভিক্টর এসকারভাইলকে অনুপস্থিত দেখা গেল, তিনি জরুরী কাজে জাপান সফরে গেছেন। ভয়ে বুকটা ধকধক করতে লাগল জুলিয়ার। এঁরা এ-দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ, দেখা পাওয়া যায় শুধু টিভি আর খবরের কাগজে। বড় করে একটা শ্বাস টানল সে, উঁচু করল মাথা, শান্ত পায়ে হেঁটে এল টেবিলের শেষ মাথায়। ইঙ্গিতে তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন। 'সীট ডাউন, ইয়ং লেডি।'

'শুনলাম তুমি নাকি চাও মি. রানাকে আমরা ছেড়ে দিই,' অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স বললেন। 'জানতে পারি, কেন?'

'জেন্টেলমেন,' নরম সুরে, সবিনয়ে বলল জুলিয়া, 'আমি জানি অনেকে মনে করেন সাইলাস মারভিনের মৃত্যুর সঙ্গে মি. রানা কোন না কোনভাবে জড়িত। আমি অনুরোধ করব, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন। ওই ফ্ল্যাটে তাঁর সঙ্গে আমি একুশ দিন ছিলাম, আমাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে—আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সাইলাস মারভিনকে সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় মুক্ত করার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন তিনি।'

'তাহলে পালালেন কেন?' জানতে চাইলেন ম্যাক সুলেভান, এফবিআই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। তাঁর একজন জুনিয়ার এজেন্ট সরাসরি কমিটিতে এসে কথা বলবে, ব্যাপারটা তিনি একদম পছন্দ করতে পারছেন না।

'কারণ উনি ফ্ল্যাট ছাড়ার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে খবর ফাঁস হবার দুটো ঘটনা ঘটে। কারণ হিংস্র জানোয়ারটার বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে তিন হপ্তা সাধনা করতে হয়েছিল তাঁকে, এবং সাধনায় তিনি সফল হয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভয় পেয়ে ছেলেটাকে মেরে রেখে পালিয়ে যাবার কথা ভাবছে ডাক। তাঁর সামনে একটাই পথ খোলা ছিল, নিরস্ত্র ও একা ডাকের সামনে পৌঁছুনো, ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের ফাঁকি দিয়ে।'

কয়েক সেকেণ্ড কেউ কথা বললেন না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ম্যাক সুলেভান 'তিনি জড়িত থাকতে পারেন, এ সন্দেহ থাকছেই। কিভাবে জড়িত তা নটা জানি না, তবে চেক করে দেখতে হবে।'

'তাঁর জড়িত থাকা সম্ভব নয়, স্যার,' বলল জুলিয়া। 'নে নে।

প্রস্তাব যদি তিনি নিজে দিতেন, তাহলে একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখান থেকে আপনারাই তাঁকে ডাকার সিদ্ধান্ত নেন। এমন কি প্রথমে তিনি আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণও করতে চাননি। স্পেনে তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে একা সময় কাটাচ্ছিলেন, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। কিডন্যাপারদের সঙ্গে যত কথা তাঁর হয়েছে, সব আপনারা শুনেছেন।'

'তিনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবার পর কি ঘটেছে, কিডন্যাপারদের সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছে, কিছুই আমরা জানি না,' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন বললেন। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আবার তাঁকে আমরা একটা রাস্তায় দেখি।'

'কিন্তু ওই সময় কেন তিনি কিডন্যাপারদের সঙ্গে হাত মেলাবেন?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'কারণ দুই মিলিয়ন ডলার অনেক টাকা,' বললেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার।

'কিন্তু ডায়মণ্ড নিয়ে পালাতেই যদি চাইতেন তিনি,' বলল জুলিয়া, 'আমরা তাহলে এখনও তাঁকে খুঁজতাম।'

'তবে একটা কথা,' অপ্রত্যাশিতভাবে মন্তব্য করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন। 'ভদ্রলোক একা এবং খালি হাতে কিডন্যাপারদের কাছে গিয়েছিলেন। অন্তত এই ব্যাপারটায় তাঁর সাহসের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে।'

'কিন্তু মি. গার্ডের সন্দেহ ভিত্তিহীন না-ও হতে পারে,' পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ এণ্ডারসন বললেন। 'হয়তো কিডন্যাপারদের সঙ্গে তাঁর গোপন একটা চুক্তি হয়েছে। ছেলেটাকে খুন করেছে তারা, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে গেছে, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ডায়মণ্ডগুলো। পরে দেখা হবে, তখন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করবে ওগুলো।'

'ভাগ করতে রাজি হবে কেন কিডন্যাপাররা?' গলায় জোর এসে গেছে জুলিয়ার, বুঝতে পেরেছে ভাইস-প্রেসিডেন্ট তার পক্ষে। 'ডায়মণ্ড তো তারা পেলই, তারপর মি. রানাকে খুন করলেই তো আর ভাগ দিতে হয় না। মি. রানা যদি চুক্তি করেও থাকেন, তিনি কি ওদেরকে বিশ্বাস করবেন—আশা করবেন, পরে ভাগ পাবেন ডায়মণ্ডের? আপনারা হলে কি করতেন? কিডন্যাপারদের বিশ্বাস করতেন?'

সবাই চুপ করে থাকলেন, কিডন্যাপারদের বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কামরার ভেতর কোন শব্দ নেই, সবাই চিন্তা করছেন।

'তাঁকে যদি ছেড়ে দেয়া হয়, কি করবেন তিনি?' জানতে চাইলেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার, 'ফিরে যাবেন স্পেনে, ছুটি কাটাতে?'

'না, স্যার, তিনি কিডন্যাপারদের পিছু নিতে চান। তিনি আমাকে বলেছেন, ওদেরকে শাস্তি দিতে না পারলে শান্তি পাবেন না।'

'অনেক হয়েছে, এবার তুমি থামো,' ধমকে উঠলেন ম্যাক সুলেভান। 'কিডন্যাপারদের পিছু নেবে, তাদেরকে শাস্তির জন্যে কোর্টে হাজির করবে এফবিআই, মাসুদ রানা নন।'

জুলিয়া এবার তার শেষ তুরুপটা খেলল। 'কিন্তু, স্যার, মি. রানা যদি

জড়িত না হন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি কিডন্যাপারদের কাছাকাছি গেছেন, দেখেছেন তাদের, কথা বলেছেন। আর যদি তিনি জড়িত হন, কোথায় গেলে কিডন্যাপারদের সঙ্গে দেখা হবে তা-ও একমাত্র তিনিই জানেন। এটা আমাদের জন্যে বিরাট একটা সূত্র হতে পারে।'

'তুমি বলতে চাইছ তাঁকে ছেড়ে দিই, তারপর নজর রাখি?' অ্যাটর্নি জেনারেল জানতে চাইলেন।

'না, স্যার। আমি বলতে চাইছি, তাঁকে ছেড়ে দিন, এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে দিন।'

'ইয়ং লেডি···,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকলেন। 'কি বলছ তুমি জানো? তোমার এই ভদ্রলোক আগেও মানুষ খুন করেছেন—বেশ, যুদ্ধে বা কমব্যাটে। কিন্তু তিনি যদি জড়িত হন, শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো তোমার লাশ দেখব।'

'আমি জানি, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এটাই তো আমার কথা। আমি জানি তিনি নির্দোষ। যদি আমার ভুল হয়, তবু ঝুঁকিটা নিতে চাই আমি।'

'হুম। ঠিক আছে, শহরে থাকো, মিস জুলিয়া গুডহোপ। তোমাকে আমরা জানাব। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা দরকার—নিরিবিলিতে,' বললেন পিটার হ্যারিসন।

সেদিনই সন্ধ্যায় প্রবল উত্তেজনায় আড়ষ্ট জুলিয়া গুডহোপকে তলব করা হলো হুভার বিল্ডিঙে। পথ দেখিয়ে ম্যাক সুলেভানের অফিসে নিয়ে আসা হলো তাকে, ইনি তার ডিপার্টমেন্টাল বস্। বসের মুখ থেকে হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্ত জানতে পারল সে।

'ঠিক আছে, এজেন্ট গুডহোপ, তুমি জিতেছ। এখানে একটা চিঠিতে বলা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে মি. রানাকে মুক্ত করতে পারো তুমি। তবে এবার তোমাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকতে হবে, ঠিক আঠার মত, প্রতিটি মুহূর্ত। তিনি কি করছেন, কোথায় যাচ্ছেন, সব তুমি মি. টিমোথি গার্ডকে জানাবে।'

'ইয়েস, স্যার। ধন্যবাদ, স্যার।'

প্লেন ধরার জন্যে সরাসরি ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে চলে এল জুলিয়া। ঠিক সেই মুহূর্তে, কয়েক মাইল দূরে, এণ্ড্রু এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করছে এয়ারফোর্স ওয়ান, লণ্ডন থেকে নিয়ে এসেছে সাইলাস মারভিনের লাশ। জুলিয়ার প্লেন ছাড়তে সামান্য একটু দেরি হলো। কারণ গোটা আমেরিকার জুড়ে প্রতিটি এয়ারপোর্টের সমস্ত তৎপরতা দু'মিনিটের জন্যে বন্ধ ছিল—প্রেসিডেন্ট তনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই দু'মিনিট মৌনতা পালন করা হয়।

ভোর বেলা হিথরোতে নামল জুলিয়া। খুনটা হবার পর আজ এটা চার দিনের ভোর।

সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল পিটার গুচের, টেলিফোনের আওয়াজে। ফোনটা মাত্র এক জায়গা থেকে করা হতে পারে, এখানকার নম্বর মাত্র একজনই জানে।

হাতঘড়ি দেখল গুচ, চারটে বাজে। ফোনে তাকে বিভিন্ন মার্কিন পণ্যের মূল্যতালিকা দেয়া হলো। সংখ্যাগুলোই আসলে সাংকেতিক অক্ষর। তালিকাটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসল গুচ, ধীরে ধীরে মেসেজের অর্থ উদ্ধার করল। মুখের ভেতরের দু'পাশ দাঁত দিয়ে কামড়াল সে। অতিরিক্ত একটা কাজ দেয়া হয়েছে তাকে, ব্যাপারটা আগে চিন্তা করা হয়নি। দেরি করা যাবে না।

লাশের সঙ্গে ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন অ্যামব্যাসাডর প্যাট্রিক হামফ্রে, লণ্ডনে ফিরে এসেই ব্রিটিশ ফরেন অফিসের একটা মেসেজ পেলেন তিনি। অদ্ভুত ব্যাপার, ফরেন সেক্রেটারি নন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান হোম সেক্রেটারি। ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, হোম অফিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন অ্যামব্যাসাডর।

নিজের অফিসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জন রাসকিন। কুশলাদি বিনিময়ের পর টেবিলের ওপর দুটো ম্যানিলা এনভেলাপ রাখলেন তিনি। 'এখানে দুটো রিপোর্ট রয়েছে,' অ্যামব্যাসাডর প্যাট্রিক হামফ্রেকে বললেন। 'আমি চাই, এখানে বসেই রিপোর্ট দুটো পড়ুন আপনি। আপনি যাবার আগে আমাদের আলোচনা করার দরকার হতে পারে।'

প্রথমটা এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টদের রিপোর্ট। সাইলাস মারভিন মারা গেছে বিস্ফোরণে। তার পেট আর মেরুদণ্ড প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরকটা ছিল ছোট, তবে অত্যন্ত শক্তিশালী, বিস্ফোরিত হয় নিতম্বের কাছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে বোমাটি তার শরীরেই ছিল। রিপোর্টে আরও অনেক কথা বলা হয়েছে, তবে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু নেই।

দ্বিতীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, বোমাটা লুকানো ছিল সাইলাস মারভিনের কোমর পেঁচিয়ে থাকা চওড়া লেদার বেল্টে। ডেনিম জিনস আর বেল্ট, দুটোই তাকে কিডন্যাপাররা দিয়েছিল।

বেল্টটা (ছিল) তিন ইঞ্চি চওড়া, দুই প্রস্থ গরুর চামড়া এক করে দু'দিকের কিনারা সেলাই করা হয়েছে। বেল্টের সামনে নকশাখচিত তামার বাকল, চার ইঞ্চি লম্বা, বেল্টের চেয়ে সামান্য বেশি চওড়া। তামার গায়ে একটা ষাঁড়ের মুখ খোদাই করা। দেখে নিরেট বলে মনে হলেও, বাকলটা আসলে ফাঁপা।

বিস্ফোরক হিসেবে দুই আউন্স সেমটেক্স ব্যবহার করা হয়েছে—পঁয়তাল্লিশ শতাংশ পেনটা টেট্রো ইথার নাইট্রেট, পঁয়তাল্লিশ শতাংশ আরডিএক্স, আর দশ শতাংশ প্লাস্টিসাইজার। বোমাটা বিস্কিট আকৃতির, তিন ইঞ্চি লম্বা, দেড় ইঞ্চি চওড়া, দুই প্রস্থ লেদারের ভেতর ঢোকানো ছিল।

প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের ভেতরে ছিল একটা মিনিয়েচার ডিটোনেটর, উদ্ধার করা হয়েছে ভ্যারটিব্রা বা কশেরুকার ভগ্নাংশ থেকে, যেটা পিলা বা প্লীহার ভেতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল। জিনিসটা তুবড়ে বিকৃত হলেও চেনা গেছে- জানা গেছে কোথাকার তৈরি।

এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটর থেকে একটা তার বেরিয়েছে, খানিক দূর গিয়ে ঢুকে পড়েছে একটা লিথিয়াম ব্যাটারিতে। ডিজিটাল ঘড়িতে শক্তি

যোগাবার জন্যে যে-আকৃতির ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, এটা সেগুলোর চেয়ে বড় নয়। জোড়া লাগানো চামড়ার ভেতর ফাঁকা ও ফাঁপা একটা জায়গায় ছিল সেটা। ওই একই তার চলে গেছে বাকলের ভেতর রাখা পালস-রিসিভারে। রিসিভার থেকে আরেকটা তার বেরিয়েছে, দুই প্রস্থ চামড়ার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে, প্রায় পুরোটা বেল্ট পর্যন্ত লম্বা—ওটা হলো এরিয়াল।

আকারে পালস-রিসিভারটা দেশলাইয়ের বাক্সের চেয়ে বড় হবার কথা নয়। ছোট একটা ট্র্যান্সমিটার থেকে পাঠানো সিগন্যাল রিসিভ করতে পারবে, সম্ভবত ৭২·১৫ মেগাহার্টজ-এ। ট্র্যান্সমিটারটা অবশ্যই অকুস্থলে পাওয়া যায়নি, তবে জিনিসটা সম্ভবত চ্যাপ্টা প্লাস্টিক বক্স প্যাকে ছিল, ক্র্যাশ-প্রুফ সিগারেট প্যাকেটের চেয়ে আকারে ছোট হবে। একটাই বোতাম থাকার কথা, ডিটোনেশনের জন্যে আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে। রেঞ্জ আন্দাজ করা হয়েছে, তিনশো গজের কিছু বেশি।

প্যাট্রিক হামফ্রের মুখ শুকিয়ে গেছে। 'গড, দিস ইজ স্যাটানিক!'

'খুবই জটিল টেকনোলজি,' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন। 'বাকিটুকু পড়ুন, প্লীজ।'

'কিন্তু কেন?' পড়া শেষ করে মুখ তুললেন অ্যামব্যাসাডর। 'ইন গড'স নেম, হোয়াই? আর কাজটা ওরা করলই বা কিভাবে?'

'কিভাবে ঘটল, এর একটাই ব্যাখ্যা দেয়া যায়। জানোয়ারগুলো ভান করে সাইলাস মারভিনকে ছেড়ে দিচ্ছে তারা। ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি, উল্টোদিক থেকে নির্দিষ্ট রাস্তায় পৌঁছে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। রাস্তা থেকে দুশো গজ দূরে কিছু গাছ আছে, মাঠের দিকে যেতে, সম্ভবত ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল। তারমানে রেঞ্জের ভেতর। ওদিকে পায়ের কোন ছাপ পাওয়া যায় কিনা দেখা হচ্ছে।'

'কেন, এর কোন ব্যাখ্যা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাঁরা কোন ভুল করছেন না। আমি চাই, আরও তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত রিপোর্টগুলো গোপন থাকুক।'

এনভেলাপ দুটো হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। 'এগুলো আমি কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি না,' বললেন তিনি। 'আজ বিকেলের ফ্লাইটে নিজেই নিয়ে যাব।'

তাঁকে নিচের তলা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'এই রিপোর্ট ফাঁস হয়ে গেলে কি ঘটতে পারে, আন্দাজ করতে পারছেন তো?'

'রায়ট বেধে যাবে, এমনকি যুদ্ধও বেধে যেতে পারে,' গম্ভীর সুরে বললেন অ্যামব্যাসাডর। 'সরাসরি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কিংবা ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করব আমি। তাঁরাই প্রেসিডেন্টকে জানাবেন। ওহ্ গড, এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে!'

হিথরোর কারপার্ক থেকে ভাড়া করা গাড়িটা নিয়ে সরাসরি সারে-র সেফ হাউসে চলে এল জুলিয়া। ওয়াশিংটন থেকে আনা তার চিঠিটা পড়ে কটমট করে তাকালেন টিমোথি গার্ড। 'তুমি ভুল করছ, এজেন্ট গুডহোপ। ডিরেক্টর জন

ওয়াইল্ডও মারাত্মক ভুল করছেন। নিচের ওই লোক যতটুকু স্বীকার করছে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে। সে ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হবার ভান করছে। আমার ধারণা, টাকার লোভ সামলাতে পারেনি সে। আমাদের উচিত হাতকড়া না খুলে তাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া।'

কিন্তু চিঠিতে সই করেছেন এফবিআই চীফ স্বয়ং। রানাকে নিচে থেকে আনার জন্যে লোক পাঠালেন টিমোথি গার্ড। ওপরে আনার আগে ওর হাতকড়া খুলে দেয়া হলো। এখনও রানা গোসল করেনি, দাড়ি কামায়নি। এফবিআই টিম সেফ হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার তোড়জোড় শুরু করল। দরজার কাছে পৌঁছে রানার দিকে ফিরলেন টিমোথি গার্ড। 'তোমাকে আর কোন দিন দেখতে চাই না, রানা। যদি দেখি, চোদ্দ শিকের ভেতর দেখব।'

লণ্ডনের পথে ছুটছে জুলিয়ার ভাড়া করা গাড়ি। ওয়াশিংটনে কি ঘটেছে, ব্যাখ্যা করল সে। তারপর বলল, 'রানা, খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে। ওই লোকগুলো নির্ঘাত হিংস্র জানোয়ার। ছেলেটাকে নিয়ে ওরা যা করেছে···।'

'গোটা ব্যাপারটা অযৌক্তিক, জুলিয়া,' বলল রানা। 'সেজন্যেই আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। ওদের প্রতিটি শর্ত পূরণ করা হয়। সমস্ত দাবি মেটানো হয়। ধরা পড়ার কোন ঝুঁকি ছিল না, নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারত। তাহলে ছেলেটাকে খুন করার জন্যে ফিরে এল কেন?'

'কারণ তারা স্যাডিস্ট,' বলল জুলিয়া। 'এ-ধরনের লোকদের মধ্যে দয়া বলে কিছু থাকে না, রানা। মানুষকে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পায় তারা। প্রথম থেকেই খুন করার ইচ্ছে ছিল তাদের···।'

'তাহলে সেলারে খুন করেনি কেন? কেন আমাকেও মারেনি? পিস্তল, ছুরি বা রশি পেঁচিয়ে নয় কেন?'

'তা বোধহয় কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না। যদি না তাদের ধরা যায়। কিন্তু কোথায় পালিয়েছে কে বলবে? তুমি এখন কি করবে বলে ভাবছ, রানা?'

'প্রথমে কেনসিংটন ফ্ল্যাটে চলো,' বলল রানা। 'ওখানে আমার জিনিস-পত্র আছে।'

'আমারও।' লাল সিগন্যাল বাতি দেখে গাড়ি থামাল জুলিয়া। ওদের সামনে দিয়ে আমেরিকান পতাকা উড়িয়ে ছুটে গেল কালো একটা ক্যাডিলাক। পিছনে বসে রয়েছেন অ্যামব্যাসাডর প্যাট্রিক হামফ্রে, একটা রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছেন, গাড়ি ছুটে চলেছে এয়ারপোর্টের দিকে। মুখ তুলে তাকালেন তিনি, ওদের দু'জনকে একবার দেখলেন, তবে চিনতে পারলেন না।

ফ্ল্যাটে এখনও রয়েছে জন রীড, গত কয়েকদিনের হাঙ্গামায় তার কথা যেন ভুলে যাওয়া হয়েছে। প্রভুকে ফিরে পেয়ে ভক্ত কুকুরের মত আহ্লাদে আটখানা হলো সে। তার কাছ থেকে জানা গেল, সকালের দিকে সিমন কার্ভার ক্লিনার পাঠিয়েছিলেন। তারা ঠিক ঝাড়ুদার নয়। সবগুলো ছারপোকা আর ওয়্যার-ট্যাপ খুলে নিয়ে গেছে। 'কোম্পানী'-র দৃষ্টিতে ফ্ল্যাটটা তাদের আর কোন কাজে আসবে না। নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে বলা

হয়েছে জন রীডকে, দরজার চাবি ফ্ল্যাটের মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে। জিনিস-পত্র গুছাতে যাচ্ছিল সে, এই সময় জুলিয়াকে নিয়ে ফিরে এসেছে রানা।

ঠিক হলো, সকাল পর্যন্ত থাকতে পারবে ওরা। ওদেরকে বসতে বলে বাজার করতে চলে গেল রীড। ফিরে এসে রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকল। ইতিমধ্যে গোসল সেরে দাড়ি কামাল রানা, তারপর খেতে বসল।

নিজেকে রানার হাতে তুলে দিয়েছে, এটা আর গোপন করার কোন ইচ্ছে নেই জুলিয়ার। রানা নিজের কামরায় একা হতেই সে-ও ভেতরে ঢুকল। ওদের হাসি, কথা বা প্রেম করার শব্দ যদি শুনতে পায় জন রীড, জুলিয়ার কিছু করার নেই। পরপর দু'বার রানার ও নিজের উত্তেজনা নিবারণ করল সে, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, গালটা লেগে থাকল রানার বুকে। তার নগ্ন ঘাড়ে একটা হাত রাখল রানা, ছোঁয়া পেয়ে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করল মেয়েটা।

রানা ক্লান্ত, কিন্তু ঘুম আসছে না। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে ও। ওয়্যারহাউসের লোকগুলোর মধ্যে কিছু একটা ছিল, অথচ ওর চোখে যেন ধরা পড়েনি। রাত আরও গভীর হতে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। ওর পিছনে দাঁড়ানো লোকটা, স্করপিয়ন ধরে রেখেছিল অভ্যস্ত সাবলীল ভঙ্গিতে। লোকটার দাঁড়ানোর বা অস্ত্র ধরার ভঙ্গির মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা বা অস্থিরতা ছিল না, ছিল না আড়ষ্ট কোন ভাব। পেশী ছিল শিথিল, চেহারায় ছিল আত্মবিশ্বাস, জানত এক পলকের মধ্যে অস্ত্রটা তাক করতে পারবে রানার দিকে। এ-সব বৈশিষ্ট্য আগেও অনেক মানুষের মধ্যে দেখেছে ও।

অন্ধকার ঘরে বিড়বিড় করল রানা, 'লোকটা একজন সৈনিক।' ঘুমের মধ্যে আওয়াজ করল জুলিয়া, 'উম'। আরও কি যেন একটা ছিল, দেখেও দেখেনি রানা। ভলভোর দরজা ঘেঁষে এগিয়ে বুটে ঢোকার সময়। কিন্তু চেষ্টা করেও ব্যাপারটা ধরতে পারছে না ও। ঘুম এসে গেল চোখে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের কামরায় চলে গেল জুলিয়া। তাকে হয়তো রানার কামরা থেকে বেরুতে দেখেছে জন রীড, তবে কোন মন্তব্য করেনি। তার প্রধান চিন্তা, অতিথিকে নাস্তা খাইয়ে কিভাবে খুশি করা যায়। 'কাল বাজার থেকে ডিম আনতে ভুলে গেছি,' বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল সে।

রানার বিছানায় ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল জুলিয়া। দেখে মনে হলো আরেক জগতে চলে গেছে রানা। অভ্যস্ত হয়ে গেছে জুলিয়া, এভাবে চিন্তা করতে দেখলে বিরক্ত করে না। কথা না বলে বেরিয়ে এল কামরা ছেড়ে। সিমন কার্ভারের ক্লিনাররা কোন কাজই করেনি, ফ্ল্যাটের সবগুলো কামরায় ধুলো জমে রয়েছে।

রানার উদ্বেগ ধুলো নয়। কামরার এক কোণে একটা মাকড়সা ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। একটা প্রায় নিখুঁত জালের শেষ দুটো 'সুতো' জোড়া লাগাল খুদে প্রাণীটি, চারদিকে তাকিয়ে দেখল জালের কোথাও কোন ত্রুটি আছে কিনা, তারপর জালের মাঝখানে সরে এসে অপেক্ষায় থাকল। কাল রাতে অনেক চেষ্টা করেও যা মনে করতে পারেনি রানা, মাকড়সার শেষ নড়াচড়া দেখে সেটা মনে পড়ে গেল ওর।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের রিপোর্ট দুটো নিয়ে বৈঠকে বসেছে হোয়াইট হাউস কমিটি। সদস্যরা সবাই উপস্থিত, অ্যামব্যাসাডর প্যাট্রিক হামফ্রে বসেছেন টেবিলের শেষ মাথায়।

একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে কপার ওয়্যারিং, ওগুলোর প্লাস্টিক মোড়ক, সেমটেক্স, পালস-রিসিভার, ব্যাটারি, তামার বাকল ও লেদারের কিনারায় সুতো, সবই সোভিয়েত রাশিয়ায় তৈরি। রিপোর্টে এ-কথাও বলা হয়েছে যে এ-সব জিনিস রাশিয়ায় তৈরি হলেও, বাইরের কারও পক্ষে ওগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। শুধু একটা বাদে। মিনিয়েচার ডিটোনেটরটা সোভিয়েত রাশিয়ার ভেতরে বা বাইরে কোথাও কিনতে পাওয়া যাবে না। আকারে পেপার-ক্লিপের চেয়ে বড় নয়, ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র সোভিয়েত স্পেস প্রোগ্রামে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, 'আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। ওরা কেন এ-কাজ করতে যাবে?'

'ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, ধরে নিতে হবে মি. রানাকে কিডন্যাপাররা বোকা বানিয়েছে। বোকা বানিয়েছে আমাদের সবাইকে,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

'প্রশ্ন হলো,' মাথা চুলকালেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার, 'এ-ব্যাপারে কি করব আমরা?'

'কাল মাটি,' পিটার হ্যারিসন বললেন। 'আগে অনুষ্ঠানটা শেষ হোক। তারপর চিন্তা করা যাবে কিভাবে আমরা রাশিয়ান বন্ধুদের সামলাব।' আজ প্রায় চার হপ্তা হলো অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি, উপলব্ধি করছেন প্রতিদিনই তাঁর কাঁধে বোঝার পরিমাণ একটু করে বাড়ছে। তবে স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, মন্ত্রীসভার সদস্যরা সবাই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

'প্রেসিডেন্ট কেমন আছেন?' জানতে চাইলেন অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইন লরেন্স। 'খবরটা···শোনার পর?'

'ডাক্তার বলছেন, খারাপ,' জবাব দিলেন পিটার হ্যারিসন। 'খুবই খারাপ। ছেলে কিডন্যাপ হওয়ায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। তার মৃত্যু সংবাদ বুলেটের মত ধাক্কা মেরেছে বুকে।'

'বুলেট' শব্দটি শুনে সবার মনে একটা চিন্তা খেলে গেল। যদিও সাহস করে কেউ তা প্রকাশ করলেন না।

পরদিন সকালে জুলিয়াকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া এলাকায় চলে এল রানা, তাকে একটা রেস্তোরাঁয় বসিয়ে রেখে ঢুকে পড়ল রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায়। লণ্ডন শাখার ইনচার্জ, শারমিন রহমান, ভেতরের একটা অফিস কামরার দরজা খুলে দিল—রানা এলে এখানেই বসে। শারমিন জানাল, বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে ওদের বস্ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন। আজ সকালেও ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলোর সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। এর আগে একদিন তিনি স্বয়ং

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। তিনি তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে সোহেল আহমেদকে লণ্ডনে পাঠাচ্ছেন, প্রয়োজনে লণ্ডন হয়ে ওয়াশিংটন যাবেন তিনি। রানা শুধু শুনে গেল, কোন মন্তব্য করল না। ও জানে, নিজের ব্যর্থতার জন্যে বসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে ওকে। কেন, কি কারণে ব্যর্থ হলো তার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে না পারলে আক্ষরিক অর্থেই ওর কান ধরে মুচড়ে দেবেন বস্। কাজেই এখুনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন ইচ্ছে ওর নেই, তার আগে নিজেকে ওর জানতে হবে কিভাবে কেন কি ঘটেছে।

সারা দুনিয়ার অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য রয়েছে রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায়। খুনী, ব্যাংক ডাকাত, গ্যাঙস্টার, ড্রাগ বিক্রেতা, আর্মস স্মাগলার, টেরোরিস্ট, কিডন্যাপার, অসৎ ব্যাংকার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আইনবিদ, রাজনীতিক আর পুলিস, সবাই আছে তালিকায়। ও কি চায় শোনার পর শারমিন জানতে চাইল, 'নির্দিষ্ট কোন সেকশন, মাসুদ ভাই?'

'মার্সেনারি,' বলল রানা।

'কোথাকার?'

'কঙ্গো, ইয়েমেন, দক্ষিণ সুদান, বায়াফ্রা, রোডেশিয়া।'

রেকর্ড রুমে নিয়ে এসে রানাকে চার-পাঁচটা ইস্পাতের ফাইলিং কেবিনেট দেখিয়ে দিল শারমিন। 'এগুলোর ভেতর পাবেন। আমি কি···?'

হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল রানা। রেস্তোরাঁয় বসে আছে জুলিয়া, এ-কথা মনে থাকলেও একটানা দু'ঘণ্টা কাজ করে গেল ও। একটা ফটো ওর মনোযোগ দাবি করল। ফটোতে চারজন লোক রয়েছে, সবাই শ্বেতাঙ্গ। একটা জীপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা, রাস্তার কিনারায় জঙ্গল দেখে মনে হচ্ছে আফ্রিকার কোন এলাকা। লোকগুলোর পিছনে আবছাভাবে কয়েকজন সৈনিককে দেখা যাচ্ছে, সবাই কালো। চারজনই বুট আর ক্যামোফ্লেজ কমব্যাট ইউনিফর্ম পরে আছে। মাথায় বুশ-হ্যাট। প্রত্যেকের হাতে বেলজিয়ান এফএলএন অটোমেটিক রাইফেল।

ফটোটা নিয়ে টেবিলে চলে এল রানা, স্পটল্যাম্পের নিচে রেখে চোখে শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলল। গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাকাতে এক লোকের হাতের উল্কি এবার স্পষ্টভাবে দেখার সুযোগ হলো। নকশাটা মাকড়সার একটা জাল, আঁকা হয়েছে বাম হাতের উল্টোদিকে। জালের মাঝখানে ওত পেতে বসে রয়েছে মাকড়সা।

ফাইলিং কেবিনেটগুলো আরেকবার পরীক্ষা করল রানা, তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেল না। নিজের অফিস কামরায় ফিরে এল ও, পিছু পিছু ঢুকল শারমিন। ফটোটা তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কারা এরা?'

ফটোর এক কোণে একটা সংখ্যা লেখা রয়েছে, সেটা দেখে নিয়ে কমপিউটরের বোতামে চাপ দিল শারমিন। স্ক্রীনে ফুটে উঠল পুরো একটা ফাইল। 'প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ফটোটা তোলা হয়েছে পুব কঙ্গোতে। সময়···উনিশশো চুয়াত্তরের শীতকাল। বাঁ দিকের লোকটা মারকাস ডেলা, ব্ল্যাক মারকাস–বেলজিয়ান মার্সেনারি।' মারকাস ডেলার ইতিহাস গড় গড় করে বলে

'ব্যাক তিনজন?'

'ডান দিকের লোকটাও বেলজিয়ান, কমাণ্ড্যান্ট বুদিয়ের।'

ওয়্যারহাউসের কথা মনে পড়ল রানার। ভলভোর দরজা ঘেঁষে এগোচ্ছিল ও, এই সময় সিগারেটের গন্ধ ঢোকে নাকে। মার্লবরো বা ডানহিল নয়। বাসটোস, বেলজিয়ান সিগারেট। ডাক সিগারেট খায় না, তার নিঃশ্বাসের গন্ধ নিয়েছে রানা।

'মাঝখানের লোকটা, মাথায় হ্যাট নেই, এ-ও একজন বেলজিয়ান,' বলল শারমিন। 'ওর নাম রজার মিল। একটা অ্যামবুশে মারা গেছে, কঙ্গোতে। কোন সন্দেহ নেই।'

'দৈত্যটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' হেসে ফেলল শারমিন। 'দৈত্যই বটে। কম করেও ছয় ফুট ছ'ইঞ্চি হবে। ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়েসে তোলা হয়েছে ফটোটা। বুশ-হ্যাটের ছায়া পড়ায় মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। মাথাটাও অন্য দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। বোধহয় সেজন্যেই ওর কোন নাম নেই এখানে। শুধু একটা ডাকনাম রয়েছে—ওল্ড বুল।'

শারমিন যা যা বলেছে সব একটা নোটবুকে লিখে নিয়েছে রানা। পাতা উল্টে একটা স্কেচ আঁকল ও, দেখাল শারমিনকে। 'এ-ধরনের কিছু দেখেছ কখনও?'

মাকড়সার জাল, তাকিয়ে থাকল শারমিন। জালের মাঝখানে বসে আছে মাকড়সা। 'উল্কি? এরকম তো অনেকই দেখেছি, মাসুদ ভাই।'

'চিন্তা করো,' বলল রানা। 'বেলজিয়াম—প্রায় সতেরো বছর আগে।'

'দাঁড়ান, এক মিনিট! ধ্যেত, ফ্লেমিশ ভাষায় মাকড়সাকে কি যেন বলে…অ্যারিগনি।'

রানা কি যেন ভাবছে।

'কালো মাকড়সার জাল, মাঝখানে লাল মাকড়সা, বাঁ হাতের পিছনে আঁকা…।' আবার বোতাম চাপ দিয়েছে শারমিন, স্ক্রীনে চোখ।

ওয়্যারহাউসে ফিরে গেছে রানা। ভলভোর খোলা প্যাসেঞ্জার-ডোরটাকে … ও, উঠবে বুটে। ওর পিছনে ডাক। ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটা ওকে দেখার জন্যে এক পাশে ঝুঁকে পড়েছে, মুখোশের ফুটোয় চোখ। লোকটা প্রকাণ্ডদেহী, বসে থাকা সত্ত্বেও গাড়ির ছাদ ছুঁই ছুঁই করছে মাথা। এক পাশে কাত হয়ে আছে, শরীরের ভর রেখেছে বাঁ হাতে। সিগারেট খাবার জন্যে হাতের … রেখেছে।

'… নামে ফিফথ কমাণ্ডো নামে মার্সেনারিদের একটা সংগঠন ছিল, সদস্যরা সবাই ব্যবহার করত এই উল্কি…।'

… ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে রাখলে অন্য কোন মেয়ে অপমান বোধ করত, … দেখে হাসল জুলিয়া। সে আসলে ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট, অপেক্ষার

সময় বিরক্ত হতে জানে না। টেবিলে বসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গাড়ি কখন ফিরিয়ে দেয়ার কথা?'

'আজ রাতে। ইচ্ছে করলে আরও দিন কয়েকের জন্যে ভাড়া নিতে পারি।'

'ওটা তুমি এয়ারপোর্টে ফিরিয়ে দিতে পারো?'

'হ্যাঁ, পারি। কেন?'

'আমরা ব্রাসেলস যাচ্ছি।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল জুলিয়ার। 'প্লেনে করে না গেলেই কি নয়? বাধ্য না হলে প্লেনে আমি চড়তে চাই না, রানা।'

'ঠিক আছে, ট্রেন আর হোভারক্র্যাফটে চড়ে যাব। ওখানে পৌঁছে একটা বেলজিয়ান কার ভাড়া করা যাবে। ভাল কথা, আমাদের টাকা দরকার। আমার সঙ্গে কোন ক্রেডিট কার্ড নেই।'

'ঠিক আছে, চিন্তা কোরো না। চেক বই আমার সঙ্গেই আছে। আমার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে কিনা, কমপিউটরকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে ওরা।'

ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে কোন অসুবিধে হলো না। ফেরার পথে রেডিও চালু করল জুলিয়া। মাত্র চারটে বাজে, এরই মধ্যে সন্ধে হয়ে আসছে লণ্ডনে। অনেক দূরে, আটলান্টিকের ওপারে, মারভিন পরিবার মাটি দিচ্ছে তাদের ছেলেকে।

দুই

জন্মস্থান প্রসপেক্ট হিল-এ কবর দেয়া হলো সাইলাস মারভিনকে। প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিন প্রাইভেসী চেয়েছিলেন, যেন মিডিয়াকেও ডাকা না হয়। তারপরও কয়েকশো লোক ভিড় করল কবরস্থানের চার ধারে। কবরের পাশে বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট, এক ফটোগ্রাফারের তোলা এই ছবিটা সারা আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেল। ছবিটায় সাইরাস মারভিনের এমন একটা মুখ দেখা গেল, আগে যা কেউ কখনও দেখেনি। এমন একজনের ছবি, যিনি বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছেন—অসুস্থ, ক্লান্ত, শোকে কাতর। এমন একজন মানুষ, যার আর কিছু সহ্য করার ক্ষমতা নেই, যে-কোন মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেবেন।

পরে কবরস্থানের গেটের সামনে স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, শোকাভিভূত আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন। কেউই কিছু বলার মত ভাষা খুঁজে পেলেন না। প্রেসিডেন্ট মাথা ঝাঁকালেন, যেন সবার মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছেন। প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনদের পর বন্ধু-বান্ধবদের পালা।

এঁরা সবাই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী। তাঁদের মধ্যে ছ'জন রয়েছেন

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, বিপদের সময় তাঁকে সাহায্য করার জন্যে গঠিত ক্রাইসিস কমিটির সদস্য।

হ্যাণ্ডশেক করার পরও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন, চেষ্টা করলেন কিছু বলার। কিন্তু না, তাঁর মুখেও কোন কথা যোগাল না। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, বন্ধুকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন সামনে, তাঁর নত মাথায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ এণ্ডারসনও বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি জানালেন করুণ চোখে তাকিয়ে থেকে।

সেভাইল লরেন্স, অ্যাটর্নি জেনারেল, আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে গোপন করলেন নিজের অনুভূতি। বিড়বিড় করে বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি দুঃখিত।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন সবার চেয়ে বয়েসে বড়। এর আগেও বহু বন্ধু আর সহকর্মীদের কবর দিতে এসেছেন তিনি, তবে এরকম কোন অনুষ্ঠানে আসেননি। প্রেসিডেন্টকে কি বলবেন তা আগে থেকেই ভেবে রেখেছেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব ভুলে গেলেন। নিজের অজান্তেই কথাগুলো বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে, 'গড, আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, সাইরাস।'

ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেফ অ্যাটকিনসন শুধু মাথা নাড়লেন, যেন হতভম্ব হয়ে পড়ছেন।

প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে বিস্মিত করলেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার। লোককে দেখিয়ে কিছু করা তাঁর স্বভাব নয়, মাত্রা ছাড়ানো স্নেহ-ভালবাসা বা আবেগ প্রকাশ করাও তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি চিরকুমার, স্ত্রী বা সন্তানের প্রয়োজন কখনও অনুভব করেননি। চশমার ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, বাড়িয়ে দিলেন হাতটা। করমর্দন করছেন, হঠাৎ আবেগতাড়িত হয়ে বন্ধুকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর, যেন নিজের আচরণে বিব্রত হয়ে, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে সরে এলেন।

আবার ধরে এল বৃষ্টি। দু'জন পেশীবহুল লোক কোদাল দিয়ে আরও মাটি চাপাচ্ছে কবরটায়।

জুলিয়াকে নিয়ে ফেরি পেরিয়ে বেলজিয়ামে পৌঁছুল রানা পরদিন সকালে। ভাড়া করা একটা নীল ফোর্ড নিয়ে অ্যান্টওয়ার্প-এ পৌঁছুতে দুপুর হয়ে গেল। ইটালিয়া লেই এলাকার একটা হোটেলে উঠল ওরা, পায়ে হেঁটে লাঞ্চ খেতে এল দ্য কেইজার লেইপর তীরে। জুলিয়ার পাশে রানা এখন একজন শ্বেতাঙ্গ। নদীটার দু'দিকেই অসংখ্য রেস্তোরাঁ।

'ঠিক কি খুঁজছ তুমি?' খেতে শুরু করে জানতে চাইল জুলিয়া। 'ছদ্মবেশ নেয়ার কারণ কি?'

'একজন লোককে খুঁজছি। তাকে বিশ্বাস করাতে হবে আমি একজন বেলজিয়ান।'

'কে সে? কি ধরনের মানুষ?'

'দেখলে বলতে পারব।'

লাঞ্চের পর এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিছুক্ষণ আলাপ করল রানা, তারপর রওনা হলো। পথে একবার থেমে একটা আর্ট শপে ঢুকল, দু'একটা জিনিস কিনল, তারপর পাশের বুক-স্টল থেকে সংগ্রহ করল একটা স্ট্রীট ম্যাপ। আবার আলাপ করল এক ড্রাইভারের সঙ্গে। জুলিয়া ফ্রেঞ্চ ভাষা বোঝে না বললেই চলে, তবে 'ফ্যালকন রুই' আর 'শিপারস্ট্রাট', এই দুটো শব্দ কানে এল তার। তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে একবার তাকাল ড্রাইভার।

দেখা গেল ফ্যালকন রুই আসলে একটা রাস্তা, দু'পাশে সস্তাদরের কাপড়ের দোকান। একটা দোকান থেকে একটা সোয়েটার কিনল রানা, সাধারণত নাবিকরা পরে এগুলো। আরও কিনল ক্যানভাস জিনস আর কর্কশ বুট। সবগুলো ব্যাগে ভরে শিপারস্ট্রাট-এর দিকে রওনা হলো ওরা।

খানিকদূর যেতেই আকাশ ছোঁয়া ক্রেন দেখতে পেল জুলিয়া। বুঝল, ডক এলাকায় চলে এসেছে গাড়ি। একটু পরই ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল ওরা। জুলিয়াকে নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা। এক গলি থেকে আরেক গলিতে। প্রতিটি গলির মুখে প্রকাণ্ডদেহী, রুক্ষ চেহারার সব লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, বেশিরভাগই জাহাজের কর্মী বা নাবিক। কাঁচ ঢাকা একটা দরজা দেখা গেল জুলিয়ার বাম দিকে। একটু থেমে উঁকি দিল জুলিয়া। লম্বা-চওড়া এক তরুণী পা দুটো সামনে মেলে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছে, পরনে শুধু বহুরঙা ব্রীফস আর নামকাওয়াস্তে ব্রা।

'জেসাস, রানা, তুমি আমাক এ কোথায় নিয়ে এলে! এ তো লালগলি!'

'জানি,' বলল রানা। 'ড্রাইভারকে এই জায়গার কথাই বলেছিলাম।' এখন হাঁটছে রানা, মুখ তুলে দু'সারি দোকানপাটের সাইনবোর্ড দেখছে। বেশ কয়েকটা বার রয়েছে, আর রয়েছে আলোকিত জানালা, জানালার ভেতরে বসে আছে দেহপসারিণী। দোকানের সংখ্যা খুবই কম। তবে রানা যেমন খুঁজছিল, দুশো গজের মধ্যে সেরকম তিনটে পেয়ে গেল।

'টাটুয়িস্ট?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'ডক,' বলল রানা। 'ডক মানেই নাবিক আর নাবিক মানেই উল্কি। ডকের আরও মানে মেয়েমানুষ, বার আর দালাল। আজ রাতে আবার আমরা ফিরে আসব এখানে।'

সিনেটের অধিবেশনে একটা বোমা ফাটিয়ে দিলেন রিক ভ্যান ম্যাকার্থি। রিক ভ্যান ম্যাকার্থি বুনো ষাঁড় হিসেবেই সমধিক পরিচিত। সাইলাস মারভিনের মৃত্যু সম্পর্কে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন তিনি, বক্তব্যের শেষ দিকে বলে বসলেন, 'এমন হতে পারে কালপ্রিটকে খোঁজার জন্যে বেশি দূরে আমাদেরকে যেতে হবে না।'

হলের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনেক সিনেটর চলে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে। এটা কি সত্যি, যে-বোমায় প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তান মারা গেছে, সেটার ডিজাইন করা হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ায়? বোমাটা কি রাশিয়া থেকে আসেনি?'

সিনেটে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। মিডিয়া দেরি করল না, জাতির কাছে প্রশ্নটা পৌঁছে দিল দশ মিনিটের মধ্যে। শোকে কাতর ও রাগে অস্থির মানুষ একটা লক্ষ্যবস্তু পেয়ে গেল এবার। স্বতঃস্ফূর্ত একটা মিছিল বেরুল নিউ ইয়র্কে, ৬৩০ নম্বর ফিফথ এভিনিউয়ে সোভিয়েত এয়ারলাইন অ্যারোফ্লোট-এর অফিসে হামলা চালাল তারা। পুলিস এসে তাদেরকে হটিয়ে দেয়ার আগেই আগুন ধরিয়ে দিল পুরো একটা ফ্লোরে। কর্মচারীরা ছাদ টপকে পাশের বিল্ডিঙে পালাল, পরে তাদেরকে উদ্ধার করল দমকল কর্মীরা।

জাতিসংঘের সোভিয়েত মিশনে অবশ্য মিছিলের আগেই পৌঁছুল পুলিস। তারপর গোটা নিউ ইয়র্কে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল পুলিসের।

একই অবস্থা হলো ওয়াশিংটনেও। কয়েকশো পুলিস সোভিয়েত দূতাবাস ঘিরে রাখল। দাঙ্গাকারী ও পুলিস, উভয়পক্ষে অসংখ্য লোক আহত হলো।

'সিনেটর ম্যাকার্থি ভিত্তিহীন রিপোর্ট দিয়েছেন,' সোভিয়েত অ্যামব্যাসাডর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন। 'আমরা রিপোর্টটা দেখতে চাই। এটা একটা মিথ্যে অভিযোগ। আমি স্পষ্ট করে বলছি। এটা একটা মিথ্যে অভিযোগ।'

ম্যাকার্থির রিপোর্ট মিথ্যে, উপ-সম্পাদকীয় লিখে ঘোষণা করল তাস আর ইজভেস্তিয়া, সঙ্গে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটা বিবৃতিও ছাপা হলো।

'ব্যাপারটা ফাঁস হলো কিভাবে?' জানতে চাইলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন। 'ম্যাকার্থিকে জানাল কে?'

এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। যে-কোন বড় মাপের প্রতিষ্ঠান, সরকার তো বটেই, বহু লোকের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না—গোপন রিপোর্টও সেক্রেটারি জানে; জানে ক্লার্ক, স্টেনোগ্রাফার ও মেসেঞ্জার। এদের যে কেউ খবরটা ফাঁস করে থাকতে পারে।

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন, 'এই ঘটনার পর হারমোনি চুক্তির আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। অস্ত্র কমিয়ে ফেলার নীতি এখন আমাদের বাদ দিতে হবে। রাশিয়ানরা আমাদের চিরশত্রু, এ-কথা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেছে।'

রাত দশটার সময় এলাকাটায় আবার ফিরে এল রানা, এবার একা। লালগলিতে সারাটা রাত ঘুরল, কথা বলল বারম্যান আর নাবিকদের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন হলো না। সকালে হোটেলে ফিরতে জুলিয়া জানতে চাইল, 'তোমার মুখ এমন শুকনো কেন?'

'কাজ হয়নি।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'খাব, ঘুমাব, আবার খাব, ফের শুরু করব আজ রাতে।'

ঘুমাবার কথা রানার একার, কিন্তু বিছানায় জুলিয়াও সঙ্গ দিল ওকে। এক

পর্যায়ে সে ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে আমি যথেষ্ট ক্লান্ত দেখতে চাই, কারণ ওখানে অনেক বাজে মেয়ে আছে–চাই না ওদেরকে দেয়ার মত তোমার ভেতর কিছু অবশিষ্ট থাকুক।'

ওই একই দিন হাউজটন-এ, মাইকেল ডগার্ড ডিপারের অফিসে হাজির হলেন রবার্ট হেরিক, সমরাস্ত্র কারখানার মালিক।

'আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না,' সরাসরি বললেন তিনি। 'গোটা ব্যাপারটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ছেলেটাকে এভাবে মেরে ফেলা হবে, তা আমি কল্পনাও করিনি। ডিপার, তুমি বলেছিলে এ-ধরনের কিছু ঘটবে না। বলেছিলে কিডন্যাপই যথেষ্ট, তাতেই পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে চলে আসবে। ছেলেটাকে মেরে ফেলার কথা ছিল না। কাজটা মহা অন্যায় হয়েছে। নীতি বলে একটা···।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডগার্ড ডিপার, মার্কিন তেল সাম্রাজ্যের অন্যতম অধিপতি। 'নীতি সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান-দান করতে এসো না। এ-ধরনের কিছু ঘটুক তা আমিও চাইনি, তবে আমরা সবাই জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটতেও পারে, তুমিও জানতে। আমি তোমার মত নই, হেরিক-ঈশ্বরের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। ছেলেটার জন্যে সারাটা রাত আমি প্রার্থনা করেছি।

'এবং ঈশ্বর আমার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। তিনি বললেন: গোটা এক পাল ভেড়া ধ্বংস হবার চেয়ে একটাকে বলি দেয়া অনেক ভাল। এখানে আমরা একজন মানুষের কথা ভাবছি না, হেরিক। এখানে আমরা বিবেচনা করছি গোটা মার্কিন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা আর অস্তিত্ব। ঈশ্বর আমাকে বলেছেন, যা করার তা তো করতেই হবে। ওয়াশিংটনের ওই কমিউনিস্টটা ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করতে চাইছে, তাকে আমাদের উৎখাত করতে হবে। যাও, হেরিক, তুমি তোমার ফ্যাক্টরিতে ফিরে যাও। অ্যাণ্ড বী সাইলেন্ট, স্যার। নীতি সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে এসো না, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।'

খুবই শঙ্কিত একজন রবার্ট হেরিক নিজের ফ্যাক্টরিতে ফিরে গেলেন।

তৃতীয় রাতে তাকে দেখতে পেল রানা। খাটো, শক্ত চেহারা, নাকটা চ্যাপ্টা। একটা বারে একা বসে আছে। বারে আরও দশ-বারোজন লোক আছে, তবে কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না বা কথা বলছে না। বিয়ারের গ্লাসটা ধরে আছে ডান হাতে, বাঁ হাতে সিগারেট–হাতটার উল্টোপিঠে উল্কি, কালো জালের মাঝখানে লাল মাকড়সা। সরাসরি এগিয়ে এসে তার কাছাকাছি একটা বার টুলে বসল রানা। বসে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ হলেও, লোকটা তাকাল না। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করল সে, তাড়াতাড়ি লাইটার জ্বেলে বাড়িয়ে দিল রানা। ওর লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল সে, তবে কোন ধন্যবাদ দিল না। গম্ভীর, সন্দেহপ্রবণ লোক, অচেনা কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

ইঙ্গিতে বারম্যানকে নিজের গ্লাসটা দেখাল রানা। বারম্যান একটা বোতল নিয়ে এল। আবার ইঙ্গিত করল রানা, লোকটার খালি গ্লাসটার দিকে। বারম্যান তার গ্লাস ভরে দিতে যাবে, মাথা নেড়ে তাকে নিষেধ করল লোকটা। পকেটে হাত ভরে টাকা বের করল সে, নিজের বিল মিটিয়ে দিল।

মনে মনে হতাশ হলো রানা। লোকটার চেহারাই বলে দিচ্ছে, তার খুলির ভেতর সামান্য যে-টুকু মগজ আছে সব শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। ফ্রেঞ্চ ভাষায় কুশল জানতে চাইল রানা, কোন জবাব পেল না। ফ্রেঞ্চ হয়তো বোঝেই না ব্যাটা। বার থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল ও, জুলিয়াকে বুঝিয়ে বলল তাকে কি করতে হবে।

'তুমি কি পাগল হয়েছ?' বলল জুলিয়া। 'এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব না। তোমাকে বলা হয়নি, মি. মাসুদ রানা, আমার বাবা অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। তাঁর মেয়ে হয়ে আমি…,' কথাগুলো বলার সময় হাসছে জুলিয়া।

দশ মিনিট পর বারে ঢুকে জুলিয়া দেখল, একটা টুলে বসে রয়েছে রানা। জুলিয়া তার স্কার্ট এত ওপরে তুলেছে যে ওয়েস্ট-ব্যাণ্ডটা নিশ্চয়ই বগলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তবে ঢাকা পড়ে আছে পোলোনেক জার্সিতে। গাড়ির গ্লাভ কমপার্টমেন্টে আর হাতব্যাগে তুলো ও রুমাল ছিল, স্তন যুগল আকারে বড় করার জন্যে ব্যবহার করেছে সেগুলো। একটা টুল নিয়ে বেঁটে লোকটা আর রানার মাঝখানে বসল সে। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। বারে উপস্থিত সবাই তাকাল। শুধু রানা নির্লিপ্ত থাকল।

রানার দিকে ঝুঁকল জুলিয়া, শব্দ করে ওর গালে চুমো খেলো একটা, তারপর কানের লতিতে জিভের ডগা বুলাল। তারপরও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নির্লিপ্ত থাকল রানা। নিজের গ্লাসে দৃষ্টি ফেরাল লোকটা, তবে খানিক পর পর চট করে একবার তাকাচ্ছে জুলিয়ার দিকে। ঠিক জুলিয়ার দিকে নয়, তাকাচ্ছে কাপড় থেকে উপচে পড়া স্তনযুগলের দিকে। এগিয়ে এল বারম্যান, হাসল, তাকাল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে।

'হুইস্কি,' বলল জুলিয়া। শব্দটা আন্তর্জাতিক, ফাঁস হলো না কোথাকার মেয়ে সে। বারম্যান ফ্লেমিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, হুইস্কির সঙ্গে বরফও দরকার কিনা। জুলিয়া বুঝল না, তবে হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল। হাতে গ্লাস পাবার পর রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে, কিন্তু রানা তাকে গ্রাহ্য করল না। হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবার লোকটার দিকে ফিরল জুলিয়া, বাড়িয়ে দিল গ্লাস। বিস্মিত হলো লোকটা, তবে নিজের গ্লাসটা জুলিয়ার গ্লাসের সঙ্গে ঠেকাল সে।

মুখ খুলল জুলিয়া, জিভের ডগা বের করে নিচের ঠোঁটে বুলাল। নির্লজ্জভাবে বেঁটে লোকটাকে প্ররোচিত করছে সে। ভাঙা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। সময় নষ্ট না করে তার দিকে ঝুঁকল জুলিয়া, চট করে চুমো খেলো একটা।

পিছন থেকে দু'হাতে ধরে টুল থেকে তুলে ফেলল রানা জুলিয়াকে, দাঁড়াল, বোঝাটা নামিয়ে রাখল এক পাশে, তারপর বেঁটে লোকটার দিকে ফিরল। 'তোমার সাহস তো কম নয়, আমার মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করো!' ফ্রেঞ্চ ভাষায়

বলল ও, মাতালদের মত জড়িয়ে গেল কথাগুলো। জবাবের অপেক্ষায় না থেকে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার চোয়ালে। এক ঘুসিতেই টুল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল প্রতিপক্ষ। চোখ মিটমিট করল লোকটা, মাথা নাড়তে নাড়তে আবার খাড়া হলো। ইতিমধ্যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে জুলিয়া। বারম্যান হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ফোন করছে পুলিসকে। লাইন পেতেই বলল, 'বার ফাইট!'

লালগলির কাছাকাছি সব সময় পুলিস কার টহল দেয়, পৌঁছুতে মাত্র চার মিনিট লাগল। তবে চার মিনিটের বার ফাইট কি পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ইচ্ছে করলে আরও দু'একটা ঘুসি মেরে লোকটাকে কাবু করতে পারত রানা, কিন্তু তাহলে আর লড়াইটা জমত না। লোকটাকেও মারার সুযোগ দিল, ভান করল মাতাল হয়ে গেছে ও। এক সময় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি খেলো ওরা, উল্টে পড়ল টেবিল ও চেয়ার, বোতল আর গ্লাস ভাঙল অনেকগুলো। পুলিস পৌঁছেই গ্রেফতার করল দু'জনকে। ব্লাইণ্ডেনস্ট্রাট-এ থানা, কাছেই, গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে। ডিউটি সার্জেন্ট বারম্যানের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করল। ক্ষতির পরিমাণ বারম্যান যা বলল, তার অর্ধেক লিখল সার্জেন্ট। জবানবন্দীতে বারম্যানকে সই করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। সার্জেন্ট রানার প্রতিপক্ষকে চেনে, এর আগেও ছোটখাট অপরাধ করায় থানায় ধরে আনা হয়েছে তাকে। মারামারি করে যারা ধরা পড়ে, থানায় তাদেরকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাকে থানা হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। অফিসে বসে আছে রানা, সার্জেন্ট ওর পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে। 'আপনি দেখা যাচ্ছে আমেরিকান,' বলল সে। 'এ-ধরনের মারামারিতে আপনার জড়িয়ে পড়া উচিত হয়নি, মি. রানা। এই ব্যাটা বিভারকে আমরা চিনি, সব সময় ঝামেলা বাধায়। এবার তাকে আমরা জেল না খাটিয়ে ছাড়ছি না। ওই তো আপনাকে প্রথমে আঘাত করে, তাই না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আসলে আমিই তাকে প্রথমে মারি।'

বারম্যানের অভিযোগটা আরেকবার পড়ল সার্জেন্ট। 'হুম। এখানে বারম্যান বলেছে, দোষ আপনাদের দু'জনেরই। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। আপনাকেও আটক করতে আমি বাধ্য। সকালে আপনাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হবে। কারণ বারের অনেক ক্ষতি করেছেন আপনারা।'

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হলে লেখালেখির অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। কাজেই ভোর পাঁচটায় বিজনেস সুট পরা সুন্দরী এক আমেরিকান তরুণী থানায় এসে ক্ষতিপূরণের টাকা সাধতে স্বস্তিবোধ করল ডিউটি সার্জেন্ট। 'আপনি তো আসলে এই আমেরিকান ভদ্রলোক যা নষ্ট করেছেন তার ক্ষতিপূরণ করবেন, তাই না? মানে অর্ধেকটা?'

'সবটা দিয়ে দাও,' জুলিয়াকে বলল রানা।

'আপনি বিভারের টাকাও দিতে চান, মি. রানা? সে একটা বাজে লোক চোর। এর আগেও জেল খেটেছে। বলতে পারেন ছিঁচকে চোর।'

'ওর টাকাও দিয়ে দাও,' আবার জুলিয়াকে বলল রানা। ওর নির্দেশ পালন করল জুলিয়া। 'এখন যখন কারও কাছে আপনাদের কিছু পাওনা নেই, মামলা করার দরকার আছে কি, সার্জেন্ট?'

'তা নেই। আপনি যেতে পারেন।'

থানা হাজতের দিকে তাকাল রানা, গরাদের ভেতর ঘুমাচ্ছে বিভার। 'সে-ও কি আমার সঙ্গে যেতে পারে?' জানতে চাইল ও।

'আপনি চান ওকে আমরা ছেড়ে দিই?'

'অবশ্যই চাই। আমরা বন্ধু।'

বিস্মিত সার্জেন্ট বিভারের ঘুম ভাঙাল, তাকে জানাল আমেরিকান ভদ্রলোক ক্ষতিপূরণের পুরো টাকা জমা দিয়েছেন থানায়, এবং যেহেতু হপ্তা পেরুবার আগেই পুলিস তাকে ধরে আনবে, এখন সে যেতে পারে। কথা শেষ করে মুখ তুলল সার্জেন্ট, দেখল আমেরিকান সুন্দরী ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে থানা থেকে। আমেরিকান ভদ্রলোক বিভারের কাঁধে একটা হাত রাখল, হোঁচট খেতে খেতে তারাও বেরিয়ে পড়ল। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সার্জেন্ট।

মুক্তি পাওয়া উপলক্ষে উৎসব করার প্রস্তাব দিল রানা, এবার ওর প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করল বিভার। সে জানাল, সময়টা তার জন্যে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, মারামারিটা তার প্রাণশক্তি ফিরিয়ে এনেছে। ফ্রেঞ্চ খুব আস্তে-ধীরে বলে, তবে দুর্বোধ্য নয়। এ ভাষায় যতটা কথা বলতে পারে তারচেয়ে বেশি বুঝতে পারে সে। নিজের পরিচয় দিল রানা জ্যাকুয়েস বেগালড্রে। বেলজিয়ান পিতা, ফরাসী মাতা, ফ্রান্সে জন্ম। ফরাসী বাণিজ্যিক জাহাজে চাকরি করেছে। একটা বারে বসে দু'পেগ গেলার পর বিভার রানার হাতের উল্টোপিঠে উল্কি লক্ষ করল। তুলনা করার জন্যে নিজেরটা দেখাল সে।

'সে সব দিন ভোলার নয়, কি বলো?' হাসল রানা।

অতীত মনে পড়ে যাওয়ায় মাথা ঝাঁকাল বিভার। 'সে সময় দু'চারটে খুলি ফাটিয়েছি,' বলল সে। 'তুমি কোথায় নাম লিখিয়েছিলে?'

'কঙ্গো, উনিশশো পঁচাত্তর,' বলল রানা।

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে বিভার। তার দিকে ঝুঁকল রানা, যেন গোপন কিছু বলবে। 'পঁচাত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত লড়াই করেছি। মারকাস ডেলা আর কমাণ্ড্যান্ট বুদিয়ের সঙ্গে। সে সময় সবাই ওরা বেলজিয়ান ছিল। বেশিরভাগই ফ্লেমিশ। দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা। ওদের দেখাদেখিই উল্কি আঁকাই আমার হাতে।'

খুশি হলো বিভার।

'শালা কালোদের ভাল একটা শিক্ষা দিয়েছিলাম, বিশ্বাস করো।'

আরও খুশি হলো বিভার। 'আমিও যেতাম,' বলল সে। 'কিন্তু তখন জেলে ছিলাম।'

বোতল থেকে নিজেদের গ্লাসে বিয়ার ভরল রানা, এবার নিয়ে পাঁচ বার। 'আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এদিককার লোক। এরকম মাকড়সার উল্কি ছিল মোট চারজনের হাতে। তবে আমার দোস্তই ছিল সবার সেরা যোদ্ধা। ওল্ড বুল,

আমরা তাকে ডাকতাম। তুমি অবশ্য এই নামে তাকে চিনবে বলে মনে হয় না। কিন্তু···।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল বিভার, তারপর বলল, 'পুরো নাম বলো।'

'ধ্যেত, তবে আর বলছি কি। মনে থাকে? আজকের কথা? আমার শুধু মনে আছে, ওল্ড বুল বললে খুশি হত সে। মস্ত শরীর, ছ'ফুট ছ'ইঞ্চি। আড়াইশো পাউণ্ডের কম না। পুরো নামটা কি যেন ছিল ছাই···।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিভারের। 'চিনেছি, চিনতে পেরেছি!' বলল সে। 'হ্যাঁ, মারকুটে লোক। দেশ ছেড়ে বেরিয়ে না গিয়ে উপায় ছিল না তার, পুলিস পিছু নিয়েছিল। শালারা তার বিরুদ্ধে রেপ কেস দেয়, কাজেই বাধ্য হয়ে পালিয়ে গেল আফ্রিকায়। দাঁড়াও···নামটা ছিল···ডেব···হ্যাঁ, ডেবরান।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'দোস্ত ডেবরান এখন কোথায় কেমন আছে কে জানে!' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা।

ভোর হলো, তারপর বেলা গড়িয়ে চলল দুপুরের দিকে, এখনও বারে বসে বিভারকে বিয়ার খাওয়াচ্ছে রানা। অল্প খেলে লোকটা মুখ খুলবে না, আবার বেশি খেলে মাতাল হয়ে পড়বে, কাজেই রানাকে খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে। 'আমি তাকে সাতাত্তরের দিকে হারিয়ে ফেলি,' ওল্ড বুল ওরফে পল ডেবরান প্রসঙ্গ আবার তুলল ও। 'মার্সেনারিদের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে দেখে কেটে পড়লাম আমি। আমার ধারণা, ডেবরান সুযোগ পায়নি। সে বোধহয় মারাই গেছে।'

'না, সে ফিরে এসেছিল,' খিকখিক করে হেসে উঠে বলল বিভার। 'সে-ও কেটে পড়ে, ফিরে আসে এখানে।'

'বেলজিয়ামে?'

'হ্যাঁ। উনিশশো আটাত্তরই হবে বোধহয়, ঠিক মনে নেই। আমি মাত্র জেল থেকে বেরিয়েছি। নিজের চোখে দেখেছি আমি তাকে।'

বারো কি তেরো বছর আগের কথা, ভাবল রানা। কোথায় আছে কে জানে। 'দোস্তকে পেলে দারুণ একটা উৎসব করা যেত,' বলল ও।

মাথা নাড়ল বিভার। 'তোমার ভাগ্য খারাপ। আবার তাকে পালাতে হয়। উপায় কি, পুলিসকে তো চেনো। শেষবার তার সম্পর্কে শুনেছি দক্ষিণে কি একটা ফান-ফেয়ারে কাজ করছে।'

পাঁচ মিনিট পর টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সে। হোটেলে ফিরে এল রানা, ওরও ঘুম দরকার। 'খেটে খাও,' জুলিয়াকে বলল। 'ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসে গিয়ে ফান-ফেয়ার আর থীম পার্ক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তোমার আগ্রহ দক্ষিণ দিকে।'

রানাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়া।

পরদিন সকাল দশটায় হোটেল ছাড়ল ওরা। গাড়িতে তোলা হলো রানার ক্যানভাস গ্রিপ আর নতুন চটের ব্যাগ। জুলিয়ার লাগেজগুলো অবশ্য অত্যন্ত দামী। মটরওয়ে ধরে ছুটল গাড়ি। তারপর ই-ফরটি ধরে চলে এল ওয়েভার-এ,

ওয়ালিবি ফান-ফেয়ারটা এখানেই। রওনা হবার আগে গোসল করেছে রানা, এখন আর ওকে দেখে কেউ শ্বেতাঙ্গ ভাববে না।

ফান-ফেয়ারটা বন্ধ দেখল ওরা। বৃষ্টির জন্য এমনকি মেরামতের কাজও বন্ধ রাখা হয়েছে। অফিসে কাউকে পাওয়া গেল না। রাস্তা ধরে আরেকটু এগিয়ে একটা কাফেতে ঢুকল ওরা। 'এবার কি?' জানতে চাইল জুলিয়া।

'ফান-ফেয়ার পার্কের ডিরেক্টর, কি যেন নাম বললে?'

'ফন সাইক,' পুস্তিকায় চোখ রেখে বলল জুলিয়া।

'চলো, ভদ্রলোকের বাড়িতে যাই।'

বাড়িটা চেমিন দা চ্যারনস এলাকায়। মিসেস ফন সাইক দরজা খুললেন। তাঁর ডাকে উদয় হলেন ফন সাইক, গায়ে কার্ডিগান, পায়ে কার্পেট স্লিপার। ওঁদের পিছনে টিভিটা খোলা, স্পোর্টস প্রোগ্রাম হচ্ছে। নামটা ফ্লেমিশ, তবে ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি বোঝেন। 'বলুন, আপনাদের জন্যে কি করতে পারি আমি?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

রানা জানাল, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেলজিয়ামে পুরানো এক আত্মীয়কে খুঁজতে এসেছে ও। বলল, ওর নানা-শ্বশুর এদিককার লোক, তারমানে স্ত্রীর মামাতো ও খালাতো ভাই-বোনরা এখানে কোথাও আছে। বেড়াতে আসার সুযোগে তাদের দু'একজনকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, আমেরিকায় ফিরে গিয়ে গল্প করতে পারবে···।

টিভির ভেতর একযোগে গর্জে উঠল দর্শকরা। ফন সাইককে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। বেলজিয়ামের জাতীয় ফুটবল দল ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করছে। ফুটবলের একজন সাংঘাতিক ভক্ত হয়ে খেলাটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। বললেন, 'আমেরিকায় তো আমার কোন আত্মীয় নেই।'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না, স্যার,' বলল রানা। 'আমার স্ত্রীকে বলা হয়েছে, তার এক খালাতো ভাই এদিকের কোন ফান-ফেয়ারে কাজ করে। পল ডেবরান।'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লেন ফন সাইক। 'ওই নামে আমাদের কোন স্টাফ নেই।'

'ওর ভাইটি বিশাল। লোকে তাকে ওল্ড বুল বলে ডাকে। ছ'ফুট ছ'ইঞ্চি। সেরকমই চওড়া। বাঁ হাতে উল্কি আছে···।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু তার নাম তো ডেবরান নয়, পল ফারচাইস।'

'তার মায়ের কথা ওর মনে আছে। খালা-আম্মা দু'বার বিয়ে করেছিলেন, তাই তার নামও তাহলে বদলে গেছে। আপনি কি জানেন, কোথায় থাকে সে?'

'দাঁড়ান,' বলে চলে গেলেন ফন সাইক, ফিরে এলেন হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে।

ফন সাইকের দেয়া ঠিকানা ধরে রেল স্টেশনের পিছনে একটা লজিং-হাউসে চলে এল ওরা। লজিং-হাউসের মালিক এক বৃদ্ধা বিধবা, তিনি জানালেন, পল ফারচাইস তো নেই, কাজে চলে গেছে।'

'ফান-ফেয়ারে, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ, বিগ হুইলে কাজ করে সে। সামনে শীতকাল, এঞ্জিন মেরামত করছে।'

রানার চেহারায় হতাশা ফুটে উঠল। 'আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ। গতমাসেও তার খোঁজে এসেছিলাম, ফান-ফেয়ার থেকে বলা হলো ছুটিতে আছে।'

'না, ছুটিতে না, মঁশিয়ে। গতমাসে অন্য এক শহরে তার বুড়ি মা মারা গেছে—অ্যান্টওয়ার্পে। অনেক দিন ভুগেছে বেচারি। মা ভক্ত ছেলে, শেষ দিন পর্যন্ত সেবা-যত্ন করেছে।'

এই অজুহাত দেখিয়েই লজিং-হাউজ আর ফান-ফেয়ারে অনুপস্থিত ছিল সে। সেপ্টেম্বরের পনেরো দিন আর অক্টোবরের পুরোটা। বুড়িকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ফান-ফেয়ারে ফিরে এল ওরা।

ছ'ঘণ্টা আগে যেমন দেখে গেছে, এখনও জায়গাটা নির্জন ও ফাঁকা। ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে যাওয়ায় ভূতুড়ে একটা শহরের মত লাগছে। বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকল রানা, ওর সাহায্য নিয়ে জুলিয়াও। আলিবাবার গুহাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। রাতের আকাশ কালো ভেলভেট, ভেলভেটের গায়ে ফেরি হুইলগুলো ফুটে রয়েছে। গোটা পার্কে ওগুলোই সবচেয়ে উঁচু কাঠামো।

চরকি আর নাগরদোলা পড়ল সামনে, প্রকাণ্ড আকারের কাঠের ঘোড়াগুলো চেইন থেকে খুলে এক পাশে নামিয়ে রাখা হয়েছে। ফেরিস-এর হুইলগুলোর কাছাকাছি থামল রানা, খপ করে জুলিয়ার একটা হাত ধরে ফেলল। চাকাগুলোর কাছে কালো কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। 'ফারচাইস?' মৃদু শব্দে ডাকল রানা।

কোন সাড়া নেই।

'তুমি এখানে দাঁড়াও,' ফিসফিস করে বলল রানা, সাবধানে সামনে বাড়ল। কালো আকৃতিটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, লাইটার জ্বেলে আলো ফেলল সেটার ওপর। মুখ খোলা, চোখ খোলা, কিন্তু দেহে প্রাণ নেই। কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো দেখল রানা, গর্তের কিনারায় পোড়া দাগ।

গাড়ি নিয়ে দশ মাইল দূরে চলে এল ওরা, একটা অখ্যাত হোটেলে উঠল। পথে বিশেষ কোন কথা হয়নি। পল ফারচাইস খুন হয়েছে, রানার কাছ থেকে শুধু এই খবরটা আদায় করতে পেরেছে জুলিয়া। ওকে খুব চিন্তিত দেখে আর কোন প্রশ্ন করেনি সে। হোটেল কামরায় ঢুকে রানা প্রস্তাব দিল, জুলিয়া আগে গোসল করুক। মাথা ঝাঁকিয়ে বাথরুমে ঢুকল জুলিয়া। শাওয়ার থেকে পানি ঝরছে, সেদিকে একটা কান খাড়া রেখে জুলিয়ার লাগেজ পরীক্ষা করল রানা। কাপড় ভর্তি ছোট সুটকেসটায় কিছু পাওয়া গেল না। চামড়ার দ্বিতীয় ব্যাগটা সার্চ করতে ত্রিশ সেকেণ্ড লাগল। চৌকো ভ্যানিটি কেসটা বেশ ভারি। ভেতরে হেয়ার স্প্রে, শ্যাম্পু, পারফিউম, মেক-আপ বক্স, আয়না, ব্রাশ আর চিরুনি রয়েছে। সব নামিয়ে নেয়ার পরও যথেষ্ট ভার বলে মনে হলো কেসটাকে। বাইরে থেকে ওটার উচ্চতা মাপল রানা, দ্বিতীয়বার মাপল ভেতর থেকে। কেউ যদি প্লেনে চড়তে ভয় পায়, নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকে—একটা কারণ হতে পারে

এক্স-রে মেশিন। ভ্যানিটি ব্যাগটা বাইরে যতটা উঁচু, ভেতরে তার চেয়ে দু'ইঞ্চি কম উঁচু। পেননাইফ বের করে ভেতরের ফাটলটায় চাপ দিল রানা।

দশ মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরুল জুলিয়া, তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল মুছছে। রানাকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এই সময় দেখতে পেল বিছানায় পড়ে রয়েছে জিনিসটা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা।

জিনিসটাকে ঠিক মেয়েলি অস্ত্র বলা যাবে না। স্মীথ অ্যাণ্ড ওয়েসন, লম্বা ব্যারেল, পয়েন্ট থারটিএইট। ওটার পাশে চাদরের ওপর পড়ে রয়েছে শেলগুলো। এই অস্ত্র মানুষ শুধু খুন করার প্রয়োজনে ব্যবহার করে।

তিন

'রানা, যীশুর কিরে, মি. টিমোথি গার্ড ওটা আমাকে জোর করে গছিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, সাবধানের মার নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, প্লেটের খাবার নাড়াচাড়া করছে। খাবারগুলো সুস্বাদু, তবে খিদেটা নষ্ট হয়ে গেছে।

'শোনো, তুমি জানো ওটা থেকে কোন গুলি করা হয়নি। তাছাড়া, বেলজিয়ামে ঢোকার পর প্রায় সারাক্ষণ আমি তোমার চোখের সামনে আছি।'

জুলিয়া ঠিক কথাই বলছে, সন্দেহ নেই। যদিও আগের রাতে বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েছে রানা। অ্যান্টওয়ার্প থেকে গাড়ি করে ঘুরে আসার জন্যে বারো ঘণ্টা যথেষ্ট সময়। লজিং-হাউসের বুড়ি বলেছে, সকালে নাস্তা খেয়েই ফান-ফেয়ারে এঞ্জিন মেরামত করতে চলে গেছে ফারচাইস। ঘুম ভাঙার পর রানা দেখে ওর পাশে শুয়ে আছে জুলিয়া। তবে বেলজিয়ামে ফোন আছে।

ওর আগে ফারচাইসের কাছে জুলিয়া পৌঁছায়নি, তবে কেউ একজন পৌঁচেছিল। টিমোথি গার্ড বা তাঁর এফবিআই শিকারী? রানা জানে তারাও ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্থানীয় পুলিসের সব রকম সাহায্য নিয়ে। তবে টিমোথি গার্ড ফারচাইসকে জীবিত চাইবেন, কারণ ওকে তাঁর কথা বলাতে হবে, সহযোগীদের পরিচয় উদ্ধার করতে হবে। হতে পারে। প্লেটটা ঠেলে দিল রানা। 'সারাটা দিন খুব ধকল গেছে,' বলল ও। 'চলো শুয়ে পড়ি।'

অন্ধকারে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ঘুমাবার চেষ্টা করল মাঝরাতের পর। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জুলিয়াকে বিশ্বাস করা যায়।

সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা। গাড়ি চালাচ্ছে জুলিয়া।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, হে প্রভু?'

'হামবুর্গ,' বলল রানা।

'হামবুর্গ? হামবুর্গে কি আছে?'

'ওখানে এক লোককে আমি চিনি,' আর কিছু বলল না রানা।

সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর দিকে ছুটল ওদের গাড়ি, পেরিয়ে এল ডুসেলডর্ফ।

তিন ঘণ্টা পর ড্রাইভিং সীটে নিজে বসল রানা, আরও দু'ঘণ্টা পর লাঞ্চ খেতে থামল। হামবুর্গের পথে রওনা হতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল ওদের। বন্দর নগরী এলবি-তে পৌঁছে একটা ছোট হোটেলে উঠল ওরা। কামরায় ঢুকেই দুটো ফোন করল রানা। জানতে পারল যার সঙ্গে কথা বলতে চায় তাকে অফিসে পেতে হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

টমাস ম্যানড্রেক, রানার কনট্যাক্ট, অফিস থেকে খানিক দূরে এক রেস্তোরাঁয় দেখা করতে রাজি হলো।

'দোস্ত, তুমি আমার কাছে সামান্য একটু ঋণী,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে ঋণ শোধ করার একটা সুযোগ দিতে চাই।'

জার্মানীর একটা জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ম্যানড্রেক। এক সময় ফ্রী ল্যান্সার ছিল সে। সেসময় একটা কিডন্যাপের ঘটনা দিনের পর দিন সবগুলো দৈনিকে শিরোনাম দখল করে রেখেছিল। নেগোশিয়েটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল রানা। কিডন্যাপারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে, খুবই জটিল একটা সময়, হঠাৎ নিজের অজান্তে বা অবহেলায় একটা ভুয়া খবর ছেপে ফেলে ম্যানড্রেক, যার ফলে কিডন্যাপারদের সঙ্গে আলোচনাটা প্রায় ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। লিক বা খবরের উৎস জানার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে পুলিস। কিডন্যাপ করা হয়েছিল জার্মানীর এক নামকরা শিল্পপতিকে, তিনি আবার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও ছিলেন। বন থেকে প্রচণ্ড চাপ দেয়া হয় পুলিস বাহিনীর ওপর। কে দায়ী রানা জানত, তবে মুখ খোলেনি। ক্ষতি যা হবার হয়েই গিয়েছিল, অতি উৎসাহী তরুণ এক সাংবাদিককে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় ও।

পরবর্তী কয়েক বছরে ম্যানড্রেক তার পেশায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে। যেখানে সে চাকরি করে, এগারো তলা আধুনিক ভবনটা, ইউরোপের সবচেয়ে বড় নিউজপেপার 'মর্গ' হিসেবে পরিচিত। আঠারো মিলিয়ন ডকুমেন্ট আছে ওখানে।

'কি চাও বলো,' জিজ্ঞেস করল ম্যানড্রেক। 'সম্ভব হলে অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'পল ফারচাইস নামে এক লোক সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার,' বলল রানা। 'বেলজিয়ান মার্সেনারি। উনিশশো চুয়াত্তর থেকে উনিশশো আটাত্তর পর্যন্ত কঙ্গোতে লড়েছে।' রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় পল ফারচাইস সম্পর্কে কিছু তথ্য হয়তো পাওয়া যেত, কিন্তু তখন আসল নামটা ওর জানা ছিল না। একটা ফাইল নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল ম্যানড্রেক।

'রাতের আগেই কিন্তু ফেরত দিতে হবে এটা,' বলল সে।

রাজি হলো রানা। ম্যানড্রেক চলে যাবার পর জুলিয়া বলল, 'তোমাদের জার্মান ভাষা কিছুই আমি বুঝলাম না। কি খুঁজছ তুমি?'

'ফারচাইসের কোন বন্ধুর নাম পাই কিনা দেখব,' বলে ফাইলটা পড়তে শুরু করল রানা।

সন্ধের পর ফাইলটা নিতে এল ম্যানড্রেক। রানা তাকে বল

ব্রেকটু শোধ করার সুযোগ পাচ্ছ তুমি, ম্যানড্রেক। জার্মান মার্সেনারিদের সম্পর্কে হঠাৎ আগ্রহ হচ্ছে আমার।' কঙ্গোতে পল ফারচাইসের সঙ্গে দু'জন জার্মান মার্সেনারি কাজ করেছে, ফাইল থেকে জেনেছে ও।

বিশ মিনিটের মধ্যে জার্মান মার্সেনারিদের ফাইলটা নিয়ে এল ম্যানড্রেক। এবার রানার পড়ার সময় বসে থাকল সে। পল ফারচাইসের ফাইলে দু'জন জার্মান লোকের নাম পেয়েছে রানা, দু'জনই নুরেমবার্গের। তাদের মধ্যে একজন যুদ্ধে মারা যায়। অপর লোকটার নাম ওয়ার্নার রেমন। ম্যানড্রেকের দ্বিতীয় ফাইলে তার নাম আছে, কিন্তু বর্তমান ঠিকানা নেই।

'এখন কোথায় আছে সে?' জানতে চাইল রানা।

'ফাইলে ঠিকানা না থাকলে মনে করতে হবে গায়েব হয়ে গেছে সে,' বলল ম্যানড্রেক। 'আটাত্তর সালের কথা, আর এটা হলো একানব্বুই। লোকটা মারা গিয়েও থাকতে পারে। কিংবা হয়তো সাউথ আমেরিকা বা সাউথ আফ্রিকায় চলে গেছে।'

'কিংবা হয়তো এখানে, জার্মানীতেই আছে,' বলল রানা। 'লোকটা কোথাকার, জানো?'

'জন্ম ডর্টমণ্ডে,' বলল ম্যানড্রেক। 'ওখানকার পুলিস হয়তো কিছু জানতে পারে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বিদায় করে দিল রানা। জুলিয়াকে নিয়ে ওখানে বসেই খাওয়াদাওয়া সারল।

'এরপর কোথায়, প্রভু?'

'ডর্টমণ্ড,' বলল রানা। 'ওখানে এক লোককে আমি চিনি।'

'ডার্লিং, তোমার দেখছি সবখানে একজন করে চেনা লোক আছে!'

নভেম্বরের মাঝামাঝি ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হলেন পিটার হ্যারিসন। পুরানো বন্ধুর অবিশ্বাস্য পরিবর্তন লক্ষ করে মনে মনে চমকে উঠলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ছেলেকে কবর দেয়ার পর তাঁর অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে, ধাক্কাটা তিনি এখনও সামলে উঠতে পারেননি। কে জানে, আদৌ পারবেন কিনা। প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট-ডায়েরীর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন তিনি।

'ও, হ্যাঁ,' এমন সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট, যেন ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছেন। 'এসো, দেখি কি অবস্থা।' পাতা উল্টে সোমবারের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলোর ওপর চোখ বুলালেন তিনি।

'মারভিন, আজ বৃহস্পতিবার,' নরম সুরে মনে করিয়ে দিলেন পিটার হ্যারিসন।

প্রেসিডেন্ট পাতা ওল্টাচ্ছেন, চওড়া লাল কালির দাগ দেখে বাতিল অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো চিনতে পারলেন পিটার হ্যারিসন। ইউরোপের এক রাষ্ট্রপ্রধান এসেছেন ওয়াশিংটনে, দেশটা ন্যাটোর সদস্য, হোয়াইট হাউসের লনে অভ্যর্থনা জানানো উচিত প্রেসিডেন্টের। বৈঠক না করলেও চলে,

ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রপ্রধান ব্যাপারটা বুঝবেন। কিন্তু অভ্যর্থনা তো জানাতেই হবে।

'ব্যাপারটা তুমি সামলাও,' আবেদন জানালেন প্রেসিডেন্ট।

প্রতিবাদ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন পিটার হ্যারিসন। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। চলতি হপ্তায় এটা নিয়ে দশটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হলো।

এক ঘণ্টা পর পিটার হ্যারিসনের উদ্বেগ প্রকাশ পেল অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্সের মুখ থেকে। সিচুয়েশন রূমে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন ইনার সার্কেল-এর মাত্র ছ'জন–পিটার হ্যারিসন, সিডনি গ্রীন, সেভাইল লরেন্স, জর্জ এণ্ডারসন, রেক্স হারবার আর জেফ অ্যাটকিনসন। উপদেষ্টা হিসেবে ডাকা হয়েছে ডা. রেমন ফুলহার্ডিকে।

'আশ্চর্য, মাত্র পাঁচ হপ্তায় একজন মানুষ এরকম বদলে যায় কিভাবে! এ তো সাইরাস মারভিন নয়, তাঁর ছায়া মাত্র!' আক্ষেপ প্রকাশ পেল পিটার হ্যারিসনের গলায়। তাঁর শ্রোতারা সবাই ম্লান মুখে বসে থাকলেন।

ডা. ফুলহার্ডি ব্যাখ্যা করে বললেন, প্রেসিডেন্ট গভীর পোস্ট-শক ট্রমায় ভুগছেন। এ তাঁর ব্যক্তিগত শোক, এবং এত বেশি গভীর যে কাজ চালিয়ে যাবার ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নিয়েছে। ঝাড়া আধ ঘণ্টা বলে গেলেন তিনি।

তারপর কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নামল। কেউ এক চুল নড়লেন না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সেভাইল লরেন্স, অ্যাটর্নি জেনারেল। 'পরিস্থিতির যদি উন্নতি না ঘটে, পঁচিশতম সংশোধনী ভাল করে পড়ে দেখতে হবে আমাদের···।'

পঁচিশতম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রীসভার সিনিয়র সদস্যরা একযোগে লিখিতভাবে সিনেটের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের স্পীকারকে জানাবেন যে প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিশিয়াল দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে সমর্থ নন।

'সন্দেহ নেই তোমার ওটা মুখস্থ আছে, লরেন্স,' ধমকের সুরে বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

'শান্ত হও, পিটার,' বললেন জর্জ এণ্ডারসন। 'লরেন্স শুধু ব্যাপারটা উল্লেখ করেছে মাত্র।'

'তার আগে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করবেন,' বললেন পিটার হ্যারিসন।

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন সেভাইল লরেন্স। 'স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে। গোটা জাতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে তাঁর প্রতি। আমাদের কাজ হবে তাঁকে শুধু বলা।'

'এখুনি নয়, নিশ্চয়?' প্রতিবাদের সুরে বললেন সিডনি গ্রীন।

'আরে, কি যে বলো না! এই ধাক্কা উনি সামলে উঠবেন, সন্দেহ নেই,' বললেন রেক্স হারবার। 'তাঁকে আমাদের আরও কিছু সময় দেয়া দরকার।'

'কিন্তু তারপরও যদি তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হন?' জানতে চাইলেন সেভাইল লরেন্স।

'ঠিক আছে, পরিস্থিতির ওপর চোখ রাখব আমরা। এই মুহূর্তে কেউ আমরা একমত হতে পারছি না।' ভাইস-প্রেসিডেন্ট কঠিন দৃষ্টিতে সেভাইল লরেন্সের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক ভেঙে গেল।

*

[illegible] এসে কাইজার হোটেলে উঠল ওরা, শহরের মাঝখানে। টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা উল্টে একটা নম্বর খুঁজল রানা, কিন্তু পেল না। হোটেলের প্যাডে একটা চিঠি লিখল ও, একটা ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারকে দায়িত্ব দিল পৌঁছে দেয়ার–এক বিয়ার কোম্পানীর হেড অফিসে।

'তুমি ঠিক জানো, তোমার লোক এই শহরে আছে?' জানতে চাইল জুলিয়া।

'বিদেশে কোথাও বেড়াতে না গেলে ছ'টা শহরের যে-কোন একটায় আছে,' বলল রানা। 'সব মিলিয়ে ছ'টা বাড়ি তার।'

রানা আন্দাজ করল, লেক কন্সট্যান্স-এর তীরে ভিলাটা বেচে দিয়েছেন এরিক গুন্থার। দশ বছর আগে তাঁর মেয়ে বার্টাণ্ডাকে কিডন্যাপ করেছিল বাদের-মেইনহফ গ্যাঙ। অবশ্যই টাকার লোভে। ওই বাড়ি থেকেই বার্টাণ্ডাকে অপহরণ করা হয়।

রানার ভাগ্য ভাল, ডিনার খেতে বসেছে, এই সময় ফোন এল, 'হের রানা?'

গলাটা চিনতে পারল রানা, গভীর ও মার্জিত। চারটে ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন এরিক গুন্থার। 'হের গুন্থার, আপনি কি শহরে?'

'আমার বাড়ির কথা আপনার মনে আছে? মনে থাকার কথা। এক সময় ওখানে আপনি দু'হপ্তা ছিলেন।'

'মনে আছে, হের গুন্থার।'

'তাহলে চলে আসুন। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করব···কাল সকালে।'

'ধন্যবাদ।'

পরদিন সকালে গুন্থার ম্যানসনে পৌঁছুল ওরা। চার একর জায়গা জুড়ে একটা পার্ক, তার মাঝখানে বাড়িটা। বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে দশ ফুট উঁচু পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া।

'এটা তো দেখছি একটা দুর্গ,' মন্তব্য করল জুলিয়া।

'খুব বেশি টাকা থাকলে দুর্গেই বাস করতে হয় মানুষকে,' বলল রানা।

সিলভার পটে কফি, ওদের জন্যে বিশাল এক সিটিং রুমে অপেক্ষা করছিলেন হের এরিক গুন্থার। কুশলাদি বিনিময়ের পর বসেছে মাত্র ওরা, এই সময় একটা দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণী। ভেতরে ঢুকছে না, ইতস্তত করছে। রানার চোখে বেদনা ফুটে উঠল, কারণ মেয়েটার দুটো হাতেরই কব্জি নেই। বার্টাণ্ডার বয়স হবে এখন পঁচিশ, হিসেব করল ও।

'বার্টাণ্ডা, সোনামণি, ইনি মাসুদ রানা। চিনতে পারো ওকে?' হাসলেন এরিক গুন্থার, সোফা ছেড়ে উঠে গেলেন মেয়ের কাছে। তার কানে কানে ফিসফিস করলেন তিনি, মাথা কাত করে ফিরে গেল বার্টাণ্ডা। আবার সোফায় ফিরে এলেন তার বাবা। 'মেয়েটা আমার পুরোপুরি আর সুস্থ হলো না। বাইরে প্রায় বেরই হয় না, বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বেজন্মাগুলো যা করেছে, ও কোনদিন বিয়ে করতে রাজি হবে না···।'

রানার মনে পড়ল, বার্টাণ্ডাকে উদ্ধার করতে পারলেও, তার মাকে উদ্ধার করতে পারেনি ও। এক বছর পর খবরের কাগজে দেখেছে, এক সকালে গ্যারেজের ভেতর তার লাশ দেখতে পান এরিক গুন্থার।

'হের রানা, তবু আমি কৃতজ্ঞ যে মেয়েটা আমার বেঁচে আছে,' বললেন ভদ্রলোক। 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে আছি। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি।'

'আমি এক লোককে খুঁজছি। ডর্টমণ্ডেরই লোক। হয় এখানে আছে, কিংবা জার্মানীতে। মারাও যেতে পারে। জানি না।'

'পুলিস হয়তো বলতে পারবে,' এরিক গুন্থার বললেন। 'আপনি লোকটা সম্পর্কে কি জানেন বলুন আমাকে।'

ওয়ার্নার রেমন সম্পর্কে যা জানে সব বলল রানা।

'পুলিসকে আমি মাসোহারা দিই,' বললেন এরিক গুন্থার। 'আপনি আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিন।'

পরদিন কাইজার হোটেলে ফোন করলেন তিনি। রানার মনে হলো, অনেক দূর কোথাও থেকে কথা বলছেন তিনি।

'ওয়ার্নার অডরিক রেমন,' বললেন এরিক গুন্থার, সম্ভবত নোটবুক থেকে পড়ছেন। 'বয়স আটচল্লিশ। সাবেক কঙ্গো মার্সেনারি। হ্যাঁ, লোকটা বেঁচে আছে। এখানে, জার্মানীতে। পল মার্কারের পার্সোনাল স্টাফ-উনি একজন আর্মস ডিলার।'

'ধন্যবাদ। হের মার্কারকে কোথায় পাব আমি?'

'কাজটা সহজ হবে না। ব্রিমেন-এ তাঁর একটা অফিস আছে, তবে বাস করেন ওডেনবার্গের বাইরে, আমেরল্যাণ্ড কাউন্টিতে। আমার মতই অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ পছন্দ করেন। তবে মিলটা এখানেই শেষ। হের মার্কারের ব্যাপারে সাবধান, হের রানা। আমার সোর্স বলছে, বিপুল টাকা কামালেও এখনও তিনি একজন গ্যাঙস্টারই।' রানাকে তিনি দুটো ঠিকানাই দিলেন।

'ধন্যবাদ,' লেখা শেষ করে বলল রানা।

'আরেকটা কথা,' বললেন এরিক গুন্থার। 'আমি দুঃখিত। ডর্টমণ্ড পুলিসের মেসেজ। প্লীজ, ডর্টমণ্ড ছেড়ে চলে যান। আর কোন দিন ফিরে আসবেন না।'

বাকিংহামশায়ার রোডে রানার কি ভূমিকা ছিল দ্রুত জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। আরও অনেক দরজা ওর জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে।

'গাড়ি চালাতে চাও?' হোটেলের বিল মিটিয়ে জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই। কোথায় যেতে হবে?'

'ব্রিমেন।'

গাড়িতে বসে ম্যাপে চোখ বুলাল জুলিয়া। 'সে তো অনেক দূরে।'

'হ্যাঁ।'

আর্মস ডিলার পল মার্কারের বিশাল ওয়্যারহাউস আর অফিস পাশাপাশি. ডক

এরিয়ার ভেতর। অফিসটা সাততলা, এলিভেটরে ওঠার আগে টিভি ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। চারতলার রিসেপশনে বসল রানা, ও একাই উঠেছে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা মহিলা কুস্তিগীর হলে বেশি মানাত। হের পল মার্কারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল রানা। ভেতর থেকে ঘুরে এসে মহিলা জানতে চাইল, 'কেন দেখা করতে চান?'

রানা বলল, 'জনৈক ওয়ার্নার অডরিক রেমনের ব্যাপারে কথা বলব।'

খানিক পর ওকে জানানো হলো, হের পল মার্কার এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, দেখা হবে না। রিসেপশনে তিনজন হোঁৎকা চেহারার গুণ্ডা ঢুকল, তারাও ইঙ্গিতে বিদায় নিতে বলল রানাকে।

গাড়িতে ফিরে এসে জুলিয়াকে বলল রানা, 'অফিস টাইমে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। বাড়িতে যেতে হবে। চলো, ওলডেনবার্গে যাই।'

ওলডেনবার্গও একটা পুরানো বন্দর নগরী। হোলি গোস্ট স্ট্রীটে একটা হোটেল পেল ওরা, চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দোকান-পাট বন্ধ হবার আগে ক্যাম্পিং শপ ও হার্ডওয়্যারের দোকানে ঢুকল রানা। বইয়ের দোকান থেকে কিনল শহরের ম্যাপ। ডিনারের পর এক ঘণ্টা রানার আচরণ হতভম্ব করে দিল জুলিয়াকে। হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা রশি কিনে এনেছে ও, সেই রশিতে বিশ ইঞ্চি পরপর একটা করে গিঁট দিচ্ছে। রশির শেষ মাথায় তিন কাঁটা বিশিষ্ট আঙটা বাঁধল।

'কোথায় যাবে তুমি?' জানতে চাইল জুলিয়া।

'ধারণা করছি আমাকে গাছে চড়তে হতে পারে,' ব্যস, আর কিছু বলল না রানা। ভোর অন্ধকারে ঘুমন্ত জুলিয়াকে বিছানায় রেখে বেরিয়ে পড়ল হোটেল ছেড়ে।

পোর্টসলজ আর জানস্ট্রাট গ্রামের মাঝখানে পল মার্কারের জমিদারি। এদিকটায় কোন পাহাড় নেই, গোটা এলাকা সমতল। ষাট মাইল দূরে হল্যাণ্ড সীমান্ত। দুটো বিশাল বনভূমির মাঝখানে পল মার্কারের এস্টেট। একটা বনভূমি পার্কে পরিণত করা হয়েছে, আট ফুট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

বনের ভেতর সকালটা প্রস্তুতি নিয়ে কাটাল রানা। ক্যামোফ্লেজ সবুজ কাপড় দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নিল ও। মুখে পরল পাতলা ও স্বচ্ছ নাইলনের মুখোশ। প্রকাণ্ড এক ওক গাছের মোটা ডালে শুয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে, পাশেই এস্টেটে যাবার রাস্তা। সঙ্গে শক্তিশালী বিনকিউলার থাকায় যা জানার জেনে নিতে কোন অসুবিধে হলো না।

গাছপালার ভেতর বাড়িটা ইংরেজি এল অক্ষরের মত। এলের ছোট বাহুটা বাড়ির মূল অংশ, দোতলা। বড় বাহুটা এক সময় আস্তাবল ছিল, ভেঙে অ্যাপার্টমেন্ট ভবন বানানো হয়েছে স্টাফদের জন্যে। সব মিলিয়ে চারজন কাজের মানুষকে দেখল রানা। একজন বাটলার/স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, দু'জন মেইড সার্ভেন্ট। ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট। গোটা জায়গাটাকে সুরক্ষিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, সবগুলোই প্রচুর খরচের ব্যাপার। পল মার্কার অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী। তাঁর শত্রুর সংখ্যা কম নয়।

বাড়ির সবগুলো জানালা ইলেকট্রনিক সিস্টেমের সাহায্যে সুরক্ষিত করা হয়েছে। কোন ডিভাইস দেখতে না পেলেও, রানা আন্দাজ করল দরজাগুলোও একইভাবে সুরক্ষিত। এ হলো ইনার রিঙ। আউটার রিঙ হলো পাঁচিলটা। কোথাও কোন ফাঁক না দিয়ে গোটা এস্টেটকে ঘিরে আছে ওটা, মাথায় দুই প্রস্থ রেজর-ওয়্যার। পার্কের ভেতর পাঁচিলের কাছাকাছি সমস্ত গাছের শাখা কেটে ফেলা হয়েছে, যাতে গাছ থেকে লাফ দিয়ে কেউ পাঁচিল টপকাতে না পারে। পাঁচিলের ওপর, রোদ লাগায়, আরও কি যেন একটা চকচক করছে মাঝে-মধ্যে। ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে তাকাবার পর জিনিসটা সম্পর্কে একটা ধারণা হলো রানার। সেরামিক পিলারে আটকানো পিয়ানোর তার, সন্দেহ নেই ইলেকট্রিফায়েড, অ্যালার্ম সিস্টেমের সঙ্গে জোড়া লাগানো।

বাড়ি আর পাঁচিলের মাঝখানে খোলা মাঠ, সবচেয়ে কম দূরত্ব পঞ্চাশ গজ। এই মাঠে সারাক্ষণ চোখ বুলাচ্ছে ক্যামেরা, টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে শিকারী কুকুর। এক জোড়া ডোবারম্যান দেখল রানা, এক লোক চেইন ধরে আছে–ঝোপের আড়ালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিল কুকুর দুটো। লোকটা ওয়ার্নার রেমন হতে পারে না, বয়েস অনেক কম।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, মার্সিডিজটা দেখতে পেল রানা, ব্রিমেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। ফার হ্যাট পরা বসের সামনে রয়েছে দেহরক্ষী, বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল। শোফার বসল সামনের সীটে, তার পাশে দেহরক্ষী, পিছনের সীটে মনিব। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল মার্সিডিজ সিক্স হানড্রেড, সরাসরি রানার নিচ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

রানা ধারণা করল, দেহরক্ষীর সংখ্যা চার কি পাঁচজন। শোফারকেও দেহরক্ষী বলে মনে হয়েছে। বাকি থাকল ডগহ্যাণ্ডলার। সম্ভবত বাড়ির ভেতর আরও একজন আছে। ওয়ার্নার অডরিক রেমন?

সিকিউরিটি নার্ভ-সেন্টার মনে হলো নিচতলার একটা কামরাকে, যেখানে মূল বাড়ির সঙ্গে স্টাফ কোয়ার্টার মিলিত হয়েছে। ডগ-হ্যাণ্ডলারকে বেশ ক'বার ওখান থেকে বেরুতে দেখেছে রানা। ছোট একটা দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সে, সরাসরি লনে। রানা ধারণা করল, সম্ভবত নাইট গার্ডই ফ্ল্যাডলাইটগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। কুকুর সামলানো ও টিভি মনিটর করার দায়িত্বও তার। দুপুরের মধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করল রানা, গাছ থেকে নেমে ফিরে এল ওলডেনবার্গে।

বিকেলে জুলিয়া আর রানা শপিং করতে বেরুল। একটা ভ্যান ভাড়া করল রানা, কিছু যন্ত্রপাতি কিনল। ওর দেয়া একটা তালিকা ধরে কেনাকাটা করল জুলিয়া।

'তোমার সঙ্গে আমি আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'যদি চাও বাইরে অপেক্ষা করব।'

'না। রাত দুপুরে ওই নির্জন রাস্তায় একটা গাড়িই যথেষ্ট খারাপ। দুটো মানে যানজট।'

'আমার তাহলে কোন কাজ নেই,' হতাশ গলায় বলল জুলিয়া।

'আছে,' বলল রানা। কি করতে হবে, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল তাকে।

পৌঁছেই তোমাকে যেন পাই। সন্দেহ করছি, তখন অত্যন্ত তাড়াহুড়োয় থাকব আমি।'

পার্কের ভেতর, পাথুরে পাঁচিলের পাশে রাত দুটোয় পৌঁছুল রানা। ভ্যানের ছাদ যথেষ্ট উঁচু, ওটার ওপর দাঁড়াতেই পাঁচিলের ওপারে কি আছে পরিষ্কার দেখতে পেল। ভ্যানের গায়ে লোগোসহ একটা কোম্পানীর নাম লেখা আছে, এই কোম্পানীর কাজই হলো টিভির এরিয়াল ফিট করা। রুফ-র‍্যাকে অ্যালুমিনিয়াম টেলিস্কোপ ল্যাডার অর্থাৎ মই থাকায় কারও মনে কোন সন্দেহ জাগবে না।

প্রতিপক্ষদের দৃষ্টি বিশেষ একটা জায়গার দিকে সরিয়ে দিতে হবে। জায়গাটা আগেই বাছাই করেছে রানা। পাঁচিল থেকে মাত্র আট ফুট দূরে একটা গাছ। ভ্যানের ছাদে দাঁড়িয়ে ছোট একটা প্লাস্টিকের বাক্স ঘোরাতে শুরু করল ও, ফিশিংলাইনের মাথায় রয়েছে ওটা। বৃত্তাকারে ঘুরছে বাক্সটা, এক সময় ছেড়ে দিল লাইন। গাছের দিকে ছুটে গেল বাক্স, কয়েকটা ডালের ভেতর ঢুকল, তারপর ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। একটা ঝাঁকি খেয়ে থামল বাক্স। লাইনে আরও খানিক ঢিল দিল রানা, মাটি থেকে এখন আট ফুট ওপরে স্থির হলো বাক্সটা। লাইনটা এবার বাঁধল ও।

ভ্যান স্টার্ট দিয়ে পাঁচিল ঘেঁষে একশো গজের মত এগোল রানা, থামল কন্ট্রোল-হাউসের ঠিক উল্টোদিকে। ভ্যানের পাশে এই মুহূর্তে ইস্পাতের ব্র্যাকেট ফিট করা রয়েছে, সকালে রেন্টাল কোম্পানীর ম্যানেজারকে বিস্মিত করবে। অ্যালুমিনিয়ামের মইটা ওগুলোয় আটকাল রানা, ফলে পাঁচিল ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করল সেটা। মইয়ের শেষ ধাপ থেকে লাফ দিয়ে বাড়ির ভেতর দিকের লনে নামতে পারবে ও, রেজর-ওয়্যার আর সেনসর কর্ডকে ফাঁকি দিয়ে। মই বেয়ে উঠল ও, শেষ ধাপে একটা রশি আটকাল। এবার অপেক্ষার পালা। বাড়ির ভেতর বাগানে একটা ডোবারম্যানের আকৃতি দেখতে পেল চাঁদের আলোয়।

শব্দটা এত অস্পষ্ট যে রানার কানে ঢুকল না, তবে কুকুর দুটো ঠিকই শুনতে পেল। একটাকে থামতে দেখল রানা, পরমুহূর্তে তীর বেগে ছুটল সেটা—গাছপালার ভেতর থেকে নাইলন লাইনের শেষ মাথায় ঝুলছে প্লাস্টিকের বাক্সটা, সেদিকে। অপর কুকুরটা এক সেকেণ্ড পর অনুসরণ করল। বাড়ির দেয়ালে এক জোড়া ক্যামেরা রয়েছে, কুকুরগুলোর দিকে ঘুরে গেল। কুকুরগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, এদিকে আর ফিরছে না।

পাঁচ মিনিট পর সরু দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল এক লোক। ডগ-হ্যাণ্ডলার নয়, নাইট গার্ড। নরম সুরে জার্মান ভাষায় বলল, 'লুথ, হেইন, তোমরা কোথায়?'

এবার রানা ও লোকটা দু'জনেই ডোবারম্যান দুটোর গরগর আওয়াজ শুনতে পেল। গাছপালার কিনারায় কোথাও রাগে ফুঁসছে। দরজা দিয়ে ভেতরে ফিরে গেল লোকটা, মনিটরে চোখ রাখল, কিন্তু কুকুর দুটোকে দেখতে পেল না। এরপর সে হাতে একটা রিভলভার নিয়ে বেরুল, সঙ্গে একটা টর্চও রয়েছে। দরজা বন্ধ না করেই নেমে পড়ল লনে।

মইয়ের মাথা থেকে একটা ছায়ার মত নেমে এল রানা। ঘাসের ওপর শরীরটাকে গড়িয়ে দিল, বিরতি না নিয়ে এক লাফে সিধে হয়েই গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল। লন পেরিয়ে কন্ট্রোল হাউসে ঢুকল ও, দরজায় তালা লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে।

মনিটরে চোখ রেখে রানা দেখল কুকুর দুটোর খোঁজে পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটছে নাইট-গার্ড। এক সময় মাটি থেকে আট ফুট ওপরে ঝুলন্ত টেপ-রেকর্ডারটা দেখতে পাবে সে, জানে ও। কিন্তু তখন আর তার কিছুই করার থাকবে না।

কন্ট্রোল-রুমের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বাড়ির মূল অংশে যাওয়া যায়। সিঁড়ি বেয়ে বেডরুম ফ্লোরে উঠে এল রানা। প্যাসেজের দু'দিকে ছ'টা কাঠের দরজা, সম্ভবত সবগুলোই বেডরুম। আজ ভোরে যে কামরাটায় আলো দেখেছিল ও, সেটাই সম্ভবত মাস্টার বেডরুম। প্যাসেজের শেষ মাথায় হবে সেটা।

বাঁ কানে শক্ত কিছুর খোঁচা খেয়ে ঘুম ভাঙল পল মার্কারের। তারপর বিছানার পাশের ল্যাম্পটা জ্বলে উঠল। রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন তিনি, নিঃশব্দে তাঁর ওপর ঝুলে থাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর নিচের ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল, একটু একটু কাঁপছে। মুখটা চিনতে পারলেন তিনি, তাঁর অফিসে এসেছিল লোকটা। চেহারাটা তাঁর পছন্দ হয়নি। এই মুহূর্তে আরও অপছন্দ হলো। তবে সবচেয়ে ঘৃণা জন্মাল পিস্তলের ব্যারেলটার ওপর, সেটা তাঁর কানের ভেতর আধ ইঞ্চি সেঁধিয়ে গেছে।

'ওয়ার্নার অডরিক রেমন,' ক্যামেফ্লেজ কমবাট-সুট পরা লোকটা বলল। 'তার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। ফোন তুলুন। ডাকুন এখানে। জলদি।'

হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল থেকে হাউজ ফোনের রিসিভার তুলে এক্সটেনশন-এ ডায়াল করলেন পল মার্কার। 'ওয়ার্নার,' চিঁ চিঁ করে বললেন তিনি। 'এই মুহূর্তে চলে এসো এখানে। এখুনি···হ্যাঁ, আমার বেডরুমে। তাড়াতাড়ি!'

অপেক্ষা করছে রানা, পল মার্কার আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশে সিল্ক চাদরের তলায় ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠল ভিয়েৎনামী এক বালিকা, পাটখড়ির মত রোগা, তোবড়ানো একটা পুতুল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওয়ার্নার অডরিক রেমন, পরনে পা'জামার ওপর পোলো-নেক সোয়েটার। দৃশ্যটার ওপর দ্রুত চোখ বুলাল সে, তাকিয়ে থাকল স্তম্ভিত বিস্ময়ে।

বয়েসটা ঠিক আছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি। সরু কুৎসিত চেহারা, ছোট চোখ দুটো চকচক করছে। 'কি ব্যাপার, হের মার্কার? কে ও?' জানতে চাইল লোকটা।

'প্রশ্ন যা করার আমি করব,' জার্মান ভাষায় বলল রানা। 'ওকে উত্তর দিতে বলুন। উত্তর দিতে যেন দেরি না করে। প্রতিটি উত্তর সত্যি হওয়া চাই। তা না হলে চামচ দিয়ে চেঁছে মেঝে থেকে আপনার মগজ তুলতে হবে ওকে। জানান।'

রানার শেখানো কথাগুলো আওড়ে গেলেন পল মার্কার। মাথা ঝাঁকাল রেমন।

'ফিফথ কমাণ্ডোয় তুমি যোগ দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কঙ্গোয় যুদ্ধ করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'পল ফারচাইস নামে এক বেলজিয়ান ছিল তোমাদের সঙ্গে, কঙ্গোয়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওল্ড বুল নামে ডাকত সবাই তাকে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'

'তার সম্পর্কে কি জানো বলো আমাকে।'

'লোকটা ছিল প্রকাণ্ড, ছ'ফুট ছ'ইঞ্চিরও বেশি লম্বা। খুব ভাল যোদ্ধা ছিল। যুদ্ধে যাবার আগে মোটর মেকানিকের কাজ করত।'

বোঝা গেল, ফোর্ড ট্রানজিট ভ্যানটাকে কে ওয়েল্ডিং ও মেরামত করেছিল।

'তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম বলো।'

'একজনই ছিল, সব সময় এক সঙ্গে থাকত। লোকটা দক্ষিণ আফ্রিকান।'

'নাম?'

'বনি বেলিঙ্গার।'

হতাশ বোধ করল রানা। দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক দূরে। বনি বেলিঙ্গার নামটাও বহুল প্রচলিত। 'তার খবর কি? সে কি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পর মারা গেছে?'

'না, দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরেনি সে। শুনেছি হল্যাণ্ডে আছে। তা-ও অনেক বছর আগের কথা। শোনো, এখন সে কোথায় আছে তা আমি জানি না। আমি সত্যি কথা বলছি, হের মার্কার। বছর আটেক আগে শুনেছি শুধু।'

রেমনের কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই, উপলব্ধি করল রানা। পল মার্কারের সিল্ক নাইট শার্টের সামনেটা খামচে ধরে টান দিল ও, নামিয়ে আনল বিছানা থেকে। 'সদর দরজা পর্যন্ত হাঁটব আমরা,' বলল ও। 'সাবধানে, ধীরে ধীরে। রেমন, হাত দুটো মাথার ওপর। তুমি আগে থাকো। যদি গোলমাল করো, তোমার বসের পিঠে আরেকটা নাভি তৈরি হবে।'

এক লাইনে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামল ওরা। সদর দরজার সামনে এসে শুনল বাইরে থেকে কে যেন কবাটে ঘুসি মারছে। ডগ-হ্যাণ্ডলার ভেতরে ঢুকতে পারছে না।

'পিছনের দরজায় চলো,' বলল রানা। প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা। কন্ট্রোল-হাউসের দিকে অর্ধেক পথ এগিয়েছে, এই সময় অদৃশ্য একটা চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেল ও, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করল।

পল মার্কার ছুটে গেলেন রানার হাত থেকে। ছোট মানুষটা এক লাফে মেইন হলরুমে ঢুকে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলেন, দেহরক্ষীদের নাম ধরে ডাকছেন। পিস্তলের এক বাড়িতে রেমনকে অজ্ঞান করল রানা, ছুটে ঢুকে পড়ল কন্ট্রোল-হাউসে, সেখান থেকে বাইরের লনে।

লনের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে, এই সময় ছোট দরজাটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন পল মার্কার, চিৎকার করে কুকুরগুলোকে ডাকছেন। ঘুরল রানা, পিস্তল তাক করে ট্রিগার টানল, তারপর আবার ঘুরে ছুটল। আর্মস ডিলার

ভদ্রলোক ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দরজার ভেতর।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ঝুলে থাকা রশিটা ধরে ফেলল রানা, কুকুর দুটো বাড়ির সামনে থেকে ছুটে ওর দশ গজ পিছনে চলে এসেছে। লাফ দিল রানা, পাঁচিল টপকাচ্ছে, এই সময় ওর নাগাল পাবার জন্যে লাফ দিল কুকুর দুটোও। সেনসর অয়্যারে ধাক্কা খেল, বাড়ির ভেতর বেজে উঠল তীক্ষ্ণ অ্যালার্ম বেল। পাঁচিল টপকে ভ্যানের ছাদে পড়ল রানা, ব্রাকেট থেকে খুলে ফেলে দিল মইটা।

ভ্যানে উঠে স্টার্ট দিল রানা, কেউ ধাওয়া করার আগেই ফিরে আসছে শহরের দিকে।

ওর নির্দেশ মত হোটেলের বিল মিটিয়ে উল্টোদিকের রাস্তায় অপেক্ষা করছিল জুলিয়া, ভ্যান ছেড়ে তার পাশের সীটে উঠে বসল রানা। 'পশ্চিম দিকে চলো,' নির্দেশ দিল। 'ই-টোয়েনটিটু ধরে–হল্যাণ্ড সীমান্তের দিকে।'

Scanned by roni060007 for Banglapdf.net

চার

ওলডেনবার্গ থেকে আড়াই ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ডাচ শহর গ্রোনিনজেন-এ পৌঁছুল ওরা। বাজার এলাকায় অখ্যাত এক হোটেলে নাম লেখাল।

'এখানেও তুমি কাউকে চেনো?' পুরানো শহরের ভেতর দিয়ে রানার হাত ধরে হাঁটছে জুলিয়া।

নতুন একটা পাঁচতলা বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়াল রানা। 'এক সময় চিনতাম,' বলল ও। 'আশা করি রিটায়ার করেনি।'

না, করেননি। রিসেপশন ডেস্কের তরুণ অফিসার জানাল, হ্যাঁ, ডাউডা ডি হুক এখন তাদের চীফ ইন্সপেক্টর। রানার অনুরোধে ওপরতলায় ফোন করল সে। খানিক পর এক গাল হেসে বলল, 'চীফ ইন্সপেক্টর আপনাকে চেনেন।' সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল সে। 'সোজা তিনতলায় উঠে যান।'

ওদের জন্যে কামরার মাঝখানে অপেক্ষা করছিলেন চীফ ইন্সপেক্টর, রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। 'রানা, গুড হেভেনস। আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো!'

'দশ বছর পর,' প্রকাণ্ডদেহী ডাউডা ডি হুকের আলিঙ্গনে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠল রানা, গলা থেকে আওয়াজ বেরুল অস্পষ্ট। আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে জুলিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল পুরানো বন্ধুর।

ওদেরকে বসিয়ে নিজেও বসলেন ডাউডা ডি হুক। ব্যক্তিগত কুশলাদি বিনিময় করল ওরা, কফি খেল, তারপর চীফ ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন, 'কি মনে করে, রানা? তুমি যে ব্যস্ত মানুষ, বেড়াতে এসেছ বললে বিশ্বাস করব না।'

'না, বেড়াতে না। আমি এক লোককে খুঁজছি। আমার ধারণা হল্যাণ্ডে বাস করছে সে।'

পুরানো কোন বন্ধু বোধহয়?'

'না, তাকে কখনও দেখিনি আমি।'

'কেন, কি দরকার তাকে তোমার?'

ইঙ্গিতে জুলিয়াকে দেখাল রানা, 'ওর এক বন্ধুকে আমরা দু'জন একটা ব্যাপারে সাহায্য করার চেষ্টা করছি, হুক।'

'তোমার যে পেশা, আশ্চর্য হচ্ছি না। পরিচয় দাও।'

উনিশ শো একাশি সালে একশো স্কুল ছাত্রকে তাদের স্কুলে জিম্মি করেছিল একদল টেরোরিস্ট, এই গ্রোনিনজেনেই। ডাউডা ডি হুক তখন সাধারণ একজন ইন্সপেক্টর ছিলেন। হল্যাণ্ডে এ-ধরনের ঘটনা একদম নতুন, কারও জানা নেই কি করতে হবে। রানা তখন ওর এজেন্সির কাজ দেখার জন্যে জার্মানীতে রয়েছে। খবরটা শুনে হল্যাণ্ড চলে আসে ও, যেচে পড়ে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। ডাচ পুলিস অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে ছাত্রদের উদ্ধার করতে চাইলে রানা নিষেধ করে। কারণ টেরোরিস্টরাও তাহলে গুলি করবে, ফলে ছাত্ররা মারা পড়বে অনেকে। ইন্সপেক্টর হুক ওর যুক্তি মেনে নেন, সংকট থেকে উদ্ধারের পথ বাতলাতে বলেন। টেরোরিস্টদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে রানা, আটচল্লিশ ঘণ্টা আলোচনা করার পর তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে যায় ও। শেষ পর্যন্ত পুলিস ঠিকই হামলা চালায়, তবে ছাত্ররা কেউ মারা যায়নি, মারা যায়নি কোন পুলিসও। চারজন টেরোরিস্ট ধরা পড়ে, ছ'জন নিহত হয়। সেই ঘটনার পর রানার ভক্তে পরিণত হয় দৈত্যাকার হুক।

'তার নাম বেলিঙ্গার, বনি বেলিঙ্গার,' বলল রানা।

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন হুক। 'কোন শহরে বা গ্রামে বাস করে, জানো?'

'লোকটা মার্সেনারি, এক সময় কঙ্গোয় যুদ্ধ করেছে। জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। আর কিছু আমি জানি না।'

'তাহলে সময় দাও আমাকে,' বললেন চীফ ইন্সপেক্টর হুক। 'খোঁজ নিয়ে দেখি।'

পরদিন সকালে ওদের হোটেলে ফোন করলেন তিনি। এক ঘণ্টা পর পুলিস হেডকোয়ার্টারে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করল রানা।

'তোমার লোক আট বছর আগে হল্যাণ্ডে আসে,' বললেন হুক। 'সে-সময় আমাদের বিভিডি তার একটা ফাইল তৈরি করে, সাবধানের মার নেই ভেবে। বাকি তথ্য পেয়েছি নিউজপেপার কাটিং থেকে। উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালে জন্ম তার, তারমানে এখন তার বয়েস উনপঞ্চাশ। পেশা সম্পর্কে ফাইলে বলা হয়েছে, সাইন-পেইন্টার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, মনে মনে খুশি। ফোর্ড ট্রানজিটটা কাউকে রঙ করতে হয়েছে, গাড়িটার পাশে লিখতে হয়েছে 'মারলো'স অরচারড প্রডিউস,' পিছনের জানালার গায়ে আঁকতে হয়েছে আপেলের বাক্স। রানা আন্দাজ করল, বেলিঙ্গার বোমা তৈরিতেও ওস্তাদ, তার ডিভাইসেই গোলা বাড়ির ভেতর ট্রানজিটে আগুন ধরে। ও জানে, কাজটা ডাকের দ্বারা হয়নি। ওয়্যারহাউসে মারজিপান শুঁকে তার

ধারণা হয়েছিল ওটা সেমটেক্স। অথচ সেমটেক্সের কোন গন্ধ নেই।

'আটাত্তর সালে কঙ্গো থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যায় সে, একটা ডি বিয়ার ডায়মণ্ড মাইনে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করে কিছুদিন।'

হ্যাঁ, কিডন্যাপারদের মধ্যে এমন একজন ছিল যে ডায়মণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখে।

প্যারিসে একটা ডাচ মেয়েকে বিয়ে করে সে, ফলে হল্যাণ্ডে নাগরিকত্ব পেতে কোন অসুবিধে হয়নি। শ্বশুরের বারে বারম্যান হিসেবে কাজ শুরু করে। আজ পাঁচ বছর হলো স্ত্রীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তবে ইতিমধ্যে টাকা জমিয়ে নিজেই একটা বার খুলেছে সে। বারের ওপরই একা থাকে।'

'কোথায়?'

'শহরটার নাম ডেন বচ। চেনো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'বার?'

'সিলভার লায়ন,' বললেন ডাউডা ডি হুক।

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল ওরা।

ডেন বচ শহরে আসার পথে গাড়ি চালাচ্ছে জুলিয়া, অ্যাপেলডর্ন-এর কাছাকাছি পৌঁচেছে ওরা, পিছন থেকে ওদের ফোর্ডকে ধাক্কা মারল একটা ট্রেইলর। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে গেল ফোর্ড, বোমার মত শব্দ করে বিস্ফোরিত হলো সামনের একটা চাকা। ট্রেইলর থামেনি, আশপাশে কোন পুলিসও দেখা গেল না। চাকা বদলে আবার রওনা হতে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল ওদের।

ডেন বচ শহরের মাঝখানটা ত্রিভুজ আকৃতির, উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে ডোমেল নদী। মার্কেট স্কয়ারের সিটি হোটেলে উঠল ওরা। টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুলে সিলভার লায়ন বার খুঁজল রানা। একটাই পাওয়া গেল, ওটা জানস স্ট্রীট-এ। পায়ে হেঁটে রওনা হলো ওরা।

নদীর কাছাকাছি সরু একটা গলির ভেতর বারটা। ছোট্ট একটা দোতলা, সাইনবোর্ডের রঙ উঠে গেছে। ভেতরে ঢোকার একটাই দরজা, সেটা বন্ধ। কলিংবেলে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ত্রিশ গজ দূরে গলির মুখে আরেকটা বার রয়েছে, সেটা খোলা। আসার পথে শহরের অন্যান্য বারগুলো দেখে এসেছে ওরা, প্রত্যেকটি খোলা।

'কি করবে?' জানতে চাইল জুলিয়া।

সিলভার লায়নের পাশে ছ'ফুট লম্বা একটা কাঠের গেট, সম্ভবত দু'তলা বাড়িটার পিছন দিকে যাবার পথ। চারদিকে ভাল করে তাকাল রানা, দেখে নিল কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে কিনা। 'তুমি এখানে দাঁড়াও,' বলে গেট টপকে প্যাসেজে নামল ও। কয়েক মিনিট পর কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পেল জুলিয়া, পায়ের শব্দ ঢুকল কানে, তারপর বারের সদর দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর ইশারা পেয়ে ভেতরে ঢুকল সে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'কি?' আবছা অন্ধকারে গা ছমছম করে উঠল জুলিয়ার।

'বনি বেলিঙ্গার খুন হয়েছে,' ফিসফিস করে বলল রানা।

রানার একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলল জুলিয়া। 'কোথায়?'

'কাউন্টারের পিছনে পড়ে আছে···।'

জুলিয়ার হাত ধরে বার কাউন্টারের দিকে এগোল রানা। কাউন্টারের পিছনে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে একটা লোক। তার কপালের মাঝখানে একটা ফুটো অস্পষ্ট আলোতেও পরিষ্কার দেখতে পেল জুলিয়া। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। লাশের দিকে নয়, রানা তাকিয়ে আছে জুলিয়ার দিকে।

জুলিয়ার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। 'চলো কেটে পড়ি,' অস্ফুটে বলল সে।

ফেরার পথে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। কে বা কারা যেন এক এক করে মার্সেনারিদের মেরে ফেলছে। রানা এজেন্সির ফাইল ঘেঁটে, বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শুধু এই দু'জন অর্থাৎ পল ফারচাইস আর বনি বেলিঙ্গার সম্পর্কে জানতে পেরেছিল ও। দু'জনকেই মেরে ফেলা হয়েছে। বাকি লোকদের সম্পর্কে তথ্য পেতে হলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে ওকে, লণ্ডন থেকে।

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এলাকায়, রানা এজেন্সিতে ওর অপেক্ষাতেই ছিল শারমিন রহমান। 'মাসুদ ভাই, আপনার খোঁজে এক ভদ্রলোক ক'দিন আগে ফোন করেছিলেন।'

'কে?'

'ফোনে শুধু বললেন, আপনি যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান তাহলে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড-ট্রিবিউন, প্যারিস সংস্করণে আগামী দশ দিনের মধ্যে একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে হবে, নাম হিসেবে শুধু একটা অক্ষর থাকবে—এম।'

'ভদ্রলোক তাঁর নাম বলেননি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুরো নাম বলেননি। অদ্ভুত এক নাম। ডাক।'

লণ্ডনে ফিরে একটা গাড়ি ভাড়া করেছে জুলিয়া, সেটা নিয়ে মালবেরি ওয়াক-এর মোড়ে অপেক্ষা করছিল সে। রানাকে ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, 'গেলে আর এলে, ফাইল দেখোনি?'

'ফাইলে আর কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'শোনো, আরেকজন খেলতে চাইছে। আমার এজেন্সির লণ্ডন শাখায় ফোন করেছিল ডাক।'

হতভম্ব দেখাল জুলিয়াকে। 'কি বলছ! ডাক? সে কেন তোমাকে ফোন করবে? কি চায় সে?'

'দেখা করতে চায়।'

'তোমার ঠিকানা পেল কিভাবে?'

'খোঁজ নিয়েছে,' বলল রানা। 'আমার নাম তো জানেই। সরে বসো, আমি গাড়ি চালাব।'

কিংস রোড ধরে ছুটল ওদের গাড়ি।

'রানা, ডাক তোমাকে খুন করতে চাইবে। এরইমধ্যে নিজের দু'জন লোককে মেরে ফেলেছে ও। ওরা না থাকলে মুক্তিপণের পুরোটাই একা পাবে। আর তুমি না থাকলে তাকে খোঁজাখুঁজিটা বন্ধ হয়ে যাবে। এফবিআইকে নয়, সে তো তোমাকে ভয় পাচ্ছে। জানে, ধরতে পারলে একমাত্র তুমিই পারবে।'

হেসে উঠল রানা। 'ডাক যদি আসল কথাটা জানত। তার পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। জানি না কোথায় আছে সে।'

পল ফারচাইস আর বনি বেলিঙ্গারকে ডাক খুন করেছে, এ-কথা এখন আর রানা বিশ্বাস করে না। স্বার্থের জন্যে ডাকের পক্ষে এ-ধরনের কাজ করা সম্ভব, জানে ও। কিন্তু খুন করার ইচ্ছে থাকলে ডাক তাদেরকে লণ্ডনেই খুন করত, ওদের দু'জনকে যার যার ঠিকানায় ফিরে যেতে দিত না।

ব্রিজের ওপর দিয়ে টেমস নদী পেরোচ্ছে ওদের গাড়ি। জুলিয়া জানতে চাইল, 'মানে? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'প্যারিসে,' বলল রানা।

অ্যাশফোর্ড-এর কাছাকাছি এক মোটেলে রাত কাটাল ওরা, সকাল ন'টার হোভারক্রাফট ধরে ফোকস্টোন থেকে কালাইস পৌঁছুল। লাঞ্চ খেল প্যারিসে।

চ্যাম্পস এলিসির কাছাকাছি একটা হোটেলে নাম লেখাল ওরা, তারপরই গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা, ওটা পার্ক করার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে ওকে। প্যারিসে বহু মজা আছে, তবে গাড়ি পার্ক করার যথেষ্ট জায়গার বড় অভাব। রুচাওভিউ-লাগার্দ-এর আণ্ডারগ্রাউণ্ড কারপার্কে গাড়িটা রাখল ও, ম্যাডেলেইন-এর ঠিক পিছনে, তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল হোটেলে। ট্যাক্সি ব্যবহার করার একটা ইচ্ছেও অবশ্য ছিল ওর। ম্যাডেলেইন এলাকা দিয়ে আসার সময় আরও দুটো জিনিস দেখে রাখল, পরে ওর দরকার হতে পারে।

লাঞ্চের পর একশো একাশি নম্বর চার্লস দ্য গল এভিনিউয়ে চলে এল ওরা, ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড-ট্রিবিউন-এর অফিসে। অফিস থেকে জানানো হলো, কালকের কাগজে বিজ্ঞাপনটা ছাপা যাবে না, জায়গা নেই। অগত্যা পরশু ছাপার জন্যে অনুরোধ করল রানা। বিজ্ঞাপনের বিল নগদ মিটিয়ে দিল ও। পত্রিকার একটা সৌজন্য সংখ্যা নিয়ে ট্যাক্সিতে বসল ওরা, চ্যাম্পস এলিসিতে ফেরার পথে তাতে চোখ বুলাল রানা।

হেডলাইনটা লাফ দিয়ে আটকে গেল চোখে। 'কেজিবি চীফ বরখাস্ত'। খবরে বলা হয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সীমাহীন অসঙ্গতি ও ত্রুটি খুঁজে পাবার পর কেজিবিকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। কেজিবি চীফ সহ উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা হয় বরখাস্ত হয়েছেন নয়ত তাঁদেরকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত অনুসারে এই সব খালি পদে অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রার্থীদের সুযোগ দেয়া হবে।

খবরটা পড়ল রানা, কিন্তু এর কোন তাৎপর্য ধরা পড়ল না।

সেদিন সন্ধ্যা ও পরদিন জুলিয়াকে নিয়ে বেড়াল রানা। এর আগে জুলিয়া

কখনও প্যারিসে আসেনি। আরও একদিন পর বিজ্ঞাপনটা ছাপা হলো কাগজে। ভোরে ঘুম থেকে জেগেই একটা কপি কিনে আনল রানা। বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়েছে, 'ডি, আমি এখানে। এই নম্বরে খোঁজ করো···এম।' হোটেলের ফোন নম্বর দিয়েছে রানা, অপারেটরকে জানিয়ে রেখেছে ওর একটা কল আসতে পারে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে অপেক্ষায় থাকল ও। কলটা এল সাড়ে ন'টায়।

'রানা?' গলার আওয়াজটা চিনতে পারল ও।

'ডাক, আর কিছু বলার আগে শুনে রাখো, এটা একটা হোটেল। হোটেলের ফোন আমার পছন্দ নয়। তুমি এই পাবলিক বুদের নম্বরে ডায়াল করো ত্রিশ মিনিটের মধ্যে।'

প্যালেস ডি লা ম্যাডেলেইন-এর কাছাকাছি একটা ফোন বুদের নম্বর বলল রানা, পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল কামরা ছেড়ে, দোরগোড়া থেকে জুলিয়াকে বলল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।'

তখনও নাইটড্রেস পরে রয়েছে জুলিয়া, বিছানা ছাড়েনি।

বুদের ফোন ঠিক দশটায় বাজল। 'রানা, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

'কথাই তো বলছি আমরা, ডাক।'

'আমি বলতে চাইছি, সামনাসামনি।'

'অবশ্যই। কোন সমস্যা না। বলো কোথায় ও কখন।'

'কোন চালাকি বা কৌশল নয়, রানা। তোমার কাছে কোন অস্ত্র থাকবে না। একা আসবে। নো ব্যাক-আপ।'

'আমি রাজি।'

সময় আর স্থান সম্পর্কে জানাল ডাক। কিছুই নোট করল না রানা, মনে গেঁথে নিল সব। তারপর ফিরে এল হোটেলে। কাপড়চোপড় পরে নিচতলায় নেমেছে জুলিয়া। লাউঞ্জ-কাম-বারে তাকে পেল রানা, ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। রানাকে দেখে ব্যাকুল চোখে তাকাল সে। 'কি চায় সে?'

'সাক্ষাৎ। সামনাসামনি।'

'রানা ডার্লিং, সাবধান। লোকটা কিন্তু খুনী। কোথায়? কখন?'

'এখানে নয়,' বলল রানা। হোটেলের আরও অনেক বোর্ডার দেরি করে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছে। 'আমাদের কামরায়।'

নিজেদের কামরায় এসে রানার হাত ধরল জুলিয়া। 'সব কথা বলো আমাকে, প্লীজ, রানা!'

'ও আমার সঙ্গে একটা হোটেল কামরায় দেখা করতে চায়,' বলল রানা। 'কাল সকাল আটটায়। হোটেল নিশেত-এ, তার ভাড়া করা কামরায়। কামরাটা সে রবিন নামে ভাড়া করেছে।'

'ওখানে আমাকে থাকতে হবে, রানা। এই আয়োজন আমার ভাল ঠেকছে না। তুমি জানো, অস্ত্র চালানোর ভাল ট্রেনিং আছে আমার। শোনো, স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা অবশ্যই নিয়ে যাবে তুমি।'

'তা তো নেবই,' বলল রানা।

কয়েক মিনিট পর একটা অজুহাত দেখিয়ে নিচতলায়, বারে নেমে গেল জুলিয়া। ফিরল দশ মিনিট পর। রানার মনে পড়ল, বারের শেষ মাথায় একটা ফোন আছে।

মাঝরাতে, জুলিয়া অঘোরে ঘুমাচ্ছে, হোটেল ত্যাগ করল রানা, বিছানার পাশের টেবিলে অ্যালার্ম-ক্লক বেজে উঠবে সকাল ছ'টায়। কামরার ভেতর একটা ছায়ার মত নড়াচড়া করল ও; জুতো, মোজা, ট্রাউজার, শর্টস, সোয়েটার, জ্যাকেট আর পিস্তলটা নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কাপড় পরল, কোমরে গুঁজল পিস্তল, বাঁটটা লুকানোর জন্যে টেনেটুনে ঠিক করল উইণ্ডচিটার। তারপর নিচে নেমে এল।

চ্যাম্পস এলিসি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল নিঁশেত-এ আসতে দশ মিনিট লাগল ওর।

'আমি মঁশিয়ে রবিন, টেলিফোনে একটা কামরা রিজার্ভ করেছি,' নাইট পোর্টারকে বলল রানা। একটা তালিকায় চোখ বুলাল সে, চাবির গোছাটা ধরিয়ে দিল ওর হাতে। দশ নম্বর কামরা, তিনতলা। সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা, তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

অ্যামবুশ-এর জন্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা বাথরুমটা। বেডরুমের এক কোণে দরজাটা, ওখান থেকে সবগুলো দিক কাভার করতে পারবে রানা, বিশেষ করে করিডরে বেরুবার দরজাটা। বেডরুমের বালবটা খুলে নিল ও, চেয়ারে দাঁড়িয়ে বাথরুমে লাগাল। বাথরুমের দরজা ইঞ্চি দুয়েক খোলা রাখল, ফাঁকটায় চোখ রেখে অপেক্ষা করছে। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে খালি বেডরুমের ভেতরটা পরিষ্কার ফুটে উঠল। আলো খুব অল্প, রাস্তা থেকে জানালা পথে যে-টুকু আসছে।

ভোর ছ'টার মধ্যে কেউ এল না। করিডরে পায়ের কোন আওয়াজ পায়নি ও। সাড়ে ছ'টার সময় নাইট পোর্টারকে করিডরে দেখা গেল, কোন বোর্ডারের জন্যে কফি নিয়ে গেল। তার পায়ের শব্দ পেল রানা, বেডরুমের সামনে দিয়ে চলে গেল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিজের লবিতে। ভেতরে কেউ ঢুকল না বা ঢোকার চেষ্টা করল না।

সকাল আটটার দিকে স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল রানা। আরও বিশ মিনিট পর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল, নিচে নেমে বিল মেটাল, ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল নিজেদের হোটেলে। বেডরুমেই পাওয়া গেল জুলিয়াকে। অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত।

'রানা, এ তোমার কি ধরনের আচরণ? কোথায় ছিলে তুমি? দুশ্চিন্তায় আধমরা হয়ে গেছি আমি। আমার ঘুম ভেঙেছে পাঁচটায়···দেখি তুমি নেই···ফর গড'স সেক, লোকটার সঙ্গে দেখা করা হলো না···।'

জুলিয়াকে মিথ্যে বলতে পারত রানা, কিন্তু রুচিতে বাধল। কি করেছে ব্যাখ্যা করে বলল তাকে। জুলিয়ার চেহারা দেখে মনে হলো রানা যেন তার গালে চড় মেরেছে।

'তুমি ভেবেছিলে আমি দায়ী?' অস্ফুটে বলল সে।

হ্যাঁ, স্বীকার করল রানা। পল ফারচাইস আর বনি বেলিঙ্গার খুন হবার পর ওর মনে সন্দেহ জাগে কেউ একজন খুনীকে বা খুনীদেরকে খবর পাচার করছে। তা না হলে কিভাবে তারা নিখোঁজ মার্সেনারিদের কাছে ওর আর জুলিয়ার আগে দু'দুবার পৌঁছে গেল? বড় করে ঢোক গিলল জুলিয়া, নিজেকে সামলাল, আঘাতটা লুকিয়ে ফেলল ভেতরে। 'ঠিক আছে, এখন তাহলে বলবে আসলে কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হবার কথা? মানে, এখন যদি আমাকে বিশ্বাস করো তুমি।'

'এক ঘণ্টা পর,' বলল রানা। 'দশটায়। রু দ্য চ্যালন-এর কাছাকাছি। অনেকটা পথ, চলো বেরিয়ে পড়ি।'

ট্যাক্সি নিয়ে যাবার পথে ম্লান চেহারা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকল জুলিয়া। রু দ্য চ্যালন-এর মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা, বাকি পথ হেঁটে যাবে।

গলিটার নাম প্যাসেজ দা ভাউট্রিন। দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। জুলিয়া বলল, 'ঘিঞ্জি এলাকা, রানা।'

'হ্যাঁ, তার পছন্দ। দেখা হবে একটা বারে।'

গলিটার ভেতর দুটো বার, দ্বিতীয়টার নাম সেঁজ হুগো, প্রথমটার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দুরে, গলির উল্টোদিকে। দরজা ঠেলে খুলল রানা। ওর বাঁ দিকে বার কাউন্টার, ডান পাশে জানালা ঘেঁষে দুটো টেবিল, জানালায় স্বচ্ছ পর্দা রয়েছে। দুটো টেবিলই খালি। গোটা বারে কেউ নেই, একা শুধু মালিক বাদে। প্রৌঢ় লোকটা দাড়ি কামায়নি, এক্সপ্রেসো মেশিনের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে, কাউন্টারের পিছনে। খোলা দরজাটা রানার পিছনে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জুলিয়া। ভেতর থেকে রানাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, জানে ও। বারের অন্ধকার পিছনদিকটায় কেউ যদি থাকে, ওদের তাকে এখুনি দেখতে পাবার কথা নয়। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে বারের একমাত্র খদ্দেরকে দেখতে পেল রানা। একেবারে পিছন দিকে, একা একটা টেবিলে কফি নিয়ে বসে আছে, রানার দিকে তাকিয়ে।

কামরার পুরোটা মেঝে হেঁটে এল রানা, ওর পিছু নিল জুলিয়া। লোকটা এক চুল নড়ল না। তার দৃষ্টিও রানার ওপর থেকে সরেনি, একবার শুধু চট করে দেখে নিল জুলিয়াকে। এক সময় তার সামনে দাঁড়াল রানা, জ্যাকেট আর বুক খোলা শার্ট পরে আছে সে। বালির মত রঙ তার চুলের, বেশিরভাগই ঝরে গেছে। সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ বছর বয়েস হবে, সরু রোগাটে মুখ, মুখে বসন্তের দাগ।

'ডাক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, বসো। ও কে?'

'আমার পার্টনার। আমি থাকলে ও-ও থাকবে। আমি নই, তুমি দেখা করতে চেয়েছ। বলো কি বলবে।'

রানা বসল ডাকের উল্টোদিকে, টেবিলের ওপর হাত। থমথমে চেহারা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে ডাক। রানা জানে, এই চেহারা আগেও দেখেছে ও। একটু চেষ্টা করতেই মনে পড়ল। রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার

ফাইলে দেখেছে, দেখেছে হামবুর্গেও। ফিফথ কমাণ্ডোর সদস্য, বেলজিয়ান মার্সেনারি, যুদ্ধ করেছে কঙ্গোয়। এডওয়ার্ড মন্ডোভা। লোকটা কাঁপছে। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা উপলব্ধি করল, রাগে কাঁপছে সে, তবে রাগ ছাড়াও আরও কি যেন একটা আছে। এই দৃষ্টি আগেও আরও অনেক লোকের চোখে দেখেছে রানা, রোডেশিয়া অর্থাৎ জিম্বাবুই ও লেবাননে। লোকটা ভয় পেয়েছে, রেগেও আছে, তবে ভয়টাই বেশি।

নিজেকে ডাক সামলে রাখতে পারল না। 'রানা, তুমি একটা বাস্টার্ড। তুমি আর তোমার বন্ধুরা বেজন্মা মিথ্যুক। কথা দিয়েছিলে আমাদেরকে খোঁজা হবে না, বলেছিলে আমাদের শুধু অদৃশ্য হলেই চলবে, হপ্তা দুয়েকের ভেতর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে পরিবেশ...সব মিথ্যে! এখন আমাকে শুনতে হচ্ছে ওল্ড বুল মারা গেছে, হল্যাণ্ডের মর্গে রয়েছে বনি। কেন বলেছিলে, আমাদেরকে খোঁজা হবে না? কেন আমাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে?'

'আরে, উত্তেজিত হচ্ছ কেন! মাথা ঠাণ্ডা করো, ডাক। এ-সব প্রতিশ্রুতি তোমাকে যারা দিয়েছে আমি তাদের কেউ নই। বলতে পারো, আমি তাদের প্রতিপক্ষ। এসো, আমরা বরং প্রথম থেকে শুরু করি। সাইলাস মারভিনকে তোমরা কিডন্যাপ করলে কেন?'

এমন দৃষ্টিতে তাকাল ডাক যেন রানা জানতে চেয়েছে সূর্যটা গরম নাকি ঠাণ্ডা। 'কারণ আমাদেরকে টাকা দেয়া হয়,' বলল সে।

'কেউ তোমাদেরকে টাকা দেয়, তাই তোমরা ছেলেটাকে কিডন্যাপ করো? মুক্তিপণের জন্যে নয়?'

'না, মুক্তিপণটা ছিল বোনাস। আমাদের পারিশ্রমিক বা ফি ছিল পাঁচ লাখ ডলার। আমি নিয়েছি দু'লাখ ডলার, বাকি তিনজন এক লাখ করে। আগেই বলা হয়েছিল, মুক্তিপণ যা পাওয়া যাবে সেটা হবে আমাদের বোনাস। যতটা সম্ভব আদায় করব আমরা, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব।'

'ঠিক আছে। কে তোমাদেরকে টাকাটা দেয়? কসম খেয়ে বলছি, আমি ওদের লোক ছিলাম না। কিডন্যাপ হবার পরদিন আমাকে ডাকা হয়, ছেলেটাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্যে। আয়োজনটা কার?'

'তার নাম আমার জানা নেই। কখনও বলেনি। আমি শুধু জানি লোকটা আমেরিকান। খাটো এক মোটা লোক। এখানেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঈশ্বরই জানে কিভাবে আমার খোঁজ পেল, নিশ্চয়ই কনট্যাক্ট আছে তার। আমাদের দেখা হত সব সময় কোন হোটেল কামরায়। আমিই যেতাম, তাকে সব সময় মুখোশপরা দেখেছি। তবে টাকাটা আগাম দিয়ে দেয়, একেবারে নগদ।'

'খরচ? কিডন্যাপিঙের আয়োজন করতে অনেক টাকা লাগে।'

'সব খরচ পার্টির—নগদ। আরও প্রায় এক লাখ ডলার খরচ করেছি আমি।'

'যে বাড়িটায় তোমরা লুকিয়েছিলে, সেটার খরচ ধরে?'

'না, বাড়িটার ব্যবস্থা পার্টিই করে। কাজের এক মাস আগে লণ্ডনে দেখা করি আমরা। সে আমাকে চাবি দেয়, বলে দেয় কোথায় ওটা। লুকিয়ে থাকার

...কে তৈরি রাখতে বলে সে।'

'ঠিকানাটা দাও আমাকে।'

লিখে নিল রানা। মাইকেল অ্যাশটন ও মেট্রোপলিটান পুলিস ল্যাব-এর বিজ্ঞানীরা পরে বাড়িটায় যাবে, সূত্রের সন্ধানে তন্নতন্ন করে খুঁজবে প্রতিটি ইঞ্চি। রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যাবে, বাড়িটা ভাড়া করা হয়নি। লুক্সেমবার্গে রেজিস্ট্রি করা এক কোম্পানীর পক্ষে ব্রিটিশ উকিলরা দুই লাখ পাউণ্ডে কিনেছিল ওটা, আইনকে কোন রকম ফাঁকি না দিয়েই। লুক্সেমবার্গের সেই কোম্পানী সরাসরি ব্রিটিশ উকিলদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি, যোগাযোগ করেছিল ওখানকার একটা ব্যাংক। তদন্তের সময় ব্যাংকের তরফ থেকে বলা হবে, টাকাটা তারা এক সুইস ব্যাংকের নির্দেশে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়েছে। সুইস ব্যাংক বলবে, তাদের অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দেয়া হয় টাকাটা। কে জমা দিয়েছিল তা তারা মনে করতে পারবে না। না, কাগজ-পত্রও কিছু পাওয়া যাবে না।

বাড়িটা লণ্ডনের উত্তরেও নয়। দক্ষিণে, সাসেক্সে, পুব গ্রিনস্টেড-এর কাছাকাছি। এমটোয়েনটিফাইভ ধরে উত্তরে চলে আসত ডাক ফোন করার জন্যে।

মাইকেল অ্যাশটন বাড়িটায় কিছু হাতের ছাপ পাবেন বটে, তবে সেগুলো শুধু পল ফারচাইস বা বনি বেলিঙ্গারের।

'ভলভোটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটা তুমি কেনো?'

'হ্যাঁ, ওটা আর ভ্যানটা, বাকি সব ইকুইপমেন্টও। শুধু স্করপিয়নটা আমাদেরকে দিয়েছিল সে—মোটকু।'

রানা জানে না, ভলভোটা ইতিমধ্যে লণ্ডনের বাইরে পাওয়া গেছে। হিথরো এয়ারপোর্টের বহুতল কারপার্কে পড়ে ছিল। হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে বাকিংহামের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার পর আবার দক্ষিণ দিকে ঘুরে যায় ওরা, ফিরে আসে লণ্ডনে। হিথরো থেকে এয়ারপোর্ট শাটল বাস ধরে লণ্ডনের অপর এয়ার টার্মিনাস গাটউইক-এ চলে যায়, ট্রেনে চড়ে হেস্টিংস-এ পৌছায়, তারপর ফেরিতে চড়ে। ফ্রান্সে পৌছে চারদিকে ছড়িয়ে পরে ওরা।

'মোটা লোকটাই তাহলে ভেতরের সব তথ্য জানাচ্ছিল তোমাকে?' জানতে চাইল রানা।

'ভেতরের সব তথ্য মানে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল জুলিয়া।

'এ-কথা তুমি জানলে কিভাবে?' ডাকের গলা ও চেহারায় সন্দেহ। বোঝা গেল, এখনও রানাকে সে তার এমপ্লয়ারের লোক বলে ভাবছে।

'তোমার কথা ও আচরণে কোন খুঁত ছিল না,' বলল রানা। 'তুমি জানতে আমি জায়গা মত না পৌছানো পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর নেগোশিয়েটরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাও। ব্যাপারটা আমার জন্যে ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। তুমি জানতে কখন রাগ দেখাতে হবে, কখন পিছু হটতে হবে। ডলারের বদলে হীরে চাইলে তুমি, জানতে তাতে বিনিময়ের আয়োজন করতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল ডাক। 'হ্যাঁ, কিডন্যাপের আগেই আমাকে ব্রিফ করা হয় কখন

কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। ওই বাড়িটায় লুকিয়ে থাকার
কয়েকটা। ফোন করতে হয় আমাকে—এক ফোন বুদ থেকে আরেক ফোন বুদে,
সব সময়। আগে থেকেই ফোন নম্বরের একটা তালিকা ছিল আমার কাছে।
অপরপ্রান্তে প্রতিবার ফোন ধরেছে মোটা লোকটা, ইতিমধ্যে আমি তার গলা
চিনে ফেলেছি। প্রতিটি কাজ আমি তার নির্দেশ মত করেছি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তাহলে মোটা লোকটা তোমাকে বলেছিল পরে পালাবার সময় কোন সমস্যা হবে না। দু'তিন হপ্তা খোঁজাখুঁজি হবে, কিন্তু সূত্রের অভাবে এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব, তোমরা সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। সত্যি এ-সব কথা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? সত্যি ভেবেছিলে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ছেলেকে কিডন্যাপ করার পর, তাকে খুন করার পর, পালিয়ে যেতে পারবে? ভাল কথা, ছেলেটাকে তোমরা খুন করলে কেন? খুন করার তো দরকার ছিল না।'

ডাকের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, জ্যান্ত কয়েকটা প্রাণীর মত নড়ে উঠল পেশীগুলো। রাগে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখজোড়া। 'সেটাই তো কথা, শালা বেঈমান। আমরা তাকে খুন করিনি। আমাদেরকে যেমন বলা হয়েছে, তাকে আমরা রাস্তায় ছেড়ে দিই। সে বেঁচে ছিল, সুস্থ ছিল, তাকে আমরা কোন রকম আঘাত করিনি। তারপর আমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাই। সে খুন হয়েছে এটা আমরা জানতে পারি পরদিন, টিভির খবরে। নিজের চোখ-কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ মিথ্যে। কাজটা আমাদের নয়।'

গলির ভেতর একটা কার ঢুকল। এক লোক চালাচ্ছে, আরেক লোক পিছনে বসে আছে হাতে রাইফেল নিয়ে। গলির ভেতর এমন ভঙ্গিতে ঢুকল গাড়িটা, আরোহীরা যেন কাউকে খুঁজছে। প্রথম বারটার সামনে দাঁড়াল একবার, তারপর ধীরে ধীরে দ্বিতীয় অর্থাৎ সেঁজ হুগোর দিকে এগোল। কাছাকাছি এসে আবার পিছিয়ে গেল গাড়িটা। দুটো বারের মাঝখানে থামল। এঞ্জিন বন্ধ করা হয়নি।

'ছেলেটা মারা গেছে বোমায়। বোমাটা ছিল তার কোমরের লেদার বেল্টে লুকানো,' বলল রানা। 'শটওভার থেকে স্পেইন থেকে যখন তাকে কিডন্যাপ করা হয় তখন তার কোমরে ওটা ছিল না। তুমি তাকে দাও ওটা।'

'না, আমি না,' চিৎকার করে বলল ডাক। 'আমি না, দিয়েছিল ফেলিনি।'

'ঠিক আছে, ফেলিনি সম্পর্কে বলো আমাকে।'

'কর্সিকান হিট-ম্যান। আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। আমরা তিনজন যখন তোমার সঙ্গে ওয়্যারহাউসে দেখা করতে যাই ছেলেটার পরনে যা সব সময় থাকে তাই ছিল। ফিরে এসে দেখি তার পরনে নতুন কাপড়চোপড়। এ নিয়ে ফেলিনির সঙ্গে এক চোট হয়ে যায় আমার। কুত্তাটা আমার নির্দেশ মানেনি, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়, কিনে আনে ও গুলো।'

হীরাগুলো পরীক্ষা করার জন্যে চলে গেল কিডন্যাপাররা, তারপর ওদের ঝগড়ার আওয়াজ পেয়েছিল রানা। তখন ভেবেছিল হীরা নিয়ে ঝগড়া করছে ওরা। 'কেন, নতুন কাপড়চোপড় কিনে আনল কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বলল, ছেলেটা অভিযোগ করছিল ... লাগছে। কোন ক্ষতি নেই ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ক্যাম্পিং শপে যায় সে, ওগুলো কি নে আনে। আমার রাগ হয়েছিল কারণ ফেলিনি ইংরেজি জানে না। তাকে দেখলে ই বিদেশী বলে চেনা যাবে।'

'প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে কাপড়গুলো তোমার অনুপস্থিতিতে ডেলিভারি দেয়া হয়,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, এই ফেলিনি লোকটা দেখতে কেমন?'

'বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, প্রফেশনাল, তবে কখনও যুদ্ধে যায়নি। কালো চোখ, নাকের পাশে লম্বা ক্ষতের দাগ।'

'তাকে কেন ভাড়া করো তুমি?'

'আমি তাকে ভাড়া করিনি। আমি ওল্ড বুল আর বনির সঙ্গে যোগাযোগ করি, কারণ ওরা আমার পুরানো বন্ধু, যোগাযোগও ছিল। কর্সিকানটাকে আমার ঘাড়ে চাপায় মোটা লোকটা। এখন শুনছি ওরা দু'জনেই মারা গেছে...।'

'এবার বলো, আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ কেন?' জানতে চাইল রানা। 'তোমার জন্যে আমার কি করার আছে?'

'আমি মুক্তি চাই,' বলল ডাক। 'যারা আমাকে কাজটা দিয়েছিল তুমি যদি তাদের লোক হও, বলে দাও আমার পিছু ধাওয়া করার কোন দরকার নেই। আমি কোনদিন, কোনও অবস্থাতেই মুখ খুলব না। কাজেই তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'কিন্তু আমি তো তাদের লোক নই,' বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে তোমার লোকদের জানাও, ছেলেটাকে আমি মারিনি,' বলল ডাক। 'আমার সঙ্গে যে চুক্তি হয়, তাতে কাউকে খুন করার কোন কথা ছিল না। যীশু আর মেরীর কসম খেয়ে বলছি, ছেলেটাকে মারার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।'

রানা ভাবল, মাইকেল অ্যাশটন অথবা টিমোথি গার্ড যদি কখনও ডাককে ধরতে পারে, অবশ্যই যাবজ্জীবন খাটিয়ে ছাড়বে, হয় হার ম্যাজেস্টি অথবা আংকেল স্যামের অতিথি হিসেবে। 'শেষ আরও কয়েকটা পয়েন্ট, ডাক। হীরা প্রসঙ্গে। তুমি যদি সত্যি মুক্তি বা রেহাই পেতে চাও, ওদেরকে তোমার হীরাগুলো ফিরিয়ে দেয়া উচিত—তোমার তরফ থেকে শুরুটা এভাবে হতে পারে। নাকি সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ফেলেছ?'

'না,' দ্রুত বলল ডাক। 'কাউকে কিছু দিইনি আমি। সব এখানে আছে। প্রতিটি হীরা।' টেবিলের তলায় হাত দিয়ে ভারি একটা ক্যানভাস ব্যাগ তুলে টেবিলে রাখল সে। জুলিয়ার চোখ দুটো বড় হলো।

'ফেলিনি,' বলল রানা। 'এখন সে কোথায়?'

'ঈশ্বরই জানে। সম্ভবত কর্সিকায় ফিরে গেছে। মার্সেইলেসের একটা গ্যাঙের হয়ে কাজ করার জন্যে ওখান থেকে বছর আটেক আগে এসেছিল সে। পরে নিস আর প্যারিসে কাজ করে। ব্যস, তার সম্পর্কে এর বেশি আর কিছু আমি জানতে পারিনি। ও, হ্যাঁ, একটা গ্রাম থেকে এসেছিল সে...গ্রামটার নাম,

কাস্ত্রোরাঙ্ক।'

দাঁড়াল রানা, হীরা ভর্তি ব্যাগটা নিল, তাকাল ডাকের দিকে। 'তুমি জড়িয়ে পড়েছ, দোস্ত। একেবারে কান পর্যন্ত ডুবে আছ। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব আমি। তোমার রাজসাক্ষী হবার প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণও করতে পারে। সম্ভব কিনা বুঝতে পারছি না। তবে তাঁদেরকে আমি বলব যে লোক ছিল, বোধহয় তাদের পিছনেও অন্য কেউ ছিল। তারা যদি বিশ্বাস করে, আর তুমি যদি সব কথা বলতে রাজি হও, বলা যায় না তোমাকে হয়তো বেঁচে থাকতে দিতে আপত্তি করবে না। কিন্তু বাকিরা, যাদের পক্ষে কাজ করেছ তুমি, তাদের কোন সুযোগ নেই।'

ফেরার জন্যে ঘুরল রানা। চেয়ার ছাড়ল জুলিয়া। যেন রানার আশ্রয় পাবার বাসনায়, চেয়ার ছেড়ে ডাকও দাঁড়াল, পিছু নিয়ে এগোল দরজার দিকে। রানা থামল।

'শেষ একটা প্রশ্ন। ডাক কেন?'

'শব্দটা আসলে ডি-ইউ-কে,' বলল ডাক। 'আমার কেনা প্রথম গাড়ির নাম্বার প্লেটে ছিল।'

ভুরু জোড়া কপালে তুলে নাচাল একবার রানা। দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। ওর পিছু নিয়ে বেরুল ডাক। জুলিয়া তখনও দরজার ভেতর, এই সময় গলির নিস্তব্ধতা ভেঙে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

গাড়ি বা বন্দুকবাজ, কিছুই দেখেনি রানা। ওর কানকে পাশ কাটানোর সময় 'ওয়াপ' শব্দ করল বুলেট, চোখে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলল। বুলেটটা দেড় ইঞ্চির জন্যে ওর কান ফুটো করতে পারেনি, তবে ডাককে ছাড়ল না। মার্সেনারি লোকটার কণ্ঠার ঠিক নিচে ঢুকল সেটা।

রানা বেঁচে গেল ওর প্রতিক্রিয়ার গুণে। শব্দটা ওর পরিচিত বলে বিশেষ সুবিধে পেল। বুলেটের ধাক্কায় দরজার চৌকাঠে ছিটকে পড়ল ডাক, বাড়ি খেয়ে আবার সামনে বাড়ল। তার হাঁটু ভাঁজ হতে শুরু করেনি, তার আগেই দরজার খিলানে ফিরে এসেছে রানা। যে দু'এক সেকেণ্ড মার্সেনারি লোকটার শরীর খাড়া থাকল, ওই সময়টা ত্রিশ গজ দূরে পার্ক করা গাড়ি থেকে তার পিছনে লুকিয়ে পড়া রানাকে দেখা গেল না।

দরজা থেকে পিছন দিকে লাফ দিল রানা, মোচড় খেলো শরীরটা, দ্রুতগতি নড়াচড়ায় কোন বিরতি না দিয়ে জুলিয়াকে নিয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। মেঝেতে পড়ল, পরমুহূর্তে দ্বিতীয় বুলেটটা বন্ধ হতে শুরু করা দরজা দিয়ে ঢুকে উল্টোদিকের দেয়ালে লাগল। তারপরই স্প্রিং লাগানো দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। বারের মেঝেতে ক্রল করে এগোল রানা, জুলিয়াকে ছাড়েনি। গাড়ির শব্দ পেল ও, বারের দিকে এগিয়ে আসছে। বারম্যান, সম্ভবত হুগো, দু'হাতে মাথা চেপে কাউন্টারের নিচে বসে পড়েছে। গুলির শব্দ থামল, বন্দুকবাজ বোধহয় ম্যাগাজিন বদল করছে। এক লাফে সিধে হলো রানা, বাঁ হাতে জুলিয়ার কব্জি ধরে বারের পিছন দিকে ছুটল, ডান হাতে রয়েছে হীরা ভর্তি ক্যানভাস ব্যাগটা।

কিচেন হয়ে পিছনের উঠনে বেরিয়ে এল ওরা। বিয়ারের বাক্স সিঁড়ির

ধাপের মত সাজানো রয়েছে, সেগুলোর ওপর পা দিয়ে পাঁচিলে উঠল, লাফ দিয়ে নামল আরেক বাড়ির পিছনদিককার উঠনে। বিশ সেকেণ্ড পর এক কসাইয়ের দোকান থেকে পাশের গলিতে বেরিয়ে এল। ভাগ্য ভাল, ত্রিশ গজ সামনে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। উঠে পড়ল রানা, জুলিয়ার হাত এখনও ছাড়েনি। জুলিয়া উঠতেই দরজার হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও। জুলিয়ার হাতব্যাগটা আটকে গেল, ফলে আবার খুলতে হলো দরজা।

ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে ট্যাক্সি। সীটে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে জুলিয়া। হঠাৎ তার চোখ পড়ল হাতব্যাগটার ওপর। ওটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, ছিঁড়ে গেছে সেলাই। ক্ষতিটা পরীক্ষা করছে, ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া, চেহারায় ফুটে উঠল দিশেহারা ভাব। 'রানা, এটা কি?'

জিনিসটা এরিয়াল সহ একটা মাইক্রোফোন, প্রিন্টেড সার্কিট-বোর্ডে ট্রান্সমিটার ও রিপার রয়েছে। এরিয়ালটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে শোল্ডার স্ট্র্যাপে।

জিনিসটা এখনও কাজ করছে কিনা বলা কঠিন। তবে জুলিয়া বিস্ময়সূচক শব্দ করার পর শ্রোতারা সাবধান হয়ে গেছে, তাদেরকে এখন আর মিথ্যে তথ্য দেয়ার সুযোগ নেই। হাতব্যাগটা উপুড় করল রানা, জুলিয়ার সমস্ত জিনিস বের করে নিল, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা ডাস্টবিন লক্ষ্য করে। 'পল ফারচাইস আর বনি বেলিঙ্গার রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে,' বলল ও। 'সংখ্যায় নিশ্চয়ই ওরা দু'জন হবে। একজন আমাদের কাছাকাছি আছে, আমরা কি বলছি শুনছে, ফোন করে বন্ধুকে জানিয়ে দিচ্ছে সব, সেই বন্ধু আমাদের আগে পৌঁছে যাচ্ছে টার্গেটের কাছে। কিন্তু আজ সকালের ভুয়া রঁদেভোয় তারা যায়নি কেন?'

'ওটা আমার কাছে ছিল না,' হঠাৎ বলল জুলিয়া।

'কি তোমার কাছে ছিল না?'

'হাতব্যাগটা। বারে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম; তুমি আমাদের কামরায় কথা বলতে চাইলে। বার থেকে ওপরে আসার সময় হাতব্যাগটা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। পরে মনে পড়তে আবার নিচে নামি।'

'হ্যাঁ। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আমি শুধু বলেছিলাম, রুদ দ্য চ্যালন-এর মোড়ে পৌঁছে দাও আমাদের, আর বার শব্দটা উচ্চারণ করেছিলাম। গলিটায় বার একটা নয়, দুটো।'

'কিন্তু আমার ব্যাগে এ-সব ওরা ভরল কিভাবে? কেনার পর থেকে ওটা তো সব সময় আমার কাছেই ছিল।'

'ওটা আসলে তোমার ব্যাগ নয়। তোমারটার নকল,' বলল রানা, পিছনে তাকিয়ে দেখল কেউ ওদেরকে অনুসরণ করছে কিনা। 'কেউ একজন তোমারটা নিয়ে গেছে, বদলে তারটা দিয়ে গেছে। কেনসিংটনের ওই ফ্ল্যাটে কত লোক এসেছিল?'

'তুমি পালাবার পর? গোটা দুনিয়াই তো এসেছিল। মাইকেল অ্যাশটনের সঙ্গে রাজ্যের ব্রিটিশরা, এফবিআই, সিআইএ। দূতাবাসে গিয়েছিলাম আমি। গিয়েছিলাম সারের সেই বাড়িটায়, যেখানে তোমাকে কিছু সময় আটকে রাখা

হয়। তারপর আবার ফ্ল্যাটে ফিরে আসি...বলো ওটা নিয়ে কোথায় যাইনি আমি!'

হাতব্যাগটা বদল করতে খুব বেশি হলে মিনিট পাঁচেক লাগার কথা।

'আপনারা কোথায় যেতে চান,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জানতে চাইল প্রৌঢ় ড্রাইভার। হোটেলে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না, ইতিমধ্যে খুনীরা ওটার হদিশ পেয়ে গেছে। তবে গ্যারেজের কথা জানবে না, যেখানে ওপেলটা রেখে এসেছে রানা। 'প্লেস দে লা ম্যাডেলেইন,' বলল রানা। 'চাওভিউ-লাগার্দ-এর মোড়ে।'

'রানা, যা শুনলাম, এরপর আমার বোধহয় ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়া উচিত। আমি আমাদের এখানকার দূতাবাসে যেতে পারি, এসকর্ট হিসেবে দু'জন ইউএস মার্শালকে চাইতে পারি। ডাক যা বলল ওয়াশিংটনকে তা শোনানো দরকার।'

আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজের প্রবেশমুখে ট্যাক্সি থেকে নামল ওরা। ড্রাইভারকে মোটা বকশিশ দিল রানা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ওপেল নিয়ে রওনা হবার পর জানতে চাইল জুলিয়া, শ্যেন নদীর কিনারা ঘেঁষে ল্যাটিন কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে রানা।

'তুমি যাচ্ছো,' বলল রানা। 'যাচ্ছো এয়ারপোর্টে।'

'ওয়াশিংটনে, রানা?'

'না, ঠিক তা নয়। শোনো, জুলিয়া। নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ওখানে তোমার যাওয়া চলে না। গোটা ব্যাপারটার পিছনে যারাই থাকুক, একদল সাবেক মার্সেনারির চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী লোক তারা। কিডন্যাপাররা স্রেফ ভাড়াটে। আমাদের দিকে যা কিছু ঘটেছে, সবই জানিয়ে দেয়া হয়েছে ডাককে। পুলিস কতদূর এগোল; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, লণ্ডন আর ওয়াশিংটন কি চিন্তা করছে, সমস্ত ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে তাকে।

'ছাড়া পেয়ে রাস্তা ধরে যখন ছুটতে শুরু করল ছেলেটা, তার আগেই গাছগুলোর আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল ডিটোনেটর হাতে নিয়ে। ওখানে তাকে, সাইলাস মারভিনকে পাওয়া যাবে, কি করে জানল লোকটা? জানল, কারণ প্রতিটি পর্যায়ে ঠিক কি করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে ডাককে, আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ সহ। আমাকে খুন করেনি, কারণ আমাকে খুন করার নির্দেশ পায়নি সে। কাউকে খুন করতে হবে, এ-কথা ভাবেনি সে।'

'কিন্তু ডাক নিজেই তো বলেছে,' প্রতিবাদের সুরে বলল জুলিয়া, 'যে কাজটা তাকে আমেরিকান লোকটা দেয়, পেমেন্ট করে–আমেরিকান, মানে মোটা লোকটা।'

'হ্যাঁ, তবে মোটা লোকটাকে কাজটা দেয় অন্য কেউ।'

'ও, তুমি বলতে চাইছ মোটা লোকটার পিছনে কেউ আছে।'

'থাকতে বাধ্য,' বলল রানা। 'একেবারে ওপরতলার কেউ হবে সে। কর্তৃপক্ষদের কেউ। কিভাবে কি ঘটেছে তা আমরা জানি, কিন্তু কে বা কার দ্বারা ঘটেছে তা জানি না। ওয়াশিংটনে যদি ফিরে যাও, কি বলবে ওদেরকে তুমি? একজন কিডন্যাপার কি দাবি করছে, তার কোন মূল্য আছে? সে একজন

মার্সেনারি, ক্রিমিনাল, তাছাড়া মারাও গেছে। ওয়াশিংটন ব্যাখ্যা করবে, নিজের সহকারীদের খুন করে, হীরাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে ভীতু এক লোক নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। তার গল্প বানানো গল্প।'

'তাহলে এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'তুমি গা ঢাকা দেবে। আমি কর্সিকান লোকটাকে খুঁজে বের করব। সে-ই এখন রহস্যের চাবি, তাকে মোটা লোকটা ভাড়া করেছিল। এই কর্সিকানই বেল্টটা নিয়ে আসে, পরতে দেয় সাইলাস মারভিনকে। বলো তো, নগদ টাকার বদলে হঠাৎ হীরা চাইল কেন ডাক?'

'কেন?'

'কারণ বেল্ট আর কাপড়চোপড়গুলো তখনও তৈরি হয়নি, বা জায়গামত এসে পৌঁছায়নি। ডাককে নির্দেশ দেয়া হয়, নগদ টাকার বদলে হীরা চেয়ে সময় নাও। ঘটনা খুব দ্রুত ঘটছিল, গতি কমিয়ে ফেলা হলো। ফেলিনিকে যদি ধরতে পারি, তাকে যদি কথা বলাতে পারি, মোটা লোকটার পরিচয় হয়তো জানা যাবে। তার পরিচয় জানতে পারলে ওয়াশিংটনে যাব আমরা।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও, রানা,' কাতর কণ্ঠে বলল জুলিয়া। 'তোমার সঙ্গে সেরকমই চুক্তি হয়েছে আমার।'

'চুক্তি হয়েছিল ওয়াশিংটনের সঙ্গে। সেটা বাতিল হয়ে গেছে। ডাক আমাদেরকে যা কিছু বলেছে, তোমার হাতব্যাগের মাইক্রোফোনের দ্বারা সব রেকর্ড হয়ে গেছে। আমরা যে জানি, ওরা তা জানে। এখন তারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে তোমাকে আর আমাকে। আমরা এখন আর শিকারী নই, জুলিয়া। শিকারে পরিণত হয়েছি। এই পরিস্থিতিকে উল্টে দেয়া যায়, আবার আমরা শিকারী হতে পারি, যদি মোটা লোকটার পরিচয় জানতে পারি। তখন শুধু আমরা দু'জন নই, সিআইএ ও এফবিআই-ও পাগলা কুকুর হয়ে উঠবে তাকে ধরার জন্যে।'

'এখন তাহলে কোথায় লুকাব আমি, কত দিনের জন্যে?'

'যতদিন না আমি তোমাকে আবার ডেকে নিই। তুমি লুকাবে মালাকায়। স্পেনের দক্ষিণে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।'

ল্যাটিন কোয়ার্টার থেকে ওরলি এয়ারপোর্টের কোচ ছাড়ে। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা।

'আমার কাপড়চোপড়ের কি হবে?' জানতে চাইল জুলিয়া। 'হোটেলে আমার জিনিস-পত্র?'

'ওগুলোর কথা ভুলে যাও। হোটেলের ওপর এখন নিশ্চয়ই কড়া নজর রাখছে ওরা। সঙ্গে পাসপোর্ট আর ক্রেডিট কার্ড আছে তো?'

'তুমি জানো আছে।'

'ব্যাংকে চলে যাও, তোমার ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে যত টাকা আছে সব তুলে ফেলো।'

জুলিয়া ব্যাংকের দিকে চলে গেল, রানা গেল তার টিকেট কাটতে।

কাউন্টার থেকে বলা হলো, বারোটা পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইটে সীট নেই, পাঁচটা পঁয়ত্রিশের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। জুলিয়া ফিরে আসতে রানা বলল, 'এখানে অপেক্ষা করার চেয়ে ওরলিতে অপেক্ষা করা নিরাপদ, তোমাকে কোচে তুলে দিই।'

'রানা, আমি স্প্যানিশ ভাষা একদম জানি না।'

'চিন্তার কিছু নেই, আমার বন্ধুরা সবাই ইংরেজি জানে।'

কোচের ধাপে পা দিয়ে হঠাৎ ঘুরল জুলিয়া, রানার গলাটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল। 'রানা, আমি দুঃখিত। তুমি একা হলে সম্ভবত আরও ভাল করতে।'

'তোমার কোন দোষ নয়, বোকা মেয়ে,' বলে তাকে চুমো খেল রানা। 'তাছাড়া, তুমি সঙ্গে না থাকলে অস্ত্র পেতাম কোথায়? ওটা এখন আমার কাজে লাগবে।'

'সাবধানে থেকো, রানা,' ফিসফিস করল জুলিয়া, এখনও রানাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

'চিন্তা কোরো না। দু'একদিন পর ফোনে যোগাযোগ করব আমি। তারই মধ্যে আমেরিকায় ফেরার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

রানাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি কোচের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল জুলিয়া, তার চোখে পানি এসে গেছে।

কোচ ছাড়ার পর কার্ডবোর্ড শিট আর কাগজ কিনে পোস্ট অফিসে ঢুকল রানা। হীরাগুলো ভাল করে কাগজে মুড়ল, টেপ লাগাল, সুতো দিয়ে বাঁধল, তারপর লণ্ডনে পৌঁছে দেয়ার জন্যে রেজিস্ট্রি করল। আমেরিকান অ্যামব্যাসাডর প্যাট্রিক হামফ্রের নামে।

এরপর ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন-বুদ থেকে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। মাইকেল অ্যাশটনকে পাওয়া গেল না, তাঁর নামে একটা মেসেজ দিল ও। মেসেজে সাসেক্সের একটা বাড়ির ঠিকানা থাকল। সবশেষে স্পেনের এস্তেপোনা-য়, একটা বারে ফোন করল ও। যাকে ফোন করল সে স্প্যানিয়ার্ড নয়, বাঙালী। ওর কথা শেষ হতে অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই, ভদ্রমহিলাকে আমরা দেখব।'

ঝামেলা শেষ, গাড়িতে তেল ভরে এ-সিক্স অটোরুট ধরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু হলো ওর, মার্সেই-এর দিকে যাচ্ছে।

বিউন-এ যাত্রাবিরতি, ডিনার খেয়ে পিছনের সীটে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল রানা। আবার গাড়ি ছাড়ল রাত তিনটের দিকে।

ও যখন ঘুমাচ্ছে, প্যারিসে ওদের হোটেলের ওপর নজর রাখছে এক লোক, বসে আছে রাস্তার উল্টোদিকের এক রেস্তোরাঁয়। সেই দুপুর থেকে জানালার ধারের একটা টেবিল দখল করে রেখেছে সে, লাঞ্চ খেয়েছে, তারপর সন্ধের পর ডিনারও। ওয়েটাররা বিস্মিত হলেও, কিছু বলেনি। তারা দেখল, লোকটা সারাদিন বসে একটা মোটা বই পড়ছে।

এগারোটার দিকে রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে বেরুতে হলো

লোকটাকে। এবার পাশের রেস্তোরাঁয় ঢুকল সে। এখানেও জানালার ধারে একটা টেবিলে বসল। রাত দুটোর দিকে হাল ছাড়ল সে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পোস্ট অফিসে চলে এল লোকটা। ফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করল, অপারেটরের সঙ্গে কথা বলে রেখে দিল রিসিভার। কিছুক্ষণ পর রিঙ হলো, রিসিভার তুলল সে। অপারেটর মেয়েটা তাকে বলল, 'হ্যালো, মঁশিয়ে, আপনার কল। লাইন পাওয়া গেছে। কথা বলুন, কাস্তেব্রাঙ্ক।'

Scanned by roni060007 for Banglapdf.net

পাঁচ

নভেম্বরের শেষদিন মার্সেই-এ পৌঁছুল রানা, ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির মধ্যে। কর্সিকার রাজধানী অ্যাজাসিও-য় প্লেনে করে গেলে আজই পৌঁছে যাবে রানা। যদিও সিদ্ধান্ত নিল ফেরি ধরবে। গাড়ি নিয়ে সরাসরি ফেরি পোর্ট কোয়ে দ্য লে জুলিয়েত-এ চলে এল। পোর্ট প্রায় খালিই বলা যায়। টিকেট ঘর বন্ধ। গাড়ি পার্ক করে ব্রেকফাস্ট সারল ও।

টিকেট ঘর খুলল ন'টায়, রাতের টিকেট কিনল রানা। ফেরির নাম নেপোলিয়ন, ছাড়বে আটটায়, পৌঁছুবে আগামীকাল সকাল সাতটায়। টিকেট কেনা হয়েছে, কাজেই গাড়িটা প্যাসেঞ্জার কারপার্কে রাখতে পারে ও। শহরে ফিরে এল হেঁটে, কিছু জিনিস কেনা দরকার।

ক্যানভাস গ্রিপটা সহজেই পাওয়া গেল। একটা ফার্মেসী থেকে কিনল সাবান থেকে শুরু করে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। পুরুষদের বিশেষ ধরনের কাপড় কিনতেই বেশি ঝামেলা হলো। কি চায় শুনে ঘন ঘন মাথা নাড়ে দোকানদাররা। অবশেষে ওল্ড পোর্ট-এর কাছাকাছি একটা দোকানে পাওয়া গেল। বুট, জিনস, বেল্ট আর হ্যাট বাছাই করতে তেমন সমস্যা হলো না। তরুণ দোকানদারের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল রানার শেষ অনুরোধটা শুনে।

'আপনি কি চান বললেন, মঁশিয়ে?'

কি চায় আবার বলল রানা।

'দুঃখিত, এ-ধরনের জিনিস বিক্রি হয় বলে আমার জানা নেই,' বলল বটে, তবে হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানার হাতে ধরা টাকাগুলোর দিকে। বড় দুটো নোট, আঙুলের ফাঁকে ধরে নাড়াচাড়া করছে রানা।

বলল, 'হয়তো স্টোররুমে খুঁজলে পেয়ে যেতে পারো। পুরানো একটা, আর কোনও কাজে লাগবে না। চেষ্টা করে একবার দেখবে নাকি?'

'ঠিক আছে, দেখছি, স্যার। হোল্ডঅলটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি?'

পিছনের স্টোররুমে মিনিট দশেক থাকল দোকানদার। ফিরে এসে হোল্ডঅলটা ফাঁক করল, রানা যাতে উঁকি দিয়ে দেখতে পারে।

'চমৎকার,' বলল রানা। 'ঠিক আমি যা চেয়েছি।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওল্ড

পোর্টেই একটা কাফেতে লাঞ্চ খেল, তারপর কফি নিয়ে বসে থাকল এক ঘণ্টা, চোখ বুলাল কর্সিকার লার্জ-স্কেল ম্যাপে। ম্যাপে যে লেখাগুলো রয়েছে তা থেকে শুধু জানা গেল যে কাস্ত্রোন্কা-এর অবস্থান অসপেডেল রেঞ্জে, দ্বীপের গভীর দক্ষিণে।

ঠিক আটটার সময় ছাড়ল ফেরি। বারে বসে বিয়ার উপভোগ করছে রানা। ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল মার্সেই-এর আলো। আধ ঘণ্টা পর ডিনার খেল, ডি ডেকে উঠে ঢুকে পড়ল নিজের কেবিনে। টেবিল ঘড়িতে ছ'টায় অ্যালার্ম সেট করে বিছানায় উঠল ও।

সকাল সাতটায় অ্যাজাসিও পৌঁছুল ফেরি। ডি-ফিফটিনাইন ধরে রওনা হলো রানা। অসপেডেল রেঞ্জে ঢুকে একের পর এক পাহাড়ী গ্রামগুলোকে পেরিয়ে এল ও, প্রতিটি গ্রামের ভেতর দিয়ে একটাই রাস্তা চলে গেছে। ইতিমধ্যে ম্যাপ দেখে জেনে নিয়েছে ও, ডি-ফিফটিনাইন শেষ হয়েছে কাস্ত্রোন্কা গ্রামে। এদিকে ওটাই বোধহয় শেষ গ্রাম।

রাস্তাটা শেষ হয়েছে গ্রামের চৌরাস্তায়। চৌরাস্তাটা গ্রামের শেষ মাথায়, তারপর পাহাড়। গ্রামে ঢোকার পর রাস্তাটা সরু হয়ে একটা গলির চেহারা নিয়েছে। গলির দু'পাশে নিচু পাথরের বাড়ি-ঘর। আবর্জনার আশপাশে কোন মুরগি দেখা গেল না। বাড়ি-ঘরের সামনে বসে নেই কোন বুড়ো। গোটা গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে আছে। চৌরাস্তার বাকি তিনটে গলিও অত্যন্ত সরু। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা। এই সময় শক্তিশালী এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল ও। ফোর্ডের পিছনে, দুটো বাড়ির মাঝখানের ছোট্ট ফাঁকা জায়গা থেকে পাঁচ টনী একটা ট্রাক বেরিয়ে এল রাস্তায়। রাস্তার ঠিক মাঝখানে থামল সেটা। ইগনিশন কী খুলল ড্রাইভার, লাফ দিয়ে নিচে নামল, রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়িগুলোর আড়ালে। ট্রাকের পিছন ও পাঁচিলের মাঝখানে যে ফাঁক রয়েছে তাতে একটা মোটরসাইকেল যাওয়া-আসা করতে পারবে, তবে ট্রাক না সরালে কোন গাড়ি যেতে পারবে না।

চারদিকে তাকাল রানা। মেইন রোডটা ছাড়া চৌরাস্তার বাকি তিনটে দিকে সরু গলি, প্রতিটি গলি খানিক দূর এগিয়ে শেষ হয়ে গেছে। ডান দিকে চারটে কটেজ, সামনে ছাই রঙা পাথরের তৈরি একটা চার্চ, বাঁ দিকে দোতলা একটা সরাইখানা, তার পাশে কয়েকটা বাড়ি, খানিক দূরে একটা খামার, গোলাবাড়ি, উঠন ইত্যাদি। ওদিকে আরও একটু এগিয়েছে গ্রামটা, পাহাড়ের ঢালে খেত-খামারের আভাস।

রানার পায়ে ওয়েস্টার্ন বুট, পরনে নীল ফেড-জিনস, উজ্জ্বল লাল শার্ট, কোঁকড়ানো লেদার জ্যাকেট ও লম্বা স্টেটসন হ্যাট। ওয়েস্টার্ন র‍্যাঞ্চ থেকে যেন একজন কাউবয় উঠে এসেছে। গাড়ির চাবি আর ক্যানভাস গ্রিপ নিয়ে সরাইখানায় ঢুকল ও।

ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। মালিক বার-এর পিছনে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরে

যে ঘষে গ্লাস পরিষ্কার করছে। ভেতরে চারটে ওক টেবিল, প্রতিটির সঙ্গে চারটে করে চেয়ার। লোক রয়েছে মাত্র একটা টেবিলে। চারজন লোক যে যার খেলছে, প্রত্যেকের চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ।

ভেতরে এল রানা, কাউন্টারে গ্রিপটা রাখল, তবে হ্যাটটা মাথা থেকে নামাল না। মুখ তুলে তাকাল বারম্যান।

'মঁশিয়ে?'

চোখে কৌতূহলের ছিটেফোঁটাও নেই, চেহারায় নেই বিস্ময়ের লেশমাত্র। রানা ভান করল এ-সব লক্ষ করছে না, সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে বলল, 'এক গ্লাস লাল ওয়াইন, ইফ ইউ প্লীজ।'

স্থানীয় ওয়াইন, অত্যন্ত কড়া, তবে ভাল জিনিস। চেহারায় প্রশংসার ভাব, ধীরে ধীরে চুমুক দিল রানা। বারের পিছন থেকে মালিকের স্ত্রী, স্থূলকায় এক মহিলা, বেরিয়ে এল। কাউন্টারের ওপর কয়েকটা প্লেট রাখল সে, কোনটায় শুকনো মাংস, কোনটায় মুরগি, আবার কোনটায় পনির আর রুটি। ভুলেও রানার দিকে তাকাল না। স্থানীয় ভাষায় স্বামীর নির্দেশ শুনে আবার ফিরে গেল কিচেনে। টেবিলে বসে যারা তাস খেলছে তারাও কেউ রানার দিকে এখনও একবারও তাকায়নি।

বারম্যানের সঙ্গে কথা বলল রানা, 'আমি এক ভদ্রলোককে খুঁজছি। আমার ধারণা, এদিকেই থাকেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম ফেলিনি। আপনি তাকে চেনেন?'

চট করে টেবিলে বসা লোকগুলোর দিকে তাকাল বারম্যান, যেন তাদের সাহায্য পেতে চাইছে। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। 'আপনি কি আসলে মঁশিয়ে ডোমেনিক ফেলিনিকে খুঁজছেন?' জানতে চাইল সে।

চিন্তা করল রানা। রাস্তায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে ফিরে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে ওরা, স্বীকার করেছে ফেলিনির অস্তিত্ব। এই দুটো ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওরা চাইছে সে থাকুক। কতক্ষণ? ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। জানালার বাইরে শীতের আকাশ নিষ্প্রভ, সূর্য তেমন তেজি নয়। সম্ভবত সন্ধে পর্যন্ত। বারম্যানের দিকে তাকাল ও, মুখের ওপর একটা আঙুল বুলাল। 'মুখে কাটা দাগ আছে ভদ্রলোকের? ডোমেনিক ফেলিনির?'

মাথা ঝাঁকাল বারম্যান।

'আপনি আমাকে বলতে পারেন, ভদ্রলোকের বাড়িটা কোন দিকে?'

আবার টেবিলে বসা লোকগুলোর দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল বারম্যান। এবার সাড়া পাওয়া গেল। চারজনের একজন, একমাত্র সে-ই ফরমাল সুট পরে আছে, তাস থেকে চোখ তুলে কথা বলল, 'মঁশিয়ে ফেলিনি আজ বাইরে গেছেন, মঁশিয়ে। কাল ফিরবেন। আপনি যদি অপেক্ষা করতে পারেন, কাল আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

'গুড, থ্যাঙ্ক ইউ, ফ্রেণ্ড। আপনি অত্যন্ত সদয়।' বারম্যানের দিকে ফিরল রানা। 'রাতের জন্যে এখানে একটা কামরা পেতে পারি আমি?'

লোকটা শুধু মাথা ঝাঁকাল। দশ মিনিট পর দোতলার একটা কামরায় ওকে

পৌঁছে দিল মালিকের স্ত্রী, কিন্তু এবারও ওর দিকে তাকাল না সে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোন লোকের দিকে তাকাতে নেই, কর্সিকানদের মধ্যে এ-ধরনের একটা কুসংস্কার বহু আগে প্রচলিত ছিল–আধুনিক যুগেও কোন কোন এলাকায় কুসংস্কারটা চালু আছে। মহিলা চলে যাবার পর কামরাটা পরীক্ষা করল রানা। সরাইখানার পিছন দিকে কামরাটা, জানালা দিয়ে বড় একটা উঠন দেখা যায়, উঠনটার চারপাশে গোলাবাড়ি। বিছানার ওপর গদিটা বেশ মোটা, ভেতরে নারকেল ছোবড়া। পেননাইফের সাহায্যে বিছানার তলার দুটো তক্তা তুলে ফেলল রানা, গ্রিপ থেকে বের করে একটা জিনিস লুকিয়ে রাখল ভেতরে। বাকি সব জিনিস ওরা যদি দেখতে চায়, দেখুক। গ্রিপ বন্ধ করল, ফেলে রাখল বিছানার ওপর। মাথা থেকে চুল ছিঁড়ল একটা, থুথুর সাহায্যে চেইনের ওপর আড়াআড়িভাবে সাঁটল সেটা।

বারে ফিরে এসে তাজা রুটি, পনির, গরুর মাংস আর জলপাইয়ের আচার খেল রানা। তারপর বেরুল গ্রামটা দেখতে। ও জানে, সূর্য না ডোবা পর্যন্ত কোন বিপদ আসছে না। ওর মেজবানরা নির্দেশ পেয়েছে, যা করার নির্দেশ মতই করবে।

গ্রামটায় দেখার মত কিছু নেই। অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একজন লোকও বেরুল না রাস্তায়। জানা কয়েক মহিলার শক্ত হাত দেখল রানা, প্রায় ছোঁ দিয়ে দরজার ভেতর টেনে নিল বাচ্চাদের। রাস্তার ওপর এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকটা, পাঁচিল আর ওটার মাঝখান দিয়ে কোনরকমে একটা মোটরসাইকেল যেতে পারবে। ট্রাকটার নাকের সামনে কাঠ ও বাঁশের তৈরি একটা গোলাবাড়ি।

পাঁচটার দিকে ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়ল। বারে ফিরে এল রানা। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। গা গরম করার জন্যে কিছুক্ষণ বসল ও, তবে ওয়াইন বা অন্য কিছু খেল না। কামরায় ফিরে এল একটা বই নেয়ার জন্যে। হোল্ডঅলটা সার্চ করা হয়েছে দেখে মুচকি হাসল রানা। বিছানার নিচে তক্তাগুলোয় হাত দেয়া হয়নি।

বারে বসে দু'ঘণ্টা পড়ল রানা, এবারও হ্যাটটা মাথা থেকে খুলল না। আটটার দিকে খেতে বসল। খাওয়া শেষে ওয়াইন নয়, কফি চাইল। ন'টায় উঠে এল নিজের কামরায়। আরও এক ঘণ্টা পর গ্রামের শেষ আলোটা নিভে গেল। আজ রাতে বারে বসে কেউ টিভি দেখল না–সব মিলিয়ে গ্রামে টিভি সেট আছে মাত্র তিনটে। আজ কেউ আগুনের ধারে বসে তাসও খেলছে না। দশটার মধ্যে গোটা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে গেল, আলো জ্বলছে শুধু রানার কামরায়।

বালবটা অল্প পাওয়ারের, কামরার মাঝখানে নগ্ন ঝুলছে। সরাসরি নিচে সবচেয়ে ভাল আলো পাওয়া যাবে, আর ঠিক সেখানেই লম্বা স্টেটসন হ্যাট পরা মূর্তিটা আর্মচেয়ারে বসে বই পড়ছে।

চাঁদ উঠল রাত দেড়টায়, অসপেডেল রেঞ্জের মাথায় চড়ে জোছনায় ভরিয়ে দিল কাস্তেব্রোঙ্ককে। রোগা, একহারা এক তরুণ রাস্তা ধরে সাবধানে হেঁটে এল। সরু একটা গলির ভেতর ঢুকল সে, চলে এল সরাইখানার পিছনে গোলাবাড়ি

আর উঠনের কাছে।

কোন শব্দ না করে একটা স্থির ঠেলাগাড়ির ওপর চড়ল তরুণ, সেখান থেকে লাফ দিয়ে উঠল পাঁচিলে। পাঁচিল ধরে খানিক দূর এগোল, তারপর আবার লাফ দিয়ে রানার জানালার সরাসরি উল্টোদিকে একটা গোলাবাড়ির ছাদে চলে এল।

জানালার পর্দা খানিকটা মাত্র সরানো। বারো ইঞ্চি ফাঁকের ভেতর রানাকে প্রায় পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে, কোলের ওপর বই, অল্প আলোয় অক্ষরগুলো চেনার জন্যে মাথাটা সামান্য কাত হয়ে আছে একদিকে, জানালার কার্নিশের ঠিক ওপরে লাল শার্ট ঢাকা কাঁধ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাথায় সাদা স্টেটসন।

গোলাবাড়ির ছাদে বসে নিঃশব্দে হাসল তরুণ। টার্গেট একটা রামছাগল, সেজন্যেই দূর থেকে কাজ সারতে পারবে সে, তা না হলে ওই জানালায় উঠতে হত তাকে। কাঁধ থেকে লুপারা শটগানটা নামাল সে, সেফটি ক্যাচ অফ করল। সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল তরুণ। মাত্র চল্লিশ ফুট দূরে টার্গেট, ব্যর্থ হবার কোন আশঙ্কাই নেই। ট্রিগার দুটোয় তার বাঁধা আছে, ফলে একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে দুটো ব্যারেল।

গুলির শব্দে গোটা গ্রাম জেগে ওঠার কথা। কিন্তু কোথাও কোন আলো জ্বলল না। দুটো ব্যারেল একসঙ্গে গর্জে উঠেছে, জানালার কাঁচ গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, ছিঁড়ে উড়ে গেল পর্দাটা। জানালার সামনে, চেয়ারে বসা লোকটার মাথা যেন বিস্ফোরিত হলো। তরুণ দেখল, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল হ্যাটটা, টুকরো টুকরো হয়ে গেল খুলি, উজ্জ্বল লাল রক্ত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মস্তকবিহীন ধড়টা কাত হয়ে পড়ল একদিকে, পড়ে গেল দৃষ্টি-সীমার বাইরে।

ফেলিনির মামাতো ভাই সন্তুষ্ট হয়ে গোলাবাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল। ফিরতি পথেও কোন শব্দ করল না সে। কয়েকটা গলি পেরিয়ে ঢুকল একটা কটেজে, যেখানে শ্রদ্ধেয় ফুপাতো ভাই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। লম্বা এক ছায়ামূর্তি যে নিঃশব্দে তার পিছু নিয়েছে, আনন্দে আত্মহারা তরুণ টেরই পেল না।

কামরাটা পরে পরিষ্কার করবে সরাইখানার মালিকের স্ত্রী। তার গদিটা একেবারেই গেছে, আর কোন কাজে আসবে না—ওটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, ভেতরের ছোবড়াগুলো ভরা হয়েছে লাল একটা শার্টে, আস্তিনগুলোতেও। ছোবড়া ভরায় শার্টটা ফুলে উঠেছিল, চেয়ারে খাড়া করে রাখার পর দেখে যাতে মনে হয় ওখানে একজন মানুষ বসে আছে। স্বচ্ছ ও আঠাল টেপের লম্বা টুকরো পাবে সে, পাবে স্টেটসন হ্যাটের অবশিষ্টাংশ আর বইটা।

স্থূলকায় মহিলা কৃত্রিম একটা খুলিও পাবে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দোকানে সাজিয়ে রাখা হয়, একটা ডামি। তরুণ দোকানদার রানার অনুরোধে স্টোররুম থেকে খুঁজে পেতে বের করেছিল। তবে খুলিতে পরানো দুটো কনডম কোথাও খুঁজে পাবে না মহিলা। কামরার চারদিকে লাল রঙ দেখা

যাবে, অবশ্য ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছলে আর কোন দাগ থাকবে না।

সরাইখানার মালিক ভাববে, অতিথির লাগেজ সার্চ করার সময় ডামিটা কেন দেখতে পায়নি সে। তারপর এক সময় বিছানার তলার তক্তাগুলো পরীক্ষা করবে সে, ওগুলো ঢিলে দেখে যা বোঝার বুঝে নেবে। বার-এ বসে যারা তাস খেলছিল তাদের মধ্যে সুট পরা লোক ছিল একজনই। সরাইখানার মালিকের ওপর খুব রাগ দেখাবে লোকটা। তার রাগ পানি করার জন্যে রানার ফেলে যাওয়া কাউবয় বুট, জিনস, কোঁকড়ানো জ্যাকেট ইত্যাদি দেখাবে সে। তারপর স্থানীয় 'কাপু'-কে জানাবে যে তার পলাতক অতিথি এখন অন্য রকম কাপড় পরে আছে—গাঢ় রঙের ট্রাউজার, কালো উইণ্ডচিটার, ডেজার্ট বুট আর পোলো-নেক সোয়েটার। ক্যানভাস হোল্ডঅলটা সবাই তারা পরীক্ষা করবে, তবে ভেতরে কিছু পাবে না। এ-সব ঘটবে ভোর হতে আর যখন এক ঘণ্টা বাকি।

নির্দিষ্ট একটা কটেজে পৌঁছে মৃদু নক করল তরুণ। তার পঞ্চাশ গজ পিছনে অন্ধকার দোরগোড়ায় লুকিয়ে পড়ল রানা। ভেতর থেকে নিশ্চয়ই কেউ সাড়া দিল, কারণ খিল খুলে ভেতরে ঢুকল তরুণ। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। কটেজের পিছন দিকে চলে এল রানা, একটা জানালা পেয়ে কবাটের ফাটলে চোখ রাখল।

ডোমেনিক ফেলিনি কর্কশ একটা টেবিলে বসে রয়েছে, ক্ষুরের মত ধারাল একটা ছুরি দিয়ে পনির না কি যেন কেটে কেটে খাচ্ছে। লুপারা হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তরুণ। কর্সিকান ভাষায় কথা বলছে তারা, কিছুই বুঝল না রানা। বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল ফেলিনি।

তরুণের কথা শেষ হতে টেবিল ছেড়ে উঠে এল সে, বুকে জড়িয়ে ধরল তরুণকে। গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তরুণের চেহারা। তাকে ছেড়ে ঘুরল ফেলিনি, ল্যাম্পের আলোয় তার মুখের লম্বা কাটা দাগটা চকচক করে উঠল। পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে বাড়িয়ে দিল সে তরুণের দিকে। ঘন ঘন মাথা নাড়ল তরুণ। টাকাগুলো তার পকেটে গুঁজে দিল ফেলিনি, পিঠ চাপড়ে বিদায় জানাল। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তরুণ।

কর্সিকান হিট-ম্যানকে খুন করা রানার জন্যে কোন ব্যাপারই না। কিন্তু তাকে জীবিত দরকার ওর, নিজের গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবে অ্যাজাসিও পুলিস হেডকোয়ার্টারে, সূর্য ওঠার আগেই। গোলাবাড়ির পাশে লগ-স্টোরে শক্তিশালী মোটরসাইকেলটা আগেই লক্ষ করেছে ও।

ত্রিশ মিনিট পর, ট্রাক আর কাঠের গোলাবাড়ির গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে, এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ শুনতে পেল রানা। দুই বাড়ির মাঝখান থেকে রাস্তার ওপর উঠে এল ফেলিনি। গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে রওনা হলো সে। ট্রাকের পিছন দিক আর বাড়ির পাঁচিলের মাঝখানে সরু ফাঁকটা দিয়ে অনায়াসে গলে যাবে তার মোটরসাইকেল। উজ্জ্বল চাঁদের এক টুকরো আলোর ওপর দিয়ে এগোল সে। ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্যস্থির করল রানা, তারপর গুলি করল একটা। মোটরসাইকেলের সামনের চাকা বিস্ফোরিত হলো। লাফ দিয়ে উঠল সেটা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল ফেলিনি। কাত হয়ে পড়ে গেল দুই চাকার গাড়ি,

ধরাশায়ী হয়েছে আরোহী।

পড়ল বটে, তবে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত আবার সিধে হলো ফেলিনি। মাত্র দশ গজ দূরে রানা, স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন তার বুকের দিকে তাক করা। হাঁপাচ্ছে ফেলিনি, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে একটা হাঁটু ডলছে। ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলল সে।

'ফেলিনি, আমি রানা,' শান্ত গলায় ফরাসী ভাষায় বলল ও। 'কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না।'

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ফেলিনি, হাত নামিয়ে ডান হাঁটুটা চেপে ধরল আবার। অত্যন্ত কৌশলী লোক সে, রানার দৃষ্টি অন্তত এক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও সে তার ডান হাতের ওপর টেনে আনতে পেরেছে। তার বাম হাত আরও দ্রুত এগোল। চোখের পলকে বেরিয়ে এল একটা ছুরি, আস্তিনের ভেতর লুকানো ছিল। একটা ঝাঁকি খেল ফেলিনি, চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল ফলাটা। ঝট করে একদিকে সরে গেল রানা। ছুরিটা গলায় লাগল না, লাগল কাঁধের ওপর জ্যাকেটে। রানার পিছনে, জ্যাকেট সহ, কাঠের পাঁচিলে আটকে গেল ফলা।

হাত তুলে ওটার হাতল ধরল রানা, হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল কাঠ থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে যথেষ্ট সময় পেয়ে গেছে ফেলিনি। ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে সে, গলি ধরে ছুটতে শুরু করেছে ঠিক যেন একটা বিড়াল। তবে আহত বিড়াল।

গলির শেষ মাথায় আগাছা আর ঝোপ, কোথাও কোথাও কাঁধ সমান উঁচু, তার ভেতর ঢুকে পড়ল ফেলিনি। তার পিছু নিয়ে রানাও ঢুকল। ঝোপের শাখা নড়ছে, খস খস শব্দ হচ্ছে, শব্দ অনুসরণ করে এগোচ্ছে রানা। চাঁদের আলোয় ফেলিনির মাথাটা একবার দেখা গেল, বিশ গজ সামনে। পাহাড়ের ঢাল শুরু হয়েছে এদিকটায়, সম্ভবত ঝোপের আড়াল নিয়ে পাহাড়ে উঠতে চায় সে। তার পিছু নিয়ে আরও একশো গজ এগোল রানা। তারপর স্থির হয়ে গেল ফেলিনি। লুকিয়ে পড়েছে সে। রানার পিছনে চাঁদ, সামনে এগোনো বোকামি হবে। স্থির হয়ে গেল ও।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট নড়ল না দু'জনের কেউই। দু'জনেই অপেক্ষা করছে, কে প্রথম নড়ে। একটা আওয়াজ পেল রানা, পাথরের ওপর ধাতব কিছু ঘষা খাওয়ার শব্দ। হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে ফেলিনি, সেটা বোধহয় ডলছে। মাথা সামান্য উঁচু করে রানা দেখল, আশপাশে পাথর বলতে একটাই, বেশ চওড়া বলে মনে হলো, ওর ডান দিকে পনেরো গজ দূরে। ক্রল করে এগোল ও। পাথরটার দিকে নয়, ওদিকে গেলে গুলি খাবে মুখে। পাথরটার সামনে দশ গজ দূরে বড় একটা ঝোপ রয়েছে, সেদিকে যাচ্ছে ও।

ফিশিং লাইনটা বের করল রানা, ওলডেনবার্গে ব্যবহার করার পর এখনও পকেটে রয়ে গেছে খানিকটা। মাটি থেকে দু'ফুট উঁচুতে একটা ঝোপের শাখায় বাঁধল, তারপর যেখান থেকে রওনা হয়েছিল সেখানে ফিরে এল ক্রল করে, আসার পথে লাইন ছাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে টান দিল লাইনে।

ঝোপটা নড়ে উঠল, শব্দ করল খসখস। লাইনে ঢিল দিল রানা, থেমে গেল

আওয়াজ। সজাগ কানে নিস্তব্ধতা অটুট হবার পর আবার টান দিল লাইনে। তারপর আবার। এবার ফেলিনির আওয়াজ পেল ও। ক্রল করে এগোচ্ছে সে।

ঝোপটা থেকে দশ ফুট দূরে দাঁড়াল ফেলিনি। তার মাথার পিছনটা দেখতে পেল রানা। লাইন টান দিল আবার, এবার বেশ জোরে। ঝাঁকি খেল ঝোপ, দু'হাতে ধরা পিস্তলটা তুলল ফেলিনি, এক এক করে সাতটা গুলি করল ঝোপের গোড়ায় চারদিকের মাটিতে। যখন থামল, তার পিছনে পৌঁছে গেছে রানা। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, হাতের অস্ত্র ফেলিনির মাথার পিছনে তাক করা।

শেষ গুলিটার প্রতিধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে গেল, এই সময় ফেলিনি উপলব্ধি করল মারাত্মক কোন ভুল করেছে সে। ধীরে ধীরে ঘুরল, দেখতে পেল রানাকে।

'ফেলিনি···।'

রানা বলতে যাচ্ছিল, 'ফেলিনি, আমি শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' এরকম বিপদে পড়লে অন্য কোন মানুষ যা করার কথা ভাববে না, ঠিক তাই করে বসল ফেলিনি। সে হয়তো ধরে নিল, মারা যাচ্ছে। মারাই যখন যাচ্ছে, কাজেই শেষ চেষ্টা করা দরকার। শরীরটা ঘুরিয়েই শেষ বুলেটটা ব্যবহার করল সে। তার গুলি আকাশের দিকে ছুটে গেল, কারণ সে গুলি করার আধ সেকেণ্ড আগে রানাও গুলি করেছে। ওর কোন উপায় ছিল না। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের গুলিটা সরাসরি ফেলিনির বুকে লাগল। ধাক্কা খেয়ে পিছন দিকে পড়ে গেল শরীরটা।

সরাসরি হার্টে লাগেনি, তবে আঘাতটা মারাত্মক। ইচ্ছে করলে তার কাঁধে গুলি করতে পারত রানা, কিন্তু সেক্ষেত্রে নিজের মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হত ওকে। ঝোপের ভেতর শুয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। বুকের গর্তটা থেকে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

'ওরা তোমাকে বলেছে, আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ফেলিনি।

'ওরা তোমাকে মিথ্যে কথা বলছে। সে তোমাকে মিথ্যে বলেছে। ছেলেটার কাপড় আর বেল্ট সম্পর্কেও। আমি তোমার কাছে এসেছি তার নাম জানার জন্যে। মোটা লোকটার পরিচয়। যে তোমাকে কাজটা দিয়েছিল। এখন তুমি তার কাছে ঋণী নও। কে সে?'

গলার ভেতর রক্ত ভরে ওঠায়, নাকি মুখ না খোলার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকায়, ডোমেনিক ফেলিনি কথা বলল না। মুখ সে খুলল, তবে কথা বলার জন্যে কি না বোঝা গেল না। খোলা মুখ থেকে হড়হড় করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। তার মাথাটা একপাশে কাত হয়ে গেল। কালো চোখ থেকে জ্যান্ত ভাবটা ম্লান হয়ে যেতে দেখল রানা।

মেইন রোডে ফিরে এল ও, গোটা গ্রাম এখনও নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কেউ বেরুবে বলে মনে হয় না, সম্ভবত না বেরুবার নির্দেশ পালন করছে সবাই।

চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে গাড়িতে উঠল রানা। স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি, তারপর দ্রুত বেগে ছেড়ে দিল। ট্রাকের সামনে বাঁশ ও কাঠের

গোলাবাড়ি, ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বাঁশ আর কাঠের টুকরো। গোলাবাড়ির অপর দিকের দেয়ালও চুরমার করে দিল গাড়িটা। অ্যাজাসিওর পথে রওনা হয়ে গেল রানা। এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগবে ওর।

ছয়

'কোন অগ্রগতি হয়নি মানে? কি বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন। 'সময় পেয়েছ এক মাস, যে-কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে যত ইচ্ছা সাহায্য চাওয়ার সুযোগ আছে তোমাদের, ইউরোপিয়ানরাও সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করছেন। আসলে ব্যাপারটা কি বলো তো?'

কথা বলছেন তিনি এফবিআই চীফ জন ওয়াইল্ড আর সিআইএ চীফ ডান কপারফিল্ডকে উদ্দেশ্য করে। প্রথম জন বসেছেন ম্যাক সুলেভানের পাশে, দ্বিতীয় জন বসেছেন ভিক্টর এসকারভাইলের পাশে। জন ওয়াইল্ড ম্যাক সুলেভানের দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন।

তিনি বললেন, 'না, ত্রিশ দিন আগে যেখানে ছিলাম তারচেয়ে অনেক এগিয়েছি আমরা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এমন কি সেই বাড়িটাও পরীক্ষা করছে, সাইলাস মারভিনকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল। অন্তত দু'সেট আঙুলের ছাপ পেয়েছে তারা।'

'বাড়িটা তারা পেল কিভাবে?' পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ এণ্ডারসন জানতে চাইলেন।

নোট বুকে চোখ বুলালেন ম্যাক সুলেভান। 'প্যারিস থেকে ফোন করে ওদেরকে জানিয়েছেন মি. মাসুদ রানা।'

'দারুণ,' বিদ্রূপাত্মক সুরে বললেন পিটার হ্যারিসন। 'ভদ্রলোকের আর সব খবর কি?'

'যতদূর বোঝা যাচ্ছে, ইউরোপের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন তিনি,' কূটনৈতিক ভাষা ব্যবহার করছেন ম্যাক সুলেভান। 'আমরা তাঁর কাছ থেকে পুরোদস্তুর একটা রিপোর্ট পাব বলে আশা করছি।'

'ব্যস্ত মানে কি?' জানতে চাইলেন অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স।

'আমার সন্দেহ, মি. রানাকে নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা হতে পারে,' ম্যাক সুলেভান বললেন।

'ওই ভদ্রলোককে নিয়ে সব সময় কোন না কোন সমস্যায় আছি আমরা,' মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন। 'সর্বশেষ সমস্যাটা কি?'

'আপনারা জানেন, আমার কলিগ টিমোথি গার্ডের সন্দেহ, মি. রানা অনেক কথা গোপন করে গেছেন। তাঁর সন্দেহ, গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে এক পর্যায়ে তিনিও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এখন পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, টিমোথি গার্ড মিথ্যে সন্দেহ করেননি।'

'কেন, এ-কথা মনে হচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন পিটার হ্যারিসন।

'কিডন্যাপারদের খুঁজে বের করার জন্যে মি. রানাকে আমরা ছেড়ে দিই। এফবিআই ও সিআইএ তাঁকে ইউরোপের কয়েকটা দেশে দেখতে পায়। কিন্তু আবার তিনি গায়েব হয়ে যান। গায়েব হবার আগে পিছনে লাশ রেখে যাচ্ছেন তিনি। অন্তত দুটো লাশের কথা আমরা জানতে পেরেছি। দু'জনেই তারা কঙ্গোতে যুদ্ধ করেছে, মার্সেনারি। তাদের অন্তত একজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে লণ্ডনের ওই বাড়িটায়, যেখানে সাইলাস মারভিনকে আটকে রাখা হয়েছিল। কিডন্যাপাররা এভাবে খুন হয়ে যাওয়ায় মি. রানার ওপর সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক···।'

'তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা গেছে?' প্রশ্ন করলেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার।

'জ্বী, স্যার। মুক্তিপণের হীরাগুলো লণ্ডনে, আমাদের অ্যামব্যাসাডরের নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। দু'দিন আগের ঘটনা।'

'তারমানে দেখা যাচ্ছে,' বললেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, 'যা কিছু সব একমাত্র মি. রানাই জানেন, আমরা যেমন অন্ধকারে ছিলাম তেমনি অন্ধকারে আছি। এমন হতে পারে, কিডন্যাপারদের তিনি এক এক করে খতম করছেন, তবে তার আগে ওদেরকে কথা বলিয়ে নিচ্ছেন। যাই হোক, এখানে তাঁকে ডেকে পাঠান। আমরা জানতে চাই সাইলাস মারভিনকে কেন খুন করা হলো। জানতে চাই কারা দায়ী।'

ম্যাক সুলেভান খুক করে কেশে বললেন, 'এখানে একটা সমস্যা আছে, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

'কি সেটা?' জানতে চাইলেন রেক্স হারবার।

'তিনি আবার গায়েব হয়ে গেছেন,' বললেন ম্যাক সুলেভান।

'তাঁর সঙ্গে জুলিয়া গুডহোপের থাকার কথা। সে-ও কি গায়েব হয়ে গেছে?'

'আজ সকালে প্যারিস পুলিস জানিয়েছে, জুলিয়া গুডহোপ স্পেনে চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে আমি শুনতে চাই না,' খেঁকিয়ে উঠলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'যত তাড়াতাড়ি পারো মি. রানা আর জুলিয়াকে হাজির করো ওয়াশিংটনে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

মীটিং ভেঙে গেল।

রানা জানে, ফেলিনি মারা যাওয়ায় ওর হাতে আর কোন সূত্র নেই। কিডন্যাপাররা সংখ্যায় ছিল চারজন, সবাই তারা মারা গেছে। মোটা লোকটা, সে যে-ই হোক, এবং তার পিছনের লোকটা, যদি সত্যি সেরকম কারও অস্তিত্ব থাকে, দু'জনেই চিরকালের জন্যে নিজেদের অপরাধ গোপন করে রাখতে পারবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের একমাত্র সন্তানকে কেন অপহরণ করা হলো, কেন ও কিভাবে খুন করা হলো তাকে, কে দায়ী, এ-সব প্রশ্নের উত্তর কোনদিনই আর পাওয়া যাবে না।

অ্যাজাসিও এয়ারপোর্টে যাবার সময় স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা একটা ডোবায়

ফেলে দিল রানা। ফেরি নয়, প্লেনে চড়বে ও, সাথে কোন লাগেজ নেই।

এয়ারপোর্ট মাত্র খুলছে, লোকজন নেই বললেই চলে। কার পার্কে গাড়ি রেখে ফ্লাইট-ইনফরমেশন ডেস্কে চলে এল রানা। দু'ঘণ্টার মধ্যে প্যারিসের কোন ফ্লাইট নেই, তবে এয়ার ফ্রান্সের সরাসরি একটা ফ্লাইট লণ্ডনে যাবে।

লণ্ডনেই যাবে রানা, মাইকেল অ্যাশটনকে রিপোর্ট করবে। অক্টোবর আর নভেম্বরে কি কি ঘটেছে, ব্রিটেন আর ইউরোপে, তা জানার অধিকার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আছে। তারপর ওয়াশিংটনেও যাবে রানা। হিথরোর টিকেট কেটে ফোন বুদে চলে এল ও, তার আগে বইয়ের দোকান থেকে খুচরো পয়সা সংগ্রহ করল। ওর ফ্লাইট ন'টায়, প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

রানা ফোন বুদে ঢুকছে, এই সময় এক ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ঢুকল টার্মিন্যালে, কিন্তু তাকে দেখতে পায়নি ও। লোকটিও সরাসরি রানার দিকে তাকাল না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তার ওভারকোটে সামান্য পানি লেগে রয়েছে। বগলে ছাতা নিয়ে বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে পত্রিকা দেখছে সে। কয়েক মিনিট পর একটা সোফায় বসল, ওখান থেকে গোটা টার্মিন্যাল ভবনের ভেতর দৃষ্টি চলে।

টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুলে রেন্ট-আ-কার কোম্পানীকে ফোন করল রানা। ম্যানেজারকে অনুরোধ করল, গাড়িটা তারা যেন অ্যাজাসিও এয়ারপোর্ট থেকে উদ্ধার করে। এ-ব্যাপারে যে বিল হবে তা পরিশোধ করবেন প্যারিসের মার্কিন অ্যামব্যাসাডর। তারপর স্পেনে, এস্তেপোনা বার-এ ফোন করল রানা। ওখান থেকে একটা নম্বর পাওয়া গেল, আবার ডায়াল করে জুলিয়াকে চাইল। পাহাড়ের ওপর একটা ভিলায় রয়েছে সে। ওর বন্ধুরা জুলিয়াকে ডেকে দিল।

'রানা, ভাল আছো তুমি?' লাইনে এসেই ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল জুলিয়া।

'বহাল তবিয়তে আছি। শোনো। বিপদ কেটে গেছে। মালাগা থেকে মাদ্রিদ হয়ে ওয়াশিংটনে চলে যাও তুমি। ওঁরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। তোমার কোন বিপদ হবে না। ওঁদেরকে বলবে, মুখ না খুলে মারা গেছে ডোমেনিক ফেলিনি। না, কোন কথাই বলেনি। ডাক যে মোটা লোকের কথা বলেছিল, সে যে-ই হোক, তার পরিচয় কোন দিনই জানা সম্ভব হবে না। তারও না, তার বসেরও না। আমাকে যেতে হচ্ছে, আপাতত গুডবাই।'

জুলিয়াকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল রানা।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির একটা স্যাটেলাইট নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে, আরও কয়েক লাখ ফোন কলের সঙ্গে রানার কলটাও শুনতে পেল, দেরি না করে পাঠিয়ে দিল ফোর্ট মীড-এর কমপিউটরে। বিকেলের দিকে মেসেজের ফাইলটা পৌঁছে গেল সিআইএ হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে।

লণ্ডন ফ্লাইটের আরোহীদের ডাকা হচ্ছে, এই সময় টার্মিনাল ভবনের সামনে একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল। চারজন লোক নামল, মিছিল করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। চেহারা দেখে লণ্ডন ফ্লাইটের আরোহী বলে মনে হলো না, তবে কেউ তাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষও করল না, একা শুধু সেই ব্যবসায়ী লোকটি বাদে। মুখ তুলে তাকাল সে, হাতের পত্রিকাটি বন্ধ করল, কোটটা হাতে ঝুলিয়ে

দাঁড়াল, অপর হাতে ছাতা, তাকিয়ে থাকল লোকগুলোর দিকে।

চারজনের লিডার লোকটাকে গতকাল বিকেলে কাস্ত্রোঙ্কার সরাইখানায় বসে তাস খেলতে দেখা গেছে। আজও কালো সুট পরে আছে সে। বাকি তিনজনের পরনে নীল শার্ট আর ট্রাউজার, খেতে-খামারে কাজ করে। ওদের শার্ট ট্রাউজারের ওপর ঝুলে আছে, লক্ষ করল ব্যবসায়ী লোকটি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাল তারা। ব্যবসায়ীকে দেখল, তবে গুরুত্ব দিল না। এমবারকেশন ডোর-এর সামনে অন্যান্য আরোহীদেরও দেখল তারা। চেহারায় অস্থিরতা দেখে বোঝা গেল যাকে খুঁজছে তাকে দেখতে পাচ্ছে না এখনও। রানা এই মুহূর্তে ওয়াশরুমে রয়েছে, তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে শেষ বারের মত আরোহীদের প্লেনে চড়ার অনুরোধ করা হলো। এবার বেরিয়ে এল রানা।

বেরিয়েই দ্রুত ডান দিকে ঘুরল ও, শার্টের পকেট থেকে টিকেট বের করছে। কাস্ত্রোঙ্কা থেকে আসা লোকগুলোকে দেখতে পেল না। রানাকে অনুসরণ করল চারজনই, দ্রুত। একজন পোর্টারকে দেখা গেল, লাগেজ ভর্তি ট্রলি নিয়ে এগোচ্ছে।

লম্বা পা ফেলে পোর্টারের পাশে চলে এল ব্যবসায়ী লোকটি, ঠেলে সরিয়ে দিল এক পাশে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সে, তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ট্রলিটা ঠেলে দিল সামনের দিকে। সবেগে ছুটে গেল সেটা, সরাসরি ধাক্কা মারল চারজনের দলটাকে। তিনজন ছিটকে পড়ল মেঝেতে, বাকি একজন লাফ দিয়ে সরে গিয়ে রক্ষা করল নিজেকে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে সঙ্গীরা, তাদের সাহায্যে ছুটে গেল সে।

সবাই আবার সিধে হলো, দেখল ডিপারচার লাউঞ্জে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রানা।

ছুটে গ্লাস ঢাকা দরজার সামনে চলে এল তারা। অপেক্ষারত গ্রাউণ্ড হোস্টেস মিষ্টি হেসে বলল, 'বিদায় জানানোর সুযোগ আগেই তো পেয়েছেন, এখন আর সময় নেই।'

নরম একটা হাত তাদেরকে সরিয়ে দিল। 'আই সে, এক্সকিউজ মি, ওল্ড বয়,' বলে কাঁচ ঢাকা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ব্যবসায়ী লোকটি।

প্লেনে চড়ে স্মোকার সেকশনে বসল সে, রানা যেখানে বসেছে সেখান থেকে দশ সারি পিছনে। রানার মত তার সঙ্গেও কোন লাগেজ নেই। হিথরোতে পাসপোর্ট চেক করানোর সময় রানার কাছাকাছি থাকল সে, তবে সামনে নয়, পিছনে। টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিল রানা, পরের ট্যাক্সিটায় চড়ে অনুসরণ করল সে।

মেরিল্যাণ্ড, গোল্ডেনউড হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। ধাপ বেয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে, ওর পাশে চলে এল ব্যবসায়ী লোকটি। রিভলভিং দরজার দিকে দু'জন একসঙ্গে হাত বাড়াল। প্রশ্ন দাঁড়াল, কে আগে ভেতরে ঢুকবে। পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা।

তবে সে-ই প্রথমে কথা বলল, 'আরে, আরে! আপনি না আজ সকালে

কর্সিকা প্লেনে ছিলেন? কি আশ্চর্য, আমিও তো ছিলাম। দুনিয়াটা ছোট হয়ে আসছে, কি? আপনি আগে ঢুকুন, প্লীজ।'

রানাকে আগে যাবার ইঙ্গিত করল সে। তার হাতে ছাতা, ছাতার ডগায় একটা ক্যাপ পরানো ছিল, ইতিমধ্যে সেটা খুলে ফেলা হয়েছে। রিভলভিং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে রানা, ওর বাঁ পায়ের মাংসে অত্যন্ত সরু একটা সুঁই ঢুকল। ঢুকল সামান্যই, ভেতরে থাকল আধ সেকেণ্ডের মত। রানার মনে হলো, পিঁপড়ে কামড়েছে। পোর্টিকো আর লবির মাঝখানে দরজার জোড়া কবাট আটকে গেল, আটকা পড়ল রানা। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড, তারপর লবিতে পা ফেলল ও। হঠাৎ আচ্ছন্নবোধ করল সামান্য। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, নিশ্চয়ই সেটাই কারণ, ধারণা করল ও।

ইংরেজ ব্যবসায়ী ওর পাশে চলে এল, সারাক্ষণ কথা বলছে। 'দরজা জিনিসটাই আমার পছন্দ নয়। কি ভাই, আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?'

আবার ঝাপসা হয়ে গেল রানার দৃষ্টি। টলে উঠল শরীরটা। ইউনিফর্ম পরা একজন পোর্টার ছুটে এল, চেহারায় উদ্বেগ। 'স্যার, আপনি কি অসুস্থ?'

সাবলীল ভঙ্গিতে রানার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল ব্যবসায়ী লোকটি। বগলের তলায় একটা হাত গলিয়ে দিয়ে ওর ভার সামলাল সে, পোর্টারের হাতে দশ পাউণ্ডের একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল, 'লাঞ্চের আগে একটু বেশি মার্টিনি খাওয়া হয়ে গেছে। তার ওপর পাঁচ-সাত ঘণ্টা প্লেনে ছিলাম আমরা। শোনো, বাইরে আমার গাড়ি রয়েছে। তুমি যদি একটু সাহায্য করো, বেঁচে যাই। ও হে, রডরিক, চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই···।'

বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু মনে হলো ওর হাত-পা নরম কাদা হয়ে গেছে। তারপর জ্ঞান হারাল ও।

সাত

রানার জ্ঞান ফিরল চাকা লাগানো একটা বিছানায়। নড়ল না, চোখ ঘুরিয়ে দেখল কামরাটা সাদা রঙ করা, প্রায় খালিই বলা যায়। দরজাটা অত্যন্ত মজবুত বলে মনে হলো, তা-ও সাদা। একটাই বালব, ইস্পাতের তৈরি গ্রিল দিয়ে ঢাকা। সপ্রতিভ ইংরেজ ব্যবসায়ী লোকটির কথা মনে পড়ল ওর, মনে পড়ল পায়ের পিছনে পিঁপড়ে কামড়ানোর কথা। কে লোকটা?

দরজার গায়ে একটা ফুটো। খুট করে শব্দ হলো। ঢাকনি সরিয়ে ফুটোয় একটা চোখ রাখল কেউ। অজ্ঞান বা ঘুমিয়ে থাকার ভান করে লাভ নেই, গায়ের চাদরটা সরিয়ে মেঝেতে পা রাখল রানা, এতক্ষণে বুঝল শর্টস ছাড়া ওর পরনে আর কিছু নেই।

বোল্ট সরানোর আওয়াজ হলো, খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল শক্ত-সমর্থ, সামান্য খাটো এক লোক, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। পরনে সাদা

জ্যাকেট, স্টুয়ার্ডদের মত। লোকটা কোন কথা বলল না। ছোট একটা টেবিল ও চেয়ার নিয়ে ঢুকল সে, দেয়াল ঘেঁষে রেখে চলে গেল। একটু পর আবার এল, হাতে একটা ট্রে। ট্রেটা টেবিলে রেখে কামরা থেকে বেরুল, তবে প্যাসেজ থেকে নড়ল না। রানা ভাবল, লোকটাকে কাবু করে পালানোর চেষ্টা করবে কিনা। না, বোকামি হবে। জানালা নেই, তারমানে সম্ভবত গ্রাউণ্ড লেভেলের নিচে রয়েছে ও। ওর পরনে শুধু শর্টস, এভাবে পালাতে চেষ্টা করলে রাস্তার লোকজন বা পুলিস ধাওয়া করবে। তাছাড়া, শক্ত-সমর্থ লোকটা চাকর হলেও, দেখে মনে হচ্ছে আনআর্মড কমব্যাট ভালই জানে, নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। আশপাশে তাকে সাহায্য করার মত লোকও নিশ্চয় আছে।

লোকটা আরেকবার ভেতরে ঢুকল। এবার রানার জন্যে তোয়ালে, সাবান, টুথপেস্ট, নতুন টুথব্রাশ, সেফটি রেজর-ফোম ও ছোট একটা আয়না নিয়ে এল সে। ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডে সব সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। বাইরে থেকে বোল্ট লাগিয়ে দিল দরজায়।

সময় নিয়ে মুখ-হাত ধুলো রানা, তারপর দাড়ি কামাল। মনে পড়ল শেষবার গোসল করেছে ফেরি নেপোলিয়নে, প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে। আটচল্লিশ ঘণ্টা? কি করে বুঝবে? হাতঘড়িটা কব্জিতে নেই। ওর মনে আছে, লাঞ্চের সময় কিডন্যাপ করা হয়েছে ওকে। কিন্তু ঘটনাটা চার ঘণ্টা আগে ঘটেছে, নাকি চব্বিশ ঘণ্টা আগে? দাড়ি কামাবার জন্যে আয়নার দিকে তাকাতে নিজেকে চিনতে এক সেকেণ্ড সময় লাগল। 'শালারা!' বিড়বিড় করল রানা। তারা ওর চুল কেটে ছোট করে দিয়েছে।

খুব খারাপ কেটেছে তা বলা যাবে না। তবে চুলের স্টাইলটা পাল্টে গেছে। খেতে বসে দেখল, রুটি-মাখন-জেলি-পনির-ফল-কফি যা যা থাকার কথা সবই আছে। খাওয়া শেষ হতেই আবার ফিরে এল লোকটা।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। ওর কথা সে শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। এঁটো প্লেটগুলো নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে গেল সে। আবার ঢুকল, এবার তার হাতে কিছু কাপড়চোপড় দেখল রানা। নতুন কাপড়, কিংবা সদ্য ইস্ত্রি করা। সাদা শার্ট, টাই, মোজা, জুতো আর টু-পীস সুট।

পরতে গিয়ে বিস্মিত হলো রানা। প্রতিটি কাপড় নিখুঁত ফিট করল ওর শরীরে, যেন ওর মাপ নিয়েই তৈরি করা হয়েছে। ইঙ্গিতে রানাকে হাত চালাতে বলল লোকটা, নিজের হাতঘড়িতে টোকা দিল। যেন নষ্ট করার মত সময় নেই।

রানার কাপড় পরা শেষ হতেই আবার খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল সেই সদা বিনয়ী ব্যবসায়ী। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল, বলল, 'মাই ডিয়ার চ্যাপ, হানড্রেড পার্সেন্ট স্মার্ট দেখাচ্ছে তোমাকে। ভাল কথা, তোমাকে আমরা সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করেছি। বরণ করার পদ্ধতিটা প্রচলিত নয়, জানি, সেজন্যে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের মনে হয়েছিল, অন্যভাবে চেষ্টা করলে তুমি আমাদের আতিথ্য না-ও গ্রহণ করতে পারো।'

'আমি বোধহয় একজন জোকারের পাল্লায় পড়েছি,' স্বগতোক্তি করল রানা।

হেসে উঠল লোকটি। 'নিজের অজান্তে আমাদের প্রশংসা করে ফেলেছ।'

রানার বুকের দিকে একটা আঙুল তাক করল সে। 'তবে ভুল করোনি। জোকার মাত্রই উপকারী বন্ধু, স্বীকার করো তো? ওদের দ্বারা কখনও কারও ক্ষতি হয় বলে শুনিনি।'

'যদি তারা প্র্যাকটিক্যাল জোক না করে,' বলল রানা।

'প্র্যাকটিক্যাল জোকই, তবে ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী,' বলল সে। 'আমার বস্ সেটা তোমাকে বোঝাতে পারবেন। এসো, তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

তার পিছু পিছু প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, তারপর এলিভেটরে চড়ল। এলিভেটর ওপরে উঠছে, রানা জানতে চাইল ক'টা বাজে।

'মাঝরাত,' হেসে উঠে বলল সে। 'আমাদের নাইট-ডিউটি শেফ এরকম রাত দুপুরে নাস্তা খাইয়ে অভ্যস্ত।'

এলিভেটর থেকে একটা করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। মেঝেতে কার্পেট, দু'পাশের দরজাগুলো পালিশ করা। করিডরের শেষ মাথায় এসে একটা দরজা খুলল লোকটি, একপাশে সরে গিয়ে রানাকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিল, তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

কামরাটায় সোফা আর আর্মচেয়ার রয়েছে। ড্রইংরুম হতে পারে, আবার অফিস কামরা হওয়াও বিচিত্র নয়। জানালার পাশে একটা বড় ডেস্ক, সেটার পিছন থেকে প্রকাণ্ডদেহী এক ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এলেন সাদর অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে। তাঁর পরনে অত্যন্ত দামী সুট, হাবভাবে কর্তৃত্বের ভাব স্পষ্ট। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। অমায়িক হেসে বললেন, 'মাই ডিয়ার মি. মাসুদ রানা, আপনাকে কাছে পেয়ে কি আনন্দই না লাগছে।'

রানার বিরক্তি রাগে পরিণত হচ্ছে। নাটুকেপনার একটা সীমা থাকা দরকার। 'এ-সবের কোন দরকার ছিল কি?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল ও। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস কথা বলতে চাইলে একজন লোককে একটা চিঠি দিয়ে পাঠালেই হত, হাইপডারমিক সিরিঞ্জের কি দরকার ছিল?'

মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভদ্রলোক, চেহারায় নির্ভেজাল বিস্ময়। 'ও, আচ্ছা। আপনি ধরে নিয়েছেন আমরা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। কিন্তু না। বলা যায়, আমরা ওদের প্রতিপক্ষ। অনুমতি দিন—আমি জেনারেল ভ্লাদিমির নবোকভ, কেজিবি-র নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। ভৌগলিক অর্থে আপনি এখনও লণ্ডনে রয়েছেন, তবে টেকনিক্যালি রয়েছেন সার্বভৌম সোভিয়েত এলাকায়—কেনসিংটন প্যালেস গার্ডেনে, আমাদের দূতাবাসে। আপনি বসবেন না, প্লীজ, মি. রানা?'

জীবনে এই দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসের বেসমেন্টে অর্থাৎ সিচুয়েশন রুমে পৌঁছে দেয়া হলো জুলিয়া গুডহোপকে। মাদ্রিদ ফ্লাইট থেকে ওয়াশিংটনে নেমেছে সে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা আগে। রাজধানীর ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ কি প্রশ্ন করবেন জানা নেই, তবে তাঁরা যে ধৈর্য ধরতে রাজি নন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ভাইস-প্রেসিডেন্টের দু'পাশে বসেছেন মন্ত্রীসভার চারজন সিনিয়র সদস্য। উপস্থিত রয়েছেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেফ অ্যাটকিনসন, এফবিআই ডিরেক্টর ও ম্যাক সুলেভান। সিআইএ চীফও রয়েছেন, সবার কাছ থেকে একটু দূরে একা বসেছেন তিনি। অপর ভদ্রলোক হলেন টিমোথি গার্ড, ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট দেয়ার জন্যে লণ্ডন থেকে ডেকে আনা হয়েছে। তিনি রিপোর্ট দেয়া শেষ করেছেন, এই সময় জুলিয়া ঢুকল। পরিবেশটা তার জন্যে বৈরী হয়ে আছে।

'সিট ডাউন, ইয়ং লেডি,' বললেন পিটার হ্যারিসন। টেবিলের শেষ মাথার চেয়ারটায় বসল জুলিয়া, ওঁরা সবাই যাতে তাকে দেখতে পান। টিমোথি গার্ড তার দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর সামনে তাঁর একজন এজেন্টকে কোন কমিটি জেরা করবে, এটা তিনি পছন্দ করতে পারছেন না। চোখ গরম করে তাকাবার অর্থ হলো, জুলিয়া যেন বেফাঁস কিছু বলে না ফেলে।

'এজেন্ট গুডহোপ,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'এই কমিটি তোমাকে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে মাসুদ রানাকে মুক্ত করার অনুমতি দিয়েছিল একটি মাত্র কারণে। কারণটা ছিল, মি. রানা সাইলাস মারভিনের কিডন্যাপারদের পরিচয় উদ্ধার করতে পারবেন, কারণ একমাত্র তিনিই তাদেরকে দেখেছেন। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমরা কোন রিপোর্ট পাইনি। যদিও আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি, ইউরোপের যেখানেই গেছেন তিনি সেখানেই একটা করে লাশ পাওয়া গেছে। এখন, তুমি কি দয়া করে আমাদের জানাবে, আসলে কি করছেন তিনি?'

বলল জুলিয়া, একেবারে প্রথম থেকে। মাকড়সা ও মাকড়সার জাল থেকে শুরু করল। উল্কিটার কথা মনে পড়ে যায় রানার, ওয়্যারহাউসে এক লোকের হাতের উল্টোপিঠে দেখেছিল। পল ফারচাইসের কথা বলল, বলল বনি বেলিঙ্গারের কথা। দু'জনকেই মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে রানা। তারপর ডাক প্রসঙ্গে। গুলি খেয়ে মারা যাবার আগে কি বলেছে সে। শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন সবাই। তারপর তার হাতব্যাগে কি পাওয়া গেছে জানাল জুলিয়া। তাকে মালাগায় পাঠিয়ে দিয়ে রানা একা চলে গেল কর্সিকায়, কিডন্যাপারদের চতুর্থ সঙ্গী ডোমেনিক ফেলিনির খোঁজে। তাকে কথা বলাতে পারলে বেল্টটার রহস্য জানা যাবে, ধারণা করছিল রানা।

'তারপর রানা আমাকে ফোন করল,' বলল জুলিয়া। 'চব্বিশ ঘণ্টা আগে। বলল, গোটা ব্যাপারটা ব্যর্থ হয়েছে। ফেলিনি মারা গেছে, কাজেই ওর হাতে আর কোন সূত্র নেই। মোটা লোকটা সম্পর্কে কোন কথাই বলেনি সে।'

সিচুয়েশন রূমে নিস্তব্ধতা নামল।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবার। 'জেসাস, কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এ-সব সত্যি কিনা জানার জন্যে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ আছে?'

মুখ তুলে তাকালেন সিআইএ চীফ ডান কপারফিল্ড। 'বেলজিয়ানদের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে পল ফারচাইস খুন হয়েছে একটা ফরটি-ফাইভের বুলেটে, থারটি-এইটের নয়। তবে মি. রানার কাছে অন্য কোন অস্ত্র থাকলে

আলাদা কথা...'

'নেই,' বলল জুলিয়া। 'আমাদের একটাই অস্ত্র, থারটি-এইট, যেটা মি. টিমোথি গার্ড আমাকে দিয়েছিলেন। রানা সব সময় আমার সঙ্গেই ছিল, দু'একবার একা থাকলেও অস্ত্র যোগাড় করলে আমি তা জানতে পারতাম। ওর লাগেজ নিয়মিত সার্চ করেছি আমি। আর ডাক খুন হয় আমার চোখের সামনে, রাইফেলের গুলিতে।'

'ফরাসীদের রিপোর্টও তাই বলে,' জানালেন ডান কপারফিল্ড। 'বারে করা গুলিটা ওদের পুলিস উদ্ধার করেছে। রাইফেলের গুলিই।'

'মি. রানার হয়তো কোন পার্টনার আছে,' বললেন সেভাইল লর্ডেন্স, অ্যাটর্নি জেনারেল।

'সেক্ষেত্রে আমার হাতব্যাগে ছারপোকা ভরার কোন দরকার ছিল না,' বলল জুলিয়া। 'আমি যখন বাথরুমে আছি তখন সরে গেলেই পারত, ফোন করার জন্যে। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, বিশ্বাস করুন, রানা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও পরিষ্কার। রহস্যটা প্রায় জেনে ফেলেছিল ও। কিন্তু আমাদের আগে সব সময় কেউ একজন ছিল।'

'মোটা লোকটা, যার কথা বলে গেছে ডাক?' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিডনি গ্রীন প্রশ্ন করলেন। 'যে গোটা ব্যাপারটা সাজিয়েছে? ফাইনান্স করেছে? কিন্তু...একজন আমেরিকান?'

'আমি একটা সাজেশন দিতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন টিমোথি গার্ড। 'শুরু থেকেই মি. রানা ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত, এ-কথা বলে আমি হয়তো ভুল করেছি। তবে এখন আরেকটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমি।'

সবার মনোযোগ কেড়ে নিলেন তিনি।

'ডাক বলেছে, মোটা লোকটা আমেরিকান। কিভাবে জানলে? তার বাচনভঙ্গি শুনে। একজন ব্রিটিশ আমেরিকানদের উচ্চারণ ভঙ্গি সম্পর্কে কি জানে? ওরা তো কানাডিয়ানদেরও আমেরিকান বলে মনে করে। তারচেয়ে বলা উচিত মোটা লোকটা রাশিয়ান। তাহলে সব মিলে যায়। কেজিবির কয়েক ডজন এজেন্ট আছে যারা আমেরিকানদের উচ্চারণে ইংরেজি বলতে পারে।'

তাঁর সমর্থনে অনেকেই মাথা ঝাঁকালেন। সহজ সমাধান সবারই পছন্দ।

ম্যাক সুলেভান বললেন, 'আমার কলিগ ঠিক কথাই বলেছেন। রাশিয়ানদের মোটিভ সম্পর্কে জানি আমরা। মস্কোর প্রথম কাজ আমেরিকার শান্তি বিনষ্ট করা। সুযোগ পাওয়া কোন সমস্যা হয়নি। দুনিয়ার সবাই জানত সাইলাস মারভিন অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করছে। কাজ উদ্ধারের পর মার্সেনারিদের মেরে ফেলার ধরনটাও কেজিবির আচরণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'আমার ধারণা, মোটা লোকটা অর্থাৎ কেজিবি এজেন্ট, ইতিমধ্যে মস্কোয় ফিরে গেছে,' বললেন টিমোথি গার্ড।

'এবং আমাদের ভুললে চলবে না যে গর্বাচেভ স্বয়ং হারমোনি চুক্তির সপক্ষে,' খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন ডান কপারফিল্ড, সিআইএ চীফ। 'আরও ভুললে চলবে না যে হঠাৎ করে কেজিবিতে বড় রকমের একটা

পরিবর্তন আনা হয়েছে। চীফ সহ প্রথমসারির বেশ ক'জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছেন তিনি। এমন হওয়া বিচিত্র নয়, কেজিবির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারার পরই ওদেরকে বরখাস্ত করেছেন।'

'হতে পারে, অসম্ভব নয়,' বললেন পিটার হ্যারিসন। 'তবে গর্বাচেভ জড়িত নন।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' বললেন সেভাইল লরেন্স। 'মার্কিন জনগণ এ-কথা বিশ্বাস করবে না।'

'কিন্তু আমার হাতব্যাগে ছারপোকার ব্যাপারটা তাহলে কি?' জানতে চাইল জুলিয়া। 'গোটা ব্যাপারটা যদি কেজিবির ষড়যন্ত্র হয়, মার্সেনারিদের খোঁজ পাবার জন্যে তাদের আমাদের সাহায্য দরকার হবে কেন?'

'এটা কোন সমস্যা না,' বললেন টিমোথি গার্ড। 'মার্সেনারিরা জানত না যে ছেলেটাকে মেরে ফেলা হবে। ছেলেটা মারা যেতে আতংকিত হয়ে পড়ল তারা, তারপর গা ঢাকা দিল। কাজেই তোমাদের সাহায্য ছাড়া তাদেরকে খুঁজে পাবার কোন পথ ছিল না কেজিবির।'

'কিন্তু আমার হাতব্যাগ লণ্ডনে কোথাও বদলানো হয়েছে,' প্রতিবাদের সুরে বলল জুলিয়া।

'তা তুমি জানো কিভাবে, এজেন্ট গুডহোপ?' জিজ্ঞেস করলেন টিমোথি গার্ড। 'বদলাবার কাজটা এয়ারপোর্টে হতে পারে, হতে পারে ফেরিতে। এমনকি কাজটা কেজিবি কোন ব্রিটিশকে দিয়েও করাতে পারে–মি. রানা অদৃশ্য হবার পর কেনসিংটন ফ্ল্যাটে বহু লোক আসা-যাওয়া করেছে। অতীত ইতিহাস বলে, ইংরেজদের কাজে লাগায় কেজিবি।'

এভাবে এক ঘণ্টা আলোচনার পর ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ঠিক আছে, এবার রিপোর্টটা পর্যালোচনা করা যাক। কি কি জানা গেছে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। বেল্টটা সোভিয়েত রাশিয়ায় তৈরি। যথেষ্ট প্রমাণ নেই হাতে, তবে ধারণা করা হচ্ছে কাজটা কেজিবির। মোটা লোকটাই দায়ী, কিন্তু সে গায়েব হয়ে গেছে, সম্ভবত লৌহ-যবনিকার অন্তরালে। হারমোনি চুক্তির আর কোন ভবিষ্যৎ নেই, ধরে নেয়া চলে। আমাদের প্রেসিডেন্টকে আমরা শোকে কাতর ও অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি···।'

দশ মিনিট পর মীটিং শেষ হলো।

এফবিআই চীফ ও টিমোথি গার্ড একই গাড়িতে অফিসে ফিরছেন, আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন জুলিয়ার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। কারণ, তাদের ধারণা, রানা ও জুলিয়া পরস্পরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। রানাকে ধরতে হলে জুলিয়ার ওপর নজর রাখলেই চলবে।

সবাই বিদায় নেয়ার পর ইনার সার্কেলের পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়ে গোপন বৈঠকে বসলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো, ক্রিস্টমাস ইভ-এর সময় প্রেসিডেন্টকে বলা হবে তিনি যেন পদত্যাগ করেন।

রানা জানতে চাইল, 'কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে?'

'কারণ আপনি আমাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছেন,' বললেন জেনারেল ভ্লাদিমির নবোকভ। 'অদ্ভুত শোনালেও, কথাটা সত্যি—আপনি ও আমরা, একই দলে।'

'কিভাবে?'

'তাহলে শুনুন। বেশ কিছুদিন হলো আমরা জানতে পারি যে সাইলাস মারভিনকে কিডন্যাপারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে আপনাকে নেগোশিয়েটর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল,' বললেন কেজিবির নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। 'আমরা এ-ও জানি যে তার মৃত্যুর পর কিডন্যাপারদের খোঁজে আপনি এক মাস ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়েছেন—বলা যায়, খানিকটা সাফল্যও অর্জন করেছেন।'

'তাতে আমরা একই দলের হলাম কিভাবে?'

'দেখুন, আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ছেলেকে রক্ষা করা বা তার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে তা বানচাল করা, বা মিথ্যে দুর্নাম খণ্ডন করা। সাইলাস মারভিনকে অপহরণ ও তারপর খুন করা হয়েছে, বলতে পারেন কেন? অজ্ঞাতপরিচয় কিছু লোক চেয়েছিল সারা দুনিয়ার মানুষকে এ-কথা বোঝাতে যে সাইলাস মারভিনকে সোভিয়েত রাশিয়া তথা কেজিবি খুন করেছে। এটা সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র, মি. রানা।'

'ব্যাখ্যা করুন।'

'সাইলাস মারভিনকে অপহরণ ও খুন করার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়া দায়ী নয়। অথচ আমাদেরকে দায়ী করা হচ্ছে। বেল্টটা পরীক্ষা করার পর থেকে আমাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। ফলে দু'দেশের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। অথচ আমাদের নেতারা আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভাল করতে চাইছেন। অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি হারমোনি ট্রিটিও ভেস্তে যেতে বসেছে···।'

'আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করলে ভাল হয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'সোভিয়েত রাশিয়া কোন ষড়যন্ত্র করেনি, এ-কথা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা না করলেও চলে আপনার। কারণ আমি জানি, আপনারা দায়ী নন। তবে কে বা কারা দায়ী, তা-ও আমি জানি না। আপনার কোন্ ধারণা আছে?'

'আমার ধারণা, ষড়যন্ত্রটা আমেরিকার মাটিতেই হয়েছে,' বললেন ভ্লাদিমির নবোকভ। 'হয়তো চরম ডানপন্থীরা দায়ী। তাদের উদ্দেশ্য যদি হারমোনি ট্রিটি বানচাল করা হয়, বলতে হবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

'বোধহয়।'

ডেস্কের দেরাজ থেকে একটা এনভেলাপ বের করলেন জেনারেল নবোকভ, ভেতর থেকে পাঁচটা এনলার্জড্ ফটোগ্রাফ বের করে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। বললেন, 'দেখুন তো, এঁদেরকে চেনেন কিনা।'

ফটোগুলো এক-এক করে দেখল রানা। পাঁচজনের ফটো—মাইকেল ডগার্ড ডিপার, ডানিয়েল হপকিন্স, রবার্ট হেরিক, মরিস ডেলাভাইন ও টিম জেফারসন।

মাথা নাড়ল রানা। 'না, এদের কাউকে আমি চিনি না।'

'দুঃখজনক। নামগুলো ফটোর পিছনে পাবেন। কয়েক মাস আগে এরা আমাদের দেশে বেড়িয়ে গেছেন। তাঁরা এসেছিলেন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করতে। যার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন, আমার ধারণা, তিনিই বেল্টটা দিয়েছিলেন ওঁদেরকে। রুশ ভদ্রলোক কেজিবির একজন কর্মকর্তা ছিলেন, সম্প্রতি তাঁকে বরখাস্ত করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে। মি. রানা, কোন কিছু গোপন না করে সব খুলে বললাম আপনাকে। এবার আপনি মন খুলে কথা বলুন। গত এক মাসে আপনি কি জানলেন না জানলেন?'

অনুরোধটা বিবেচনা করল রানা। এই অ্যাসাইনমেন্টে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ও, হাতে এমন কোন সূত্র নেই যে এগোনো যায়। জেনারেল ভ্লাদিমির নবোকভকে এক-এক করে সব ঘটনাই বলল ও। শুরু করল কেনসিংটন ফ্ল্যাট থেকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলেন জেনারেল। কয়েকবার মাথা ঝাঁকালেন, যেন যা জানেন তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ফেলিনির মৃত্যুর কথা বলে শেষ করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'ভাল কথা, জানতে পারি অ্যাজাসিও এয়ারপোর্টে আপনারা আমাকে পেলেন কিভাবে?'

'আমার ডিপার্টমেন্ট শুরু থেকেই গোটা ব্যাপারটার ওপর কড়া নজর রাখছিল,' বললেন জেনারেল। 'ছেলেটা মারা যাওয়ার পর বেল্টটার বিশদ বিবরণ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁস করা হলো, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম চুপ করে বসে থাকব না। আপনার তৎপরতা আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিল। আপনি যে খুব একটা গোপনীয়তা বজায় রাখলেন, তা নয়। কাজেই আপনাকে অনুসরণ করতে আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। মার্সেই-এ আমার যে লোকটা ছিল, সে ভাগ্যবান। আপনাকে কর্সিকার ফেরিতে চড়তে দেখে। যদিও পিছু নিতে পারেনি। কাজেই বাধ্য হয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করে ছিল। আপনার গাড়িটাকে এয়ারপোর্টে ফিরতে দেখে সে। ভাল কথা, কাস্তেল্লাক্কা গ্রাম থেকে আপনার খোঁজে চারজন লোক এসেছিল এয়ারপোর্টে, আপনি জানেন?'

'না তো।'

'হুম। তারা আপনার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছিল। ফেলিনির কথা যা বললেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিছু এসে যায় না। আমার লোক তাদের ব্যবস্থা করেছে।'

'আপনার পোষা ইংরেজ ভদ্রলোক?'

'লিওনার্দ? সে ইংরেজ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, সে এমনকি রুশও নয়। একজন কসাক। নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আপনার যোগ্যতাকে আমি খাটো করে দেখি না, মি. রানা, তবে লিওনার্দের সঙ্গে ভুলেও কখনও লাগতে যাবেন না। সত্যি সে আমার অন্যতম সেরা লোক।'

'আমার হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাবেন,' বলল রানা। 'শুনুন, জেনারেল, আপনার সঙ্গে আলোচনাটা মধুর হলো বটে, তবে ফলপ্রসূ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। স্পেনে ছুটিতে ছিলাম, আমাকে ডেকে আনে সিআইএ। আবার আমি স্পেনে ফিরে যাচ্ছি। কারণ এই কেসে আমার আর কিছু করার নেই।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না,' বললেন জেনারেল নবোকভ। 'আমার ধারণা, আপনার আমেরিকায় ফিরে যাওয়া উচিত। রহস্যের চাবি রয়েছে সেখানেই, আমেরিকায়।'

'আমেরিকার মাটিতে পা রাখা মাত্র এফবিআই গ্রেফতার করবে আমাকে,' বলল রানা। 'তারা আমাকে এমনিতেই পছন্দ করে না। ওদের কারও কারও ধারণা, ব্যাপারটার সঙ্গে আমি জড়িত।'

দেরাজ খুলে একটা কানাডিয়ান পাসপোর্ট বের করলেন জেনারেল নবোকভ। তাঁর বাড়ানো হাত থেকে নিয়ে রানা দেখল, ওটা ওরই পাসপোর্ট। নতুন নয়, বেশ ক'বার সীমান্ত পেরুনোর প্রমাণ স্বরূপ সীল-ছাপ্পড় মারা হয়েছে। ফটোটা রানারই, যদিও চুলের স্টাইল অন্য রকম হওয়ায় চিনতে একটু সময় লাগল।

'আপনি অজ্ঞান ছিলেন, তখন তোলা হয়েছে ফটোটা,' বললেন জেনারেল। 'জেনুইন পাসপোর্ট, মি. রানা। কানাডায় তৈরি কাপড়চোপড় লাগবে আপনার। আপনাকে ভাবতে হবে না, সব ব্যবস্থা লিওনার্দই করবে। এগুলোও লাগবে আপনার।' দেরাজ থেকে কানাডিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স আর বিশ হাজার কানাডিয়ান ডলার রাখলেন তিনি ডেস্কের ওপর। পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড সবই সিমন বিউগল-এর নামে। ফ্রেঞ্চ কানাডিয়ান। 'লিওনার্দ আপনাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে, সকালের ফ্লাইট ধরে ডাবলিন চলে যাবেন আপনি। ওখান থেকে টরেন্টো। রেন্টেড কার নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়বেন আমেরিকায়। আপনি রাজি, মি. রানা?'

'জেনারেল, আমি বোধহয় পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছি। মারা যাবার আগে ফেলিনি কোন কথাই বলেনি। আমার ধারণা, মোটা লোকটা কে, সে জানত। কিন্তু আমাকে বলেনি। একমাত্র সেই পারত রহস্যটার মীমাংসা করতে। কিন্তু করেনি। এখন আর কারও কিছু করার নেই। সব সূত্র হারিয়ে গেছে। মোটা লোকটা চিরকালের জন্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ। চিরকালের জন্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তার পে-মাস্টারও। পে-মাস্টার লোকটা, আমার সন্দেহ, একেবারে ওপরমহলের কেউ হবেন। সমস্ত তথ্যের উৎসমুখে বসে আছেন। তারা সবাই এখন নিরাপদ, কারণ ফেলিনি মুখ খোলেনি। আমার হাতে টেক্কা, রাজা, রানী বা গোলাম, কিছুই নেই। হাত একেবারে খালি।'

'আপনি দাবা খেলেন, মি. রানা?'

'মাঝে মধ্যে,' বলল রানা।

সোভিয়েত জেনারেল ডেস্কের পিছন থেকে হেঁটে এলেন বুক-শেলফের সামনে। একটা বই নিয়ে রানার কাছে ফিরে এলেন। বইটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। গ্রেট গ্র্যাণ্ড মাস্টারসঃ আ স্টাডি। লেখক রাশিয়ান, ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

'আপনাকে চেক দেয়া হয়েছে, মি. রানা। তবে এখনও বোধহয় মাত হননি। আমেরিকায় ফিরে যান, মি. রানা। প্লেনে বইটা পড়ুন। টাইগ্রান পেট্রোশিয়ান-এর ওপর আলাদা একটা পরিচ্ছেদ আছে বইটাতে, অনুরোধ করব

ওটার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবেন। ভদ্রলোক আমেরিকান ছিলেন, অনেক দিন হলো মারা গেছেন। আমার ট্যাকটিশিয়ান। গুড লাক, মি. রানা।'

আমেরিকার পথে রওনা হয়ে প্লেনে বসে বইটা পড়ল রানা। পেট্রোশিয়ান-এর ওপর লেখা পরিচ্ছেদটা পড়ল চারবার। টরেন্টো এয়ারপোর্টে নামার আগেই উপলব্ধি করল, মার্কিন গ্র্যান্ড মাস্টারকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেন 'গ্রেট ডিসিভার' বলত।

টরেন্টোয় ওর পাসপোর্ট চেক করা হলো, কেউ কোন প্রশ্ন করল না। কাস্টমস হল থেকে বেরুবার পর শান্তশিষ্ট এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, দেখেও না দেখার ভান করল রানা। স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়ল ও, রওনা হলো মন্ট্রিঅল-এর উদ্দেশে।

মন্ট্রিঅল-এ এসে একটা রেনিগেড জীপ ভাড়া করল রানা। হেভি ডিউটি উইন্টার টায়ার লাগানো আছে। কাছাকাছি ক্যাম্পিং স্টোর থেকে কিনল বুট, ট্রাউজার, ওভারকোট ইত্যাদি। জীপে তেল ভরে আমেরিকান সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে গেল ও।

ভারমন্ট রাজ্যের উত্তর প্রান্তে একটা জায়গা আছে, স্থানীয় লোকেরা বলে নর্থইস্ট কিংডম। দুর্গম পাহাড়ী এলাকা, অসংখ্য খাদ আর লেকে ভরা। গ্রামগুলো পাহাড়ের ঢালে, মাঝে-মধ্যে দু'একটা দেখা যায়। শীতের সময় লেকগুলো নিরেট বরফে পরিণত হয়, তুষারে ঢাকা পড়ে যায় গাছপালা, পায়ের চাপে মড় মড় আওয়াজ করে বরফ। শীতকালে ওখানে মানুষ কেন, কোন পশু-পাখিও বাস করে না।

জীপ নিয়ে সেন্ট জনসবেরীতে চলে এল রানা, নর্থইস্ট কিংডম এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শহরের এক এস্টেট এজেন্টকে খুঁজে বের করল। এ সময়টায় তার ব্যবসা হবার কথা নয়। রানার অনুরোধ শুনে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

'কি বললেন? আপনার একটা কেবিন দরকার? কেবিন আমরা ভাড়া দিই, কিন্তু সে তো গরমের দিনে। কেউ কেউ এক মাস থাকে, কেউ দু'হপ্তা। কিন্তু এই শীতকালে?'

Scanned by roni060007 for Banglapdf.net

'এই শীতকালে,' বলল রানা।

'বিশেষ কোন জায়গায়?'

'কিংডমে।'

'তার মানে আপনি আসলে হারিয়ে যেতে চান!'

উত্তরে হাসল রানা। একটা তালিকায় চোখ বুলাল এজেন্ট। 'একটা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। একজন ডেন্টিস্টের কেবিন। কেবিনটা ওয়ার্ম কান্ট্রিতে।'

ওয়ার্ম কান্ট্রি মানে ওখানকার তাপমাত্রা শূন্যের চেয়ে পনেরো ডিগ্রী নিচে। ডেন্টিস্টকে ফোন করে জেনে নিল সে। হ্যাঁ, তিনি তাঁর কেবিন এক মাসের জন্যে ভাড়া দিতে রাজি। রিসিভার নামিয়ে রেখে জীপটার দিকে তাকাল এস্টেট

এজেন্ট। 'আপনার রেনিগেডে স্নো-চেইন লাগানো আছে তো?' জানতে চাইল সে।

'এখনও লাগাইনি।'

'দরকার হবে।'

চেইন কিনে ফিট করিয়ে নিল রানা, তারপর এজেন্টকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে কেবিনটা, কিন্তু পৌঁছুতে সময় লাগল এক ঘণ্টার ওপর। 'কেবিনটা লস্ট রিজ-এ,' যাবার পথে জানাল এস্টেট এজেন্ট। 'হাঁটাহাঁটি ও মাছ ধরার জন্যে বছরের মাত্র একটা সময় ব্যবহার করেন মালিক। আপনি কি স্ত্রীর উকিলকে ফাঁকি দিতে চাইছেন?'

'একটা বই লেখার জন্যে নিরিবিলি পরিবেশ দরকার আমার,' বলল রানা।

'ও, আপনি তাহলে একজন লেখক!' সন্তুষ্ট হলো এজেন্ট। অন্যান্য আর সব উন্মাদদের মত লেখকদেরও বিশেষ ছাড় দেয় মানুষ।

ডানভিল হয়ে ছোট একটা রাস্তা ধরল ওরা, ঘুরে গেল উত্তর দিকে। নর্থ ডানভিল পৌঁছে রানাকে দুর্গম এলাকায় পথ দেখাল এজেন্ট। পথটা একটা রিজকে ডানে রেখে এগিয়েছে, বিয়ার মাউন্টেনের দিকে। পাহাড়টার ঢালে বরফ ঢাকা একটা পথ দেখাল সে। ওখানে পৌঁছুতে হলে এঞ্জিনের সবটুকু শক্তি, ফোর-হুইল ড্রাইভ আর চেইন লাগবে রানার।

কেবিনটা কাঠের, বিশাল সব গাছের কাণ্ড একটা ছাদের নিচে আড়াআড়ি ভাবে সাজানো হয়েছে, গোড়ায় এক গজ উঁচু তুষার জমেছে। তবে মজবুত, ভেতরে ভক্তার আলাদা একটা আবরণ আছে। পাশের গ্যারেজটাও দেখিয়ে দিল। কেবিনের ভেতর একটা স্টোভ আছে, পানি গরম করার জন্যে।

'আমার পছন্দ হয়েছে,' জানাল রানা।

'ল্যাম্পের জন্যে তেল, চুলোর জন্যে গ্যাস, স্টোভের জন্যে কাঠ লাগবে। আর লাগবে খাবার। সবই আপনার বেশি করে আনিয়ে রাখতে হবে। হঠাৎ কিছু একটা ফুরিয়ে গেলে আশপাশে কোথাও পাবেন না। গরম কাপড়চোপড়ও লাগবে। এদিকে কিন্তু কোন টেলিফোন নেই। আরেকবার ভেবে দেখুন, সত্যি এখানে থাকতে চান?'

'অবশ্যই,' বলল রানা।

জীপ নিয়ে সেন্ট জনসবেরীতে ফিরে এল ওরা। নিজের নাম ও জাতীয়তা জানাল রানা, ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিল।

রাতটা শহরের এক হোটেলে কাটাল রানা। ঘুরতে বেরিয়ে স্থানীয় ফোন বুদগুলোর নম্বর লিখে রাখল, পরে কাজে লাগতে পারে। সকালে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে রওনা হলো পাহাড়ের উদ্দেশে।

নর্থ ডানভিল পেরিয়ে এসে একবার থামল রানা, ভাল করে দেখে নিল পথ ভুল করেছে কিনা। এই সময় ওর পিছনে পাহাড়ের কিনারা থেকে একটা এঞ্জিনের যান্ত্রিক কাশি শুনতে পেল।

কেবিনে পৌঁছে লগ-বার্নার জ্বালল রানা। ইস্পাতের দরজার পিছনে স্টোভটা গর্জে উঠল, খোলার পর যেন তন্দুরের প্রচণ্ড আঁচ ধাক্কা মারল মুখে।

ওয়াটার ট্যাংকের বরফ পানি হতে বেশি সময় লাগল না। কেবিনের চারটে কামরার রেডিয়েটর গরম হলো। দুপুরের দিকে গায়ে শুধু শার্ট রাখল রানা। লাঞ্চ খেয়ে বাইরে বেরুল, হাতে কুঠার। স্টোভের জন্যে কিছু কাঠ কেটে আনল।

সঙ্গে করে রেডিও এনেছে রানা, তবে টিভি বা ফোন নেই। এক হপ্তার জন্যে সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে নতুন পোর্টেবল টাইপরাইটারটার সামনে বসল ও, শুরু করল লিখতে। পরদিন কেবিন থেকে বেরিয়ে শহরে এল, প্লেনে চড়ে পৌঁছুল বোস্টনে, সেখান থেকে ওয়াশিংটনে।

অ্যামট্রাক পুলিস অফিসের পাশে এক সারি পাবলিক ফোন বুদ আছে, প্রতিটির নম্বর শুরু হয়েছে ৭৮৯ দিয়ে। মোট আটটা বুদ। প্রতিটির নম্বর নোটবুকে লিখে নিল রানা, একটা চিঠি পোস্ট করল, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো এয়ারপোর্টের উদ্দেশে।

ফরটিনথ স্ট্রীটে ঢুকল ট্যাক্সি, ডান দিকে তাকাতে হোয়াইট হাউসের কাঠামোটা দেখতে পেল রানা। গম্বুজের ভেতর যিনি বাস করেন, তাঁর কথা ভাবল ও। তিনি ওকে বলেছিলেন, 'আমার ছেলেকে আপনি ফিরিয়ে আনুন।' তাঁর আকুল অনুরোধ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে ও।

চিঠিটা জুলিয়ার ফ্ল্যাটে পৌঁছুবার আগে এফবিআই-এর হাতে পড়ল, তারাই ওটাকে সরাসরি হোয়াইট হাউসে নিয়ে এল। চিঠির তাৎপর্য আলোচনা করার জন্যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির মীটিং ডাকা হয়েছে। ম্যাক সুলেভান আর টিমোথি গার্ড ওটাকে একটা ট্রফির মত হাজির করে মনিবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

'স্বীকার করছি, আমার এক বিশ্বস্ত এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সে যেন জুলিয়া গুডহোপের নামে কোন চিঠি আসে কিনা লক্ষ রাখে,' বললেন ম্যাক সুলেভান। 'চিঠিটা গতকাল পোস্ট করা হয়েছে, এই ওয়াশিংটন থেকেই। তাতে অবশ্য এ-কথা প্রমাণ হয় না যে মি. রানা রাজধানীতে কিংবা আমেরিকায় আছেন। তাঁর হয়ে অন্য কেউ চিঠিটা ডাকে ফেলতে পারে। লণ্ডন থেকে গায়েব হয়ে এখানে যদি তিনি এসে থাকেন, কিভাবে এসেছেন আমাদের জানা নেই।'

'চিঠিটা পড়া হোক,' নির্দেশ দিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পিটার হ্যারিসন।

'বক্তব্য···বেশ নাটকীয়,' বললেন ম্যাক সুলেভান। চশমাটা চোখে ভাল করে আটকে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন তিনি।

'প্রিয় জুলিয়া,

অবশেষে আমেরিকায় এসেছি আমি, কিন্তু তোমাকে দেখার লোভটা বাধ্য হয়ে দমন করে রাখতে হচ্ছে। অন্তত এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে দেখা করাটা নিরাপদ হবে না।

এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হলো, কর্সিকায় ঠিক কি ঘটেছিল তার একটা রেকর্ড রাখা। আসলে, অ্যাজাসিও এয়ারপোর্ট থেকে ফোনে তোমাকে যে-কথা আমি বলেছিলাম, তা সত্যি ছিল না। ধারণা

করেছিলাম, কর্সিকায় কি ঘটেছে জানতে পারলে নিরাপদ নয় বলে ওয়াশিংটনে ফিরতে চাইবে না তুমি। কিন্তু তারপর থেকে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছি, ভাবছি তোমার আসলে জানার অধিকার আছে। তুমি শুধু আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দাও: এই চিঠির একটা শব্দও কাউকে তুমি জানাবে না। আপাতত গোপন করে রাখো। যতক্ষণ না আমি যা করছি তা শেষ হয়।

ব্যাপারটা হলো, ফেলিনির সঙ্গে আমাকে লড়তে হয়। আমার কোন উপায় ছিল না। কেউ একজন তাকে ফোন করে জানায় যে আমি তাকে খুন করার জন্যে কর্সিকায় আসছি। অথচ আমি শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমার একটা বুলেট লাগে তাকে···বলা উচিত তোমার বুলেট। তবে গুলিটা খেয়ে মরেনি সে। যখন বুঝতে পারল তাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে, তখন মুখ না খোলার প্রতিজ্ঞা ভাঙতে দ্বিধা করল না। যা জানে সবই আমাকে বলেছে। সে যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, বললেও বোধহয় বিশ্বাস করতে চাইবে না।

আগের সেই ধারণা বাদ, ষড়যন্ত্রটা রাশিয়ানদের নয়। অন্তত সোভিয়েত সরকারের নয়। ষড়যন্ত্র শুরু হয় এখানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আসল পে-মাস্টার এখনও আড়ালে লুকিয়ে আছেন, তবে যে লোকটা সাইলাস মারভিনকে অপহরণ ও খুন করার আয়োজন করেছিল, ডাক তাকে "মোটা লোক" বলে অভিহিত করেছে, তার পরিচয় এখন আমি জানি। ফেলিনি তাকে চিনতে পেরেছিল, আমাকে তার নাম বলেছে। এই লোকটা ধরা পড়লেই জানা যাবে কারা খরচের টাকা দিয়েছিল, ষড়যন্ত্রটার সঙ্গে কে কে জড়িত।

আপাতত, জুলিয়া, গা ঢাকা দিয়ে আছি আমি। সমস্ত ঘটনা, যা যা ঘটেছে, এবং আমি যা জানি, সব লিখে ফেলেছি—নাম, তারিখ, স্থান, কিছুই বাদ দিচ্ছি না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা কাহিনী। লেখাটা শেষ হয়ে গেলে অন্তত দশ-বারো জায়গায় পাণ্ডুলিপির একটা করে কপি পাঠিয়ে দেব। পাঠাব তোমাদের ভাইস-প্রেসিডেন্টের কাছে, সিআইএ ও এফবিআই হেডকোয়ার্টারে। তারপর আমার যদি কিছু ঘটে, ঘটুক। অপরাধীরা উচিত শাস্তি পাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারব।

লেখাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না। প্লীজ, বোঝার চেষ্টা করো—কোথায় আছি তা যদি তোমাকে না জানাই, সেটা তোমার নিরাপত্তার জন্যেই। আমার ভালবাসা নিও : রানা।'

জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল সিচুয়েশন রুমে। উপস্থিত সবাই দরদর করে ঘামছেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পিটার হ্যারিসন, 'এই ভদ্রলোক কি সত্যি কথ

বলছেন?'

'তাঁর কথা যদি সত্যি হয়,' প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিডনি গ্রীন পরামর্শ দিলেন, 'যেভাবে হোক এখানে তাঁকে আনা দরকার। যা বলার আমাদেরকে বলবেন তিনি, এখানে বসে। তিনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবেন, এটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক একটা ব্যাপার।'

'আমি একমত,' বললেন অ্যাটর্নি জেনারেল সেভাইল লরেন্স। 'নিজেকে তিনি সাক্ষী বলে দাবি করছেন। আমাদের একটা উইটনেস-প্রোটেকশন প্রোগ্রাম আছে। তাঁকে প্রোটেকটিভ কাস্টডিতে রাখা দরকার।'

সিদ্ধান্ত হলো সর্বসম্মত। সন্ধের মধ্যেই রানার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলো। এফবিআই তাদের সব ক'টা শাখা অফিসকে রানার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সতর্ক করে দিল। হাইওয়ে পেট্রল কারগুলোর জন্যে ইস্যু করা হলো ওর ফটোগ্রাফ। অনুসন্ধান ও গ্রেফতারের কারণ হিসেবে বলা হলো, বড় ধরনের একটা জুয়েল চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত সে।

আমেরিকান পাসপোর্ট আছে রানার, সেই পাসপোর্টের ফটো হাতে নিয়ে গোটা আমেরিকায় খোঁজা হচ্ছে ওকে। ফ্রেঞ্চ কানাডিয়ান সিমন বিউগলকে কেউ খুঁজছে না। মাসুদ রানা ও সিমন বিউগলের কাগজ-পত্র এক নয়, এক নয় দু'জনের চুলের স্টাইল। সিমন বিউগলের চোখে শিং-এর তৈরি চশমা রয়েছে, রানার ফটোতে নেই। সিমন বিউগলের মুখে সামান্য দাড়িও রয়েছে। চোখে রয়েছে সানগ্লাস।

জুলিয়াকে চিঠিটা পাঠাবার পর পাহাড়ী কেবিনে ফিরে এসে তিন দিন চুপচাপ বসে থাকল রানা। তারপর জুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করল গোপনে।

জুলিয়ার বাবা ভার্জিনিয়ায় থাকেন, একটা ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে ঘুরপথে নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলো রানা। জুলিয়ার বাবা রিচার্ড গুডহোপ, অবসরপ্রাপ্ত পাদ্রী। ভদ্রলোক ওকে চা খাবার আমন্ত্রণ জানালেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শুরু করল রানা।

ওর কথা শুনে চেহারা থমথমে হয়ে উঠল রিচার্ড গুডহোপের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আপনি ভাবছেন আমার মেয়ে বিপদের মধ্যে আছে, মি. রানা?'

কারণটা ব্যাখ্যা করল রানা।

'কিন্তু তা কি করে হয়! আমার মেয়ে এফবিআই এজেন্ট। এফবিআই কেন তার ওপর গোপনে নজর রাখবে? তবে কি সে অন্যায় কিছু করেছে?'

'না, মি. গুডহোপ, তা না। জুলিয়া অন্যায় কিছু করেনি। তবে কিছু লোকের ভুল ধারণা আছে তার সম্পর্কে। অথচ জুলিয়া তা জানে না। আমি শুধু তাকে সাবধান করতে চাইছি।'

হাতের চিঠিটা নাড়াচাড়া করছেন রিচার্ড গুডহোপ। তাঁর মেয়ে কি সত্যি বিপদের মধ্যে আছে? এই ভদ্রলোক কি সত্যি জুলিয়ার শুভানুধ্যায়ী? মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, মেয়ের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। ভদ্রলোকের পরিচয় দেবেন

প্রথমে। জুলিয়া যদি বন্ধু বলে চিনতে পারে, তবেই তাকে চিঠিটা দেবেন। 'ঠিক আছে, যাব আমি।'

সেদিনই গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন রিচার্ড গুডহোপ। আগে থেকে কিছু না জানিয়ে ওয়াশিংটনে, মেয়ের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেলেন। তাঁকে যেমন অনুরোধ করা হয়েছে, এটা-সেটা নিয়ে সাধারণ কথা বলার সময় প্রথমে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিলেন মেয়ের হাতে। কাগজটায় লেখা রয়েছে, 'স্বাভাবিক থাকো, যেভাবে কথা বলে যাচ্ছো সেভাবে বলে যাও। এনভেলাপটা পরে খুলবে, সময় ও সুযোগ মত পড়বে। তারপর পুড়িয়ে ফেলবে ওটা। প্রতিটি নির্দেশ পালন করা চাই। রানা।'

লেখাটা পড়ে বিষম খাবার অবস্থা হলো জুলিয়ার। কারণ রানা ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছে ওর অ্যাপার্টমেন্টে ছারপোকা আছে। চাকরির দায়িত্ব হিসেবে অন্য লোকদের কামরায় ছারপোকা ফিট করেছে সে, কেউ তার কামরাতেও ওগুলো ফিট করতে পারে একথা কখনও ভাবেনি। বাবার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে থাকল সে, তবে কথা বলে গেল আগের মতই শান্তভাবে। বাবার হাত থেকে এনভেলাপটা নিয়ে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। আধ ঘণ্টা পর মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভার্জিনিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন রিচার্ড গুডহোপ। বারান্দায় বেরিয়ে এসে বাবাকে চুমো খেল জুলিয়া।

এনভেলাপের ভেতর চিঠিটাও ছোট। অ্যামট্রাক পুলিস অফিসের বাইরে ঠিক মধ্যরাতে ফোন-বুদগুলোর বাইরে অপেক্ষা করতে হবে তাকে। একটা ফোন বাজবে, রিসিভার তুললে কথা বলবে রানা।

সেন্ট জনসবেরী থেকে ফোন করল রানা। ঠিক মাঝরাতে। জুলিয়া রিসিভার তুলল। তাকে কর্সিকা সম্পর্কে বলল রানা। বলল লণ্ডন সম্পর্কে, জানাল তার নামে পাঠানো ওর চিঠিটা ভুয়া ছিল, জানত পোস্ট অফিস থেকেই ওটা হোয়াইট হাউসে চলে যাবে।

'কিন্তু রানা,' প্রতিবাদ করল জুলিয়া, 'ফেলিনি যদি তোমাকে কিছু না-ই বলে থাকে, তাহলে তো ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে—আগে তুমি যেমন বলেছিলে। সে মুখ খোলেনি, অথচ ভান করছ খুলেছে, তাতে লাভটা কি?'

জুলিয়াকে পেট্রোশিয়ান সম্পর্কে বলল রানা। খেলায় যখন হেরে যাচ্ছেন তিনি, তখনও এমন ভাব দেখাতেন যেন মনে মনে দারুণ একটা চাল ঠিক করে রেখেছেন, ফলে নার্ভাস হয়ে পড়ত প্রতিপক্ষ, চালে ভুল করে বসত। 'আমার ধারণা, সে বা তারা, ওই চিঠিটার কারণে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে,' বলল রানা। 'যদিও আমি বলেছি তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করব না, তবু ওরা জানে যে পুলিস আমাকে ধরতে না পারলে তুমিই আমার একমাত্র সম্ভাব্য কনট্যাক্ট বা লিঙ্ক। যত দিন যাবে ততই উন্মাদ হয়ে উঠবে তারা। আমি চাই তুমি তোমার চোখ-কান খোলা রাখো। এক দিন পর পর তোমাকে আমি ফোন করব, মাঝরাতে, এই নম্বরগুলোর যে-কোন একটায়।'

সময় লাগল ছ'দিন।

'বলো, ভিক্টর এসকারভাইল নামে কোন লোককে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'তিনি কোম্পানীর সঙ্গে আছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, সিআইএ-র ডিডিও তিনি। কেন?'

'তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। বললেন, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। দ্রুত। ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে, তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর ধারণা, তুমি বুঝবে।'

'তার সঙ্গে তুমি ল্যাংলিতে দেখা করেছ?'

'না। তিনি বললেন, ল্যাংলিতে দেখা করলে দুনিয়ার মানুষ জেনে ফেলবে। আমরা দেখা করি টাইডাল বেসিন-এর কাছে এক রাস্তায়, কোম্পানীর এক গাড়ির পিছনে। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়। গাড়ি চলছিল, আমরা কথা বলি।'

'ব্যাপারটা কি, তোমাকে তিনি বলেছেন?'

'না। আসলে কাউকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন, শুধু তোমাকে তিনি ভাল বলে জানেন, একমাত্র তোমাকে বিশ্বাস করতে পারা যায়। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান—তোমার শর্তে। যে-কোন জায়গায় বা সময়ে। তাঁকে তুমি বিশ্বাস করো, রানা?'

চিন্তা করল রানা। ভিক্টর এসকারভাইল যদি বেঈমান হন, তাহলে মানবজাতির আর কোন আশা নেই। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'তাঁকে আমি বিশ্বাস করি।' কোথায় কখন দেখা হবে, স্থান ও সময়, জানিয়ে দিল জুলিয়াকে।

আট

পরদিন সন্ধ্যায় মন্টিপিলিয়ার এয়ারপোর্টে পৌঁছুল জুলিয়া। তার সঙ্গে সিআইএ-র জুনিয়র এজেন্ট জন রীড রয়েছে, কেনসিংটন ফ্ল্যাটে যে তরুণ সেবা-যত্ন করে রানার মন জয় করেছিল। সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশনস) ভিক্টর এসকারভাইল জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চান, এই প্রস্তাব তার মাধ্যমেই আসে।

পিবিএ বীচক্রাফট নাইনটিন হানড্রেড শাটলে চড়ে বোস্টন থেকে এল ওরা, এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এক রেন্ট-আ-কার কোম্পানী থেকে একটা ডজ র‍্যাম ভাড়া করল, রাজ্যের রাজধানীর শেষ সীমায় উঠল একটা মোটেলে। শীতের ভারি কাপড়চোপড় ওয়াশিংটনে যা পেয়েছে সঙ্গে করে এনেছে ওরা, রানার পরামর্শে।

সিআইএ-র ডিডিও ল্যাংলিতে হাই-লেভেল জরুরী মীটিং থাকায় কাল সকালে আসতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। রানার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে রাস্তার ধারে রঁদেভোয়।

সকাল সাতটায় ল্যাণ্ড করল দশ সীটের একটা এক্সিকিউটিভ জেট, গায়ের

লোকটা জুলিয়া চিনতে পারল না। জন রীড ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা, কাম্পানীর কমিউনিকেশন প্লেন ওটা, ফিউজিলাজে যে চার্টার কোম্পানীর নাম লেখা রয়েছে ওটা সিআইএ-রই একটা ফ্রন্ট। জেট থেকে নেমে এসে সংক্ষেপে, তবে আন্তরিকভাবে কুশলাদি জানতে চাইলেন তিনি। প্লেনে বসেই ভারি স্নো-বুট, মোটা ট্রাউজার আর ওভারকোট পরে নিয়েছেন। হাতে একটা গ্রিপ। সোজা হেঁটে এসে র‍্যামের ব্যাক সীটে উঠে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল ওরা। চালাচ্ছে জন রীড, রোড-ম্যাপে চোখ রেখে তাকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে জুলিয়া।

মন্টিপিলিয়ার থেকে বেরিয়ে রুট টু ধরল ওরা। ইস্ট মন্টিপলিয়ার পেরিয়ে এসে প্লেইন ফিল্ডের রোড ধরল। প্লেইনমন্ট সিমেট্রির পর, তবে গডার্ড কলেজের আগে, একটা জায়গা আছে যেখানে উইনস্কি নদী রাস্তার পাশ থেকে সরে দক্ষিণ দিকে এগিয়েছে। রাস্তা আর নদীর মাঝখানে আধখানা চাঁদ আকৃতির জায়গাটায় লম্বা অনেকগুলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা নির্জন, জমাট বাঁধা তুষারে ঢাকা। গাছগুলোর ফাঁকে কয়েকটা পিকনিক টেবিল দেখা যায়, গরমের দিনে ব্যবহার করে মানুষ। এখানেই সকাল আটটার সময় থাকবে বলে জানিয়েছে রানা।

জুলিয়াই প্রথম দেখল ওকে। র‍্যাম দাঁড়িয়েছে, বিশ গজ দূরের এক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা না করে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল জুলিয়া, ছুটল, ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল গলাটা।

'তুমি ভাল আছ, জুলিয়া?'

'আছি, খুব ভাল আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমার কোন বিপদ হয়নি।'

রানা তাকিয়ে আছে জুলিয়ার পিছন দিকে, তার মাথার ওপর দিয়ে গাড়িটার কাছে চলে গেছে দৃষ্টি। ওর শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল, অনুভব করতে পারল জুলিয়া।

'কাকে তুমি সঙ্গে করে এনেছ?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওহ্, আমি কি বোকা…,' রানাকে ছেড়ে ঘুরল জুলিয়া। 'জন রীডকে তোমার মনে আছে? ওই তো মি. ভিক্টর এসকারভাইলের প্রস্তাব নিয়ে আসে…।'

জন রীড দাঁড়িয়ে রয়েছে দশ গজ দূরে। তার মুখে সেই লাজুক হাসি। 'হ্যালো, মি. রানা।' নরম সুরে, সবিনয়ে বলল সে। তবে তার ডান হাতে ধরা .৪৫ অটোমেটিকটার সঙ্গে বিনয়ের কোন সম্পর্ক নেই। অস্ত্রটা জুলিয়া আর রানার দিকে তাক করা।

র‍্যামের সাইড-ডোর খুলে দ্বিতীয় লোকটা নামল। গ্রিপ থেকে ইতিমধ্যে সে তার ফোল্ডিং স্টক রাইফেলটা বের করে ফেলেছে, জন রীডের হাতে কোল্টটা ধরিয়ে দেয়ার পরপরই।

'ও কে?' জানতে চাইল রানা।

জুলিয়া কথা বলল নিচু গলায়, ভয়ে ভয়ে, 'ওহ্ গড, রানা, কি করেছি আমি?'

'তোমাকে বোকা বানানো হয়েছে, ডার্লিং।'

দোষটা ওরই, উপলব্ধি করল রানা। ইচ্ছে হলো কষে চড় মারে নিজের গালে। ফোনে জুলিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না যে সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টরকে আগে কখনও সে দেখেছে কিনা। হোয়াইট হাউসে রিপোর্ট করার জন্যে দু'বার ডাকা হয় তাকে। রানা ধরে নিয়েছিল দু'বারই, অন্তত একবার, কমিটির মীটিঙে উপস্থিত ছিলেন ভিক্টর এসকারভাইল। আসলে ওয়াশিংটনে খুব কমই আসেন তিনি, মীটিং বা ইন্টারভিউ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন। যে দু'বার হোয়াইট হাউস কমিটিতে রিপোর্ট দিতে গেছে জুলিয়া, একবারও তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

রাইফেল হাতে লোকটা বেশ খাটো ও মোটাসোটা। ধীর পদক্ষেপে জন রীডের পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে চেনা চেনা লাগল রানার।

'আবার আমাদের দেখা হলো, রানা,' বলল লোকটা। 'কি, চিনতে পারো আমাকে?'

এতক্ষণে চিনল রানা। চিনতে সাহায্য করল গলার আওয়াজটা। অন্তত দশ বছর আগের কথা, সিআইএ থেকে বহিষ্কার করা হয় পিটার গুচকে। স্যাডিস্ট তো বটেই, সাইকোপ্যাথও লোকটা। তার নিষ্ঠুরতা আর রুচিবিকৃতির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। লেবাননে লোকটা ফাঁকি দেয় রানাকে। একদল কিডন্যাপার বৈরুতের এক মুসলমান ব্যবসায়ীর দুই বাচ্চা ছেলেকে কিডন্যাপ করেছিল। কিডন্যাপারদের কবল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার দায়িত্ব ছিল রানার ওপর। কিডন্যাপাররা সংখ্যায় ছিল দু'জন, রানার গুলিতে তারা মারা যায়। রানা জানত না আরও একজন লোক ছিল, সে-ই নেতা। গুলি বিনিময় হচ্ছে, এই সুযোগে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে পালিয়ে যায় পিটার গুচ পিছনের একটা দরজা দিয়ে। রানা তাকে ধাওয়া করে, কিন্তু ধরতে পারেনি। দু'দিন পর বাচ্চা দুটোর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে লেবাননী পুলিস। সে লাশ যারা দেখেছে, সবাই বমি করে ফেলে। বারো ও তেরো বছরের দুই ভাই ছিল তারা, দু'জনেরই পেনিস কেটে ফেলা হয়। লাশের সঙ্গে একটা চিরকুট পেয়েছিল পুলিস, রানাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। পিটার গুচ লিখেছিল, 'মুক্তিপণ যখন পেলাম না, কাজেই কচি দুটো পেনিস কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেললাম।'

মাথা নাড়ল রানা, বোঝাতে চাইল পিটার গুচকে চিনতে পারেনি ও।

'তুমি আমাকে বৈরুতে বঞ্চিত করেছিলে, আজ তার প্রতিশোধ নেয়া হবে,' বলল পিটার গুচ।

চুপ করে থাকল রানা।

'এসো, শুরু হওয়া যাক। কোথায় থাকছ তুমি?'

'লগ কেবিন, পাহাড়ের ওপরে।'

'পাণ্ডুলিপি তৈরি করছ, আমি জানি। ওটায় আমাকে একবার চোখ বুলাতে হবে। কোন রকম চালাকি নয়, শুনো। রীডের গুলি তোমাকে নাও লাগতে পারে, তবে মেয়েটাকে ঠিকই লাগবে। আর তোমার ব্যাপারটা...এটা তোমার সর্বশেষ অ্যাসাইনমেন্ট, রানা। তোমার আয়ু এখানেই শেষ।'

'জাহান্নামে যাও,' হিসহিস করে বলল রানা।

'ঠাণ্ডায় বোধহয় তোমার মগজ জমে গেছে, রানা। শোনো, কি ভেবেছি বলি তোমাকে। তোমাকে আর মেয়েটাকে নদীর কিনারায় নিয়ে যাব আমরা। কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না, কারণ আশপাশে অনেক মাইলের মধ্যে কোন মানুষ নেই আমরা ছাড়া। তোমাকে আমরা একটা গাছের সঙ্গে বাঁধব। তারপর একটা সিনেমা দেখব। তুমি আমাদের একমাত্র দর্শক হবে। অভিনয় করব আমি, রীড আর মেয়েটা। মেয়েটার মরতে সময় লাগবে, কসম খেয়ে বলছি, দু'ঘণ্টা। এই দু'ঘণ্টা প্রতিটি মুহূর্ত নিজের মৃত্যু কামনা করবে সে। এবার বলো শুনি, ওখানে আমাদের নিয়ে যেতে রাজি আছো?'

পরিস্থিতিটা বিপজ্জনক, চিন্তা করল রানা। একা হলে বেপরোয়া একটা চেষ্টা করে দেখা যেত। কিন্তু জুলিয়া সঙ্গে থাকায়···মাথা ঝাঁকাল ও।

এগিয়ে এসে রানা ও জুলিয়াকে আলাদা করল জন রীড। পিছমোড়া করে রানার হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরাল। তারপর জুলিয়ার হাতেও। রীড রেনিগেড জীপটা চালাচ্ছে, পাশে রানা। পিছনে র‍্যামে থাকল পিটার গুচ, মেঝেতে ফেলে রাখা হলো জুলিয়াকে। স্নো-চেইন না থাকায় র‍্যাম চালাতে অসুবিধে হচ্ছে তার।

পাহাড়ী রাস্তা আরও দুর্গম হয়ে উঠল, জমাট বাঁধা তুষারে হড়কে যাচ্ছে চাকা। পিটার গুচের নির্দেশে রেনিগেড থামাল রীড। র‍্যাম থেকে নেমে রেনিগেডে উঠে এল গুচ, জুলিয়ার পিঠে ধাক্কা মেরে হাঁটিয়ে নিয়ে এল। সাদা হয়ে গেছে তার চেহারা, ভয়ে কাঁপছে।

'তুমি দেখছি সত্যি হারিয়ে যেতে চেয়েছ,' লগ কেবিনে পৌঁছে বলল পিটার গুচ।

বাইরে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ত্রিশ ডিগ্রী। তবে ভেতরে যথেষ্ট গরম। একটা বাঙ্ক বেডে বসতে বলা হলো ওদের দু'জনকে, মাঝখানে কয়েক ফুট ব্যবধান রেখে। কেবিনের এটাই সবচেয়ে বড় কামরা। ওদের পাহারায় থাকল রীড, গোটা কেবিনটা চক্কর দিয়ে এল গুচ। বাকি সবগুলো কামরা খালি।

'চমৎকার,' সন্তুষ্ট চিত্তে বলল সে। 'ঠিক যে-ধরনের পরিবেশ আমার দরকার।'

রাইটিং-ডেস্কের দেরাজে পাওয়া গেল রানার পাণ্ডুলিপি। ওভারকোট খুলে একটা চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করল পিটার গুচ। জন রীডও একটা চেয়ারে বসেছে, রানা ও জুলিয়ার দিকে মুখ করে। ওদের হাতে হ্যাণ্ডকাফ থাকলেও, অস্ত্রটা পকেটে ভরেনি সে। মুখে তার সেই লাজুক হাসি। অনেক দেরি করে উপলব্ধি করল রানা, ওই হাসিটা আসলে তার মুখোশ। সে তার নিজের আসল রূপ গোপন করার জন্যে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে নিখুঁত করেছে মুখোশটাকে।

'তুমিই জিতলে,' খানিক পর বলল রানা। 'তবু আমার জানতে ইচ্ছে করে কিভাবে কি করলে তুমি।'

'কি জানতে চাও বলো,' পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ না তুলেই বলল পিটার গুচ।

'জানো আর না জানো, তোমার নিয়তির কোন পরিবর্তন ঘটবে না।'

'লণ্ডনের কাজটার জন্যে জন রীডকে কিভাবে বাছাই করা হলো?' ছোট্ট গুরুত্বহীন প্রশ্ন দিয়ে শুরু করল রানা।

'ওটা ছিল স্রেফ ভাগ্যের সহায়তা,' বলল গুচ। 'কাকতালীয়ই বলব। ভাবিনি আমাকে সাহায্য করার জন্যে ওখানে আমার শিষ্যকে আমি পাব। কোম্পানীর তরফ থেকে আমার জন্যে বোনাস ছিল ব্যাপারটা।'

'তারমানে আগে থেকেই পরিচয় ছিল তোমাদের। কোথায় পরিচয় হলো?'

'সেন্ট্রাল আমেরিকায়,' বলল গুচ। 'ওখানে অনেক বছর ছিলাম আমি। ওদিকেই মানুষ হয়েছে রীড। দেখা হয় সে যখন একবারে বাচ্চা। দু'জনেই বুঝতে পারি, অভিন্ন রুচির অধিকারী আমরা। আমিই তো ওকে কোম্পানীতে ঢোকাই।'

'অভিন্ন রুচি?' গুচের রুচি সম্পর্কে জানে রানা। ওদেরকে কথা বলাতে চাইছে ও। সাইকোপ্যাথরা নিজেদের সম্পর্কে কথা বলতে ভালবাসে, পরিবেশটা যদি নিরাপদ বলে মনে করে।

'হ্যাঁ, মানে, প্রায়,' বলল গুচ। স্পার্থক্য শুধু রীড পছন্দ করে মহিলাদের। ও অবশ্য প্রথমে ওদেরকে সামান্য ক্ষতবিক্ষত করে নেয়, তাই না, মাই বয়?'

পড়ায় মন দিল গুচ।

একগাল হাসল রীড। 'অবশ্যই, মি. গুচ। আপনি জানেন, এরা দু'জন লণ্ডনে ওই সময় কি কাণ্ড করেছে? ভেবেছিল আমি কিছু জানি না, কিছু শুনিনি। সেই থেকে একটা লোভ জেগেছে, মি. গুচ। আশা করি আমাকে বঞ্চিত করা হবে না।'

'যা চাও তাই পাবে, মাই বয়,' বলল গুচ। 'তবে রানা আমার। তোমাকে সময় নিয়ে মারা হবে, রানা। ধীরে ধীরে, ভাই। তুমি আমাকে খানিকটা আনন্দ দান করবে।'

আবার পড়ায় মন দিল সে। হঠাৎ মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়ে বমি করল জুলিয়া। শুধু আওয়াজ করল, ভেতর থেকে কিছু বেরুল না।

'লণ্ডনে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'রীড এটা-সেটা কিনতে বাইরে যেত, মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল গুচ। 'খাবার বা স্টেশনারি দোকানে দেখা হত আমাদের। তুমি যদি সতর্ক হতে, রানা, তাহলে লক্ষ করতে যে কেনাকাটা করার জন্যে রোজ একই সময় বাইরে বেরুত সে।'

'আর সাইলাস মারভিনের কাপড়চোপড়, বুবি-ট্র্যাপ বেল্টটা?'

'ও-সবই সাসেক্সের বাড়িটায় নিয়ে যাওয়া হয়, তুমি যখন বাকি তিনজনের সঙ্গে ওয়্যারহাউসে ছিলে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুসারে ফেলিনিকে দেয়া হয়। খুব ভাল লোক ছিল ফেলিনি। ইউরোপে আগেও তাকে দু'বার আমি ব্যবহার করেছিলাম। কোম্পানীতে থাকার সময়, পরেও।'

পাণ্ডুলিপিটা ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল গুচ। কথা বলার নেশা পেয়ে বসেছে তাকে।

'তুমি আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছিলে, ফ্ল্যাট থেকে ওভাবে পালিয়ে গিয়ে। তখন আমি চেয়েছিলাম তোমাকে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু ফেলিনিকে রাজি

করতে পারিনি। ফেলিনি যুক্তি দেখাল, বাকি তিনজন তাকে বাধা দেবে। কাজেই তুমি বেঁচে গেলে তখন, ভাবলাম ছেলেটা মারা গেলে এমনিতেও সবাই তোমাকে সন্দেহ করবে। তবে ব্যুরোর কর্তারা তোমাকে ছেড়ে দেয়ায় সত্যি আমি অবাক হয়ে যাই। আমার ধারণা ছিল শুধু সন্দেহের কারণেই তোমাকে ওরা জেলে ভরবে।'

'তখনই জুলিয়ার ব্যাগে ছারপোকা ভরার দরকার হলো তোমাদের?'

'হ্যাঁ। হাতব্যাগটা সম্পর্কে রীড জানায় আমাকে। বাজার থেকে হুবহু একই রকম দেখতে কিনি একটা, তারপর কারিগরি ফলাই। তুমি শেষবার যেদিন কেনসিংটন ফ্ল্যাট ত্যাগ করলে, সেদিন সকালে রীডকে দিই ওটা। মনে আছে, সকালের নাস্তার জন্যে ডিম কিনতে বেরোয় সে? হাতব্যাগটা নিয়ে ফ্ল্যাটে ফেরে, বদল করে তোমরা যখন কিচেনে ব্রেকফাস্ট করছিলে।'

'আগে থেকে ঠিক করা কোন রঁদেভোয় মার্সেনারি চারজনকে মারলে না কেন?' জানতে চাইল রানা। 'আমাদের পিছু নেয়ার ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'কারণ ওদের তিনজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল,' বলল পিটার গুচ, চেহারায় ঘৃণার ভাব। 'বোনাসের জন্যে তাদের ইউরোপে আসার কথা ছিল। ফেলিনিকে দায়িত্ব দেয়া হয় সব ক'টাকে শেষ করার। ফেলিনিকে শেষ করতাম আমি। যখন শুনল যে ছেলেটা মারা গেছে, সবাই ছড়িয়ে পড়ল। খুশির ব্যাপার, আমার হয়ে তুমিই ওদেরকে খুঁজে বের করলে।'

'একা তোমার পক্ষে এত কিছু করা সম্ভব হয়নি,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই রীড তোমাকে সাহায্য করেছে।'

'ঠিক। আমি ছিলাম আগে, আর রীড সব সময় তোমার কাছাকাছি, এমনকি গাড়িতেই ঘুমাতে হয়েছে ওকে। তুমি ফারচাইস আর বনি বেলিঙ্গারকে চিনতে পেরেছ, এ-কথা জেনে গাড়ি থেকে আমাকে ফোন করে ও, কয়েক ঘণ্টা আগে থাকার সুযোগ পেয়ে যাই আমি।'

আরও কিছু প্রশ্ন করার আছে রানার। কিন্তু আবার পড়ায় মন দিয়েছে গুচ, তার চেহারা রাগে লালচে হয়ে উঠছে।

'ছেলেটা, সাইলাস মারভিন। কে তাকে ওড়াল? আমার ধারণা, তুমি, তাই না, রীড?'

লাজুক হেসে মাথা ঝাঁকাল জন রীড। 'দু'দিন ধরে ট্র্যান্সমিটারটা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি।'

বাকিংহামশায়ারের রাস্তার দৃশ্যটা স্মরণ করল রানা। গাড়ির কাছে রয়েছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকজন, টিমোথি গার্ড, জন এয়ারম্যান, সিমন কার্ভার, এফবিআই গ্রুপ। বিস্ফোরণের পর ওর পিঠে মুখ গুঁজে দিল জুলিয়া। জন রীডের কথা মনে পড়ল। রাস্তার কিনারায় হাঁটু গেড়ে একটা গর্তের ভেতর ঝুঁকে আছে, ভান করছে বমি করার, আসলে পানির তলায় কাদার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে ট্র্যান্সমিটারটা।

'তারমানে গোপন আস্তানার ভেতর কি ঘটছে তা তোমাকে ফেলিনি জানাচ্ছিল, আর কেনসিংটনে কি ঘটছে তা তোমাকে জানাচ্ছিল রীড। আর

ওয়াশিংটনের ভদ্রলোক?'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জুলিয়া. তার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। এমনকি রীডকেও হতচকিত দেখাল। পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ তুলে রানার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল পিটার গুচ।

গাড়িতে বসে কেবিনে আসার পথে রানা উপলব্ধি করেছে ভিক্টর এসকারভাইলের মিথ্যে পরিচয়ে জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিয়েছিল গুচ। আসলে কি তাই? জুলিয়া কখনও ভিক্টর এসকারভাইলকে দেখেনি, এটা জানার একটাই মাত্র উপায় ছিল তার।

পাণ্ডুলিপিটা দু'হাতে ধরে তুলল পিটার গুচ, ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। 'তুমি একটা বাস্টার্ড, রানা,' রেগেমেগে বলল সে। 'নতুন কিছুই নেই ওটায়। ওয়াশিংটনের ধারণা, ব্যাপারটা আসলে কেজিবির দ্বারা পরিচালিত কমিউনিস্টদের একটা ষড়যন্ত্র। বেজন্মা ডাক যা-ই বলে থাকুক। এখন, এটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যে নতুন কিছু বলতে হবে তোমাকে। নাম, তারিখ, স্থান···প্রমাণ, রানা। কিন্তু তোমার লেখায় কি আছে? কিছুই নেই। ফেলিনি আসলে মুখই খোলেনি, তাই না?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, কামরার মেঝেতে পায়চারি শুরু করল। প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে তার, উদ্বেগে কাহিল হয়ে পড়েছিল। সবই শুধু শুধু।

পায়চারি থামাল সে। 'আমার কথামত ফেলিনির উচিত ছিল তোমাকে মেরে ফেলা। এমনকি বেঁচে থাকলেও, তোমার হাত একেবারে খালি। ডাইনীটাকে যে চিঠি লিখেছ, সেটা ভুয়া। কে তোমাকে এ-সব কৌশল করার পরামর্শ দিল?'

'পেট্রোশিয়ান,' বলল রানা।'

'কে?'

'টাইগ্রান পেট্রোশিয়ান। একজন আমেরিকান। তিনি মারা গেছেন।'

'গুড। তুমিও তাই যাচ্ছো।'

'কিভাবে মারবে, বলবে নাকি?'

'জেনেও কিছু করার নেই তোমার। ডজ র‍্যামটা ভাড়া করেছে তোমার ওই বান্ধবী। এজেন্সির মেয়েটা রীডকে দেখেইনি। পুলিস শেষ পর্যন্ত কেবিনটা খুঁজে পাবে, দেখবে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ভেতরে মেয়েটা ছিল। ট্রাকটার সূত্র ধরে একটা নাম পাবে তারা, দাঁতের রেকর্ড থেকে জানা যাবে লাশের পরিচয়। রেনিগেডটা চালিয়ে এয়ারপোর্টে রেখে আসা হবে। এক হপ্তার ভেতর তোমার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের একটা অভিযোগ খাড়া করা হবে।

'যদিও, পুলিস কোনদিনই তোমাকে খুঁজে পাবে না। দুর্গম এলাকা, আমার পরিকল্পনার জন্যে আদর্শ। এদিকের পাহাড়গুলোয় এমন অনেক ফাটল পাওয়া যাবে যেখানে একজন লোককে লুকিয়ে রাখলে সারাজীবন কেউ খুঁজে পাবে না। আগামী বসন্তে তুমি একটা কঙ্কালে পরিণত হবে, তারপর কঙ্কালের ওপর ধুলো আর মাটি পড়বে, চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে তুমি। পুলিস অবশ্য এদিকে খোঁজাখুঁজি করবে না। তারা এমন এক লোককে খুঁজবে যে মন্টিপিলিয়ার এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে চড়ে পালিয়েছে।'

রাইফেলটা তুলে নিল সে, ব্যারেলটা রানার দিকে ঝাঁকাল।

'এসো, রানা। হাঁটো। রীড, ফুর্তি করো। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব আমি, কিংবা তারও আগে। ততক্ষণ মেয়েটা তোমার।'

বাইরে শীত যেন কঠিন চড়ের মত লাগল নাকে-মুখে। হাত দুটো পিছনে, কব্জি জোড়ায় এঁটে বসেছে হ্যাণ্ডকাফ। তুষারের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে রানা। কেবিনের পিছন দিকটা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে বিয়ার মাউন্টেনের আরও ওপর দিকে উঠছে ওরা। পিছনে হাঁপাচ্ছে পিটার গুচ, ঢাল বেয়ে ওঠায় অভ্যস্ত নয়। তবে হ্যাণ্ডকাফ পরা হাত নিয়ে একটা রাইফেলকে অকেজো করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, গুচ এত বোকা নয় যে কাছাকাছি আসবে। চারদিকে চেয়ে কোথাও কাউকে দেখা গেল না।

পছন্দ মত একটা জায়গা খুঁজে পেতে দশ মিনিট লাগল গুচের। ফাঁকা একটা জায়গা, পাহাড়ের কিনারা। একটু দূরে গাছপালা। পাহাড়ের কিনারা থেকে ঝপ করে নেমে গেছে সরু একটা খাদ। চওড়ায় সেটা দশ ফুটের বেশি হবে না। গভীরতা পঞ্চাশ ফুট। তলায় তুষার জমেছে, তারমানে লাশটা নিচে পড়লে আরও কয়েক ফুট ডেবে যাবে। ডিসেম্বরের বাকি দু'হপ্তা আরও তাজা তুষার পড়বে ওখানে। এভাবে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল, এই চার মাস তুষার পড়বে। ভরে যাবে খাদটা। গরমের দিনে আবার সব গলে যাবে, পানি থাকবে ওখানে, মাছ থাকবে। ওই মাছগুলোই বাকি কাজ সেরে ফেলবে। চোখের কোণে সামান্য একটু নড়ল কি যেন।

'হাঁটু গাড়ো,' নির্দেশ দিল গুচ। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে সে। খাদের কিনারায় হাঁটু গাড়ল রানা। ভাবল, প্রথম গুলিটা কোথায় লাগবে? জানা কথা, মাথায় বা বুকে একটা মাত্র গুলি করে ঝামেলা মুক্ত হবার ইচ্ছে গুচের নেই। আতঙ্কে ও ব্যথায় রানাকে চিৎকার করতে দেখতে চাইবে সে। রাইফেলের বোল্টের আওয়াজ পেল রানা, ওর কাছ থেকে দশ গজ দূরে। বড় করে একটা শ্বাস টানল ও। শক্ত করল পেশী। কিন্তু লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যাবার সুযোগ পেল না, তার আগেই গুলি হলো।

গুলির আওয়াজ পাহাড়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

রানা হতভম্ব। এত কাছ থেকে কোন লোক ব্যর্থ হয় কিভাবে! পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল, গোটা ব্যাপারটা গুচের খেলার একটা অংশ। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। ওর দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুচ।

রানা তাকাতে সামান্য হাসল গুচ, তারপর রাইফেলটা নামাতে শুরু করল। হাঁটু ভাঁজ করল, ঝুঁকল সামনের দিকে, নিজের সামনে তুষারের ওপর হাত দুটো রাখল।

মনে হলো, দীর্ঘ অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, রানা ঘাড় ফেরাবার পর মাত্র দু'সেকেণ্ড পেরিয়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে মুখ খুলল গুচ। উজ্জ্বল রক্তের মোটা একটা ধারা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তারপর বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে, কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

আরও বেশ কয়েক সেকেণ্ড পর লোকটিকে দেখতে পেল রানা, তার

ছদ্মবেশ এতই নিখুঁত। ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, এক জোড়া গাছের মাঝখানে, একদম স্থির পাথর। তার পায়ে স্নো-শূ, দেখতে বড় আকৃতির টেনিস র‍্যাকেটের মত। স্থানীয় দোকান থেকে কেনা আর্কটিক কাপড়চোপড়ে তুষার জমেছে, তবে ট্রাউজার আর ওভারকোট দুটো ম্লান নীল রঙের, প্রায় সাদার কাছাকাছি।

রানা ভাবল এই ঠাণ্ডা নরকে লোকটা বেঁচে আছে কিভাবে?

কিছুক্ষণ কসরত করার পর হাত দুটোকে সামনে আনতে পারল রানা, জোড়া হাত দিয়ে গুচের ওভারকোট হাতড়াল। চাবি দিয়ে হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলল ও, তারপর রাইফেলটা হাতে নিয়ে সিধে হলো। সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি।

'ধন্যবাদ, বন্ধু,' বলল রানা। 'আর এক সেকেণ্ড দেরি হলেই গেছিলাম আজ। তোমার এই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না। তবু যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, শুধু একটা খবর দিয়ো, আমাকে পাশে পাবে।'

লিওনার্দের মুখ ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে, কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ হাসি ফুটল সেখানে। 'ধন্যবাদ, বন্ধু,' উত্তরে বলল সে। 'কথাটা আমার মনে থাকবে।' কসাক লিওনার্দ এখনও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মত বিশেষ একটা সুরে কথা বলছে।

তার স্নো-শূ নড়ে উঠল, প্রথমে একটা, তারপর দ্বিতীয়টা। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিঃশব্দ পায়ে কেবিনের সামনে ফিরে এল রানা। জানালার একটা ফুটোয় চোখ রেখে সিটিংরুমের ভেতরটা দেখে নিল প্রথমে। কেউ নেই সিটিংরুমে। রাইফেলটা সরাসরি সামনের দিকে তাক করে, দরজায় মৃদু লাথি মারল ও। বেডরুম থেকে ফোঁপানোর আওয়াজ ভেসে এল। সিটিংরুমের মেঝে পেরিয়ে বেডরুমের দরজায় চলে এল ও।

বিছানার ওপর নগ্ন পড়ে রয়েছে জুলিয়া। উপুড় করে শোয়ানো হয়েছে তাকে। তার হাত আর পা বিছানার চার কোণে কর্ড দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। জন রীডের পরনে শুধু শর্টস, দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডান হাতে ঝুলছে দুই প্রস্থ মোটা ইলেকট্রিক তার।

তার মুখে এখনও সেই লাজুক হাসি। চেস্ট অভ ড্রয়ারের ওপর আয়নায় তার চেহারাটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল রানা। পায়ের আওয়াজ পেল রীড, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। বুলেটটা ধাক্কা মারল তার পেটে, নাভির এক ইঞ্চি ওপরে। ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল, গুঁড়িয়ে দিল মেরুদণ্ড। পড়ে যাচ্ছে সে, এই সময় চেহারা থেকে মুছে গেল হাসিটা।

নয়

জুলিয়া যেন অসহায় সদ্যোজাত শিশু, দুটো দিন তার যত্ন করল রানা। অবশ করে দেয়া যে ভীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ফলে কখনও সে ফোঁপাল, কখনও থরথর করে কাঁপতে থাকল। কোলের ওপর তুলে দু'হাতে জড়িয়ে রাখল তাকে রানা, ঘন ঘন দোল দিল। তারপর ঘুমাল সে। আর ঘুম হলো সর্বরোগের মহৌষধ।

রানা যখন বুঝল আর কোন ভয় নেই, তাকে একা রেখে সেন্ট জনসবেরীতে চলে এল, ফোন করল এফবিআই-এর এক হেড ক্লার্ককে, নিজের পরিচয় দিল রিচার্ড গুডহোপ বলে। হেড ক্লার্ককে বলল, মেয়ে তার কাছে বেড়াতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অফিসে যাবে তিন কি চারদিন পর।

রাতে, জুলিয়া যখন ঘুমায়, দ্বিতীয় ও আসল পাণ্ডুলিপিটা লিখতে বসে রানা–গত সত্তর দিনের ঘটনা। গোটা ব্যাপারটা নিজের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করছে ও, কিছুই বাদ দিচ্ছে না, এমনকি নিজের করা ভুলগুলোও। এ-সবের সঙ্গে থাকল সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি, কেজিবি জেনারেল নবোকভের কাছ থেকে যেমনটি জেনেছে রানা। গুচ যে কাগজগুলো পড়েছে তাতে এ-সব প্রসঙ্গ ছিল না। কাহিনীর এ-অংশে পৌঁছায়নি রানা, তার আগেই জুলিয়া ওকে জানায় সিআইএ-র ডিডিও ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

মার্সেনারিদের দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যাখ্যা করছে রানা, মারা যাবার আগে ডাক যেমনটি জানিয়েছিল ওকে। আরও থাকল পিটার গুচের দেয়া উত্তরগুলো।

জালের মাঝখানে রয়েছে গুচ, তার পিছনে পাঁচজন পেমাস্টার। গুচ গোপন আস্তানা থেকে তথ্য পাচ্ছিল ফেলিনির মাধ্যমে, আর কেনসিংটন ফ্ল্যাট থেকে জন রীডের মাধ্যমে। তবে আরও একজনের অস্তিত্ব আছে–ব্রিটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ যা জানতেন, সে-ও তা জানত। জানত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মাইকেল অ্যাশটন তদন্তে কতটুকু এগোলেন, কতটুকু এগোলেন এফবিআই-এর টিমোথি গার্ড। আরও জানত, ব্রিটিনে ড্রাগন কমিটি কি ভাবছে, হোয়াইট হাউস গ্রুপ কি আলোচনা করছে। এই লোকটার পরিচয় এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রানা জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু পিটার গুচ ওর প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

গুচের লাশ সরিয়ে আনে রানা, রীডের সঙ্গে তাকে লগ-স্টোরের কাছে পুঁতে রাখে। তার আগে দু'জনের পকেট সার্চ করেছে ও। মূল্যবান কিছুই পাওয়া যায়নি, শুধু প্রাইভেট ফোন-বুকটা ছাড়া। ওটা পাওয়া গেছে গুচের পকেট থেকে।

পিটার গুচ অত্যন্ত সতর্ক লোক ছিল। সিআইএ তাকে বহিষ্কার করার পর একের পর এক কুকীর্তি করেও ধরা পড়েনি সে। ছোট নোটবুকে ফোন নম্বর রয়েছে একশো বিশটা, তবে প্রতিটি নম্বরের আগে হয় একটা করে অক্ষর আছে

নয়ত নামের একটা অংশ মাত্র।

তৃতীয় দিন সকালে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল জুলিয়া, একটানা দশ ঘণ্টা ঘুমোবার পর। হেঁটে এসে রানার কোলে শুলো সে, কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকল চুপচাপ, ওর কাঁধে মাথা রেখে।

'কেমন লাগছে তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'এখন আমি সুস্থ, রানা। সেরে গেছি। আমরা এখন কোথায় যাব?'

'আমাদের এবার ওয়াশিংটনে যেতে হবে,' বলল রানা। 'শেষ পরিচ্ছেদটা ওখানে বসে লিখব। জুলিয়া, তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'যে-কোন সাহায্য, শুধু চাইলেই হবে।'

পরদিন ওয়াশিংটনে পৌঁছুল ওরা। রানা বলল, 'তোমার ফ্ল্যাটে থাকা যাবে না, এখনও ওখানে ছারপোকা আছে।'

জুলিয়ার ফ্ল্যাট থেকে এক মাইল দূরে একটা রুমিং-হাউস ভাড়া করল রানা। সেদিন রাতে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেল জুলিয়া, ফোন করে এফবিআইকে জানাল, কাল সকালে অফিসে যাবে সে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় এক সঙ্গে ডিনার খেল ওরা। গুচের ফোন-বুকটা সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে গিয়েছিল জুলিয়া, নম্বরগুলো সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে। ফ্লুরোসেন্ট পেন দিয়ে নম্বরগুলো কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করেছে সে।

'কোথায় না যোগাযোগ ছিল লোকটার। হলুদ দাগ দেয়া নম্বরগুলো বিদেশের।'

'ওগুলো বাদ,' বলল রানা। 'আমি যে লোককে চাই সে এখানে আছে, ওয়াশিংটনের কাছাকাছি কোথাও।'

'বেশ। লাল দাগ দেয়া নম্বরগুলোর মানে হলো টেরিটোরিয়াল ইউএস, তবে কলম্বিয়া, ভার্জিনিয়া, মেরীল্যাণ্ড আর ওয়াশিংটনের বাইরে। ডিস্ট্রিক্ট আর দুটো রাজ্যের সর্বমোট নম্বর একচল্লিশটা। সবগুলো চেক করেছি আমি। কালি পরীক্ষা করে জানা গেছে, ওগুলো বেশিরভাগই অনেক বছর আগে লেখা, বোধহয় সে যখন কোম্পানীতে ছিল। ওগুলো ব্যাংক, লবিইস্ট, কয়েকজন সিআইএ স্টাফ, একটা ব্রোকেজ ফার্ম ইত্যাদির নম্বর। এ-সব জানার জন্যে ল্যাব-এর এক বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্য নিতে হয়েছে আমাকে।'

'এন্ট্রি ডেট সম্পর্কে কি বলল সে?'

'সবগুলোই দশ বছরের পুরানো।'

'তারমানে কোম্পানী থেকে বিতাড়িত হবার আগের। না, আমি যে নম্বরটা খুঁজছি সেটা আরও অনেক পরের হবে।'

'আমি বলেছি, বেশিরভাগই,' মনে করিয়ে দিল জুলিয়া। 'চারটে নম্বর লেখা হয়েছে গত বারো মাসের মধ্যে। একটা ট্রাভেল এজেন্সি, দুটো এয়ারলাইন টিকেট অফিস আর একটা ক্যাব-কল নাম্বার।'

'ধ্যেত।'

'আরেকটা নম্বর আছে, তিন থেকে ছ'মাসের মধ্যে লেখা হয়েছে। সমস্যা হলো, নম্বরটার কোন অস্তিত্ব নেই।'

'বিচ্ছিন্ন? অকেজো হয়ে আছে?'

'না, আমি বলতে চাইছি কোন কালেই ওটার কোন অস্তিত্ব ছিল না। ডায়াল কোড ওয়াশিংটনের জন্যে ঠিকই আছে: ২০-২। কিন্তু বাকি সাতটা সংখ্যা মিলে কোন ফোন নম্বর হয় না।'

নম্বরটা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল রানা, দুই রাত আর দুই দিন গবেষণা করল। নম্বরটা যদি সাঙ্কেতিক হয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এত রকম ভাবে লেখা যায় যে কম্পিউটরের জ্বর বাধাবার জন্যে যথেষ্ট, মানুষের মাথার কথা না হয় বাদই দেয়া যাক। ব্যাপারটা নির্ভর করে কতটা গোপনীয়তা রক্ষা করতে চেয়েছিল গুচ তার ওপর। প্রথমে সহজ কোড-এ সাজাতে শুরু করল রানা, পরে এগুলো চেক করে দেখবে জুলিয়া। প্রতিটি কোড কাগজে লিখে রাখল।

প্রথমে নম্বরগুলো এমনভাবে সাজাল, বাচ্চা একটা ছেলে যেন খেলছে। শেষ দিকের সংখ্যাগুলো সামনে আনল, সামনের সংখ্যাগুলো সাজাল শেষ দিকে। তারপর শুধু প্রথম আর শেষ সংখ্যাটা বদল করল, এভাবে প্রথমদিকের দ্বিতীয় সংখ্যা আর শেষদিকের দ্বিতীয় সংখ্যা, তারপর তৃতীয় সংখ্যা–সাতটা সংখ্যার মাঝখানেরটা বাদ দিয়ে। দশভাবে লেখার পর যোগ-বিয়োগ শুরু করল ও।

লিখিত নম্বর থেকে একটা করে সংখ্যা বাদ দিল রানা, তারপর দুটো করে। তারপর প্রথম সেট থেকে একটা সংখ্যা, দ্বিতীয় সেট থেকে দুটো সংখ্যা, এভাবে বাদ দিল, সপ্তম সেট পর্যন্ত। এরপর পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করল সংখ্যা যোগ করে। একটা রাত পেরুল, সকালে কলামগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। উপলব্ধি করল, গুচ তার জন্মতারিখ যোগ বা বিয়োগ করে থাকতে পারে, নিজের কিংবা তার মায়ের। অথবা গাড়ির নম্বর। তার উচ্চতার মাপ। সব মিলিয়ে একশো সাতটা নতুন নম্বর লিখল রানা। সকালেই জুলিয়ার সঙ্গে রাস্তায় দেখা করে তালিকাটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। পরদিন বিকেলে রানাকে ফোন করল সে, কথা বলল ক্লান্ত সুরে। ব্যুরোর ফোন বিল মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, সন্দেহ নেই।

'শোনো। তোমার দেয়া একচল্লিশটা নম্বরের এখনও কোন অস্তিত্ব নেই। বাকি ছেষট্টিটার মধ্যে লণ্ড্রি, প্রথমশ্রেণীর নাগরিক, একটা ম্যাসেজ পারলার, চারটে রেস্তরাঁ, একটা হ্যামবার্গার জয়েন্ট, দুটো বুকস্টল আর একটা মিলিটারী এয়ারবেসের নম্বর রয়েছে। সব মিলিয়ে পঞ্চান্নজন নাগরিকের নম্বর, এদের কারও সঙ্গে কোন কিছুর সম্পর্ক নেই। তবে একটা নম্বর একটু কেমন যেন। তোমার তালিকায় চোখ বুলাও–ইনডেক্স নম্বর ফরটি-ফোর।'

নিজের কপির দিকে তাকাল রানা। চৌচল্লিশ। এই নম্বরটা পেয়েছে ভুয়া নম্বরটা উল্টো করে লেখার পর ১২৩৪৫৬৭ বাদ দিয়ে। 'কি এটা?'

'এটা একটা প্রাইভেট, আনলিস্টেট নম্বর, সঙ্গে ক্লাসিফায়েড ট্যাগ আছে,' বলল জুলিয়া। 'নম্বরটা কার, জানার জন্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাহায্য চাইতে হয়েছে আমাকে। জর্জটাউনের বিশাল এক প্রাসাদের নম্বর ওটা। আন্দাজ করতে পারো, বাড়িটা কার?'

'কার?'

বলল জুলিয়া। বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। গোটা ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। সাত সংখ্যার একটা নম্বর ইচ্ছেমত উল্টোপাল্টা করে লিখলে এরকম কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নম্বরের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। 'ধন্যবাদ, জুলিয়া। হাতে এই একটা জিনিসই মাত্র আছে। দেখা যাক কি ঘটে। তোমাকে জানাব।'

সেদিন রাত সাড়ে ন'টায় ওই নম্বরে ফোন করল রানা। এ-সময় বেশিরভাগ মানুষ কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে, তবে এখনও ঘুমাতে যায়নি। নামকরা এক হোটেলের ফোন-বুদে রয়েছে ও, ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। ডায়াল করার পর শুনতে পেল রিঙ হচ্ছে অপরপ্রান্তে। তিন বার রিঙ হবার পর তোলা হলো রিসিভার।

'ইয়েস?'

ভদ্রলোককে আগেও কথা বলতে শুনেছে রানা, তবে কণ্ঠস্বর চেনার জন্যে মাত্র একটা শব্দ যথেষ্ট নয়। ও কথা বলল প্রায় ফিসফিস করে, গুচের গলা নকল করে। 'পিটার গুচ,' বলল ও।

কয়েক মুহূর্তের বিরতি। তারপর, 'ইমার্জেন্সি ছাড়া তোমাকে না আমি এখানে ফোন করতে নিষেধ করেছি?'

আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ায় লেগে গেছে! ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'ইমার্জেন্সিই,' নরম গলায় বলল ও। 'রানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়েটারও। আর জন রীড···তাকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'কে বলল এ-সব আমি জানতে চাই?'

'আপনার জানা উচিত,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, ভদ্রলোক যাতে যোগাযোগ কেটে না দেন। 'সে একটা পাণ্ডুলিপি রেখে গেছে–মাসুদ রানা। এখানে রয়েছে সেটা, আমার কাছে।'

'পাণ্ডুলিপি?'

'হ্যাঁ, পাণ্ডুলিপি। এরকম বিশদ বিবরণ কোথায় পেল বলতে পারব না, কোত্থেকে কিভাবে জেনেছে ঈশ্বরই বলতে পারবে, তবে বাদ দেয়নি কিছুই। পাঁচটা নাম, আপনি জানেন, যারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাছাড়াও আরও অনেক নাম রয়েছে লেখাটায়–আমার, জন রীডের, ফেলিনির, ডাকের, ফারচাইসের, বেলিঙ্গারের। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব আছে। নাম, তারিখ, স্থান, সময়। কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে···এবং কারা জড়িত।'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ বিরতি। 'আমার নামও?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'সবার নাম।' অপরপ্রান্ত থেকে নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ পাচ্ছে রানা।

'পাণ্ডুলিপির কপি? একটাই?'

'হ্যাঁ, একটাই। নর্থ ভারমন্ট-এর পাহাড়ে ছিল সে। ওখানে কপি করার মেশিন নেই। একটাই কপি, সেটা এখন আমার কাছে।'

'আই সী। তুমি কোথায়?'

'ওয়াশিংটনে।'

'তোমার উচিত আমার হাতে ওটা তুলে দেয়া।'

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'সেটা কোন সমস্যা না। এতে আমাকেও দায়ী করা হয়েছে। আমি নিজেই এটা নষ্ট করে ফেলতাম, শুধু···।'

'শুধু কি, গুচ?'

'শুধু আমার আরও টাকা দরকার।'

আবার দীর্ঘ বিরতি। অপরপ্রান্তে কয়েকবার ঢোক গিলে থুথু আর লালা খেলেন ভদ্রলোক। 'আমার জানামতে প্রচুর টাকা পুরস্কার দেয়া হয়েছে তোমাকে,' অবশেষে বললেন তিনি। 'আরও যদি পাওনা থাকে তোমার, তার ব্যবস্থা করা হবে।'

'এ-সব কথায় কাজ হবে না,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা লেজে-গোবরে হয়ে গিয়েছিল, সব আমাকে পরিষ্কার করতে হয়েছে। ইউরোপের ওই তিন লোক, রানা, মেয়েটা···এ-সব কাজের জন্যে অতিরিক্ত ফি চাই আমি।'

'কত?'

'পাঁচ মিলিয়ন।'

ভদ্রলোক হাঁপাচ্ছেন, পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। তিনি সম্ভবত ভাবছেন, খুনীদের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে ব্ল্যাকমেইল-এর শিকার হতেই হবে। 'ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে হবে,' জর্জটাউনের বিশিষ্ট ভদ্রলোক বললেন। 'এ-সব কাজে প্রস্তুতি দরকার, কাগজ-পত্র তৈরি করতে হবে। সময় লাগবে, গুচ। প্লীজ, ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বোসো না। আমি নিশ্চিত, ব্যবস্থা একটা হবেই।'

'চব্বিশ ঘণ্টা,' বলল রানা। 'কাল এই সময় আবার আমি ফোন করব। ওদের পাঁচজনকে বলুন, তারা যেন তৈরি থাকে। আমি আমার ফি পাব, আপনারা পাণ্ডুলিপিটা পাবেন। তারপর গায়েব হয়ে যাব আমি, আপনারা নিরাপদে থাকবেন··· চিরকাল।'

রিসিভার রেখে দিল রানা। ভদ্রলোককে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে টাকা দেবেন, নাকি পুলিসের হাতকড়া পরবেন। শুধু হাতকড়া নয়, তিনি ধরে নেবেন টাকা না দিলে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে তাঁকে।

একটা মোটরসাইকেল ভাড়া করল রানা, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে একজোড়া জ্যাকবুট আর শীপস্কিন বম্বার-জ্যাকেট কিনল।

পরদিন আবার ফোন করল ও। এবার প্রথমবার রিঙ হতেই রিসিভার তুললেন ভদ্রলোক।

'কি ঠিক করলেন?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার শর্ত অযৌক্তিক হলেও, এদিক থেকে মেনে নেয়া হয়েছে,' জর্জটাউন থেকে বললেন ভদ্রলোক।

'কাগজ-পত্র সব তৈরি?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। সব আমার হাতে। পাণ্ডুলিপিটা তোমার সঙ্গে?'

'হাতে। তাহলে আর দেরি কিসের, আসুন ব্যাপারটার ইতি টানি।'

'আমি রাজি। এখানে নয়। সেই আগের জায়গায়, রাত দুটোয়।'

'একা। নিরস্ত্র। ভাড়াটে খুনীদের দিয়ে আমাকে খতম করতে চাইলে আপনার কপালে হয় যাবজ্জীবন নাহয় ইলেকট্রিক চেয়ার আছে।'

'কথা দিচ্ছি, সেরকম কিছু ঘটবে না। আমরা যেহেতু টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ও-সবের কোন দরকার নেই। সাদামাঠা ব্যবসায়িক চুক্তি।'

'বেশ, ভাল। আমি টাকা পেলেই খুশি।'

ভদ্রলোক যোগাযোগ কেটে দিলেন।

এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিন তাঁর ডেস্কে বসে আমেরিকান জনগণের জন্যে হাতে লেখা চিঠিটার ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। তিনি শুধু তাকিয়ে আছেন, পড়ছেন কিনা বলা কঠিন। এই চিঠি আমেরিকানরা সবাই পড়বে, ছাপা হবে প্রতিটি খবরের কাগজে, প্রচার করা হবে রেডিও আর টিভিতে। তিনি বিদায় নেয়ার পর। ক্রিসমাসের আর আটদিন বাকি। তবে এ-বছর অন্য এক ভদ্রলোক উৎসবটা পালন করবেন হোয়াইট হাউসে। অত্যন্ত সৎ ও যোগ্য মানুষ তিনি, বিশ্বাস করেন তাঁকে। পিটার হ্যারিসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট। ফোনটা বেজে উঠল। খানিকটা অস্বস্তিবোধ করলেন তিনি, তাকিয়ে থাকলেন ওটার দিকে। এটা তাঁর ব্যক্তিগত নম্বর, শুধু ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব আর বিশ্বস্ত স্বজনদের দিয়েছেন, যারা পরিচয় ঘোষণা ছাড়াই যোগাযোগ করতে পারেন।

'ইয়েস?'

'মি. প্রেসিডেন্ট?'

'ইয়েস।'

'আমার নাম রানা। দ্য নেগোশিয়েটর।'

'ও...হ্যাঁ, মি. রানা।'

'জানি না আমার সম্পর্কে কি ভাবেন আপনি, মি. প্রেসিডেন্ট। এখন আর তাতে খুব একটা কিছু এসেও যায় না। আপনার ছেলেকে আমি আপনার কাছে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছি। তবে জানতে পেরেছি কেন এবং কে তাকে খুন করেছে। প্লীজ, মি. প্রেসিডেন্ট, শুধু শুনে যান। আমার সময় খুব কম।

'কাল সকাল পাঁচটায় একজন মোটরসাইকেল আরোহী হোয়াইট হাউস-এর প্রবেশপথে, আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন প্যালেসের সামনে সিক্রেট সার্ভিস পোস্ট-এ থামবে। ওখানে যারা থাকবেন তাদের হাতে একটা প্যাকেট দেবে সে, চ্যাপ্টা একটা কার্ডবোর্ড বক্স। ভেতরে একটা পাণ্ডুলিপি থাকবে। ওটা শুধু আপনার জন্যে, একা শুধু আপনি পড়বেন। আর কোন কপি নেই। আপনি নির্দেশ দিয়ে রাখুন, ওটা পৌঁছুনো মাত্র যেন আপনার কাছে পাঠানো হয়। পাণ্ডুলিপিটা পড়ার পর যা ভাল মনে হয় করবেন আপনি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, মি. প্রেসিডেন্ট। গুড নাইট, স্যার।'

কান থেকে নামিয়ে রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন সাইরাস মারভিন। তারপর ধীরে ধীরে ওটা নামিয়ে রেখে আরেকটা ফোনের রিসিভার তুলে

নিলেন। সিক্রেট সার্ভিসের ডিউটি অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি।

ছোট্ট একটা সমস্যায় পড়ল রানা। জর্জটাউনের ভদ্রলোক বলেছেন, সেই আগের জায়গায়, রাত দুটোয়। 'সেই আগের জায়গা' সম্পর্কে রানার কোন ধারণা নেই। জায়গাটা কোথায়, এ-প্রশ্ন করার উপায় ছিল না, তাহলে দেখা করার সুযোগটা হারাতে হত। রাত বারোটায় জুলিয়ার কাছ থেকে পাওয়া ঠিকানাটা খুঁজে পেল রানা, রাস্তার একধারে বড়সড় হোণ্ডাটা রেখে একজোড়া বাড়ির মাঝখানে গভীর ছায়ায় লুকিয়ে থাকল।

যে বাড়িটার ওপর নজর রেখেছে সেটাকে প্রাসাদই বলা যায়, পাঁচতলা উঁচু। এদিকে জায়গার দাম সোনার চেয়েও বেশি। কম করেও বাড়িটার দাম হবে পাঁচ থেকে সাত মিলিয়ন ডলার। বাড়িটার পাশে, সাব-গ্রাউণ্ড লেভেলে, জোড়া গ্যারেজের দরজা, ইলেকট্রিনিক্যালি খোলা ও বন্ধ করা যায়। বাড়িটার তিনটে ফ্লোরে আলো জ্বলছে। সাড়ে বারোটার দিকে পাঁচতলা অর্থাৎ স্টাফ কোয়ার্টারের সব আলো নিভে গেল। রাত একটায় জ্বলতে দেখা গেল শুধু একটা ফ্লোরের আলো। এখনও কেউ জেগে আছে।

একটা বিশে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ওপরের আলোও নিভে গেল, জ্বলে উঠল সিঁড়ির আলো। দশ মিনিট পেরুতে গ্যারেজের দরজার পিছনে হলুদ আভা দেখা গেল। কেউ একজন গাড়িতে চড়ছে। নিভে গেল আলো, গ্যারেজের দরজা খুলে যাচ্ছে। লম্বা ও কালো একটা ক্যাডিলাক লিমোসিন উদয় হলো, ধীরে ঘুরে গেল রাস্তার দিকে, পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গ্যারেজের দরজা। ইউনিভার্সিটির উল্টো দিকে রওনা হলো গাড়িটা, পাশ কাটাল রানাকে। ও দেখল, একজনই মাত্র আরোহী, সেই চালাচ্ছে। শান্ত পায়ে হোণ্ডার দিকে হেঁটে এল ও, স্টার্ট দিয়ে অনুসরণ করল ক্যাডিলাককে।

বাঁক ঘুরে উইসকনসিন এভিনিউয়ে পড়ল ক্যাডিলাক। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়, বারগুলো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে রানা। বাঁক নিয়ে এম স্ট্রীটে ঢুকল গাড়ি, তারপর পেনসিলভ্যানিয়া এভিনিউয়ে। ওয়াশিংটন সার্কেল হয়ে ওটার পিছু পিছু টোয়েনটি-থার্ড স্ট্রীটে চলে এল ও। আবার বাম দিকে ঘুরল, কনস্টিটিউশন এভিনিউয়ে ঢুকে থামল একটা গোলচক্করের পাশে, ঠিক হেনরি বেকন ড্রাইভ-এর সামনে, গাছপালার নিচে।

দ্রুত এভিনিউ থেকে সরে এল রানা, ফুটপাতে তুলে দিল মোটরসাইকেল, কয়েকটা ঝোপের আড়ালে থামল। এঞ্জিন আর আলো, দুটোই বন্ধ করে দিয়েছে। দূর থেকে দেখল ক্যাডিলাকের টেইল-লাইট নিভে গেল, নিচে নামলেন ড্রাইভার। চারদিকে তাকালেন ভদ্রলোক, দেখলেন খালি একটা ট্যাক্সি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। আর কিছু দেখার নেই, এবার ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলেন। ফুটপাতে না উঠে রেইলিং টপকে গোলচক্করের ভেতর ঢুকলেন তিনি, ঘাসের ওপর পা ফেলে এগোলেন রিফ্লেকটিং পুল-এর দিকে।

কালো ওভারকোট আর হ্যাট পরা মূর্তিটা স্ট্রীট-ল্যাম্পের নাগাল থেকে

বেরিয়ে গেল, অন্ধকার গ্রাস করল তাকে। দ্রুত পা চালিয়ে তার পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এল রানা।

গোলচক্কর থেকে বেরিয়ে ভিয়েৎনাম ভেটেরানস মেমোরিয়াল-এর পশ্চিম প্রান্তটাকে পাশ কাটালেন ভদ্রলোক, তারপর গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোলেন কনস্টিটিউশন গার্ডেন লেক ও রিফ্লেকটিং পুল-এর মাঝখান দিয়ে।

এভাবে এক সময় দ্য মল-এর সামনে পৌঁছুলেন তিনি। এখানে আবার থামলেন, আশপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন কোথাও কেউ আছে কিনা। চারদিকে প্রচুর গাছপালা, মাথার ওপর আধখানা চাঁদ। কিছুই দেখতে পেলেন না।

অবশেষে 'সেই আগের জায়গায়' পৌঁছুলেন তিনি। বাগানের লেক আর রিফ্লেকটিং পুল-এর মাঝখানে গোল আকৃতির একটা টিলার মাথায়। চারদিকে গাছপালার বেড়। একটা পাবলিক টয়লেটও আছে, নিঃসঙ্গ একটা বালব জ্বলছে। বালবটার কাছাকাছি স্থির হলেন কালো কোট পরা ভদ্রলোক। তাঁর ভাব দেখে বোঝা গেল, কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন। দু'মিনিট পর গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ভদ্রলোক। সম্ভবত ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা, কম আলোয় বোঝা গেল না। তবে হাত দুটো কাঁপছে, দেখতে পেল রানা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জন। রানার প্রতিপক্ষ আতঙ্কের ঢেউ দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

'রানা,' বললেন তিনি, 'তুমি মারা গেছো।'

'না,' অস্বীকার করল রানা, 'মারা গেছে গুচ। গুচ আর রীড। ফেলিনি, ডাক, ফারচাইস আর বেলিঙ্গার। এবং সাইলাস মারভিন–হ্যাঁ, সে-ও মারা গেছে। কেন, আপনি জানেন।'

'শান্ত হও, রানা। এসো, যুক্তি দিয়ে বিচার করি। তাকে না সরালে চলছিল না। তিনি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন। তোমাকেও নিশ্চয়ই তা স্বীকার করতে হবে।' তিনি জানেন, কথা বলছেন নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।

'সাইলাস? অক্সফোর্ডের একজন ছাত্র?'

ভদ্রলোকের আতঙ্ককে ছাপিয়ে উঠল বিস্ময়। হোয়াইট হাউসে বসে তিনি শুনেছেন কি করতে পারে রানা। 'না, ছেলেটা নয়। বাবা। তাকে না সরালে চলছিল না।'

'হারমোনি চুক্তি?'

'অবশ্যই। ওই চুক্তির শর্ত হাজার হাজার ব্যবসায়ীকে পথে বসাত, ধ্বংস করে দিত শত শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।'

'কিন্তু আপনি কেন? আমি যতটুকু জানি, অসম্ভব ধনী মানুষ আপনি। আপনার ব্যক্তিগত সম্পদের প্রায় কোন সীমা নেই।'

রানার প্রতিপক্ষ ভদ্রলোক ছোট্ট করে, বেসুরো হাসি হাসলেন। 'এখন পর্যন্ত,' বললেন তিনি। 'আপনি জানেন না, কেউ জানে না, হারমোনি চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পথের ভিখারি হয়ে যেতাম আমি। কারণ আমার সমস্ত নগদ টাকা যে ব্যবসায় ঢেলেছি সেটা লালবাতি জ্বালত।'

'আর্মামেন্ট ইণ্ডাস্ট্রিতে?'

'শোনো, রানা। এটা আমি গুচের জন্যে এনেছি। যদি চাও, তোমার হতে পারে। আগে কখনও এ জিনিস দেখেছ?' বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন ভদ্রলোক, বাড়িয়ে ধরলেন রানার দিকে। বালব ও চাঁদের আলোয় কাগজটার দিকে তাকাল রানা। একটা ব্যাংক ড্রাফট, বিখ্যাত এক সুইস ব্যাংকের, বিয়ারারকে পেমেন্ট করা হবে। পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 'এটা তোমার, রানা। নাও। এত টাকা আগে কখনও দেখোনি তুমি। ভবিষ্যতেও কোনদিন দেখবে না। ভেবে দেখো, টাকাটা পেলে তোমার জীবনে কি ঘটবে। সারাজীবন আর খেটে খেতে হবে না। বিলাসবহুল দিন কাটাবে। শুধু পাণ্ডুলিপিটা দাও আমাকে।'

'গোটা ব্যাপারটাই আসলে টাকা নিয়ে, তাই না? প্রথম থেকেই?' চিন্তিত দেখাল রানাকে। চেকটা নাড়াচাড়া করছে ও।

'অবশ্যই। টাকা আর ক্ষমতা। একই তো জিনিস।'

'কিন্তু আপনি তাঁর বন্ধু। তিনি আপনাকে বিশ্বাস করতেন।'

'প্লীজ, রানা, আনাড়ির মত কথা বোলো না। তুমি আমেরিকানদের ভাল করেই চেনো। গোটা জাতটাই শুধু টাকা চেনে। এই পরিস্থিতি কেউ কোন দিন বদলাতে পারবে না। চিরকাল এই ছিল, চিরকাল এই থাকবে। আমরা ডলার নামের ঈশ্বরকে পুজো করি। এই দেশে মানুষ বলো বস্তু বলো সব কেনা যায়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বম্বার-জ্যাকেটের ভেতরে হাত গলাল। ছোটখাট ভদ্রলোক চমকে উঠে পিছিয়ে গেলেন।

'এ-সবের কোন দরকার নেই, রানা। তুমি বলেছ কেউ আমরা অস্ত্র নিয়ে আসব না।'

জ্যাকেটের ভেতর থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করল রানা। সব মিলিয়ে দুশো সাদা কাগজ। ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে ধরল ওটা। ঢিল পড়ল তাঁর পেশীতে, পাণ্ডুলিপিটা নিলেন।

'তুমি ঠকোনি, রানা। টাকাটা উপভোগ করো।'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা কথা···।'

'বলো। তোমার যে-কোন কথা রাখব আমি।'

'আমি কনস্টিটিউশন এভিনিউয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে আপনি সার্কেল পর্যন্ত লিফট দেবেন?'

এই প্রথম হাসলেন ভদ্রলোক। চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটল। 'কোন সমস্যাই নয়,' বললেন তিনি।

দশ

দু'দিন পর এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ম্যাক সুলেভান নিজে একটা

টিম নিয়ে হিল কান্ট্রির একটা এস্টেট ঘেরাও দিলেন। মাইকেল ডগার্ড ডিপার সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকে তাঁর আইনগত অধিকারের কথা মনে করিয়ে দেয়া হলো, বলা হলো এখন তিনি যা বলবেন তা তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে ব্যবহার করা হতে পারে। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এ-কথা শুনে প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি, ক্রমশ তাঁর গলা চড়তে লাগল। প্রার্থনার মধ্যে বললেন, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অসৎ লোক থাকায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট বোধ করেছেন, আর তাই তাদের মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবের মুখ দেখল না।

হাউসটনে, প্রায় একই মুহূর্তে, শিপিং টাইকুন ডানিয়েল হপকিন্সকে গ্রেফতার করলেন টিমোথি গার্ড। অন্য একটা এফবিআই টিম ডালাসে দেখা করল রবার্ট হেরিকের সঙ্গে। একই টিম পালো অলটো-য় টিম জেফারসন আর প্যাসেডেনা-য় মরিস ডেলাভাইনকে গ্রেফতার করতে গেল। বিপদ টের পেয়েই হোক বা ভাগ্যগুণেই হোক, আগের দিন মেক্সিকোগামী একটা প্লেনে চড়ে আমেরিকা ত্যাগ করেছেন টিম জেফারসন। বিকেল চারটের সময় অফিসেই থাকার কথা মরিস ডেলাভাইনের। আসলে সর্দি হওয়ায় সেদিন তিনি অফিসে যাননি। অফিসে না পেয়ে এফবিআই টিম তাঁর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো, একজন বিশ্বস্ত সেক্রেটারি ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিল তাকে। বিছানা ত্যাগ করলেন ভদ্রলোক, স্ত্রী ও পুত্রকে চুমো খেলেন, তারপর বাড়ির পাশে গ্যারেজের ভেতর ঢুকলেন। বিশ মিনিট পর এফবিআই টিম সেখানেই তাঁকে পেল।

চারদিন পর কেবিনেট রুমে ঢুকলেন সাইরাস মারভিন, বসলেন মাঝখানের সীটটায়, চীফ এক্সিকিউটিভের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে। তাঁর মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও উপদেষ্টারা আগেই আসন গ্রহণ করেছেন। তাঁরা লক্ষ করলেন, খাড়া হয়ে আছে প্রেসিডেন্টের শিরদাঁড়া, মাথা উঁচু, চোখে স্বচ্ছ দৃষ্টি।

'আপনাদের রিপোর্ট দিন, প্লীজ, জেন্টেলমেন,' ভারি, ভরাট গলায় বললেন তিনি।

প্রথমে কথা বললেন টিমোথি গার্ড, ডিরেক্টরের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে। 'মি. প্রেসিডেন্ট। ভারমন্টের লগ কেবিন। ওখান থেকে আমরা একটা রাইফেল আর একটা কোল্ট .৪৫ অটোমেটিক পেয়েছি, পাণ্ডুলিপিতে যেমন বলা হয়েছে। ওগুলোর সঙ্গে ছিল জন রীড আর পিটার গুচের লাশ। দু'জনেই সিআইএ-র সাবেক এজেন্ট।'

'মি. এসকারভাইল?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ভিক্টর এসকারভাইল। 'আমি স্বীকার করছি, পিটার গুচের সুপারিশে সেন্ট্রাল আমেরিকায় জন রীডকে কোম্পানীতে চাকরি দেয়া হয়েছিল। ওখানে দু'বছর দায়িত্ব পালন করে সে, তারপর আমেরিকায় নিয়ে এসে ক্যাম্প ফেয়ারিতে ট্রেনিঙের জন্যে পাঠানো হয় তাকে। পিটার গুচকে বরখাস্ত করার পর, তার সুপারিশে যারা কাজ পেয়েছে তাদের ওপর নজর রাখা উচিত ছিল, কিন্তু রাখা হয়নি। আমি দুঃখিত, মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'আপনি সে-সময় অপারেশনস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন না, মি. হারভাইল। প্লীজ গো অন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. প্রেসিডেন্ট। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, মস্কোয় একজন মার্শালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে জেরা করে জানা গেছে, তিনিই বেল্টটা সাপ্লাই দিয়েছিলেন, যে বেল্টটা আপনার ছেলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। তিনি স্বীকার করেছেন, কেজিবির বরখাস্ত ডিরেক্টরের নির্দেশে কাজটা করেছিলেন তিনি।'

'মি. সুলেভান?'

'আমার রিপোর্টও এই রকম, মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার।'

'আমি ফাইন্যানশিয়ার পাঁচজন সম্পর্কে বিশদ জানতে চাই।'

'ওঁদের তিনজনকে আমরা আটক করেছি, স্যার। মাইকেল ডগার্ড ডিপারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে বলে মনে হয় না। পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন তিনি। ডানিয়েল হপকিন্স সব স্বীকার করে জবানবন্দী দিয়েছেন, সেই সঙ্গে দ্বিতীয় একটা ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের কুখ্যাত কয়েকটা টেরোরিস্ট গ্রুপের সাহায্যে সৌদি রাজ-পরিবারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা। উদ্দেশ্য ছিল, রাজ-পরিবারের অসন্তুষ্ট একজন সদস্যকে বাদশাহ, অর্থাৎ নিজেদের পুতুল বানানো। আমাদের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সৌদি সরকারকে সাবধান করে দিয়েছে। টেরোরিস্ট গ্রুপের প্রায় সব ক'জন লিডারকে রিয়াদে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

'ধারণা করা হচ্ছে, সমরাস্ত্র কারখানার মালিক টিম জেফারসন পালিয়েছেন। সম্ভবত ল্যাটিন আমেরিকায়। মরিস ডেলাভাইনকে পাওয়া গেছে তাঁর গ্যারেজে, গলায় রশি বাঁধা অবস্থায়। আত্মহত্যা করেছেন তিনি। ডানিয়েল হপকিন্স যা স্বীকার করেছেন তা সব সত্যি বলে সায় দিয়েছেন রবার্ট হেরিক।'

'মি. রানার সব কথাই তাহলে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'জ্বী, স্যার। নাম, তারিখ, সময়, স্থান, ভাড়া করা গাড়ি, এয়ারলাইন টিকেট, ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্যবহার করা অন্যান্য গাড়ি, অস্ত্র—সব আমরা চেক করে দেখেছি। মিলে যায়। কোথাও কোন ভুল তথ্য বা অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি।'

টেবিলে, নিজের পাশে, খালি চেয়ারটার দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার সাবেক সহকর্মী?'

ম্যাক সুলেভানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন এফবিআই ডিরেক্টর।

'পাণ্ডুলিপির শেষ তিনটে পৃষ্ঠায় দাবি করা হয়েছে, দু'দিন আগের রাতে দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা আলোচনা হয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি, মি. প্রেসিডেন্ট। মি. রানা কোথায় আছেন তা আমরা এখনও জানি না। তবে জর্জটাউনের বাড়িটায় যাওয়া হয়েছে, কথা বলা হয়েছে স্টাফদের সঙ্গে।'

'কি জানা গেল?'

'অফিশিয়াল শোফারকে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়, বলা হয় রাতে আর গাড়ি

ব্যবহার করা হবে না। রাত দেড়টার দিকে দু'জন স্টাফের ঘুম ভেঙে যায়, গ্যারেজের দরজা খোলার শব্দে। তাদের একজন জানালা দিয়ে দেখে, গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল ক্যাডিলাক। তার সন্দেহ হয়, গাড়িটা বোধহয় চুরি হয়েছে। সে তার মনিবের ঘুম ভাঙাতে যায়। কিন্তু দেখে তিনি নেই।

'আমরা তার বিভিন্ন ব্লাইণ্ড ট্রাস্ট-এর স্টক পোর্টফোলিও চেক করেছি। সমরাস্ত্র তৈরির ব্যবসাতে বিপুল পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল, হারমোনি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে কোম্পানীগুলোর শেয়ার মূল্যে সাংঘাতিক আঘাত লাগত। এ-ব্যাপারে মি. রানার দাবি মিথ্যে নয়। তবে ভদ্রলোক মি. রানাকে যা যা বলেছেন তা সত্যি কিনা বলা অসম্ভব। এ-ব্যাপারে মি. রানার কথাই বিশ্বাস করতে হবে আমাদের।'

প্রেসিডেন্ট মারভিন দাঁড়ালেন। 'তাঁর কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। তাঁর নামে ইস্যু করা গ্রেফতারি পরোয়ানাটা প্রত্যাহার করে নিন, প্লীজ। এটা একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার। থ্যাঙ্ক ইউ।' ফায়ার প্লেসের উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি, ঢুকলেন তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারির অফিসে, জানালেন তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। ওখান থেকে সরাসরি ওভাল অফিসে চলে এলেন, ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

পাঁচ ইঞ্চি পুরু বুলেট প্রুফ কাঁচ দিয়ে মোড়া জানালার সামনে নিজের চেয়ারে বসলেন প্রেসিডেন্ট। আজ তিয়াত্তর দিন পর।

তাঁর ডেস্কের ওপর রূপালি ফ্রেমে একটা ফটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিটায় সাইলাস মারভিনকে দেখা যাচ্ছে, লণ্ডনের উদ্দেশে আমেরিকা ত্যাগ করার আগে ইয়েল-এ তোলা। তখন তার বয়েস ছিল বিশ, চেহারায় তারুণ্যের দীপ্তি ফুটে আছে।

দু'হাতে ফটোটা ধরে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর বাঁ দিকের একটা দেরাজ খুললেন। 'গুডবাই, সান,' বললেন তিনি। ফ্রেমটা উল্টো করে দেরাজে রেখে দিলেন, বন্ধ করলেন দেরাজ। তারপর চাপ দিলেন ইন্টারকমের বোতামে। 'ববি ডেনাল্ডসনকে পাঠিয়ে দিন, প্লীজ।'

দু'মিনিটের মধ্যে তাঁর প্রেস সেক্রেটারি হাজির হলো। প্রেসিডেন্ট তাকে জানালেন, আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন তিনি।

কানাডিয়ান অতিথি সিমন বিউগলকে হারাতে হবে শুনে রুমিং-হাউসের ল্যাণ্ডলেডি মনে বড় দুঃখ পেলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত, যা খুব কম মানুষ সম্পর্কে বলা যায়।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে শুভ বিদায় জানাতে এলেন ভদ্রলোক। ল্যাণ্ডলেডি লক্ষ করলেন, তিনি তাঁর দাড়ি কেটে ফেলেছেন। মনে মনে ব্যাপারটা সমর্থন করলেন মহিলা, ভদ্রলোককে একেবারে তরুণ দেখাচ্ছে।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরের সিটিংরুমে টেলিভিশন চলছে। বিদায় জানাবার জন্যে দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন। টিভি পর্দায় ভারিক্কি চেহারার এক ঘোষক জানালেন, 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন, দ্য প্রেসিডেন্ট অভ দ্য

ইউনাইটেড স্টেটস।'

'মি. বিউগল, ইচ্ছে করলে আপনি আরও কিছুক্ষণ থেকে যেতে পারেন,' বললেন ল্যাণ্ডলেডি। 'প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেবেন এখন। সবাই বলাবলি করছে পতদ্যাগ না করে উপায় নেই বেচারার।'

'গেটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে,' বলল রানা। 'আমাকে যেতে হবে।'

টিভির পর্দায় প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিনের ছবি ফুটে উঠল। ওভাল অফিসে, নিজের ডেস্কের পিছনে বসে আছেন তিনি, বিশাল সীল-এর নিচে। গত আশি দিনে প্রায় তাঁকে দেখাই যায়নি। সবার ধারণা হয়েছে, আরো বুড়িয়ে গেছেন তিনি, ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, ভেঙে পড়েছেন মানসিকভাবে। কিন্তু টিভিতে সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। ছেলেকে মাটি দেয়ার সময় তাঁকে যেরকম দেখা গিয়েছিল, তখনকার চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারার প্রায় কোন মিল নেই। ভদ্রলোকের চেহারায় দৃঢ় একটা ভাব চট করে দৃষ্টি কেড়ে নিল কোটি কোটি টিভি দর্শকের। ক্যামেরার লেন্সের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছেন তিনি, বসার ভঙ্গিতে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই। 'মাই ফেলো আমেরিকানস···,' শুরু করলেন তিনি।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, রুমিং-হাউস থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চড়ল। 'ডালেস,' ড্রাইভারকে বলল ও।

হেনরি শার্লি মেমোরিয়াল হাইওয়ে ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছুটল ট্যাক্সি। বাঁক নিল দু'বার, প্রথমবার ঢুকল রিভার টার্নপাইক-এ, দ্বিতীয়বার ক্যাপিটাল বেল্টওয়ে-তে। সব রাস্তার দু'পাশ ক্রিসমাস উপলক্ষে আলোকমালায় সাজানো হয়েছে।

কয়েক মিনিট পর রানা লক্ষ করল, ফুটপাতের কিনারা ঘেঁষে গাড়ি থামিয়ে লোকজন রেডিও শুনছে বা টিভি দেখছে। এখানে সেখানে ভিড় জমে যাচ্ছে, বিশেষ করে দোকানগুলোর সামনে। রানার ড্রাইভার একজোড়া এয়ারফোন লাগাল কানে। টার্নপাইকে ঢোকার সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, 'কী সাংঘাতিক, নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

রানা কথা বলল না।

ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ড্রাইভার, রাস্তার ওপর মনোযোগ নেই। 'স্যার, আপনি চান স্পীকারে সাউণ্ড দিই?'

'পরে শুনব আমি,' বলল রানা।

'আপনি বললে রাস্তার ধারে গাড়ি থামাতে পারি আমি।'

'না।'

ডালেস এয়ারপোর্টে পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাল রানা, দরজা পেরিয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চেক-ইন-এর দিকে এগোল। টার্মিনাল ভবনের বেশিরভাগ স্টাফ একটা টিভির সামনে জড়ো হয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরোহীরাও। চেক-ইন ডেস্কের পিছনে একটা মেয়েকে দেখতে পেল রানা।

'ফ্লাইট টু-ওয়ান-সিক্স ফর লণ্ডন,' বলে ওর টিকেটটা কাউন্টারে রাখল ও।

টিভি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে টিকেটটা পরীক্ষা করল তরুণী, বুকিং কনফার্ম করার জন্যে ডেস্ক-টপ টার্মিনাল পাঞ্চ করল। 'আপনি লণ্ডনে পৌঁছে প্লেন বদল করে মালাগায় যাবেন?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

নিস্তব্ধ হলের ভেতর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাইরাস মারভিনের কণ্ঠস্বর। 'হারমোনি চুক্তি বানচাল করার উদ্দেশ্যে এই লোকগুলো সিদ্ধান্ত নেয়, প্রথমে আমাকে ধ্বংস করতে হবে···।'

রানার বোর্ডিং কার্ড ইস্যু করল তরুণী, টিভির পর্দায় চোখ।

'আমি ডিপারচার দিয়ে যেতে পারি?' জানতে চাইল রানা।

'কি··· ও, হ্যাঁ, অবশ্যই···হ্যাভ আ নাইস ডে।'

ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল পেরিয়ে এল রানা, সামনে অপেক্ষা করার একটা জায়গা আছে, ডিউটি ফ্রি বার সহ। বার-এর পিছনে এখানেও একটা টিভি সেট রয়েছে। আরোহীরা সবাই জড়ো হয়েছে সেটার সামনে।

'আমাকে না পেয়ে আমার ছেলেকে ধরল তারা। সাইলাস ছিল আমার একমাত্র সন্তান, তাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসতাম। তাকে ধরল ওরা, তারপর খুন করল।'

একটা মোবাইল লাউঞ্জ অপেক্ষারত বোয়িং-এর দিকে গড়াতে শুরু করল, লাউঞ্জে এক লোকের হাতে রয়েছে একটা রেডিও। কেউ কোন কথা বলছে না, সবাই মগ্ন হয়ে শুনছে। প্লেনের প্রবেশমুখে একজন স্টুয়ার্ডকে বোর্ডিং পাসটা দিল রানা, ইঙ্গিতে ওকে ফার্স্ট ক্লাস-এর দিকে যেতে বলল সে। রুশ জেনারেলের দেয়া অবশিষ্ট টাকা বিলাসিতায় ব্যয় করছে রানা। মাথা নিচু করে কেবিনে ঢুকছে, পিছনের মোবাইল লাউঞ্জ থেকে প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'এখন আপনারা জানেন কি ঘটেছে। তবে বিপদ কেটে গেছে। ঈশ্বরের কৃপায় জয় হয়েছে শান্তিকামী মানুষের। আমি এখন আপনাদেরকে অন্তত একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। ফেলো আমেরিকানস, ইউ হ্যাভ আ প্রেসিডেন্ট এগেইন···।'

জানালার ধারের সীটে বসে কোমরে সেফটি-স্ট্র্যাপ জড়াল রানা। শ্যাম্পেন সাধা হলো ওকে, মাথা নেড়ে লাল ওয়াইন চাইল ও। ওয়াশিংটন পোস্ট-এর একটা কপি নিল, মন দিল পড়ায়। প্লেন আকাশে ওঠার পরও ওর পাশের সীটটা খালি থাকল।

নাক ঘুরিয়ে নিল বোয়িং, ঘুরে গেল আটলান্টিক আর ইউরোপের দিকে। ওর চারদিকে বসা আরোহীরা উত্তেজিত সুরে প্রেসিডেন্টের ভাষণ নিয়ে আলোচনা করছে। আলোচনাটা নিস্তেজ হলো প্রায় এক ঘণ্টা পর। চুপচাপ বসে খবরের কাগজ পড়ছে রানা।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম খবরটা প্রেসিডেন্টকে নিয়েই তাতে আগাম বলা হয়েছে, আজকের ভাষণে অবশ্যই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করবেন তিনি।

'আমি আপনার কোন কাজে আসতে পারি, স্যার?' কোকিলকণ্ঠী এক তরুণী ওর কানে ফিস ফিস করল। 'আপনার কিছু লাগবে? সঙ্গ বা সেবা?'

মাথাটা ঘোরাল রানা, স্বস্তির হাসি ফুটল চেহারায়। ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলিয়া, ঝুঁকে আছে ওর ওপর।

'পারো। সঙ্গ দিতে পারো।'

কাগজটা কোলের ওপর ভাঁজ করল রানা। পিছনের পৃষ্ঠায় একটা প্যারাগ্রাফ দু'জনের কারোরই চোখে পড়ল না। ওতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের দুঃস্থ শিশু কল্যাণ তহবিলে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক পাঁচ মিলিয়ন ডলার দান।'

রানার পাশের খালি সীটটায় বসে পড়ল জুলিয়া। 'তোমার মেসেজ সময় মতই পাই আমি, রানা। আর হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে পনেরো দিন বেড়াতে রাজি আছি আমি। আর হ্যাঁ, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'গুড,' বলল রানা। 'সিদ্ধান্তহীনতা আমার পছন্দ নয়।'

'মালাগায় যেখানে আমরা যাচ্ছি, তুমি যেখানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছো, জায়গাটা কেমন, রানা?'

'ভারি চমৎকার। আমরা পাহাড়ের ওপর জঙ্গলে তাঁবু ফেলব। মাঝে মধ্যে নিচের লেকে নেমে এসে মাছ ধরব।'

'আর প্রেম করব,' রানার কানে ফিসফিস করল জুলিয়া। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল সে।

খবরের কাগজটা রানার কোল থেকে পিছলে পড়ে গেল মেঝেতে, পিছনের পাতাটা ওপর দিকে থাকল। একজন স্টুয়ার্ড, মুখে অপ্রতিভ হাসি, যত্ন করে তুলল ওটা। শেষ পৃষ্ঠার প্রধান খবরটা সে দেখল না, দেখলেও গুরুত্ব দিত কিনা সন্দেহ। পিছনের পৃষ্ঠার প্রধান শিরোনামটা এরকম:

'অর্থমন্ত্রী রেক্স হারবারকে পারিবারিক কবরস্থানে মাটি দেয়া হয়েছে।

তাঁর মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত। গভীর রাতে গাড়ি সহ কিভাবে তিনি পটোম্যাক নদীতে পড়লেন, পুলিস এখনও তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারছে না।'

Scanned by roni060007 for Banglapdf.net

***